আলোচনা-প্রসঙ্গে

বিংশ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

[পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন]

(বিংশ খণ্ড)

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম. এ.

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅজিতকুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার

প্রথম সংস্করণ ঃ
১লা মাঘ, ১৪০২

মুদ্রাকর ঃ
কৌশিক পাল
প্রিন্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

Alochana-Prasange
[*Conversation with*
Sri Sri Thakur Anukulchandra]
20th Part, 1st Edition

প্রকাশকের কথা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস সংকলিত আলোচনা-প্রসঙ্গে বিংশ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই খণ্ডের আলোচনা সুরু হয় ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১০। ১১। ১৯৫০) থেকে। প্রায় দেড় বৎসরের কথোপকথন এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

এই পুস্তকের পঠন-পাঠনে সবার ইষ্টানুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক, পরমপিতার শ্রীচরণে এই আমাদের প্রার্থনা। ইতি—

দেওঘর, বিহার

১৬ই পৌষ, ১৪০২

প্রকাশক

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা

খ

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় **পৃষ্ঠা**

বিষয় | **পৃষ্ঠা**

বিষয়		পৃষ্ঠা

আলোচনা-প্রসঙ্গে

২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১০।১১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

পাটনার কান্তিদার (সিংহ) কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শৈলেশদার (বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন। কান্তিদার একজন ভাল কর্ম্মী হবার সম্ভাবনা।

কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললেন—আশায় ঝুলে থাকি কিনা—তাই একটা glaring (দীপ্তিময়) কিছু পেলে পরেই hopeful (আশাবাদী) হ'য়ে উঠি।

কাগজ পড়া হচ্ছিল।

প্রফুল্ল বলল—দেশের লোককে all round profitable (সর্ব্বতোমুখী লাভজনক) চিন্তা ও কর্ম্মে অভ্যস্ত করানর লোক নেই—তা' না হলে অনেক-কিছু সম্ভাব্যতা আছে। আপনি আমাদের ঋত্বিক্ করেছেন, কিন্তু মানুষের মঙ্গলমুখী allround interest (সর্ব্বতোমুখী আগ্রহ) আমাদের নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিক্ system (প্রথা) বড় সুন্দর system (প্রথা) ছিল। ঋত্বিক্ পেলে আবার সোনার দেশ ক'রে ফেলা যেতো। ঋত্বিক্ই পেলাম না—এসব তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দারোগার মতো নেওয়া হয়েছে। তখন ব'লে মোটা-সোটা কাউকে দেখলে ধ'রে দারোগা করে দিত।

আজ ক'দিন ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর নির্দ্দেশাদিসহ সুশীলদা (বসু) ও শৈলেশদাকে কান্তিদার কাছে পাঠাচ্ছেন তার সঙ্গে আরও আরও কথা ব'লে তার মত সম্পূর্ণভাবে ঠিক করার জন্য।

তাঁরা কথাবার্তা ব'লে ঘুরে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—কী বললো ?

ওঁদের কাছে কান্তিদার ক্রমবৃদ্ধিপর আগ্রহোন্মাদনার কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুশী হলেন। জগদীশদা (শ্রীবাস্তব) আসলেও তার সঙ্গে ওর সম্বন্ধে কথা হল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় কানু ভাইয়ের কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণবরেষু,

কানু,

তোমার চিঠি পেলাম। আমার ধারণা ছিল শান্তু ওদের কাছে যখন চিঠি দিয়েছি

তখন তোমার কাছেও বোধ হয় চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু তোমার চিঠি পেয়ে বুঝলাম যে তোমাকে চিঠি দেওয়া হয়নি। আমি বরং ভাবছিলাম, তোমার চিঠি আসছে না কেন? এখন বুঝছি তোমার লেখা সত্ত্বেও ডাকের গোলমালে বা অন্য কোন কারণে পৌঁছায়নি। আমার চিঠি যে পাওনি—সে কথা জানিয়ে ভালই করেছ, নচেৎ আমার ধারণা থাকতো—চিঠি দিয়েছি।

তুমি আমার আন্তরিক শুভাশিস জেনো। প্রার্থনা তাঁর চরণে, তোমার জীবন যেন সর্ব্বতোভাবে তাঁকেই বহন করে—ইষ্টার্থীগণকল্যাণে যেন সার্থক হয়ে ওঠে তোমার প্রতিভা, শ্রদ্ধার্হ চলন যেন তোমাকে সকলের অন্তরের অধিনায়ক ক'রে তোলে।

তোমার শরীর ভাল তো? তোমার পিসীমার কথা তো কিছুই লেখনি। তার অসুখের সংবাদে খুব চিন্তিত আছি—এখন কেমন জানিও।

তোমার বাবা কেমন আছেন? শান্তু, অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু—এরা? মাঝে মাঝে তোমাদের খোঁজখবর পেলে ভাল লাগে।

ইতি

তোমাদের

দীন

জ্যাঠামহাশয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় অশখতলায়। Blood Pressure (রক্ত চাপ) বেড়েছে, নিরিবিলি আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদার (বসু) সঙ্গে টুকটাক কথা বলছেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার একসময় খুব জাত্যভিমান ছিল, আভিজাত্য নয়। সেটার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একদিন শশধরের সঙ্গে খেলাম। শশধর তো সূত্রধর, ওদের অন্ন ব্রাহ্মণরা তো খায় না—আমি ওর সঙ্গে জোর করেই একপাতে ব'সে খেলাম। তখন জাত্যভিমানের গোড়ায় যেন ভাল ক'রে আঘাত দেওয়া হল। এখন আভিজাত্য আছে, জাত্যভিমান নেই। তাই ব'লে কারও সঙ্গে একপাতে খাওয়া কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। জাত্যভিমান যাতে ভাঙ্গা যায়—সেই জন্যই অতোখানি করা।

কেষ্টদা—আপনি কতদিন মাছ খেয়েছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—১৯/২০ বছর বয়স পর্য্যন্ত। রায়পুরে গিয়েছিলাম, সেখানে বাবার খুব নাম ছিল—ওখানে স্কুলে পড়ার ইচ্ছে ছিল। ওখানে যাবার পরে কাছিমের মাংস রান্না করলো একদিন। আমাকে বাটিতে এনে সামনে দিতেই আমার বমি হতে আরম্ভ হ'ল—তারপর উঠে পড়লাম। ওখানে আর পড়লাম না। ওখানে যাবার পথে একবার মেঘনার কূলের কাছে নৌকো ডুবে গিয়েছিল। একদিন রায়পুরে মেঘনার পাড়ে বসে

আছি, কী যেন মনে হ'ল—উঠে পড়লাম। হঠাৎ একটু পরে একটা বড় কুমীর লেজা দিয়ে বাড়ি মারলো এমনভাবে যে জল ছিটকাতে লাগলো। আর একবার পদ্মার কাছে গিয়েছি, আমার সঙ্গে ছিল একজন। তার নাম বরু মাসকাটা, সে আবার নাকি সুরে কথা বলত। আমার খুব পিপাসা পেয়েছে—সে বলে—'যাঁও না ওখাঁনে গিঁয়ে জঁল খাও আমি তঁ আঁছি—ভঁয় কিঁ?' তারপর উঁচু পাড় দিয়ে জলের দিকে যেতেই কেমন ভয় হলো—সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছি, হঠাৎ একটা কুমীর ঝাপট দিল ডানা দিয়ে, তখন ও বলে, ওঁরে আঁল্লা, গিঁছিরে গিঁছি।'···ভাগ্যিস বেশী দূর এগোই নি। যাহোক, তখন কিন্তু খুব বেশী ভয় হয়নি। প্রত্যেকবারই দেখেছি ভয় হয় পরে। তখনই ভয়ে কাবু হয়ে গেলে পারা মুশকিল ছিল। সাপ ডিঙ্গিয়ে যে এসেছিলাম, আবার সাপ যে ধরেছিলাম, তখন কিন্তু ভয় হয়নি।

মাছ খাওয়া সম্পর্কে বললেন—ও যদি না খেতাম, তাহলে ভাল হ'ত—এমন হ'ত না। কতবার চেষ্টা করেছি—মাছ খেয়ে পারা যায় কিনা, কিন্তু দেখলাম ওতে পারা যায় না। পরে মনে হ'ল যা' experimented fact (পরীক্ষিত সত্য) তা' নিয়ে আবার experiment (পরীক্ষা) করতে যাচ্ছি, আমার মতো বোকা তো নেই। মহারাজের বৌ মারা যাওয়ার কিছুদিন পর থেকেই মাছ খাওয়া ছেড়েছি—আর ছেড়েছি মহারাজের বাড়ী থেকেই। মহারাজের বাড়ীতে বিরাট চিতলমাছ এনেছিল, খেলাম—খেয়ে মনে হ'ল আবার তো ঐ-রকম হবে! এ আমি বারবার experiment (পরীক্ষা) করতে যাই কেন? এই ব'লে এক লহমায় ছেড়ে দিলাম। এর আগেও যে খেয়েছি—at intervals (বিরতিতে), খেয়ে না-খেয়ে দুই রকম ক'রে দেখেছি, কোন্‌টায় কী effect (ফল) হয়। লাগাজোড়া খাইনি। প্রথম-প্রথম interval (বিরতি) কম ছিল, পরে interval (বিরতি) বেড়ে গেল। প্রথম হয়তো একসপ্তাহ খেলাম, চৌদ্দ দিন খেলাম না, পরে আস্তে-আস্তে হয়তো এক দিন খেলাম, বহুদিন খেলাম না—এইভাবে কতবার করেছি। প্রত্যেকবার ঐ এক effect (ফল) হ'ত। অনুভূতি ব্যাহত হ'ত।

কেষ্টদা—স্পর্শদোষে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যরকম হয়। নিজের মধ্যে কতকগুলি traits (গুণ) আছে তো! কিন্তু কুলদানন্দের লিখিত কথার মতো খানিকটা হয়, আমি নিজে অনেক বার দেখেছি। যার হাতে খাওয়া যায়, তার মতো tendency (ঝোঁক) যেন আসতে চায়, সেইরকম চিন্তা ও প্রবৃত্তি আসতে চায়। যার-তার হাতে খাওয়া ভাল না। বামুন হলেই যে তার হাতে খাব, তার কোন মানে নেই। আগে কাউকে খাওয়াবার ইচ্ছে হলে সিধে দিতো, এইটে সাত্ত্বিক! কায়দা ক'রে নিজের বাড়ীতে খাওয়ানর অনুরোধ বা আয়োজন

জিনিসটা যেন তামসিক। যাদের sanity (সুস্থ মন) আছে, তারা কখনও ঐ-রকম করে না। আর তথাকথিত বনভোজনের রকমও ভাল না।

কেষ্টদা—শশধরদার বাবার কাছে তো পড়েছেন আপনি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন।

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ১১। ১১। ১৯৫০)

বেলা এগারোটা নাগাদ শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বসে আছেন।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সত্যিকার দর্শন, শ্রবণ মানুষের nerve-এর (স্নায়ুর) উপর একটা আনন্দ বর্ষণ ক'রে যায়। আমি ওকে বলি intercellular combustion (আন্তঃকোষিক দহন)—যেমন একটা সূঁচ পড়ার শব্দ brain-এ (মস্তিষ্কে) কামানদাগার শব্দের মত ভীষণ হ'য়ে প্রতিভাত হ'তে পারে। তার মানে brain-এর (মস্তিষ্কের) sensitiveness (অনুভূতিপ্রবণতা) অতোখানি aggravated (বর্দ্ধিত) হয়ে যায়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর অশথতলায় এসে বসেছেন।

ভাগলপুর থেকে দুটি দাদা আসলেন। একজন সেখানকার college-এর অর্থ-নীতির অধ্যাপক, আর একজন জেলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক। এদের সঙ্গে স্থানীয় এক ভদ্রলোক এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের খোঁজখবর নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের blood pressure (রক্তচাপ) বেড়েছে, তাই কেষ্টদাকে লক্ষ্য করে বললেন—দাদারা আসলেন, আমি তো দাদাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলাম না। আপনারা গল্প করেন।

২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭, রবিবার (১২। ১১। ১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অশথতলায়। মন্মথদার (ব্যানার্জী) সঙ্গে কলকাতা থেকে দুজন দাদা এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমরা বিধিকে না মানতে পারি, কিন্তু না মানায় যা' হয় তা' না হ'য়ে যায় না।

একজন দাদা—আবার ঘা খেলাম, পরিবারের আর একজনকে হারালাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুনিয়ায় ঘা আছেই—ঘা এড়ানো কঠিন। ঘার ভিতর-দিয়ে যাতে

নিজেকে manage ক'রে (সামলে) চলতে পারি, তেমনভাবে চলা লাগবে। আর, এমনভাবে guard ক'রে (সাবধানে) চলা লাগবে দূরদৃষ্টি ও বিহিত প্রস্তুতি নিয়ে, যাতে ঘা কম আসে।

মন্মথদা—আপনি যা বলেন, তা' না করতে পারলে মনের মধ্যে একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ অস্বস্তি লেগে থাকে ব'লে তো পার। ঐ-ই একটা আলোর রেখা দেখিয়ে টেনে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর অশত্থতলায় এসে বসেছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কান্তিদা (সিংহ) প্রমুখ অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কান্তিদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমার কথা হ'ল, কাম করা চাই। মরো না, ধরাও পড়ো না, বিপাকবিধ্বস্ত হয়ো না। ইষ্টভৃতি ভুলে যেও না, নিজের চলনা-বুদ্ধিবৃত্তিকে এমনতরই নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লো। মরব না, জেল খাটব না। বিপাক-বিধ্বস্ত হব না—নিজের এমনতর angle (কোণ) ক'রে চলা লাগে। নদীর ভিতর-দিয়ে steamer যেমন সেই angle (কোণ) দিয়ে চলে যাতে চড়ায় না আটকায়, পাকে না পড়ে, পাহাড়ে না লাগে।

কেষ্টদা—একজন ঋষি কতদূর এগিয়েছে, তার বলা দেখে তো বোঝা যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলার মধ্যে একটা সূত্র থাকে,—একসূত্রে সার্থক হয় সবগুলি। বলা ও করাগুলির একটা সঙ্গতি থাকে।

কেষ্টদা—আমরা যদি দেখি উপনিষদের ঋষির থেকে শ্রীকৃষ্ণ অনেক বড়—তবে বড়কে বড় বলাই তো ভাল। সব এক বলার সার্থকতা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই ঋষি তাঁর মধ্যে আছেন এইটে বুঝব। ছোট-বড় ক'রে পূর্ব্বেরটা বাদ দিলে continuity (ধারাবাহিকতা) break ক'রে (ভেঙ্গে) যাবে। পরবর্ত্তী দ্বারা পূর্ব্বতন explained (ব্যাখ্যাত) ও fulfilled (পরিপূরিত) হন। পূর্ব্বতনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে পরবর্তী। নিউটন অতোখানি ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন ব'লে আইনস্টাইনের অতোখানি করা লাগেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কান্তিদাকে বললেন—আমার মনে হয় সিংহ শর্ম্মা নাম থাকা ভাল। শর্ম্মা কথার মানে যারা অসৎ ও অমঙ্গলকে ধ্বংস করার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। আমাদের সমাজের গণ্ডীকে immediately (তাড়াতাড়ি) বাড়িয়ে তোলা লাগে। বিভিন্ন province (প্রদেশ)-এর মধ্যে বিহিতভাবে বিবাহ এখনই সুরু করা লাগে।

আগেই করা উচিত ছিল—এতে progeny (সন্ততি) ভাল হবে, আবার পরস্পরের মধ্যে আত্মীয় সম্বন্ধও গ'ড়ে উঠবে।

২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১৩।১১।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

প্রথমেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে দু'টি চিঠির বয়ান বললেন—

অণুকা!

লক্ষ্মী মা আমার!

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। তুমি পরীক্ষার জন্য আসতে পারনি লিখেছ, যখন সুবিধা পাও তখন এসো।

তুমি আবৃত্তি করতে পার, নাচতে পার, থিয়েটার করতে পার জেনে সুখী হলাম। মণিমেলায় ভর্ত্তি হয়েছ—সেখানে অনেক কিছু শিখতে পারবে জেনেও ভাল লাগলো। সব শিক্ষার মধ্য-দিয়ে তোমার বৈশিষ্ট্য ষোল কলায় ফুটে উঠুক, তোমার জীবন ও চরিত্র মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা তাঁর চরণে।

শরীরের প্রতি যত্ন নিও। কখন কেমন থাক জানিও।

ওখানকার সবাই ভাল আছেন তো? আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
তোমারই
বুড়ো বাবা
"আমি"

কল্যাণীয়াসু,

খুকি!

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার গায়ে-মাথায় একজিমার মত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বমি, মাথাঘোরা, heart palpitation (বুক ধুকপুকানী), জ্বর ইত্যাদিতে কষ্ট পাচ্ছ জেনে বড়ই অশান্তিতে আছি। পরমপিতার দয়ায় কবিরাজের চিকিৎসায় তাড়াতাড়ি সুস্থ হ'য়ে উঠতে পার—তাহলেই একটু সোয়াস্তি পাই। কানুর সর্দ্দিজ্বরের কথা লিখেছিলে, সে এখন ভাল আছে তো? ওখানকার আর সবারই কুশল জানিও। সুস্থ হ'লেই এদিকে একবার আসবে শুনে আনন্দিত হলাম।

আমার শরীর আজকাল মোটেই ভাল যাচ্ছে না—একটার পর একটা লেগেই আছে

—নিজেকে বহন করাই কষ্টসাধ্য। হরিদাসের শরীর তত ভাল নয়, একটু জ্বরজ্বর বোধ করে, তবে আগের থেকে ক্রমান্বয়ে ভালর দিকে। আর সবাই কোনভাবে চলছে।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো ও যারা চায় তাহাদিগকে দিও।

ইতি

তোমারই

দীন

'দাদা'

কান্তিদা (সিংহ) এসে বসলেন।

গল্পচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—একটা সাপ একদিন পুড়ে যাচ্ছিল, নলরাজ তাকে বাঁচালো। বাঁচানর পরে সে তাকে কামড়ে দিলো। কামড়ে দিয়ে বললো—কামড়ানো আমার স্বভাব, তাই আমি কামড়ালাম। কিন্তু এতে তোমার ক্ষতি হবে না, বরং উপকার হবে। ঐ সাপে কামড়ানোর পর পরম সুশ্রী নলরাজা কালো হয়ে গেল। তার শত্রুরা তাকে চিনতে পারতো না তখন, তাই তার ক্ষতি করতে পারেনি। কান্তিরও তেমনি বোমা লেগে ঘাড় কালো হয়ে গেছে—এই কালো হয়তো ভবিষ্যতের অনেক কালো দূর করে দেবে, এমনটাই যেন হয়—পরমপিতার কাছে সেই প্রার্থনা করি।

যে-বৃত্তি বা প্রকৃতিতে যে আবিষ্ট হয় সেই রূপই পরিগ্রহ করে সে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে।

জনৈকা মা তার ছেলের অবাধ্যতা ইষ্ট-বিমুখতা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা অনুযোগ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেপেলের যদি মা-বাপের উপর ভক্তি না থাকে তাদের গুরুভক্তিও হয় না, গুরুর নির্দ্দেশমতোও চলতে পারে না। ওই গোড়ার বাঁধন ঠিক না থাকলে কিছুই হয় না। তাই, তোর প্রতি নেশা যাতে হয় তাই কর।

উক্ত মা—আমার উপর নেশা হবে কি করে ? আমার তো পয়সাকড়ি নেই, কিছু দিতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকার জন্য নেশা হ'লে, সে নেশা টেকে না, ছুটে যায়।

উক্ত মা—জ্যোতিষী বলেছে ৩/৪ বছর পরে ওর মৃত্যুযোগ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মৃত্যু তো মানুষের যে-কোন সময় হ'তে পারে—কিন্তু খুব ক'রে নাম করতে হয়। আর, ইষ্টভৃতিটা ঠিকমত করতে হয়। এতে অনেক কিছু কেটে যায়।

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ১৪। ১১। ১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। সুশীলদার (বসু) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তথাকথিত প্রার্থী নির্ব্বাচিত ক'রে ভোট দেওয়ার system (পদ্ধতি) উঠিয়ে দিয়ে লোকে যাদের ইষ্টনিষ্ঠ, লোকহিতী, দক্ষ, দায়িত্বশীল, কুশলকৌশলী, বিজ্ঞ ব'লে জানে, তাদেরই যদি ভোট দেয়, সেই ভোটগুলি ক্রমান্বয়ী ক'রে best (সবচেয়ে ভাল) যা' পাওয়া যায়, তাদের নেওয়াই শ্রেয়। তার মধ্যে প্রথম যে সে যদি accept (গ্রহণ) না করে, দ্বিতীয় যে তাকে নেবে। সেও যদি না যেতে চায় তৃতীয় যে তাকে নেবে। Family representative-রা (পারিবারিক প্রতিনিধিরা) village representative (গ্রাম প্রতিনিধি) ঠিক করবে। ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা থানার, থানা-প্রতিনিধিরা মহকুমার, মহকুমাওয়ালারা জেলার, জেলা-প্রতিনিধিরা Province-এর (প্রদেশের), Province-এর (প্রদেশের) প্রতিনিধিরা centre-এর (কেন্দ্রের) select (নির্ব্বাচন) করবে—এইভাবে চলবে। এতে ভোট পাওয়ার incentive (আগ্রহ) মানুষকে দক্ষ ক'রে তুলবে।

২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ১৫। ১১। ১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

শিশিরদা (চক্রবর্তী) একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন থিয়েটারের scene (দৃশ্য) কেমন হওয়া দরকার।

সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে বলেছিলাম adjustable scene-এর (নানাভাবে উপযোগী দৃশ্যের) কথা—কতকগুলি কাটা-কাটা scene (দৃশ্য) থাকবে, সেগুলির permutation, combination (সংযোগ, সমাবেশ) ক'রে যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেই রকম করা যায়।

থিয়েটারের জন্য ভাল-ভাল বই লিখতে হয়। Chastity (সতীত্ব)-কে extol ক'রে (স্তুতি ক'রে) বই লিখতে হয়—যেমন স্বয়ংসিদ্ধা, বিদুষী ভার্য্যার মত বই। অনেক বই এমনভাবে বেরিয়েছে যে তাতে evil-কে (অন্যায়কে) বড় ক'রে দেখানো হয়েছে, যেমন রাবণকে রামের চেয়ে উজ্জ্বল ক'রে দেখানো, কর্ণকে অর্জ্জুনের চেয়ে বড় করে দেখানো। Igniting point (দীপনকেন্দ্র) যদি আচ্ছন্ন ক'রে তুলি তাহ'লে সব নষ্ট হ'য়ে যাবে। Igniting point-কে (দীপনকেন্দ্রকে) জ্বলজ্বলে ক'রে তুলতে হবে। মানুষটা যদি একটা নীতিমূর্তি না হ'য়ে ওঠে তবে কী হ'ল? আমি বুঝতে পারি না আগের আমলের যে artistic evolution (শিল্পগত বিবর্ত্তন) সেইটে ভাল ছিল, না

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ১৪। ১১। ১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। সুশীলদার (বসু) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তথাকথিত প্রার্থী নির্ব্বাচিত ক'রে ভোট দেওয়ার system (পদ্ধতি) উঠিয়ে দিয়ে লোকে যাদের ইষ্টনিষ্ঠ, লোকহিতী, দক্ষ, দায়িত্বশীল, কুশলকৌশলী, বিজ্ঞ ব'লে জানে, তাদেরই যদি ভোট দেয়, সেই ভোটগুলি ক্রমান্বয়ী ক'রে best (সবচেয়ে ভাল) যা' পাওয়া যায়, তাদের নেওয়াই শ্রেয়। তার মধ্যে প্রথম যে সে যদি accept (গ্রহণ) না করে, দ্বিতীয় যে তাকে নেবে। সেও যদি না যেতে চায় তৃতীয় যে তাকে নেবে। Family representative-রা (পারিবারিক প্রতিনিধিরা) village representative (গ্রাম প্রতিনিধি) ঠিক করবে। ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা থানার, থানা-প্রতিনিধিরা মহকুমার, মহকুমাওয়ালারা জেলার, জেলা-প্রতিনিধিরা Province-এর (প্রদেশের), Province-এর (প্রদেশের) প্রতিনিধিরা centre-এর (কেন্দ্রের) select (নির্ব্বাচন) করবে—এইভাবে চলবে। এতে ভোট পাওয়ার incentive (আগ্রহ) মানুষকে দক্ষ ক'রে তুলবে।

২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ১৫। ১১। ১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

শিশিরদা (চক্রবর্ত্তী) একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন থিয়েটারের scene (দৃশ্য) কেমন হওয়া দরকার।

সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে বলেছিলাম adjustable scene-এর (নানাভাবে উপযোগী দৃশ্যের) কথা—কতকগুলি কাটা-কাটা scene (দৃশ্য) থাকবে, সেগুলির permutation, combination (সংযোগ, সমাবেশ) ক'রে যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেই রকম করা যায়।

থিয়েটারের জন্য ভাল-ভাল বই লিখতে হয়। Chastity (সতীত্ব)-কে extol ক'রে (স্তুতি ক'রে) বই লিখতে হয়—যেমন স্বয়ংসিদ্ধা, বিদুষী ভার্য্যার মত বই। অনেক বই এমনভাবে বেরিয়েছে যে তাতে evil-কে (অন্যায়কে) বড় ক'রে দেখানো হয়েছে, যেমন রাবণকে রামের চেয়ে উজ্জ্বল ক'রে দেখানো, কর্ণকে অর্জ্জুনের চেয়ে বড় করে দেখানো। Igniting point (দীপনকেন্দ্র) যদি আচ্ছন্ন ক'রে তুলি তাহ'লে সব নষ্ট হ'য়ে যাবে। Igniting point-কে (দীপনকেন্দ্রকে) জ্বলজ্বলে ক'রে তুলতে হবে। মানুষটা যদি একটা নীতিমূর্ত্তি না হ'য়ে ওঠে তবে কী হ'ল? আমি বুঝতে পারি না আগের আমলের যে artistic evolution (শিল্পগত বিবর্ত্তন) সেইটে ভাল ছিল, না

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের নাম কম্পনাত্মক। এ নাম করলে সবকিছু আপনিই আসে। এটা সবটারই প্রাণ। যতখানি এই নামের কম্পন দিয়ে আমার nerve (স্নায়ু)-টাকে উদ্দীপ্ত করতে পারব, ততই দর্শন-শ্রবণ জেগে উঠতে থাকবে স্তরে-স্তরে। অলস অনুরাগে হয় না। দশটার মধ্যে এও একটা। ঘর-সংসার করছি, নামও করি, ঠাকুরও আছেন, কিন্তু তিনি আমার জীবনে মুখ্য হয়ে ওঠেননি, তাতে হবে না। তীব্র একনিষ্ঠ অনুরাগ চাই। Actively concentric (সক্রিয়ভাবে সুকেন্দ্রিক) হওয়া চাই। তত্ত্ব মূর্ত্ত হয় যাঁতে, তাঁকে কয় মূর্ত্তপুরুষ। তাঁকে বাদ দিয়ে তত্ত্বের উপলব্ধি হবে না।

শিশিরদা—যে ক'টা স্তর পার হ'তে হয়, সে ক'টা স্তর পার হতে পারে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তলার টান, gravity-র টান, প্রকৃতির টান আছে কিনা। ভক্তিতে যে তাঁতে ঠিক-ঠিক বাঁধা পড়ে, তাকে আর টেনে ফেলাতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মোটামুটি আমি বাদ দিইনি কিছু। Inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা) যেমন ছিল, এখনও আছে। মনে হয় মাছ যদি না খেতাম তবে এই disturbance (অসুবিধা) হ'ত না।

আজ পূজনীয় বড়দা পরিবারসহ নড়ালের বাড়ী আসলেন। কিছুদিন ধ'রে বাড়ীটার white washing (চুণকাম), wiring (ইলেক্ট্রিক লাইন করা), নতুন construction (গড়াপেটা) ইত্যাদি চলছিল। আজ বাড়ীটা একটা উৎসবময় আবহাওয়া ধারণ করেছে। সকাল থেকে গ্রামোফোন চলতে লাগল। সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ হ'ল। অগণিত জনসমাবেশ হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর বহুক্ষণ এসে বসে রইলেন। খুব আনন্দের আমেজ লাগতে লাগল।

৩০শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৭ (ইং ১৬।১১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে নড়ালের বাড়ীতে যেতে-যেতে রাস্তায় সুশীলদার (বসু) সঙ্গে প্রসঙ্গতঃ বললেন—আমাদের জীবনকেন্দ্র, যাকে নিয়ে আমরা প্রতিপালিত হচ্ছি, জীবন চলছে, তাঁর interest (স্বার্থ) দেখাই আমাদের profitable interest (লাভজনক স্বার্থ)। সেটা বাদ দিয়ে নিজের interest (স্বার্থ) যত বড় ক'রে দেখতে যাব, ততই আমার ক্ষতি। ইঞ্জিন সামনে থাকে ব'লে কত গাড়ী টেনে নিয়ে যায়। গাড়ীগুলি মিলেমিশে যদি ইঞ্জিনটাকে বিগড়ে দেয়—তখন কি তারা চলতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর নড়ালের বাড়ীতে এসে প্রথমে ঘরগুলিতে ঢুকে-ঢুকে দেখলেন, কোন্ ঘরটায় কার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, জিনিসপত্র কোথায় কেমনভাবে সাজান হয়েছে। সব খুঁটিনাটি দেখে-শুনে এসে বাইরের বারান্দায় চেয়ারে বসলেন। বসার একটু পরে

বললেন—এখানে বসলেই ভাল লাগে।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর নড়ালের বাড়ীর বারান্দায় এসে বসেছেন।

বারান্দা ভরে সবাই সামনে ব'সে তাঁর কথা শুনছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাকে (গোস্বামী) লেখা সম্পর্কে বলছিলেন—লিখতে হয় এমন ক'রে যাতে প্রত্যেকের মনে শ্রদ্ধা আসে, সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্যের ভাব আসে, খোঁচা দিয়ে লিখে লাভ নেই। এমনভাবে লিখব যে আমার পরম শত্রু যে, যাকে হয়তো আমি expose (উদ্ঘাটিত) করছি তা' প'ড়ে তার প্রাণও উদ্বেলিত হ'য়ে উঠবে। প্রত্যেকটা কথা এমন হবে যে, তাতে যেন মানুষের প্রাণে শ্রদ্ধা আসে, উল্লাস আসে, সে যেন আকৃষ্ট হয়।

এরপর নেপালের কথা থেকে শুরু ক'রে দেশ-বিদেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই কথা পাড়লেন।

কেষ্টদা, সুশীলদা প্রমুখ বর্ত্তমান সংবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীরভাবে ভাবতে লাগলেন।

শীতের রাত—উত্তরে হাওয়া বইছে।

খানিকক্ষণ বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কপাল-টপাল ঘেমে উঠেছে।

কেষ্টদা—এসব কথা ভাবতে গেলে মনের অবস্থা এমনই হয়।

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১৭। ১১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে বসে সনৎদাকে (ঘোষ) বলছিলেন—কোনও আড্ডায় প'ড়ে principle (নীতি) সম্বন্ধে yield (নতিস্বীকার) করতে নেই, বা বিরুদ্ধ কথা শুনে চুপ ক'রে থাকতে নেই, তাহলে ওই জিনিসটা ধীরে-ধীরে অন্তরে বাসা বাঁধে। বিরোধী কথা শুনলেই সেটা মোকাবিলা করা লাগে, এৎফাঁক ক'রে তার নিরসন করা লাগে tactfully (কৌশলী রকমে)। তখনকার মতো না পারলেও ঐ রোখ যদি থাকে, বুদ্ধি যদি থাকে, জিদ যদি থাকে যে সর্ব্বাবস্থায় principle-কে (আদর্শকে) establish (প্রতিষ্ঠা) করবই, তাহলে মাথায় একটা তদভিমুখী চিন্তার স্রোত চলে, মাথাও খোলে, brain-এ (মস্তিষ্কে) একটা pressure (চাপ) লেগে থাকায় brain-এর (মস্তিষ্কের) convolution (ভাঁজ)-ও বেড়ে যেতে থাকে। সমস্ত বাধা-বিরুদ্ধতাকে নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে ইষ্টপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা মানুষের urge (আগ্রহ) ও energy (শক্তি)-কেও বাড়িয়ে দেয়,—তার জীবনও বেড়ে ওঠে।

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ১৮ । ১১ । ১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে পূজনীয় কানুভাই-এর কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণবরেষু

কানু !

তোমার চিঠি পেয়ে তৃপ্ত হলাম।

কবিরাজের চিকিৎসায় তোমার পিসিমা খানিকটা ভাল আছেন জেনে আশ্বস্ত হলাম—সম্পূর্ণ নিরাময় সংবাদ পেলে সুখী হব।

কবিরাজের কথা যেমন লিখেছ তাতে তোমার বাবাকে ব'লে-ক'য়ে রাজী করিয়ে যদি চিকিৎসা করাতে পার ভালই হয়।

শুনলাম কলকাতায় খুব pox (বসন্ত) হচ্ছে। সর্ব্বপ্রকার প্রতিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে সাবধানে থেকো।

কেমন আছ ? আজকাল কী করছ ? যে লাইনে গেছ ঐদিকেই চরম কৃতিত্ব অর্জ্জন করা চাই। সশ্রদ্ধ অনুবর্ত্তন, অনুসন্ধিৎসা, অভিনিবেশ, বুদ্ধিমত্তা সবই তোমার আছে, তুমি মন করলেই পারবে। কেবল শরীরটাকে আরও একটু পটু করে নেওয়া দরকার, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখো।

তোমার বাবা ও পিসিমা এখন কেমন আছেন জানিও।

শান্তু, অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু, শরবিন্দু এরা সব ভাল আছে তো ?

আমার আন্তরিক 'রাস্বা' জেনো, যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি
তোমার
দীন
'জ্যাঠামহাশয়'

কলকাতা থেকে যতীনদা (দাস) ও হাউসারম্যানদা রেনল্ডস্ ব'লে একজন বিদেশী ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে বললেন—ঈশ্বর সত্তাবান। তাই যেন আমরা প্রতি প্রত্যেকটা সত্তাকে তাঁরই আশীর্ব্বাদ ব'লে অনুভব করি। আমরা যখন শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে কাউকে সেবা করি সে তাঁকেই সেবা করা হয়।

হাউসারম্যানদা—সে কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টলস্টয়ের একটা সুন্দর গল্প আছে। একজনের ছেলে মারা গেল,

সে হতাশ হয়ে গেল, জীবনের উপর সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেল। তখন একজন পাদ্রী তাকে বলল, তুমি মরবে কেন? তুমি ঈশ্বরের জন্য বাঁচ। এই ব'লে তাকে একখানা বাইবেল দিল। তখন থেকে সে ক্রাইস্টের জন্য বাঁচতে শুরু করল।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২০। ১১। ১৯৫০)

সনৎদা (ঘোষ) ও তার বাড়ীর মা সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে কারও কারও রেস্টুরেণ্টে খাবার বড় ঝোঁক।

সে-কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এ বড় বিশ্রী। একে food prostitution (জিহ্বা লাম্পট্য) বলতে ইচ্ছা হয়। যক্ষ্মা প্রভৃতি বহু রকমের বীজ যে রেস্টুরেণ্ট থেকে কত ছড়ায় তার ঠিক নেই।

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২১। ১১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশত্থতলায়।

বাইরে থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন।

একজন বললেন—আমি যখন আসছিলাম, অনেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি সৎসঙ্গী? আমি বললাম—সৎসঙ্গী নই, তবে সৎসঙ্গের নীতি আমি মানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা জীবনকে ভালবাসে, তারাই সৎসঙ্গী।

খানিকটা বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর নড়ালের বাড়ীতে আসলেন। সেখানে এসে কয়েকটি বাণী দিলেন।

•

ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর নড়ালের বাড়ীতে এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), গিরীশদা (কাব্যতীর্থ), সতীশদা (দাস) এবং আরও অনেকে উপস্থিত।

শঙ্কর ও রথীন এসেছে কোলকাতা হয়ে মেদিনীপুর যাবার জন্য। ওরা থিয়েটারের scene (দৃশ্য)-এর জন্য টাকা তুলতে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাচ্ছিস, কিন্তু লক্ষ্য রাখবি গোড়াতেই চাওয়ার রকম করলে কিন্তু পাওয়া যায় না। মানুষের সঙ্গে গল্প-সল্প ক'রে তাদের তোমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ক'রে তুলে তখন বলতে হয়। তাহলে দেয়। একটাকা, দুইটাকা ক'রে নিয়ে সময় পাবে না, লোক দেখে তেমনভাবে ধরা লাগে। কত কী লাগবে একটা হিসাব করে নিতে হয়। অনেকের কাছে টাকার কথা বললে সুবিধা হয় না, হয়তো একটা জিনিসের কথা বললে, সে খুশী হয়ে দেয়। আর, তোমাদের চাওয়ার রকমে দিতে পারুক

বা না পারুক কেউ যেন দুঃখিত বা ব্যথিত না হয়। কেউ না দিলেও তোমরা দুঃখিত হয়ো না। তোমরা চাইলে কেউ যদি কোন কড়া কথা বলে, তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হয়, এমনভাবে কথা বলতে হয়, যাতে তারা না দিলেও মুগ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, সহানুভূতিসম্পন্ন হয়।

শঙ্কর—যাবার খরচের জন্য আমাদের তিরিশ টাকার প্রয়োজন ছিল। পূজনীয় বড়দাকে বলেছিলাম, উনি সংগ্রহ করে নিতে বলেছেন। পনের টাকা সংগ্রহ করে বেরিয়ে পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগাড় ক'রে নেওয়া ভাল, ওতে মাথা খোলে, বুদ্ধি বেরোয়, আস্তে আস্তে পথ পাওয়া যায়।

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২৪। ১১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর নড়ালের বাড়ীতে এসে বসেছেন। আজ রাসপূর্ণিমা। সুশীলদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী), প্রবোধদা (মিত্র), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), ব্রহ্মানন্দদা, সুনীল (চ্যাটার্জী) প্রমুখ কাছে আছেন।

ব্রহ্মানন্দদার সঙ্গে খাদ্য, নিরাপত্তা, খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা, মানুষের দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—রাজার পাপে প্রজা কষ্ট পায়, প্রজার পাপে রাজা কষ্ট পায়। আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা।

ব্রহ্মানন্দদা নড়ালের বাড়ী সম্বন্ধে বলছিলেন—বাড়ীটা বেশ ভাল হয়েছে, healthy (স্বাস্থ্যকর), neat and clean (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পল্লী আছে, প্রতিবেশী আছে। আমার পল্লীতেই থাকা অভ্যাস, পল্লী জীবন ভাল লাগে। Town life (শহর জীবন) তেমন ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে ফিরবার পথে বড়াল-বাংলোর কাছাকাছি এসে রমণদার মাকে বললেন—রমণের মা ! যাবা নাকি রাস দেখতে ? চল আমিও যাই। চল-চল যাই।

হরেনদাকে (বসু) শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হরেন ! রাসের মেলার প্রত্যেক দোকান থেকে কিছু-কিছু খাবার এনে দিতে পার ?

হরেনদা সোৎসাহে বললেন—হ্যাঁ ! আমি নিয়ে আসছি।

রমণদার মা যেতে চাচ্ছিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ ক'রে বলায় রমণদার মা অনেকের সঙ্গে গেলেন।

দু'রকম ডালভাজা, সেউভাজা, পাঁপড়ভাজা, আলুরচপ, বিভিন্ন রকম বড়া, চিনে-বাদাম ভাজা, নিমকি, সিঙাড়া, কচুড়ি, ডাল, আলুর দম, রামদানা, খাজা, রসগোল্লা,

পান্তুয়া, বালুসাই, জিলাপী ইত্যাদি বাইশপদ জিনিস প্রচুর পরিমাণে আনা হল।

রমণদার মা সেগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ব'সে খেলেন।

বহু লোক জড় হয়ে সে আনন্দময় দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন।

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ২৫।১১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

সন্তোষদা (রায়), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), নীরদদা (মজুমদার) প্রমুখ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সন্তোষদা বললেন—আমাদের এখানে যত বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে—প্রায় বাড়ীই এখানকার normal rate (স্বাভাবিক দর) থেকে বেশী ভাড়ায় নেওয়া হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই তো! যারা টাকা উপায় করতে পারে না, তারা টাকা খরচ করতেও পারে না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুমি আমার, তুমি যদি বেঁচে না থাক, তুমি যদি বড় না হও, তবে আমার স্বার্থ কোথায়, আমি বেঁচে থাকতে গেলে তোমাকে বাঁচানো লাগবেই যেমন ক'রে হোক, তোমরা বেঁচে না থাকলে আমার বাঁচার মূল্য কী? আমি ভাবি এই দিক থেকেই, এই আমার calculation (হিসাব), স্বার্থবোধ বা নীতিবোধ যাই কও। আমি এই বুঝি।

কেদারদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাকিস্তান থেকে এসে মানুষ যেভাবে আছে, সে তুলনায় আপনারা মহাসুখে আছেন।

কেদারদা কন্যার মৃত্যুজনিত অশান্তির কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ত্তমানে মন অস্থির হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আঘাত পেয়ে ব'সে যাবেন কেন? আপনার যে যষ্টি আছে তাই ধ'রে চলুন। তাঁতে যত কেন্দ্রায়িত হবেন, তত শান্তি পাবেন। প্রাণে যদি শান্তি থাকে, যাদের নিয়ে চলি, তাদের জীবন যদি বেঁচে থাকে, তাতে যদি আঘাত না পড়ে, তাহলে বহু কিছু সহ্য করা যায়। আপনি যে দুঃখ পেলেন, তার চাইতে বড় দুঃখ আর কী আছে?

আসাম থেকে আগত একটি দাদা অন্যের প্ররোচনায় আত্মসমর্পণের আশঙ্কার কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে শক্ত থাকলে, নিজের ধর্ম্ম ঠিক থাকলে, তার তেজের কাছে কেউ এগুতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর নড়ালের বাড়ীতে এসেছেন। বহু দাদা ও মায়েরা উপস্থিত

আছেন। রমণদার মাও আছেন। বহু হাসিঠাট্টা, রঙ্গরস, ঝগড়াঝাটিতে আসরটা সরগরম হয়ে উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এক মাকে গান গেয়ে শোনাতে বললেন। তিনি একখানি সুন্দর কীর্ত্তন গাইলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদাকে গাইতে বললেন।

স্পেন্সারদা পদ্মা সম্বন্ধে রচিত একটি ইংরাজী গান গাইলেন। তারপর 'আর্য্য ভারতবর্ষ আমার' গানটি করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার সেই মা'টিকে গাইতে বললেন।

তিনি আরো কয়েকটি কীর্ত্তন গেয়ে শোনালেন।

তারপর আবার রমণদার মার সঙ্গে অন্যান্যদের বচসা শুরু হ'ল।

কয়েকটি বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর উদাস মনে বললেন—ক্রাইস্টের কথা ভাবলে দুঃখ হয়। তাঁর জীবন অত্যাচার, অনাচার ও উপেক্ষার।

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ২৬। ১১। ১৯৫০)

আজ সকালে রেনল্ডস্ এসেছেন। তাঁর সঙ্গে private (নিভৃতালাপ) চলতে লাগল।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নড়ালের বাড়ীতে। হাউসারম্যানদা, স্পেন্সারদা, রেনল্ডস্ প্রমুখ অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক মধুর আলাপ করলেন।

স্পেন্সারদা ইউ. এন. ফোর্সে'র উত্তর কোরিয়া আক্রমণ সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Division-ই (বিভাগই) অন্যায় হয়েছে। যাই হোক, এই attack-এর (আক্রমণের) ভিতর-দিয়ে যদি কোরিয়া re-united (পুনর্মিলিত) হয় তাহলে সেটাই ভাল।

স্পেন্সারদা—কংগ্রেস ভুল ক'রে India division-এ (ভারত বিভাগে) মত দিয়েছে। এখন ভুল বুঝে force (শক্তি) apply ক'রে (প্রয়োগ করে) কি united (মিলিত) করতে চেষ্টা করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Force (শক্তি) apply করা (প্রয়োগ করা) extreme measure (চরম ব্যবস্থা)। তার প্রয়োজন না হওয়াই উচিত। এমনিই উভয়ের সম্মতিক্রমে united (মিলিত) হওয়া ভাল।

স্পেন্সারদা—Father-এর (বাবার) right (অধিকার) আছে, ছেলে যদি তাকে

ত্যাগ করতে চায় তাকে বাড়ীতে জোর ক'রে detain (আটক) ক'রে রাখার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তবে একটা ক্ষেত্রে কেবল এ কথা খাটে না, ছেলে যদি father-কে (পিতাকে) ত্যাগ ক'রে ক্রাইস্টের কাছে গিয়ে থাকে, তাতে দোষ হয় না। তার ভিতর-দিয়ে father (বাবাও) fulfilled (পরিপূরিত) হয়—ওতে father-এর (বাবার) প্রতিও love (ভালবাসা) বাড়ে। বাইবেলে আছে—'He who loves anything more than me is not worthy of me' (কেউ যদি আমার চাইতে অন্য কিছুকে বেশী ভালবাসে তবে সে আমার উপযুক্ত নয়)। আমরা ভগবানে জীবন্ত হয়ে দুনিয়ায় যদি ছড়িয়ে পড়তে চাই, সেইটেই হয় সত্যিকার ব্যাপ্তি। কিন্তু তা না ক'রে নিজেরাই যদি দুনিয়ায় ব্যাপ্ত হতে চাই তবে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ব। কেউ যদি ভগবানের বিরুদ্ধে বলে এবং সেখানে যদি তার face (মোকাবিলা) ক'রে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলেই তাঁর প্রতি অনুরাগ বাড়ে। ভালবাসাটা আরও radiating (বিকিরণী) হ'য়ে ওঠে। আর তার আগ পর্য্যন্ত ভালবাসার ঠিক-ঠিক পরখ হয় না। সে অবস্থায় সেটা ভালবাসা না হয়ে leaning to complex (প্রবৃত্তি-নতি) ভাল-বাসার রূপ ধরেও থাকতে পারে।

রেনল্ডস্—প্লেটো বলেছিলেন যে, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান নন। কারণ, তিনি force (শক্তি) apply (প্রয়োগ) করতে পারেন না—through persuation (বোঝানর মধ্য-দিয়ে) মানুষের heart (মন)-এর, change (পরিবর্ত্তন) ক'রে, তাঁকে যা'-কিছু করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় এই sense-এ (বোধে) তিনি সর্ব্বশক্তিমান যে, তিনি ভালবাসা দিয়ে যা করতে পারেন, force (শক্তি) দিয়ে তা' পারা যায় না এবং force (শক্তি) apply (প্রয়োগ) করার তাঁর প্রয়োজন হয় না।

রেনল্ডস্—বর্ত্তমান সভ্যতা force-এর (শক্তির) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা ক্রাইস্ট থেকে যত দূরে স'রে যাব তত এমন চলতে থাকবে। ভালবাসার সঙ্গে থাকে ability (যোগ্যতা) ও knowledge (জ্ঞান), যেমন আগুনের সঙ্গে থাকে heat ও light (তাপ ও আলো)।

এরপর খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কথা উঠলো।

মাষকলাই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এতে nutrition (পুষ্টি) আছে তবে খুব সাত্ত্বিক নয়। Nerve (স্নায়ু) ও brain (মস্তিষ্ক)-কে তত responsive (সাড়া-প্রবণ) করে না। মুগের ডাল পুষ্টিকর আবার nerve (স্নায়ু)-কেও responsive (সাড়াপ্রবণ) করে।

Green rice (সবুজ চাল) পাওয়া যায়, এই কথা থেকে green (সবুজ) সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Green (সবুজ) মানে Growing (বৃদ্ধিপর)। Green attitude (সবুজ মানসিকতা) থাকলে মানুষ চৌকষ হয়। স্পেন্সার যখন green (সবুজ) থাকে তখন খুব ভাল, angel (দেবদূত)-এর মতো মনে হয়।

হাউসারম্যানদা—অনেকে ভয় থেকে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, সে কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মিষ্টি যেভাবেই খাও, মিষ্টি লাগবেই। তবে ভালবাসার জন্য ভালবাসাই শ্রেয়।

খাওয়া-দাওয়া-সম্পর্কে, রান্না-সম্পর্কে আরও অনেক কথা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদাকে বললেন—পুরী তৈরী, রসগোল্লা তৈরী শিখে নেও। রেনল্ডস্, আউটারব্রীজ এরা যখন আসবে তখন varieties (বিভিন্ন রকম) খাওয়াতে পারবে।

নানা কথার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেয়ে প্রস্রাব করতে গেলেন। প্রস্রাব ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে পূজনীয় বড়দার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

অন্ধকার চ'লে গিয়ে সবে কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠেছে, প্রায় গোলাকৃতি, আকাশ পরিষ্কার, প্রকৃতি মনভোলানো রূপ ধ'রে আছে। আকাশে চাঁদের দিকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদা ও প্রফুল্লকে কাছে ডেকে অন্তরঙ্গ সুরে তাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন দেখাচ্ছে ?

স্পেন্সারদা ও প্রফুল্ল বলল—খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মনে হচ্ছে প্রকৃতি যেন তার কপালে ফোঁটা প'রে ভগবানের কাছে অভিসারে যাচ্ছে, কি বল ?

স্পেন্সারদা ও প্রফুল্ল কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে বলল—হ্যাঁ !

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ২৯।১১।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অশথতলায় উপবিষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিরণদা (মুখোপাধ্যায়) ও নিরাপদদাকে (পাণ্ডা) তাঁর লেখা সম্বন্ধে বলছিলেন—প্রাণপণে পরিষ্কার ক'রে দিতে চেষ্টা করেছি, যাতে মানুষ বেঘোরে না পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানের আগে তেল মাখার সময় পূজনীয় কাজলভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি মাকে কিছু দেও না ?

কাজল—ভাল কিছু পেলে দিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুঁজে-খুঁজে দিতে হয়, ওতে মা'র উপর ভক্তি বাড়ে। মা'র খাওয়া হ'ল কিনা, শরীর কেমন থাকে, মন কেমন থাকে সব সময় খোঁজ নিতে হয়।

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ৩০। ১১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের সময় কাশীদা (রায়চৌধুরী) জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষ সুকেন্দ্রিক হবে তার পছন্দ ও বুদ্ধি মতন তো? সেই কেন্দ্র তো এক একজনের এক একজন হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক হওয়া মানে সৎকেন্দ্রিক হওয়া, সদ্‌গুরুকে ধরা। সদ্‌গুরু, সৎগুরুই। সে X, Y, Z যিনিই হোন—সে আমার পছন্দের উপর নির্ভর করে না। সদ্‌গুরুর লক্ষণ আছে, তাঁরা পূরয়মাণ হবেনই, তাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তীকে পূরণ করেন আর সবটার মধ্যে একটা সঙ্গতি স্থাপনা করেন। তাই একে কয় বিজ্ঞান। আইনস্টাইনের দ্বারা নিউটন ব্যাখ্যাত হয়েছেন, কিন্তু তিনি উড়ে যান নি।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১। ১২। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে পূজনীয়া পিসিমার কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

খুকি,

তোমার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছি। কত কী সংগ্রহ করতে পারি তাই দেখে তোমার চিঠির উত্তর দেব ভেবে চিঠি দিইনি।

আমার শরীর মোটেই ভাল না—আর যা' তা'তো আছেই, তা'ছাড়া হাপের মতন ভাবটাই বিশেষ কষ্ট দিচ্ছে, বুড়ো বয়সে কাঠামোটা বজায় আছে এই মাত্র। আমি শ'দেড়েক টাকা মাত্র জোগাড় করেছি—হাত খরচা চালান সম্ভব হবে, কতদিন চালাতে পারবে তা' যদিও সঠিক জানি না।

যা হো'ক এতটুকু যে পারলাম আপাততঃ, তাতেই আমি খানিকটা তৃপ্তি পেয়েছি। টাকা হয়তো আজই মানিঅর্ডার করতে পারা যাবে।

তোমার শরীর কেমন আছে? কবিরাজী চিকিৎসায় ক্রমশঃ তোমার স্বাস্থ্য উন্নতির দিকে যাচ্ছে জানতে পেরে সুখী হলাম।

আকু কেমন আছে? খেপুর শরীর কেমন? তার দিকে নজর রাখবার, তাকে যত্ন নেবার কেউ ওখানে আছে বলে জানি না, তাই তোমার শরীর খারাপ সত্ত্বেও সেটার

প্রত্যাশা রাখি। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? শরদিন্দু ভাল আছে তো? আর আর সবাই কেমন?

বাদলের বাড়ীতে অন্নপূর্ণা একটু অসুস্থ হয়েছিল সেই পূর্ব্বেকার ব্যারামে, এখন একটু ভাল। আর সবাই ভাল। হরিদাস একরকম ভালই আছে। বড় খোকারা বাড়ী বদল করেছে, সে বাড়ীটা মন্দ নয়, যদিও ঘর কম অতো লোকজনের পক্ষে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কুষ্ঠিয়ার সত্য দত্ত এখানে যিনি ছিলেন—তিনি আজ সকালে দেহত্যাগ করেছেন সন্ন্যাস রোগে। আমি আঘাত পেয়েছি অন্তরে খুবই।

যদি চিঠি লেখা সম্ভব হয়, তোমরা কেমন আছ জানালে সুখী হব।

পরমপিতার কাছে আমার আন্তরিক প্রার্থনা তোমরা সুস্বাস্থ্য নিয়ে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক পরিবার পরিবেশ নিয়ে।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
তোমাদেরই
দীন
'দাদা'

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ২। ১২। ১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অশথতলায়।

পূর্ব্বদিনের লেখা পড়া হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত একটি বাণী লিপিবদ্ধ করবার পর প্রসংগক্রমে প্রফুল্ল বলল—Motor Sensory Co-ordination (বোধপ্রবাহী স্নায়ু এবং কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ুর সঙ্গতি)-এর ধান্ধা আমার এত প্রবল যে আপনার কাজের ব্যাপারেও আমি সেটা রুখতে পারি না। একটু আগে আমি একটা Motto (বাণী) খুঁজতে আরম্ভ করেছিলাম, সেটা খোঁজা শেষ হ'তে না হ'তেই আপনি লেখা দিতে শুরু করলেন, তাই আমি মনটাকে এদিকে দিতেই পারছিলাম না। এত সময় বেশ কষ্ট হচ্ছিল। এর উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতো ভাল। ওইরকম পেয়ে না বসলে কি কাজ করা যায়? তবে এইটে পাকা হ'লে সুইচ হাতে এসে যাবে।

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৩। ১২। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নতুন তাঁবুতে এসে বসেছেন। তিনি, জ্ঞানদা (গোস্বামী) ও

মনোরঞ্জনদাকে (চট্টোপাধ্যায়) উদ্দেশ্য ক'রে বললেন—গাছের তলায় থেকে নিজে শক্ত হ'য়ে ঝড় সৃষ্টি করা লাগবে, যাতে আবর্জ্জনা উড়ে যায়। আমাদের পুষ্টি দিয়ে দুনিয়াকে প্লাবিত ক'রে দিতে হবে। India-য় (ভারতে) সমস্ত world (পৃথিবী)-কে concentrated (কেন্দ্রীভূত) ক'রে তোলা লাগবে। আমাদের এজন্য যতখানি sacrifice (ত্যাগ) করা লাগে, তা না করলে পাপ হবে এবং suffering (কষ্ট) যাবে না। পরের ঘোড়ায় চ'ড়ে যতটুকু পার ক'রে ফেল। চল্লিশজন মানুষ কি বাংলায় জুটবে না? বাংলার বনে কি বাঘ নেই? নিশ্চয়ই আছে। এক ডজন জোগাড় হ'লে চল্লিশজন হ'য়ে যাবে। এ্যাণ্টনিওর মতো বক্তৃতা করা লাগে।

জ্ঞানদা—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে কি আপনার কাজ করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও দিয়ে আমার কাম কী? সুকৃতি যে নেই তাই ভাব কেন? কিছু না থাকলে এখানে আসলে কেন? একটু আগুন থাকলেই হয়। দেশলাইয়ের কাঠির এতটুকু আগুনেও কি দুনিয়াটা পোড়ায়ে দেওয়া যায় না? তুমি কি মনে কর এতটুকু আগুনও তোমাতে নেই? আর, মানুষ যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, ততই আগুন বাড়ে। ওমর খৈয়ামে আছে "দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানেতে বেজায় ফাঁক"। পূর্ব্বজন্ম-টন্ম টেনে এনে লাভ কী? হাতে যেটা আছে সেটা কাজে লাগাও। জন্মেছিস, এই সত্তা, শরীর, পরিবেশ পেয়েছিস, এটা given (ভগবদ্দত্ত)—তা' ভালই হোক আর খারাপই হোক, এর মধ্য-দিয়েই করা লাগবে। বাপের ঔরসে মায়ের গর্ভে জন্মেছি—এটা কি মনে হয় না, সে-প্রসবটা যেন নিষ্ফল না হয়, তা' যেন সার্থকতা-মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে সব দিক দিয়ে—সর্ব্বরকমে। তোর বাবা অত কৃতী ছিলেন, সেগুলি পাইছিস, তার gene আছে তো একটু। যদি প্রাণ কাঁদে, যদি করবার চাস, নেমে পড়, ক'রে ফেল, লোক জোগাড় কর। Initiation (দীক্ষা)-এর ভিতর-দিয়ে mass (জনতাকে)-কে গেঁথে তুললে একটা wedding thread (মিলন সূত্র) হয়। চার আনা সভ্য দিয়ে তা' হবার উপায় নেই। Initiation-এর (দীক্ষার) basis (ভিত্তিতে) integration (সংহতি)-টা পাকা হয়।

জ্ঞানদা—চাকরীতে সময় খুব কম জোটে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাঁজার নেশা থাকলে, গাঁজেল খুঁজে-খুঁজে বের করেই, তোমার নেশা থাকলে তুমিও বের করতে পারবে। Mass initiation (গণদীক্ষা) তো করবিই, কিন্তু নজর রাখা লাগবে বাঘের বাচ্চা পাস কিনা। চল্লিশজন যেই জোগাড় হবে, সেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখানে চ'লে আসবি।

জনৈক দাদা—সংসারে থেকে কিভাবে ইষ্টকে নিয়ে চলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার সবকিছু ইষ্টার্থে নিয়ন্ত্রণ করা লাগে, নিজে concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া লাগে, family (পরিবার)-কে integrated (সংহত) করা লাগে। সবটার ভিতর-দিয়ে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা চাই, চলনাকে শ্রদ্ধার্হ ক'রে তোলা চাই পরিবার-পরিবেশের কাছে। তখন সবাই interested (অন্তরাসী) হবে, শুনবে তোমার কথা। সবাই ইষ্টার্থ-পরিপোষণে করলে নিষ্কাম কর্ম্মের রকম ধীরে-ধীরে ফুটে ওঠে।

উক্ত দাদা—বকলমা দেওয়া কি রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমমোক্তারনামা দিলে তৎক্ষণাৎ তাঁর হ'য়ে যাওয়া লাগে, সেটা সহজ নয়। গিরীশ ঘোষ দিয়ে টের পেয়েছিল—আমমোক্তারনামা দিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে কিভাবে চলতে হয়।

উক্ত দাদা—আপনার কৃপা না থাকলে কি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিষ্ঠা থাকলে কৃপা আপনিই আসবে। রামকৃষ্ণ ঠাকুরও বলেছেন—কৃপা-বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না, পাল তুলে দিলে টেনে নিয়ে যাবেই।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নতুন তাঁবুতে।

জ্ঞানদা (গোস্বামী) ও মনোরঞ্জনদার (চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে কথা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো অবস্থা। তিনি নিত্য মা'র কাছে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকতেন ভক্তদের জুটিয়ে দেবার জন্য। আমারও তেমনি হয়েছে, প্রায়ই মন ছটফট করে।

একটি দাদা—রামকৃষ্ণদেব আবার আসবেন বলেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি আসলে তো বেঁচে যাই। কিন্তু সৃষ্টিশুদ্ধ তাড়াতাড়ি united (একতাবদ্ধ) না হ'লে তো অসুবিধা।

স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য পারিষদদের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিবেকানন্দ ছিলেন বিপ্লবী। কিন্তু শুধু বিপ্লবী হ'লে চলে না, practical man (কাজের লোক)-ও চাই। ঠাকুরের অন্যান্য পারিষদ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ছিলেন practical man (কাজের লোক), কিন্তু বিপ্লবী নন। একটানা movement (আন্দোলন)-এর জন্য দুই রকম মানুষ চাই—বিপ্লবী ও practical man (কাজের লোক)। বিপ্লবী ভাবধারায় প্লাবিত করে, practical man (কাজের লোক) materialise (বাস্তবায়িত) করে।

উক্ত দাদা—আপনি তো জানেন কোথায় লোক আছে, বলেন না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো কিছুই জানি না। আমি জানি কি রে? আমি জানলে কি তোদের কাছে খোসামোদ করি?

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগ গম্ভীর কণ্ঠে ব্যাকুলভাবে বললেন—আমি বলি, তোরা মানুষ বের কর, সেটা আমার অনুরোধে নয়, আপন ঝোঁকে। নচেৎ অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতো হয়। ভাবলে, ঠাকুর বলছেন, সুতরাং করতে হবে। কিন্তু ঐ জিনিসটা যদি নিজের ঝোঁক ও নেশা হ'য়ে ওঠে তাহলেই লাগোয়া চেষ্টা হয় এবং successful (সফল) হবার পথ খোঁজে। তার জন্য যা suffer (কষ্ট) করা লাগে, তাও মিষ্টি মনে হয়।

জ্ঞানদা—শুদ্ধাভক্তি কাকে বলে আর জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিই বা কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুদ্ধাভক্তি হ'ল আমি তাঁকেই ভালবাসি, তাঁর জন্য যা কিছুই করি, আমার নিজের আলাদা কোনও স্বার্থ নেই। তাঁর প্রীতিকর্ম্মই আমার স্বার্থ। জ্ঞান-মিশ্র ভক্তির মধ্যে অনেক সময় consideration (বিবেচনা) থাকে, কিন্তু শুদ্ধাভক্তিতে তা' থাকে না। ভক্তির পিছনে থাকে কর্ম্ম, সেবা, পরিপূরণ, পরিপোষণ, পরিরক্ষণ। তা থেকে আসে জ্ঞান। মহাপ্রভু ছিলেন পরম ভক্ত, কিন্তু সেই ভক্তিতে ছিল কী বিপুল জ্ঞান-সম্পদ।

জ্ঞানদা—আপনার বাণী প্রচার করতে গেলে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও জ্ঞান আপনিই আসবে।

খানিকটা পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এতগুলি লোক নিয়ে এইভাবে আছি, এ তো একটা কম problem (সমস্যা) নয়—তাছাড়া লোকের যে অবস্থা হয়েছে, কোনও যেন পথ নেই। এইসব দেখেশুনে কেবল লোকের কথা মনে হয়—ভাবি যে যোগ্য কর্ম্মী কবে আসবে। ভাবতে গেলে গা-হাত-পা ভেঙে পড়ে। মনে হয় আমি একলা দুনিয়ায়—তেমনতর একটা দঙ্গল বাঁধতে পারলে আবার হয়।

আমরা করলাম কী? আমরা লাখো ভাগে বিভক্ত। কৃষ্ণকে মানি তো রামকৃষ্ণকে মানি না, রামকৃষ্ণকে মানি তো চৈতন্যকে মানি না, লক্ষ্মী পূজা করি, নারায়ণ পূজা করি না, সীতা পূজা করি রামকে বাদ দিয়ে। বুদ্ধদেব, ক্রাইস্ট, রসুল এরা রামকৃষ্ণদেব ও চৈতন্যদেবের মতোই। 'সর্ব্বদেবময়ো গুরু' ক'রে, তেমন ক'রে দাঁড়াতে পারলে সবাই ভেঙ্গে এসে পড়বে—আমাদের সঙ্গে মিশবে। Comperative study (তুলনমূলক অধ্যয়ন) ক'রে মিল দেখানো লাগে প্রত্যেকটা point-এ (বিষয়ে)। পঞ্চবর্হিতে সবাইকে integrated (সংহত) ক'রে তুলতে হয়। পরিশ্রম করা লাগে ঢের, মানুষ জোগাড় কর যত শীঘ্র সম্ভব।

১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ৫। ১২। ১৯৫০)

আজ প্রাতে রেডিওতে খবর পাওয়া গেল শ্রীঅরবিন্দ গত রাত্রি ৩-৫০ মিনিটে দেহত্যাগ করেছেন।

শোনামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাই নাকি ? কী হয়েছিল।

নিখিল (ঘোষ) বলল—রেডিওতে বলল গত এক সপ্তাহ যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথাতুর চিত্তে বললেন—যাঃ, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল !

একটি বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যু সম্বন্ধে কাতরভাবে বললেন—শুনে মনটা এত খারাপ হয়ে গেল, কী যে হ'ল এ বাংলার !

২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ৬। ১২। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে খাবার পর বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। মায়েরা আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার বাবা বলতেন, "মানুষকে দিও, কিন্তু খুব বেশী দিও না, বেশী দিলে তার ক্ষতি হবে। আমি বলি, ততটুকু দিও যাতে সে বেঁচে থাকে। কিন্তু অভাব পুরোপুরি না ঘোচে, সেই অভাব পূরণের জন্য কিছু-কিছু খাটে, একেবারে আলসে যেন না হয়ে যায়। আর এমনভাবে দেওয়া ভাল যাতে ঐ দেওয়াটাই তোমার ক্ষতির কারণ না হয়।" কিন্তু মা বলতেন—"তা' কেন ? দেব তো যত পারব দেব, উজাড় ক'রে দেব, এমনভাবে দেব যে ডান হাতে দেব বাঁ হাত জানবে না—দেওয়ার মধ্যে আবার বিবেচনা কী ?"—আমি এখন দেখছি—বাবার কথাই ঠিক। কিন্তু আমার প্রকৃতি এমন যে মা'র ধরণে না চ'লে পারি না।

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ৭। ১২। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে অশথতলায় ব'সে শিশিরদাকে (চক্রবর্ত্তী) বললেন—আয় বুঝে ব্যয় ক'রো, না হলে দারিদ্র্য ঘুচবে না, পাওনাদারের তাগিদে মনটা অস্থির হ'য়ে থাকবে। কী করবে, কিছুই ঠিক পাবে না।

সৎসঙ্গের বারো হাজার টাকা ঋণ আমি দুটাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, কুড়ি টাকা—যখন যেমন পেরেছি সেই মতো দিয়ে শোধ করেছি। চাইবার আগেই দিয়ে দিতাম। দেবার একটা ঝোঁক ছিল। তাই বাজারে নাম হ'য়ে গিয়েছিল সৎসঙ্গের টাকা কখনও তামাদি হয় না। আমি নিজে কখনও দেনা করিনি। ঐ-সব যে করেছিল তা' আমি জানতামও না।

একটা কাজ করতে হয়। আয়ের একটা অংশ দেনা শোধে লাগাব ধ'রে রাখতে হয়। ধর, তুমি তিনশ' টাকা পাও। ধ'রে নেবে তুমি আড়াইশ' টাকা পাও। বাকি পঞ্চাশ টাকা তোমার হিসাবের মধ্যেই ধরবে না। ঐ টাকা দেনা শোধে লাগাবে। জানবে, আড়াইশো টাকাই তোমার আয় এবং তা' দিয়েই তোমার সংসার চালাতে হবে।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ১০। ১২। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নড়ালের বাড়ীতে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বেদানন্দজী আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—পূরয়মাণ প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উচিত পূরয়মাণ প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে নিজের মনে করা, এবং পারস্পরিকভাবে সহায়ক হওয়া। এইভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি সংহত হ'লে জনসাধারণও সংহত হয়।

বর্ণাশ্রম প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বর্ণাশ্রমে প্রত্যেকটি বর্ণেরই মূল্য আছে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। তাই ছোট-বড়র দিক দিয়ে ভাবা উচিত না। ভাবা উচিত শ্রদ্ধা ও বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়ে। বিয়ে-থাওয়া বিধিমত হওয়া দরকার। বিহিত সবর্ণ অনুলোম ভাল, কিন্তু প্রতিলোম ভাল না। বিয়ে ঠিক হ'লে জাত অনেকখানি ঠিক হ'য়ে যায়।

স্বামীজীও বর্ণাশ্রম প্রথার সমর্থনে কথা বললেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি বিদায় নিলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর তাঁবুতে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দাকে বললেন—মণি তোকে খুব ভালবাসে। ভাগ্যবান না হ'লে সুপরিবেশ বা সুসংস্থা পাওয়া খুব কঠিন। রসুলের বেষ্টনী খুব ভাল ছিল।

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭, বুধবার (ইং ১৩। ১২। ১৯৫০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে আছেন এবং তাঁর সামনে motto (বাণী) পড়া হচ্ছিল।

শ্রেষ্ঠকে প্রণাম না করা বা সম্মান প্রদর্শন করতে না পারা হীনম্মন্যতার লক্ষণ, সেই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—আমি যদি রবিঠাকুরের কাছে যেতাম, তাহ'লে তাঁকে প্রণাম করতাম। কোন-কোন বিষয়ে তাঁর হয়তো সমালোচনা করতে পারি। কিন্তু তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানবৃদ্ধ—তাই প্রণাম করতাম।

নিখিলের (ঘোষ) জন্য কোলকাতা থেকে একটি কলম এসেছে।

প্রফুল্ল বলল—কলমটা খুব ভাল, পিস্টনওয়ালা।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোরটাও কি পিস্টনওয়ালা ?

প্রফুল্ল—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু ও-কলম যা' করেছে তার তুলনা হয় না। ও কলম মিউজিয়ামে রাখার মতো।

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১৪।১২।১৯৫০)

সকালে নূতন তাঁবুতে বাণী দেবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপণতা সম্বন্ধে কথা উঠতে তাঁর ব্যক্তিজীবনের স্মৃতিচারণ ক'রে বললেন—আমি বাঁশগাড়ি গিয়েছিলাম—বাবা সেখানে নায়েব ছিলেন। ওদেশে ঢেউতোলা টিনের ঘর। একটা মেয়ের ঘরে ধানের মত টাকা ডাং দেওয়া থাকত। মেয়েটা একদম খরচ করত না। ছোট পুঁটিমাছ ছাড়া বড় মাছ খেয়েছে কিনা সন্দেহ। দরজার সিঁড়ির কাছে শুয়ে থাকত। মেয়েটা মুসলমানদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মেয়েটাকে মুসলমান ছেলেটা মেরে ফেলল। টাকা সব মুসলমান ছেলেটার হয়ে গেল। মেয়েটা পাট বা বাঁধাই মালের ব্যবসা করত। বলত—পাই তো ক'টা টাকা, যদি না রাখি উপায়টা হবে কী ? কৃপণদের যোগ্যতা নেই তাই ভয়ে-ভয়ে ঐ করে। যতজনকে দেখেছি, ঐ-রকম বলতে শুনেছি।

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১৫।১২।১৯৫০)

প্রাতে তাঁবুতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ব'সে বাণীগুলি পড়া হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বার-বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—লেখাগুলি কেমন হয়েছে ?

সকলে 'ভাল' বললেও শ্রীশ্রীঠাকুরের যেন প্রত্যয় হ'তে চায় না। এখন তাঁর সামনে প'ড়ে শোনান হচ্ছে এবং নূতন ক'রে শুনে কেষ্টদা প্রমুখকে বললেন—কতকগুলি খুবই ভাল লাগে। বড় কয়েকটা আপনি পড়ছিলেন, বেশ সুন্দর। Conversation (কথোপকথন)-এর নোট যে প্রফুল্ল লিখেছে তার পিছনে ওর খাটুনি আছে খুব। জিনিসগুলি অপূর্ব্ব। এত সহজ ও সুন্দর যে, কারও বুঝতে কষ্ট হয় না। ঐগুলি ভাল edit ক'রে (সম্পাদনা ক'রে) বেরুলে খুব কাজ হবে।

সন্ধ্যায় তাঁবুতে আগের কয়েকটি বাণী শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে বললেন—মেয়েদের বেশী বয়সে বিবাহ দেওয়া ভাল না। আমার মনে হয়, আগে যে গৌরীদানের প্রথা ছিল, সেইই বেশ ভাল ছিল। তবে আজকালকার দিনে ষোল বছরের মধ্যে বিবাহ হওয়াই উচিত। তার উপরে কিছুতে যেতে দিতে নেই, State-এর (রাজ্যের)

আইনের আওতায় এটা enforce (কার্য্যকরী) করা যুক্তিযুক্ত।

বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে কথায় বললেন—যাদের সন্তান হয়েছে তাদের বিবাহ হওয়া উচিত নয়। তবে otherwise (অন্যথায়) যদি নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে তবে বেশী বয়সের বিধবারও পুনর্বিবাহ হওয়া ভাল—ঐভাবে নষ্ট হওয়ার চাইতে—অবশ্য সেটা abnormal (অস্বাভাবিক) ব্যাপার।

কিরণদা (মুখোপাধ্যায়)—দেশে বিভিন্ন সঙ্ঘ থাকে, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান থাকে, তারা স্ব-স্ব আদর্শ নিয়ে চলে,—তারা রাষ্ট্রের সেবা করবে কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ধর্ম্ম বলতে যা' বুঝি, এবং ধর্ম্মপথে যেভাবে চলতে বলি তার সঙ্গে রাষ্ট্রসেবা ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ হ'য়ে আছে। এইভাবে চললে কোন বিরোধ থাকে না, রাষ্ট্রের পুরো সেবা হয়। এ-রকমটা ছেড়ে ধর্ম্মজীবন বলতে সামগ্রিক ও বৃহত্তর জীবনধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন submanlike (অপমানবসদৃশ) জীবন-যাপন যদি বুঝায় তাহ'লে অবশ্য গোল বাধে।

২রা পৌষ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১৮।১২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নূতন তাঁবুতে বসে তামাক খাচ্ছিলেন।

চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ), পূজনীয়া ছোটমা, কালিদাসীমা প্রমুখ আছেন।

পূজনীয়া ছোটমাকে পূজনীয় কাজল ভাইয়ের পড়া সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—Grammar (ব্যাকরণ), mathematics (অঙ্ক) ইত্যাদি মুখে-মুখেই গল্পে-গল্পে কাম সেরে দিতে হয়, teacher (শিক্ষক)-এর মতো ধাঁজ করতে নেই। Grammar (ব্যাকরণ), mathematics (অঙ্ক) ইত্যাদি জিনিস নীরস, কঠিন, কিন্তু মায়ের কাছে গল্পে-গল্পে শিখলে সরস হ'য়ে ওঠে।

পূজনীয়া ছোটমা পরীক্ষা-পাস সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাশ-ফেলের কথা ভেবে দরকার নেই। মোট'পর যে training (শিক্ষা)-টা হ'চ্ছে সেটা যেন thorough (সম্পূর্ণ) হয়। পরীক্ষার কথা বড় ক'রে ভাবতে গেলে training (শিক্ষা)-টা deficient (অসম্পূর্ণ) হ'য়ে ওঠে।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে বিদ্যামাকে বললেন—মানুষ সুখের কথা ভুলে যায়, কিন্তু দুঃখের কথাটা তার মনে প্রবল হ'য়ে থাকে। তোমার জীবনে মুখ্য যদি কেউ না থাকেন, প্রেয় বা শ্রেয় যদি কেউ না থাকেন, তাঁকে নিয়ে যদি ব্যাপৃত না

থাক ;—যার সার্থকতায় তোমার সুখ—তখন দুঃখ পাবে, কষ্ট পাবে, ব্যথা পাবে।

বিদ্যামা—সুখ জিনিসটা তো মনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুখ হ'ল টানে, টানে হ'লেই মনে হয়। ভালবাসায় সমর্থনটা স্বতঃ। তোমার ছেলে হয়তো একটা অন্যায় করেছে, তখন তুমি হয়তো বলবে ও তেমন ছেলেই নয়, ওর হাড়ই অন্যরকম, ও দশজনের সঙ্গে মিশে তাদের বুদ্ধিতে এইরকম করেছে। —আমার ছেলে অমন করেই না। আর টাকা পেয়ে যে ভালবাসা, প্রাপ্তি-সাপেক্ষে যে ভালবাসা, সেটা ভালবাসাই নয়।

৩রা পৌষ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ১৯।১২।১৯৫০)

বেলা এগারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে উপবিষ্ট। গোঁসাইদা, হরিপদদা (সাহা), কিশোরীদা (চৌধুরী) প্রমুখ ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ বড়খোকার বাড়ী থেকে আসার সময় বেঘোরেই প'ড়ে গেলাম। রাস্তায় এমন হাগা পেল, আর চেপে রাখতে পারি না। বড়খোকা তখন নানা কথা ব'লে আমার attention divert (অন্যমনস্ক) করার চেষ্টা করতে লাগলো। তাতে কি মানে ? শেষটা কোনভাবে বড়াল-বাংলোতে এসে পায়খানা ক'রে সোয়াস্তি পাই।

প্রথম কলকাতায় যাই যখন ভবানী পালের সঙ্গে, বোধহয় তখন স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়ি। রাত্রে রাস্তায় চলছি, হঠাৎ বাহ্যে পেল, তখন একটা ভাঙ্গা বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে বললো—ওখানে হাগো। শেষটা ওখানে গিয়ে কোনভাবে হেগে বাঁচি। তারপর দুই বোতল সোডাওয়াটার এনে জলখরচ করলাম। একটু দূরে পুলিস-টুলিশ ছিল, ভয়-ভয় লাগছিল। যা হোক কেউ আর টের পায়নি।

এরপর একজন ডাক্তার এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে।

তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—যে যত হরি-হরি করবে—তার তত সর্ব্বনাশ হবে। অজ্ঞানজন মারা পড়বে। কারণ, হরি যিনি তিনি সব হরণ করেন। আপনি কী বলেন ঠাকুর ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি অসৎ যা' তাই হরণ করেন।

ডাক্তারবাবু—পুত্র-পরিবারাদিও তো অসৎ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার সত্তা আছে সে কি কখনও অসৎ হয় ? সত্তাকে কি তিনি নষ্ট করতে চান ? আপনি কি কখনও আপনার রোগীকে মারতে চান ? প্রাণপণ কি চেষ্টা করেন না তাকে বাঁচাতে।

ডাক্তারবাবু—তা তো ঠিকই ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁরও প্রকৃতি তাই। তিনি তো সকলেরই ডাক্তার। ডাক্তার হিসাবে আপনার যে প্রকৃতি—সেই পরমের মধ্যে আছে তা'ই-ই আরও ক'রে।

ডাক্তারবাবু—আমরা তো নাম-কামের খাতিরে রোগী সুস্থ করতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে জন্যই হো'ক, যেমন ক'রে পারেন সুস্থ ক'রে তুলতে পারলে খুশি হন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে। অনেকে উপস্থিত ছিলেন। পানুদার (মুখোপাধ্যায়) মেয়ে বেবীমা ও পানুদার বৈবাহিক এসেছিলেন।

তাঁরা চলে যাবার পর বঙ্কিমদা (রায়) কথাপ্রসঙ্গে গোপালদার (মুখোপাধ্যায়) কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্ছ্বসিত আবেগে বললেন—বেশী বলিস না, আমার কান্না পাবেনে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ ছলছল করতে লাগলো। গামছা চেয়ে নিয়ে চোখ মুছলেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন—গোপাল বেঁচে থাকলে একটা কাণ্ড করতোই—অমন tenacity (স্থিরপ্রতিজ্ঞ)-ওয়ালা ছেলে!

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিখিলের চরিত্রে একটা জিনিস দেখলাম ভাল। প্রফুল্ল আসল, অমনি ও উঠে দাঁড়ালো। এই শ্রদ্ধাবান রকমটাই মানুষকে crowned (সার্থক) ক'রে তোলে।

৪ঠা পৌষ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ২০।১২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে নূতন তাঁবুতে ব'সে পূজনীয়া পিসীমার কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

খুকি!

কয়েকদিন আগে তোমার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু তোমাদের নূতন ঠিকানা না জানায় আগে উত্তর দিতে পারিনি।

মাঝে মাঝে তোমাদের চিঠি পেলে ভাল লাগে।

এখন তোমার শরীর কেমন জানিও। অসুখের উপদ্রবটা গেছে তো? সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত ওষুধ খেও।

খেপু ও কানু আজ সকালে এখানে এসে পেঁ'ছেচে।

শান্তু, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা, শরদিন্দু—এরা সবাই ভাল আছে তো ?

আমার শরীর ভাল নয়। আর সবাই কোনপ্রকারে চলছে। হরিদাস মোটামুটি ভাল আছে।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো ও যারা চায় তাদিগকে জানিও।

ইতি

তোমার দীন "দাদা"

৫ই পৌষ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২১। ১২। ১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে।

চক্রপাণিদা (দাস) এসেছেন। ওঁর সঙ্গে নানা কথা হচ্ছিল। চক্রপাণিদা আসামের একজন বিশিষ্ট লোকের কথা বললেন—তিনি বলেন, 'ঠাকুরের কথা শুনি খুব ভাল। কিন্তু তিনি তো বাঙালী।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠাকুর কখনও বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী বা অসমীয়া হয় ? আসামের শঙ্করদেবকে কি বাঙ্গালী পুজো করবে না ? ইউ-পি-র শ্রীকৃষ্ণকে কি সেখানকার বাইরে আর কেউ অনুসরণ করবে না ? তাঁরা যেখানেই আসুন, তাঁরা সব জায়গারই, সকলেরই।

সুশীলদার (বসু) চিঠি এসেছে। পার্লামেণ্টে সৎসঙ্গ প্রেসের কথা উত্থাপন করা হয়েছে, সেই কথা তিনি জানিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে শচীনদা প্রমুখ পাক সরকারের অবিচারের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাক্‌গে, পরমপিতার দয়ায় আপনারা যদি বেঁচে থাকেন, সুখে থাকেন, সুস্থ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকেন, কত-কিছু সৃষ্টি করতে পারেন আপনারাই।

৬ই পৌষ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২২। ১২। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর কৌটিল্যের প্রসঙ্গে বলছিলেন—মানুষের ভিতর কৌটিল্য গুণ থাকলে মানুষকে manipulate (নিয়ন্ত্রিত) করতে পারে ভাল। দূরদৃষ্টি নিয়ে সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ে যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনতর বিহিত নির্লজ্জ (লজ্জা সঙ্কোচহীন) অভিনয়ে মানুষকে কাবেজে এনে ফেলে। যেখানে যাকে যা' বলতে হয়, যেমনতর অভিনয় করতে হয়, ঠিক তেমনি করেই।

দুপুরে খাবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ সকালে সন্ধ্যা করার সময় দেখলাম

নন্তুস (পূজনীয় বড়দার মৃত পুত্র) আকাশের থেকে ভয় পেয়ে হাত পা কেমন করে ফেলে ছুটতে ছুটতে এসে 'দাদু' বলে আমার ভিতর ঢুকে গেল। ওর গায়ে একটা ফুলহাতা নীল রঙের গেঞ্জী আছে দেখলাম। মানুষ সবাই মরে, কিন্তু যাদের মা না থাকে, তাদের যাবার সময় আরও কত কষ্ট।

৭ই পৌষ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ২৩। ১২। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশথতলায় আগের দিনের লেখা সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। শচীনদা (গাঙ্গুলী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—ওই ধরনের লেখা দিলে conversation (কথোপকথন) ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে মনটা common level (স্বাভাবিক অবস্থায়) না আনতে পারা পর্য্যন্ত কেমন জানি অবস্থা হয়, মনে হয় শরীরে যেন কিছু নেই, দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। আগে যখন অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছিলাম তখন ক'দিন কী অবস্থা গেছে—খেতে পারি না, বসতে পারি না, মন যেন কেবল ওদিকে টানে। ওই sensation (অনুভূতি) ছাড়তে চায় না, লেগে থাকে।

এরপর বর্দ্ধমানের রাধানাথদা, শরৎদা (হালদার) ও একজন সাব-ডেপুটি কালেক্টর আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে প্রফুল্লকে বলছিলেন—যা' লেখা দেওয়া হয়েছে তাতে একটা School of thought-এর (চিন্তার ধারার) food (খাদ্য) হ'য়ে গেছে। কী বলিস ?

প্রফুল্ল—হ্যাঁ।

তখনই টিকটিকি পড়ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সত্যি সত্যি !

প্রফুল্ল—বার-বার আসা-যাওয়া ঘোচে কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার adherence (নিষ্ঠা) যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, keen (তীক্ষ্ণ) হয়, তত adjusted হই, প্রত্যেকটার মধ্য দিয়ে common factor (উপাদান সামান্য) বের করি, স্থিতধী হই, তৎস্বার্থপ্রতিষ্ঠা ছাড়া নিজের বাসনা ব'লে আর কিছু থাকে না, তখন আসা-যাওয়ার পাল্লা ঘুচে যায়। বৈষ্ণবদের রকমটাই ভাল, তারা individuality (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য) বজায় রেখে forever (চিরদিন) enjoy (উপভোগ) করতে চায়।

৯ই পৌষ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২৫।১২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নতুন তাঁবুতে উপবিষ্ট।

অনুভূতির কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার এতখানি ধরা পড়েছে, কারণ analytical inquisitiveness (বিশ্লেষণাত্মক অনুসন্ধিৎসা) জিনিসটা সব সময় আছে। আমি আমার বোধগুলি কই, কিন্তু মনে হয় আমি একটা চিনির বলদ, একটা instrument (যন্ত্র) ছাড়া কিছু নই। কথা আসে তাই বলি, ইচ্ছা ক'রে বলতে পারি না।

খানিকটা পরে পূজনীয় কানুভাইকে বললেন—ওকালতি যদি কর আর মানুষের আথাল (আস্তানা) যদি বাড়ীতে না কর তবে পসার জমানো মুশকিল আছে। ও করতে গেলে বাড়ী আলাদা একটা ভাড়া ক'রে একটা আলসেখানা খোলা লাগে—সেখানে গুচ্ছের লোক ছ্যাপ, কাশ, থুতু-টুতু ফেলে বিড়ি খেয়ে গুলজার করবে। ডালভাত যা জোটে দুটো খাবে। এইভাবে লোকের আড্ডা যত জমবে, ততই জানবে ভাল। রাসবিহারী ঘোষের বাড়ী শুনেছি বহুলোকের আড্ডা ছিল, ফজলুল হকের বাড়ীতেও অমনি। যারা এ বিষয়ে কৃপণ তাদের roaring practice (খুব পসার) হওয়া মুশকিল। হয়তো দু-চার পয়সা পেতে পারে, তার থেকে কম খরচ করে দু'-চার পয়সা জমাতেও পারে। কিন্তু overflowing (উপচে পড়া রকম) হয় না। ওদের কিন্তু ছাপ্পর ফুঁড়ে আসে।

Life insurance (জীবন বীমা) বুঝিস তো? ওরা মানুষ অকালে মরলে কত টাকা দেয়, তবু কিন্তু অতো লাভ করে—ওতে ওদের লোকসান হয় না। বহু লোকের Insure (বীমা) করা থাকে ব'লে এত দিয়েও আটকায় না। তারাই চালায়ে নেয়, ঘরের থেকে তো দেয় না। মানুষ পাললেও সেটা সেইরকম insurance-এর (বীমার) কাজ করে। ওর ভিতর-দিয়েই মানুষের আসে। মানুষ যদি কৃপণ হয়, সত্যিকার স্বার্থপর হ'তে পারে না। বাঁশগাড়ী গিয়েছিলাম, সেখানে একটা লোক দেখেছিলাম। তার অগাধ টাকা, কিন্তু পুঁটিমাছ ছাড়া খেতো না। যোগ্যতা কিছু ছিল না, টাকা যা' ছিল তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করত।

১০ই পৌষ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২৬।১২।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে এসে বসেছেন। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন আলিপুর দুয়ারের উৎসব সেরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছে সেখানকার উৎসবের বৃত্তান্ত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শুনলেন।

এরপর সমস্তিপুরের ভাইরা এসে প্রশ্ন তুললেন ইষ্টভৃতি সম্বন্ধে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতে আমরা যা' আহরণ করি, আমাদের কর্ম্ম, বাস্তব জীবন, বুদ্ধি সুকেন্দ্রিক হ'তে থাকে এবং তার ভিতর-দিয়ে এমন একটা শক্তির সমাবেশ সংহত হ'তে থাকে যা বিপদ-আপদের সময় আমাদের রক্ষা করে। জেমসের কথার মধ্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। গীতায় আছে, যে আমাকে না দিয়ে খায়, সে চৌর্য্যান্ন খায়।

উমাদা (চরণ)—যে-কোনও মানুষকে যদি দিই তাতেই তো হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকে দেওয়াতে সুকেন্দ্রিক হয় বেশী। এতে যোগ্যতা বাড়ে। সুপ্ত ক্ষমতা জেগে ওঠে। পূরয়মাণ ইষ্টে সক্রিয় আনতি না হ'লে মানুষ প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে রেহাই পায় না।

জনৈক ছাত্র—রাষ্ট্রের পক্ষে উপযোগী আদর্শ মানুষ কেমন হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন শিবাজী ছিলেন রামদাসে একনিষ্ঠ। তাঁর সেবা করতেন। তাঁকে পূরণ করতে গিয়ে তিনি এমন চরিত্রের অধিকারী হলেন যে, প্রত্যেকেই তাঁকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যেত, এবং তাঁর দৃষ্টান্তে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রেরণা পেত। হনুমানজী রামচন্দ্র ছাড়া কিছু জানতেন না। তোমরা এখন থেকেই চেষ্টা কর যাতে ঘরে-ঘরে শিবাজী, হনুমান হয়ে ওঠে। তোমরা ভাল আচার্য্য পেয়েছ—মাষ্টারমশায় এমন পেয়েছ—তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে কথা, ব্যবহার, চাল-চলন-চাউনি, আচার-আচরণ সব নিয়ে দেব দক্ষতায় জেগে ওঠ। তোমরা দেশকে বাঁচাও, সকলকে বাঁচাও।

ধর, আমরা রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক যদি ঐভাবে ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী করি, আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে চরিত্র যদি গঠিত হয়, সেবা, সহযোগিতা, কর্ম্মপ্রাণতা নিয়ে নিজেদের যদি mould (নিয়ন্ত্রিত) করতে পারি, তবে materially (জাগতিকভাবে) এবং spiritually (আধ্যাত্মিকভাবে) ভারত আবার জগতের গুরু হতে পারে, যেমন একদিন ছিল। তাতে আমরা তো সহজ চলনায় চলতে পারবই, প্রতিবেশী দেশগুলিকেও প্লাবিত ক'রে দিতে পারব জাগতিকভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে। আমরা কাউকে পর ভাবব না। পর হ'ল শাতন যা', অসৎ যা', যা' মানুষের সত্তাকে বিপন্ন করে, নষ্ট করে, বিচ্ছিন্ন করে, শীর্ণ করে, ক্ষয় করে। শুভবুদ্ধি নিয়ে আমরা চলব সৎ সম্বর্দ্ধনার পথে।

উমাদা (চরণ)—মানুষের জীবন তো নশ্বর। এ জীবন তো থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ নশ্বর। তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বলেছেন, আমরা অমৃতের সন্তান। চলতে-চলতে আমরা হয়তো অমৃতত্ব লাভ করব।

উমাদা (চরণ)—এই জীবন তো থাকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের স্মৃতিবাহী চেতনা যদি থাকে তবে মরাটাও মরা নয়। গীতায় যেমন আছে মৃত্যুটা শুধু দেহের খোলস ত্যাগ করা ছাড়া আর কিছু নয়। দিল্লীতে যেমন শান্তি আছে, তার পূর্ব্বজীবনের কথা সব মনে আছে। মা-বাপ, গাছপালা, ঘরের বাক্সের মধ্যে সঁূচটা পর্য্যন্ত।

উমাদা (চরণ)—আমরা সসীম, স্মৃতি এবং শরীর নিয়ে অসীমকে ধারণ করব কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্মৃতি বা শরীর অনন্তেরই একটা সসীম অভিব্যক্তি। অনন্তের বীজ আছে এতে। অনুশীলন করতে থাকলে জাগ্রত হয়।

উমাদা (চরণ)—বেদান্ত বলে সব মায়া। তাই সসীম বাদ দিয়ে অসীমে যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন অসীমে কেন্দ্রায়িত করা যায় না, তাই এমন একটা সসীমে কেন্দ্রায়িত করা দরকার যার ভিতর-দিয়ে ভূমা চেতনা উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও আরও বহু লোক সমবেত হয়েছেন।

উমাদা (চরণ)—Renunciation of finite material life (ক্ষুদ্র বৈষয়িক জীবন ত্যাগ) না হ'লে হবে কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা mathematically (গাণিতিকভাবে) হ'তে পারে, কিন্তু বাস্তবে হয় না। Finite (সসীম) বাদ দিয়ে পারে না, এর ভিতর দিয়েই evolve (বিবর্ত্তনলাভ) করে।

শৈলেশদা—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—তো বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্ম যদি সত্যি হয়, জগৎ মিথ্যা হয় কি ক'রে? আমি বলি, জগৎ পরিবর্ত্তনীয় সৎ, ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয় সৎ। আমার কাছে ভক্তি-পথটাই ভাল লাগে। এর ভিতর-দিয়ে চরম সত্যে পেঁছাতে হয়।

ত্যাগ সম্পর্কে কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ত্যাগ বলতে বুঝি যা' হিতকর নয় তাকেও হিতকর ক'রে তুলব। যেমন সাপের বিষ আছে, তাকেও সত্তাপোষণী ক'রে তুলব। খারাপকেও এমনভাবে প্রয়োগ করব যাতে তা' জীবনীয় হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে উপবিষ্ট।

সমস্তিপুরের একজন দাদা প্রশ্ন করলেন—প্রিয়জন মারা যাবার পরও আমাদের ভালবাসে কিনা কি ক'রে বোঝা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্মৃতিটা হ'ল tuning bulb (সঙ্গতির আধার), reflection

(প্রতিফলন) হয় ও-দিয়ে। তার tuning-এর এলাকা ছেড়ে গিয়ে খুব ঊর্দ্ধে উঠে গেলে বা নেমে গেলে তখন সেই প্রিয়ের plane (স্তর) মাফিক নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রিত) না করলে reflection (প্রতিফলন) ঠিকমত হয় না। রেডিওয় যেমন শর্ট ওয়েভ, লং ওয়েভ, মিডিয়াম ওয়েভ আছে। যে-ওয়েভের impulse (সাড়া) ধরতে চাই সেই ওয়েভে রেডিও adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয়।

শচীনদা (গাঙ্গুলী)—আমার একজন আত্মীয় বলছিল, বুঝি নিরামিষ আহার শ্রেয়, কিন্তু ভিতর থেকে প্রেরণা না আসলে মাছ ছাড়তে চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিতর থেকে হয় তখনই, যখন ক্ষতি ক'রে ফেলেছে, আর পারা যায় না। ক্ষতিটা হবার আগে বোঝাই ভাল। ছাড়তে যে পারি না, প্রেরণার দোহাই দিই তার মানে ওতে লোভ আছে।

শচীনদা—শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে শ্রীমা বলেছেন 'It is an insult to grieve for Sri Aurobindo' (শ্রীঅরবিন্দের জন্য শোক করা একটা অপমানজনক ব্যাপার।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবতাম, বিরহের আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্বলুক, রোমে-রোমে, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। আমার সমস্ত শরীর-মন, প্রতিটি কোষ, অণুকোষকে তা' প্রজ্বলিত ক'রে তুলুক। তার ভিতর-দিয়েই আমাকে যোগ্য ক'রে তুলুক। 'বিরহের অগ্নিতাপে দগ্ধে মরে যারা—তাদেরই মন পূর্ণেতে রহে স্থির।' শোকগ্রস্ত যারা আসে তাদের খুব কম লোককেই আমি বলেছি শোক করো না।

প্রফুল্ল—শোকে বুদ্ধির পক্ষে ক্ষতি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কি তোকে মা'র জন্য শোক করতে বারণ করেছি ? কিন্তু তা' সত্ত্বেও তো বেঁচে আছিস, কাজকর্ম্ম করছিস। একটা ক্ষত লেগে আছে তাই যেন একটা নীরব প্রার্থনা হয়ে ফুটে ওঠে। মনে হয় যেন সব-কিছুর ভিতর দিয়ে আমার মা-ই যেন মূর্ত্ত হয়ে ওঠেন। কালী বল, জগদ্ধাত্রী বল, দুর্গা বল, এর যে-কোনও রূপ মনে হলেই মনে হয় যেন আমার মা। মাকে বাদ দিয়ে এঁদের ভাবতে পারি না। ঐ গানটা গাইতে পারি না, আমার ভিতরটা রুদ্ধ হয়ে আসে—'মা বলে ডাকব না মা…'

১২ই পৌষ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২৮।১২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নূতন তাঁবুতে। শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কান্তিদা (সিংহ), হেডমাষ্টারদা (হরিনন্দন প্রসাদ) ও সমস্তিপুরের ছাত্ররা উপস্থিত আছেন।

গতকাল রাত্রের হিন্দি dictation-টা (শ্রুতি লিখন) নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওদের যেমন বলেছি কয়েকজন ভাল লোক জোগাড় ক'রে

দিতে translation (অনুবাদ)-এর জন্য, তেমনি কয়েকজন musicians (গায়ক) যদি জোগাড় ক'রে দেয় যারা গান-টান করবে—তাহ'লে লেখাপড়া, আলোচনা, গান-ভজন নিয়ে একটা atmosphere (আবহাওয়া) হয়।

এরপর ছাত্ররা কীর্ত্তন ও ভজন শুরু করল। বহুলোক জড় হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিবিষ্ট মনে শুনতে লাগলেন। একটা গানে ছিল 'ঠাকুর তোমার চরণে লুটিয়ে পড়ব' ইত্যাদি।

এর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চরণে লুটিয়ে পড়া মানে, চলনে লুটিয়ে পড়া, তাঁর চলনে চলা—তাহলেই সে লোটান সার্থক হয়।

আরও কীর্ত্তন চলতে লাগল। বেলা এগারোটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করতে উঠছেন, এমন সময় একজন দাদা কয়েকটা প্রশ্ন করলেন।

প্রশ্ন—সবই যদি ভগবানের সৃষ্টি—সেক্ষেত্রে আমি যদি কোন অন্যায় করি তাতে আমার দোষ হয়, না তাঁর দোষ হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি তাঁরই উৎক্ষেপ হই এবং আমার যদি অহংবোধ থাকে, তবে আমারই দোষ হয়।

প্রশ্ন—ছেলে যদি কোন ব্যথা পায় তাতে পিতাই কি ব্যথা পান না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' পানই—ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত ব'লে। বাবার সাবধানতায় ছেলের ব্যথা ঘোচে না, ছেলে যদি সাবধান না হয়। আমি খেলে তোমার খাওয়া হয় না।

প্রশ্ন—দৈহিক ক্ষুধা না মিটলেও আত্মিক ক্ষুধা মেটে তো !

শ্রীশ্রীঠাকুর—দৈহিক পূরণ না হ'লে আত্মিক পূরণ হ'তে পারে না। সত্তাটা দেহ বাদ দিয়ে নয়। তাই দেহটা নিপীড়িত হ'লে সত্তাটাও কষ্ট বোধ করে। যত philosophy (দর্শন) কই—এটা অস্বীকার করতে পারি না। তোমরা দশ ভাই প্রত্যেকেই fatherhood (পিতৃত্ব)-এর উদ্ভেদ। তোমাদের প্রত্যেকের আবার fatherhood (পিতৃত্ব) আছে। তোমরা কোনভাবে shocked (আহত) হ'লে বাবাও যেমন affected (অভিভূত) হন, তোমাদিগেতে অনুস্যূত পিতৃত্বও তেমনি affected (প্রভাবিত) হয়।

প্রশ্ন—মানুষ একক সাধনায় জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, না জগতের ভিতর-দিয়ে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেঁচে থাকতে গেলেই environment (পরিবেশ) দরকার, তা' থেকে nurture (পোষণ) পাই। অসৎ অর্থাৎ সত্তাবিরোধী যা', তা' পরিহার করি, নিরোধ

করি। সুবিধা যা' গ্রহণ করি, যেমন খাদ্য শরীরে যেয়ে inherent cause (অন্তর্নিহিত কারণ) থেকে উদ্ভূত সংহতিকে বজায় রাখতে ও পুষ্ট করতে সাহায্য করে। Existence (অস্তিত্ব) যাতে well-nurtured (সুপোষিত) হয় সেই চলনাই ধর্ম্মদ। বেঁচে থাকতে হ'লে যেমন ক'রে বেঁচে থাকতে হয়, তাই করতে হবে। কুকুর, বিড়াল, মানুষ, গরু, গাছপালা, যেই হোক আর যাই হোক বাঁচতে গেলে বাঁচার বিধি মানতে হবে, আর সেটাই তার পক্ষে ধর্ম্ম।

প্রশ্ন—তাহলে বেঁচে থাকাই কি লক্ষ্য ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লক্ষ্য evolution (বিবর্ত্তন)। Evolution (বিবর্ত্তন)-এর জন্য উৎসের দিকে অর্থাৎ যাঁর থেকে এসেছি তাঁর দিকে এগিয়ে চলব।

প্রশ্ন—এর সহজ পন্থা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' পেতে চাই, তার প্রতি অনুরাগ দরকার।

প্রশ্ন—তাহলে আমরা চাই কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে আমি চাই আমাকে। আমাকে চাইতে হ'লে করতে হবে তাই যাতে আমি থাকি। হ'তে হবে তেমনতর, পেতে হবে তেমনতর।

প্রশ্ন—আমাকে পেয়ে কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা চাই সেই prime factor (প্রধান জিনিস) অর্থাৎ ব্রহ্মে উপনীত হতে।

প্রশ্ন—জড়-জগৎ বা আধ্যাত্মিক জগৎ কিসের ভিতর-দিয়ে চললে তা পারা যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জড়-জগৎ আধ্যাত্মিক জগৎ, যত জগৎ আছে, সব নিয়ে। জড় বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক নয়।

প্রশ্ন—গৃহস্থভাবে না সাধুভাবে, কোন্ ভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গৃহস্থভাবের মধ্যে যে সাধুভাব নেই তা' নয়। বরং গৃহস্থভাব বাদ দিয়ে সাধুভাব হয় না।

প্রশ্ন—জাগতিক ভাব বাদ দিয়ে যদি চলতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক, খ বাদ দিয়ে যদি পড়া শিখতে চাই তাহলে যা হয় এতেও তাই হবে।

প্রশ্ন—Prime factor (প্রধান জিনিস) বললেন, ওটা কী, কেমন ক'রে পাওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আছি, আমার কারণ আছে। সেই কারণকে যদি conscious plane-এ (চেতনস্তরে) আনতে চাই তবে Prime factor-এ (প্রধান জিনিসে) যাওয়া যায়। সেই জন্য তাঁকে ঈশ্বর কয়, তাতে ঈশিত্ব আছে। যাই কর, সত্তাকে বাদ

দিয়ে কিছু করতে পার না। থিয়েটার কর, ক্রিকেট খেল, philosophy (দর্শন) পড়, ব্যবসা কর আর উড়োজাহাজে ওড়, যাই কর সত্তার উপর দাঁড়িয়ে করতে হবে। আর, করতে হবে সত্তার জন্যই।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে। কান্তিদা (সিংহ), মাস্টারদা, উমাদা (চরণ), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ আছেন।

কান্তিদা—মনে শান্তি নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Peace (শান্তি) মানে static condition of mind (মনের গতি-হীন অবস্থা) নয়। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে actively (সক্রিয়ভাবে) চলা থেকে মনের যে condition (অবস্থা) আসে তাই-ই peace (শান্তি)। Peace (শান্তি) এমনি আসে না। আসে concentric activities-এর (সুকেন্দ্রিক কর্ম্মের) ভিতর-দিয়ে। Concentric activity-র (সুকেন্দ্রিক কর্ম্মের) ভিতর-দিয়ে success (সাফল্য) যত আসে ততই আসে peace (শান্তি)।

মাস্টারদারা সমস্তিপুরে একটা cultural conference (সাংস্কৃতিক উৎসব) করবেন, তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ তো আছেই, সেই-ই আমার প্রার্থনা। তোমাদের success-ই (সাফল্য) আমার স্বার্থ, আমার সত্তা।

উমাশঙ্করদা শরীর খারাপের দরুন অসুবিধার কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনটাকে যত engaged (নিয়োজিত) রাখতে পারা যায়—তার urge (আকুতি) যত বাড়ান যায়, ততই তার ভিতর-দিয়ে শরীরটাও gain (লাভ) করতে পারে। সুভাষ বোসেরও শরীর কত খারাপ ছিল, কিন্তু তাই নিয়েই কত বড় কাজ করলেন। তুমিও তেমনি ঝাঁপ দেও। জলে নাবতে নাবতে কাপড় গুটিও না। ডরো মৎ, চলো। জীবনে বাধা-বিঘ্ন, দুঃখকষ্ট আসবেই। কিন্তু তাকে overeome (অতিক্রম) ক'রেই চলতে হবে। এই overcome (অতিক্রম) করাটাই আবার জীবনের লক্ষণ। মানুষের মনের ওঠানামা আছেই। সব সময় মনের অবস্থা সমান যায় না। কিন্তু একমুখী চলস্রোতটা বজায় রাখা চাই। চলস্রোতটা বজায় থাকলে ঢেউ-এর ওঠানামা বিশেষ কিছু করতে পারে না।

১৩ই পৌষ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২৯। ১২। ১৯৫০)

রাত্রি ৯টার পর শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে কেষ্টদা, শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রমুখের কাছে বলছিলেন—মাষ্টারমশায় যদি কয়েকজন গাইয়ে জোগাড় ক'রে দেয়, তবে মনোহরকে দিয়ে কয়েকটা খঞ্জনী বানায়ে গান লাগায়ে দিই। আপনি (কেষ্টদাকে লক্ষ্য ক'রে) থাকেন, আমি থাকি, গান ভজন চলতে থাকে, নেশাখোরের মতো ঐ নিয়ে মসগুল হয়ে থাকি। আর কঠিন-কঠিন mechanism (মরকোচ)-ওয়ালা লেখা তো বহুত দেওয়া হয়েছে। তখন সহজভাবে হিন্দীতে এই ধরনের যদি কিছু আসে, পরমপিতা যদি দেন, তাহলে দেওয়া যাবে।

১৪ই পৌষ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ৩০।১২ (১৯৫০)

বহুদিন পরে আজ প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে আসলেন। আজ থেকে conference (উৎসব) শুরু হবে, বহু লোকজন এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে কিছু সময় বসে পরে নূতন তাঁবুতে এসে বসলেন। সবাই এসে প্রণাম করতে লাগলেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার যতি-আশ্রমে আসলেন। জগদীশদা (শ্রীবাস্তব), কান্তিদা (সিংহ), মাষ্টারদা, শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), যোগেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ অনেকে উপস্থিত।

একজন গুজরাটী দাদা এসে প্রশ্নাদি করতে লাগলেন।

প্রশ্ন—মন সংযম করা যায় কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই জন্য বেত্তা গুরুর প্রয়োজন। বেত্তা মানে যিনি জানেন। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুতে টান চাই। তাঁতে টান থাকলে আমি চোর, ডাকাত, ভাল-মন্দ যা'ই হই না কেন, সব-কিছু নিয়েই আমি তাঁতে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠি এবং তাতে আমার চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। গুরুর প্রতি অনুরাগ ছাড়া মন বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে। আর, অনুরাগে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হ'য়ে ওঠে।

প্রশ্ন—মন নিগ্রহ করা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন নিগ্রহ করার কোন প্রয়োজন নেই, ওতে disease (রোগ) হ'তে পারে। পাতঞ্জলে আছে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ'। আমার মনে হয়, 'যোগাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ'।

প্রশ্ন—সদ্‌গুরুর প্রমাণ পাওয়া যায় কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে যত ভালবাসি, আপনিই প্রমাণ হয়। আপনিই আসে, কাউকে জিজ্ঞাসা করা লাগে না। ভালবাসাই চিনিয়ে দেয় চাবিকাঠি ওখানে। Love (ভালবাসা)-ই concentric (সুকেন্দ্রিক) করে। ভক্তি বল, জ্ঞান বল, সব একই।

Attitude (ভাব) আলাদা, কিন্তু জিনিস এক।

প্রশ্ন—আত্মিক সম্বেগ ছাড়া কি এই ভালবাসা আসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসার সম্বেগ যত বাড়ে, তত আত্মিক সম্বেগ বাড়ে। ধ্রুব সেই আত্মিক সম্বেগ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে গাছ-পাথর সব কিছুকে—'তুমি কি তাঁকে দেখেছ ?' তখন ভগবান নারদকে পাঠালেন নাম দেবার জন্য ওর ব্যাকুলতা দেখে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসত সখা ব'লে more than my body (নিজের শরীরের চাইতেও বেশী)। পরে দেখতে-দেখতে তাঁকে গুরু ব'লে স্বীকার করে। পরে কেন্দ্রায়িত অনুরাগের পরিণতিতে বিশ্বরূপ দর্শন হ'য়ে বলে—সখা ব'লে ভুল করেছি, ক্ষমা কর। এর মানে out of concentric attachment (সুকেন্দ্রিক অনুরাগের ভিতর-দিয়ে) complex (প্রবৃত্তি) যত adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'তে লাগল, তত বিশ্বরূপ দর্শন হল। রত্নাকর দস্যু ছিল, ডাকাতি করে খেত। একদিন সে নারদের সাক্ষাৎ পেল। নারদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি এই পাপকর্ম্ম কেন কর ?' রত্নাকর বলল—'সংসার প্রতিপালনের জন্য'। নারদ বললেন—'তারা কি তোমার পাপের ভাগী হবে ?' রত্নাকর বলল—'কেন হবে না ?' পরে সে নারদের কথা মত বাড়ি গিয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানল কেউ তার পাপের ভাগ নিতে রাজী নয়। তখন সে ছুটে এসে নারদকে বলল 'ঠিক বলেছ, কেউ আমার আপন নয়, কেউ পাপের ভাগ নিতে রাজী নয়, আমার কেউ নেই।' নারদ বললেন—'কেউ নেই কি ? ভগবান আছেন, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম আছেন। তাঁর নাম কর।' নারদ তখন তাকে দীক্ষা দিলেন। রামনাম জপ করতে-করতে, তার আমূল পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। রামের আবির্ভাব না হতেই রামায়ণের অবতারণা করলেন।

১৫ই পৌষ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৩১।১২।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অশথতলায় এসে বসলেন।

আজ conference-এর (অধিবেশনের) দ্বিতীয় দিন। বহুলোক এসেছেন চারিদিক থেকে। অর্ঘ্য ও ফলমূল, জিনিসপত্রসহ দাদারা ও মায়েরা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করছেন। কাউকে বলছেন 'তুই কখন আলি ?' 'অমুক আসে নি ? কখন আসবে ?' টুকরো-টুকরো এক-একটা কথা, কিন্তু সেই কথা যে মানুষের প্রাণে কতখানি আনন্দের হিল্লোল তুলছিল ব'লে শেষ করা যায় না। খুব শীত পড়েছে, ট্রেনে আসাও এক মহাকষ্টসাধ্য ব্যাপার। কত দূর-দূরান্তর থেকে কত কষ্ট ক'রে অগণিত দাদা ও মায়েরা এসেছেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য

শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে সকলেই যেন সব অসুবিধা, পথশ্রান্তি, শীতের কষ্টের কথা ভুলে যাচ্ছেন। তাঁর শ্রীমুখের একটুখানি সাদর সম্ভাষণ শুনে আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠছেন। বহু মানুষ যে বাইরে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে বলে যে, তিনি জাদু জানেন। তাঁর মন ভোলান, প্রাণ ভোলান, দুঃখ ভোলান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে সেটাকে একান্ত অমূলক ব'লে বলা যায় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

জনৈক দাদা চলার ভুলের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চলবার ভুল তখনই হয় যখন প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হই। যখনই তা' ইষ্টার্থী হ'য়ে ওঠে তখন আর ভুল থাকে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে এসে বসলেন। অনেকে এসে অনেক কথা ব'লে যেতে লাগলেন।

খানিকটা বাদে দুর্গা মাসীমা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মত মাসীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে গিয়ে বসলেন।

মাসীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গিয়ে বসতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে আদর ক'রে বালকের মতো বলতে লাগলেন—'বুদুম, বুদুম, বুদুম, বুদুম'।

মাসীমাও তাঁকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ছোটছেলেকে যেমন সোহাগ করে তেমনিভাবে আবেগবিহ্বলকণ্ঠে বলতে লাগলেন—'মনি, মনি, সোনামনি'।

এইভাবে দুই-এক মিনিট কাটল, তারপর হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। বললেন—"সুখ করতে গিয়ে দুঃখ এসে পড়ে"।

হয়ত গোপালদার স্মৃতি, মায়ের স্মৃতি কিংবা আর কত কথা মনে পড়ল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর অশথতলায়।

একজন এম-পি ও জনৈক ভদ্রলোক আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে। বহু লোক তখন জড়ো হয়েছেন চারিদিকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

এম-পি—আপনাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মার্গ কী?

সুশীলদা (বসু) তার জবাব দিলেন।

এম-পি—লড়াইয়ের ক্ষেত্রে যোগের প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যদি আচার্য্যে কেন্দ্রায়িত না হয় তার কর্ম্মের মানে হয় না। তার কর্ম্মগুলি হয় বিচ্ছিন্ন। যোগ মানে পূরয়মাণ বেত্তা পুরুষে অচ্যুত নিষ্ঠা।

'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম'। ইষ্টার্থপূরণী সত্তাপোষণী কর্ম্ম যা' তাই ধর্ম্ম। রাজনীতি বলতে আমি বুঝি যাতে মানুষ পরিপূরিত হয়। ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে মানুষ সংহত হয়। আর, রাষ্ট্রের জন্যও লাগে সংহতি। শুধু নিজেকে বাঁচালে হবে না, পরিবেশকেও বাঁচিয়ে তোলা চাই।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—মূল জিনিস কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ সত্তা, ঈশ্বর, ধর্ম্ম।

এম-পি—ধর্ম্মে তো অনেক সময় দল সৃষ্টি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম এমন একটা দল যা' সত্তাসম্বর্দ্ধনার খাতিরে সবাইকে unify (ঐক্যবদ্ধ) করে।

এম-পি—সমাজ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেও ঐ সত্তা সম্বর্দ্ধনার স্বার্থেই।

এম-পি—লক্ষ্য স্থির হ'লেও মার্গের ভুলে গোল হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটোরই দরকার। মার্গ লক্ষ্যের বিরোধী হ'লে হবে না।

এম-পি—গুরু কেন দরকার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক হবার জন্য। সুকেন্দ্রিক যত হব, প্রবৃত্তির সার্থক নিয়ন্ত্রণ তত হবে, তত জ্ঞানের অধিকারী হব।

এম-পি—সাধনা তো দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধনা তো করতেই হবে। তাঁকে ভালবাসলে তাঁর ইচ্ছা পরিপূরণ করতে চেষ্টা করব, successful (সফল) হ'তে চেষ্টা করব। আর, তাই হল সাধনা।

এম-পি—উপলব্ধি ছাড়া ভক্তি কি ক'রে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি হ'লে ওটা আসেই।

এম-পি—আমার মনে হয় ধর্ম্মশাস্ত্রাদি রাজনীতিকে বাদ দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটাকে বাদ দিলে বাঁচা কঠিন হবে।

ভদ্রলোক—বাঁচান তো তিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি বাঁচান, কিন্তু আমরা বাঁচার দিকে গেলে তো।

ভদ্রলোক—তাঁরই উপর তো নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোটবেলায় আমার মনে হত—জগন্নাথের হাত নেই কেন ? ভাবতাম, তাঁকে ধরতে হবে—তবে তাঁর পা আছে, তিনি টেনে নিয়ে যেতে পারেন। বাবাকে যদি ধরি, বাবা তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারেন।

এম-পি—ধর্ম্ম তো বাঁচবেই—আমরা ধর্ম্মকে ধরলে বাঁচব, না ধরলে মরে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি ভাল চাই—আগে আমাকেই ভালর উপাসক হ'তে হবে।

এরপর ৬টা ৪০ মিনিটে গাত্রোত্থান করলেন ওঁরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আবার আসবেন।

ওঁরা বললেন—আপনি এত লোককে অনুপ্রাণিত ক'রে সৎপথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করছেন, এটা সত্যিই আমাদের আনন্দ দিল।

দুটি বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমরা হয়ত বাবার সম্পত্তি আঁকড়ে ধ'রে থাকি, কিন্তু বাপের সম্পত্তিও তার নয়। মাটির সঙ্গে এমন কীই বা আমার সম্পর্ক। বাপের ঔরসে এখানে এসেছি, আবার চ'লে যাব। ছিলাম না, পৃথিবীতে এসেছি। প্রথম উৎস ও environment (পরিবেশ)-ই মা। এই ভাবে অপরিচিত পৃথিবীতে চলেছি। বরাবর এখানে থাকবও না। কোথায় যাব ঠিক নেই। যা' আমার হ'য়ে রইবে না, যাবে না আমার সঙ্গে, তেমনতর সম্পত্তি নিয়ে কেন এত টানাটানি করি। বরং চরিত্রের সম্পদ বাড়াই, মানুষের মনের রাজা হই। তার চাইতে বড় সম্পদ আর কি চাই? সে সম্পদ বরং আমার চিরকালের সম্পদ। সেই চরিত্র জন্মজন্মান্তরে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

১৬ই পৌষ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১।১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসার পর যতি-আশ্রমের বেড়ার বাইরে সহস্রাধিক নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা এসে জড়ো হলেন। সকলেই ভক্তিবিনম্র চিত্তে, আগ্রহদীপ্ত দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চেয়ে আছেন। সমবেত বিনতি-প্রার্থনা শুরু হ'ল। প্রার্থনান্তে কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত বাণী পাঠ করলেন।

প্রার্থনাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয় conference-এর (অধিবেশনের) ক'দিনই যদি general meeting (সাধারণ সভা) চলে এবং group by group (দলে-দলে) বৈঠক চলে—তাহ'লে মানুষ খুব infused (উদ্বুদ্ধ) হ'য়ে ওঠে। Public meeting (সাধারণ সভা) করা লাগে থিয়েটারের মতো ক'রে। তার ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকে যেন educated (শিক্ষিত) হয়, আবেগ জাগে, কর্ম্মপ্রবণতার উদ্বোধন হয়।

জগজ্জ্যোতি দা—মানুষ এত পেয়েও সুখী হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে পায়নি এখনও কিছু। যাতে মানুষের মন না ভরে, সে পাওয়ায় সুখ হয় না।

সমস্তিপুরের দাদারা আজ চ'লে যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আশীর্ব্বাদ চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা কৃতী হও। Have blazing personality with long life (প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসহ দীর্ঘজীবন লাভ কর)। ছাত্রদের বললেন—তোমরা খুব ভাল করে পড়াশুনা কর। Successful (সফল) হওয়া চাই at every step (প্রতি পদক্ষেপে)।

এরপর মাষ্টারমশাই ও ছাত্ররা প্রণাম ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন। তাদের এমন বিরহাতুর ভাব দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন। চ'লে যাবার পর বললেন—কাঁদতে কাঁদতে গেল, আমার ইচ্ছে করছে, ওদের সঙ্গে ছুটে যাই।

১৭ই পৌষ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২।১।১৯৫১)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে উপবিষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—একটা common stand নেই যা' দিয়ে মানুষ দাঁড়াবে। অন্যায় রাজত্ব করছে আমাদের উপর। রাস্তায় জুতোর বাড়ি মারলেও প্রতিরোধ করতে পারি না। অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রতেরোধ করতে গেলে নিকেশ ক'রে দেবে। মানুষ কয় টাকা চাই, কিন্তু আমি কই টাকা তো মানুষ সৃষ্টি করে না, মানুষই টাকা সৃষ্টি করে। তাই আগে মানুষ চাই। মানুষ পেলে টাকা পাওয়া যাবে।

কুমুদদা (বল)—মানুষ ধরতেও পয়সা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরতে হবে নিজের জীবন দিয়ে। নিজের জীবন নিয়ে যেয়ে আর একজনের জীবন ধরতে হবে। জীবনই পয়সা সৃষ্টি করবে।

কুমুদদা—কত organisation (সংগঠন) আছে, তারা কাজের ভিতর দিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেকে দিয়ে দেখাও জীবন দিয়ে, চরিত্র দিয়ে, কর্ম্ম দিয়ে। প্রবৃত্তি-গুলি হ'ল বেশ্যা, মোহিনীবেশে ভুলায়। মানুষের মনে conflict (দ্বন্দ্ব) হয়। ভাবে, প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে উঠবে, কিন্তু আবার জড়িয়ে পড়ে। চাণক্য যেমন কুশ তুলে ফেলেছিল, ইষ্টবিমুখ প্রবৃত্তিগুলি মূলশুদ্ধ অমনি পটপট করে তুলে ফেলতে হয়।

Whole time worker (সর্ব্বসময়ের কর্ম্মী) হিসাবে নামার কথা সম্বন্ধে নলিনীদা বললেন—হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হবে কি ? এখনই হোক। হ'ল এই কথা বলেন।

নলিনীদা—হলাম। এখন আপনি ব'লে দেবেন কী করা লাগবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব'লে দেওয়া আগেই আছে। রাম না হ'তে রামায়ণ গাওয়া আছে। কাম করলে কি আর রক্ষা আছে? কজন মানুষ দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছে। ম্যাজিনি, গ্যারিবাল্ডি দুইজন করল কী! আমরা কি পারব না? কেন পারব না? দুনিয়ার 'পর দিয়ে কি এইভাবে অত্যাচার চলতে থাকবে?

কমলভাই (গাঙ্গুলি)—আপনার কাজ করতে গেলে আপনার দয়া চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজে লাগার মধ্যে দয়া থাকে, করার মধ্যে দয়া থাকে।

কমলভাই—ইচ্ছা তো আছে, পারব কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারব কি ক'স কেন? যেকোনভাবে পারতেই হবে। আর, পারতে গেলে যা' করতে হয় তা' করতে হবে।

কমল—আমার মনে হয় আপনি কোন বাধা রেখে দিয়েছেন, সেইজন্য যেন দূরে-দূরে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কাছেও বাধা নেই, পরমপিতার কাছেও বাধা নেই। বাধা আছে তোর মধ্যে। সে বাধা ভেঙে ফেলে চ'লে আয়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে কমলকে (গাঙ্গুলি) বলছিলেন—আমরা বাঁচতে চাই, অসৎকে পরিহার বা নিরোধ করতে চাই। একটা মশা গায়ে পড়লে হাত চ'লে যায় সেখানে। অস্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করে যা তাই অসৎ। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ চায় তেমনতর পরিবেশ যেখান থেকে সে পোষণ পায়। খাদ্য, জল, হাওয়া, বন্ধুবান্ধব, এককথায় জীবনীয় যা'-কিছু। বাড়ীতে যদি একটা নোনা ফলের গাছ থাকে, কেউ তা' নষ্ট করলে তুমি হাহাকার ক'রে ওঠ। কারণ, তা' সত্তাপোষণী। মানুষগুলিকে পরস্পর সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে হবে। মিলনসূত্র হিসাবে চাই একজন মানুষরূপ আদর্শ। তা' আকাশ হ'লে হবে না। যতীনদা তোমাকে ভালবাসে, এর পিছনে একটা আবেগ আছে। পরস্পরের মধ্যে প্রবৃত্তিজনিত বিক্ষোভ ঘটলেও কেউ কাউকে বাদ দিতে চায় না। এই সাত্বত স্বার্থই হ'ল সূত্র। এইটের উপর দাঁড়িয়ে ভাবলে বুঝতে পারবে।

কমল—আপনার সত্তাকে গভীরভাবে পেতে গেলে কী করণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামধ্যান করবি। তৈরী হবি। অচ্যুত অনুরাগ না হ'লে হয় না। আমি আছি, আমার পরিবার-পরিবেশ আছে। আমার কুত্তাটাকে পর্য্যন্ত যদি ভাল না বাস তাহলে আমাকে ভালবাসা হবে না। কাউকে ভালবাসতে গেলে তিনি যাতে স্বার্থান্বিত তা' ভালবাসতে হবে।

কমল—সত্য লাভ করব কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্য মানে সৎ বা অস্তিত্বের ভাব আছে যাতে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হবে।

কমল—আমার ইচ্ছে, আপনি আমাকে বিয়ে করতে বলবেন না, আর বাড়ি যেতে বলবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে কী আছে ? তুমি ঠাকুর ব'লে যদি কাউকে মান, তিনি যদি লাখ বিয়ে করতে বলেন তাই করবে। আর, তিনি যদি সারা পৃথিবীতে জমিদারী করতে বলেন, তাই করবে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তোমার আলাদা ইচ্ছা বা সঙ্কল্প থাকবে না। তোমার যদি আলাদা সিদ্ধান্ত থাকে, তবে তুমি উৎসর্গীকৃত বা অভিষিক্ত হ'লে না। তাঁর ইচ্ছা পূরণ করা ছাড়া আলাদা কোন খেয়াল থাকলে অতখানি আলগা থেকে যায়। কেষ্টঠাকুর অর্জ্জুনকে বলেছিলেন চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করতে—তার মানে সে বিয়েটা অর্জ্জুনের জন্য নয়, রাষ্ট্রের জন্য। ভীম বিয়ে করেছিল হিড়িম্বাকে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশমতো—আসল জিনিস হল এইটুকু—খুব সোজা। স্বার্থের কথা ঐ বললাম। এই স্বার্থ যখন sublimated (ভূমায়িত) হয় তাকেই বলে পরমার্থ।

১৯শে পৌষ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ৪।১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে।

তিনি কথাপ্রসঙ্গে জনার্দ্দনদাকে (মুখোপাধ্যায়) বললেন—নিত্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ এমন একটা সুন্দর বিধান ছিল যা' জাতীয়তাবোধ, মানবতাবোধকে এবং কৃষ্টিকে একই সঙ্গে পুষ্ট করে তুলত। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা-বোধ প্রত্যেকের অন্তরে জাগ্রত হ'য়ে উঠত।

শরৎদা (হালদার)—আমি জানি না ভাল, কিন্তু আমার মনে হয় আইনস্টাইন যা' দিলেন, তাতে নিউটনের প্রদত্ত ধারণা নষ্ট হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তা' মনে করি না। আমি বুঝি আইনস্টাইনকে দিয়ে নিউটনকে আরও ভাল ক'রে বোঝা গেল।

শরৎদা—নিত্য সাত্বত সত্তা ব'লে কি কিছু আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তা' আছে সর্ব্বগত ও গতিশীল হ'য়ে। আমি একেই বলি অপরিবর্ত্তনীয় সৎ। মানুষ যখন ইষ্টময় হ'য়ে ওঠে, তখন সে তার চিরন্তন সত্তা সম্বন্ধে অনেকখানি সচেতন হয়। পঞ্চবর্হি'র মধ্যে আমি চুম্বকে যা' দিয়েছি তাতে আমার একটা স্বস্তি হয়েছে। পঞ্চবর্হি'র বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়ালে প্রত্যেক সম্প্রদায় আলাদা থেকেও সব সম্প্রদায়ের একটা মিলনভূমি রচিত হ'তে পারে।

পরে প্রসঙ্গক্রমে কর্ম্মীদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কর্ম্মীর সংখ্যা খুব বাড়ানো দরকার এবং তাদের দরকার সৎসঙ্গী এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে পেছনে লেগে থাকা যাতে সবাই সর্বদিক দিয়ে উন্নত হ'তে পারে। আমাদের দেখতে হবে যাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহায়ক হয়। এতে সহযোগিতা ও সংহতি বেড়ে উঠবে। ঋত্বিক-অধিবেশনে যাতে লোক সমাগম বেশি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা লাগে। প্রত্যেকটি সৎসঙ্গীই যাতে যাজন-পরায়ণ হয়ে ওঠে সেদিকে ঋত্বিকদের লক্ষ্য রাখা দরকার। ঋত্বিকের যোগ্যতার উপর অনেককিছু নির্ভর করে। ঋত্বিকদের এমনভাবে কাজ করা লাগে যাতে সে একটা জায়গা ছেড়ে আসলেও সেখানকার কাজের ক্ষতি না হয়।

আমরা আত্মস্বার্থী হ'লে পারব না। যতখানি ইষ্টস্বার্থী হব, আমাদের পারগতা ততখানি ঠেলে বেরুবে। স্বার্থসন্ধিক্ষুতা থাকলে মানুষ দারিদ্র্যগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। পরার্থপর না হ'লে স্বার্থপরতা ন্যাংড়া হবেই। যে যত কাজই করুক সে যদি সুকেন্দ্রিক না হয়, তাহলে সে কাজ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে।

পরস্পর পরস্পরকে বড় ক'রে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। অপরের অপ্রতিষ্ঠা করলে নিজেরই অপ্রতিষ্ঠা হয়। তাই ব'লে যে অসৎ নিরোধ করা যাবে না তা' নয়। কাজ করতে গেলে সুবিধে, অসুবিধে দুই-ই থাকে। অসুবিধাকে সুবিধায় পরিণত করতে হবে।

নূতন জায়গায় যেতে গেলে সেখানকার ভাষা, ব্যবহার সব শিক্ষা করা লাগে।

কর্ম্মী সংগ্রহ, আমাদের একটা প্রধান কাজ। তোমরা যদি সর্ব্বত্র ছেয়ে ফেলতে পার, তোমাদের অসাধ্য কাম নেই।

নিজেদের জন্য মানুষকে বিরক্ত করবে না। এমনভাবে মানুষকে সেবা দেবে যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় তোমাদের দেয়। প্রতিপদে মানুষের কাছে হাত পাতা মোটেই ভাল নয়।

কোন কর্ম্মীর কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে আর একজন যদি কুড়িজন দীক্ষা দেন তাতে কোন বাধা থাকা উচিত না। তবে তার উচিত স্থানীয় ঋত্বিককে সে-কথা জানান।

ঋত্বিক যেখানেই যাক তার নিষ্ঠা, লোভহীনতা, তপপ্রয়াস ও সদ্ব্যবহার যেন সকলের ভিতর সঞ্চারিত হ'য়ে ওঠে।

কেউ যদি কিছু দিতে চায়, দিয়ে যদি তৃপ্তি পায়, না নিলে যদি অসন্তুষ্ট হয় তবে সেইক্ষেত্রে নেবে। পাথেয় ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে অল্প-অল্প নিতে হয়। কারও কষ্ট হয়, এমনভাবে কারও কাছ থেকে নেওয়া উচিত না।

স্বাস্থ্য, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য, চাকরী-বাকরী এসবের ছোটখাট গোটাকয়েক তুক জানা দরকার যা' দিয়ে মানুষকে সাহায্য করা যায়। অনুসৃতিতেও তেমন কথা দিয়ে দিলে

ভাল হয়। প্রত্যেক ঋত্বিক যাদের দীক্ষা দেয় তার একটা রেজিস্টার রাখা ভাল। এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও পত্রালাপ বজায় রাখাও প্রয়োজন।

বিপদ-আপদ কখন কী হ'তে পারে সব বুঝে বিচক্ষণ কুশল-কৌশলী হ'য়ে চলা চাই। যাদের চরিত্র মোটামুটি সুগঠিত নয় তাদের সর্বপ্রযত্নে তা' ঠিক করা উচিত। আমাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে যদি মানুষের ক্ষতি হয়, তাহলে তাতে লাভ কী?

মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করেও একজনের বাড়িতে দিনের পর দিন থাকা ঠিক নয়। কোন নূতন জায়গায় গেলে সেখানকার বিশিষ্ট লোকের বাড়ীতে ওঠা ভাল। প্রধান ও প্রবীণদের আওতায় যত থাকা যায় ততই ভাল।

নিজেদের দোষ ত্রুটি বুঝলে আত্মশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা ভাল।

পয়সা জুটলে ত্রৈমাসিক পত্রিকা একটা বের করতে পার।

আমরা যদি আগ্রহশীল হই পরমপিতার অনুগ্রহে আমরা নিশ্চয়ই দেশের ও দশের প্রকৃত কল্যাণ করতে পারব।

২১শে পৌষ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ৬।১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে তাঁবুতে।

হাউসারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন—কারও হয়তো আপনাকে ভাল লাগে, কিন্তু যদি দীক্ষা না নেয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষার প্রধান জিনিস আধ্যাত্মিক অনুশীলনের উপদেশ নেওয়া। ইষ্টের আদেশ অনুসরণ করা চাই। যা' করলে ভাল হয়, যেটা মুখ্য, তা' করল না, সে কেমন ভালবাসা, কেমন ভাললাগা?

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন। তার তাৎপর্য্য এই যে, দীক্ষা গ্রহণ ক'রে যত সময় পর্য্যন্ত সেগুলি ঠিকভাবে অনুশীলন করা না হয় ততসময় পর্য্যন্ত মানুষের ভাগবত জীবনের বিকাশ সুসম্পূর্ণ হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে যতিদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আগে আশ্রমে মানুষ যারা আসত, তারা যাবার সময় কাঁদতে-কাঁদতে যেত। তখন মানুষের একটা অনুপ্রাণতা ছিল। কেউ আসলে তাকে আপন ক'রে নিত, আত্মীয় ক'রে নিত। তাদের সেবা ক'রে যেন ধন্য বোধ করত। মানুষ যেন ভুলতে পারত না। সি. আর. দাশ পর্য্যন্ত যাবার সময় কাঁদতে-কাঁদতে গেলেন। ঈশ্বরদী পর্য্যন্ত তাঁর কান্না থামে না। আবার সেই ভাবটা জাগিয়ে তুলতে হয়।

পরে বললেন—আমি মানুষের খারাপটা বুঝলেও তা' বলি না। আপনারা কিন্তু কঠোর না হ'লে চলবে না। আপনাদের খুব চকিত ও চক্ষুষ্মান হ'য়ে চলা চাই। তা' না হ'লে গোলমাল হ'য়ে যাবে। আর, মানুষ নির্ব্বাচনে ভুল যেন না হয়। অবশ্য আমি জেনেবুঝেও অনেক সময় চুপ ক'রে থাকি ও লক্ষ্য করি।

যতিদের বললেন—সর্ব্বদা তপঃপ্রাণ ও যাজনমুখর হ'য়ে থাকতে হয়। প্রথম এখানে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে মনে হত এখানকার মাটি পর্য্যন্ত একটা পুণ্য ভাবে ভাবিত হয়ে আছে। সেই ভাবটা বজায় রাখা লাগে।

ভাটপাড়ার ননীদা (ঘোষ) তর্পণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এ সব অনুষ্ঠান করা ভাল। এ সব যত করা যায় ততই কৃষ্টিমুখী আবহাওয়াটা ঠিক থাকে।

জনৈক দাদা বললেন—সৎসঙ্গীরা তো রোগ-শোকে অনেক কষ্ট পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুঃখ-বিপদ তো আসেই। অন্যেরা যত অভিভূত হয়, সৎসঙ্গীরা ততখানি হয় না। তাদের মনের জোর থাকায় তারা হার মানে কম। আবার, যারা ঠিক-ঠিক যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি করে তারা বিপদ-আপদ থেকে রক্ষাও পায় খুব। সৎসঙ্গী হ'ল অথচ আচরণপরায়ণ হ'ল না, যোগ্যতা বাড়ল না, তাতে হবে না।

একজন যদি সৎ হয় এবং উদ্যোগী হয় তাহলে সে দাঁড়াবেই। আর যাদের চরিত্র উন্নত, তাদের মানুষ-সম্পদ বেড়েই চলে।

যারা নিয়মিত ইষ্টভৃতি করে, তারা যে কতভাবে উপকৃত হয়, তার উদাহরণ দেখা গেছে অজস্র। এটা বাদ দিলেই মানুষ অনেকখানি নেমে যায়।

২২শে পৌষ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৭।১।১৯৫১)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

চক্রপাণিদা (দাস) রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজনৈতিক আন্দোলন করতে গেলে লোকের মনোভাব কী, তারা কী চায়, তা' বুঝতে হবে। আজকাল পূর্ব্ববঙ্গের শরণার্থীদের মধ্যে নিজেরা যোগ্য হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কম। এতে কাজ হবে না। আমাদের প্রধান কাজ হ'ল মানুষের যোগ্যতা বাড়ানো, উৎপাদন বাড়ানো। সবচাইতে বড় জিনিস হ'ল সংহতি ও সেবানুকম্পা জাগিয়ে তোলা। মানুষ ইষ্টার্থপরায়ণ না হ'লে তা' হবার জো নেই। মানুষকে সুকেন্দ্রিক ও সংহত ক'রে তোলার সঙ্গে যদি কিছু করতে পার তাই ভাল। অন্যরকমের করতে গেলে সফল হ'তে পারবে কমই।

চক্রপাণিদা—দেশের লোক আজ খাবার চায়, শিক্ষা চায়, অর্থ চায়—সেজন্য সবাই উদ্‌গ্রীব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা শুধু মুখের বোলে হ'লে হবে না। কাজের ভিতর-দিয়ে দেখানো চাই যে তারা ঐটা চায়।

চক্রপাণিদা—দীর্ঘকাল পরাধীনতার দরুন আসল কথা কেউ শুনতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্ট, ধর্ম্ম, কৃষ্টি এগুলি ভাল ক'রে চারানো চাই। মেয়েদের সতীত্বের উপর খুব জোর দিতে হয়। আর, প্রত্যেকটি পরিবার সুগঠিত ক'রে তুলতে হয়।

২৪শে পৌষ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ৯।১।১৯৫১)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। অনেকে আছেন।

বিবাহিত জীবন, অবিবাহিত জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে কথা উঠল।

এ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অন্ততঃ আমি এইটুকু বলতে পারি যে, আমি যেগুলি দেখেছি, বুঝেছি, পেয়েছি, বলেছি, বিয়ে করলেও তা' হওয়ার কোন বাধা নেই, বিয়ে সে-পথে কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করে না।

২৫শে পৌষ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ১০।১।১৯৫১)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে।

শরৎদা—চায়ের অপকারিতা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যে ট্যানিক এ্যাসিড আছে, তা intestinal region (আন্ত্রিক প্রদেশ)-এর ক্ষতি করে এবং তাতে secretion (ক্ষরণ) ভাল হয় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় খেপুদার কাছে একটা চিঠি লেখালেন।

খেপু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। বাকী টাকা সংগ্রহ ক'রে দিয়ে অর্চ্চনার বিবাহ সম্বন্ধে যথাসত্বর পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রে ফেল—এ বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট খবরের আশায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি।

শান্তুর পরীক্ষা কেমন হচ্ছে জানিও। আশা করি পরমপিতার দয়ায় এবার সে কৃতকার্য্য হবে।

খুকী এখন কেমন আছে ? তোমার শরীর ভাল তো ? শান্তু, কানু, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা—এরা সব ভাল আছে তো ?

আমার শরীর মোটেই ভাল না। এই শরীর নিয়ে এত ঝামেলা যেন আর কিছুতেই

সামলাতে পারছি না। আর সবাই একপ্রকার আছে। বাদলের বাড়ীর সব ও হরিদাস মোটামুটি ভাল আছে।

আমার আন্তরিক 'রাম্বা' জেনো ও যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি
তোমারই
দীন
'দাদা'

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে অশথতলায় বসেছিলেন।

যতীনদা (দাস) কোলকাতায় যাবার আগে প্রণাম করতে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংহতিকে শক্ত ক'রে বিবেচনা সহকারে ত্বরিতভাবে কাম করা ভাল।

অন্য একটি কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষ কখনও-কখনও অভিমান করে। তার মানে নিজেকে আরো খাটো করে।

২৬শে পৌষ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১৪। ১। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশথতলায়।

শচীনদা (গাঙ্গুলি) তাঁর মায়ের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা-বাপ মানুষের সত্যিকার গৃহদেবতা। এই গৃহদেবতা যতদিন থাকেন ততদিন অমঙ্গল মানুষকে কাবু করতে পারে কমই। তাদের প্রতি ভক্তিই মানুষকে অনেকখানি তাজা রাখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

মতিদা (চট্টোপাধ্যায়) বললেন—আমার একবার চশমা নেবার প্রয়োজন ছিল। আমার নিষেধ সত্ত্বেও একজন বিশিষ্ট লোক নিজে থেকে চশমার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন এবং দীক্ষা নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতটুকুই বা করেছেন তাতে এতখানি হয়। যদি ঠিক মত করতেন তবে দুনিয়া বেঁচে যেত। যদি সত্যিকার যতি হতেন, নিয়ম-নিষ্ঠা সহকারে সব পালন করতেন, ইষ্টার্থকেই মুখ্য ক'রে ধরতেন, বাক্যে, ব্যবহারে, চালে—চলনায়, আচারে-আচরণে—তাহলে কী হ'তে পারত ভাবা যায় না। তার সামনে দাঁড়াবার জো ছিল না। মূল ব্যাপার হ'ল তাঁকে ভালবাসা। তার জন্য অনেক পাণ্ডিত্য লাগে না। আপনাদের মানুষ শ্রদ্ধা করে। কিন্তু আপনাদের চরিত্র যদি মানুষের শ্রদ্ধাকে ধ'রে রাখতে না

পারে, তাহলে কিন্তু খুব ক্ষতি। আর, কখনও কথা-খেলাপ করবেন না। ওটা নিজের পক্ষে ক্ষতিকর। মানুষ শ্রদ্ধার থেকে আপনাদের দেবে, এইটাই হ'ল আপনাদের প্রাপ্তি।

প্রফুল্ল—চিন্তা-চলনায় এত সূক্ষ্ম ত্রুটি ধরা পড়ে যে, তাতে মনে কেবল ব্যথা লেগে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তপ মানে তাপ। অজ্ঞাতসারে যদি কোন অন্যায় করি তবু ভিতরে-ভিতরে যন্ত্রণা হ'তে থাকে।

প্রফুল্ল—কেবল কষ্টই তো সার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্ট হ'লেও ঐ কষ্টের মধ্যে সুখ আছে। তা' না হ'লে লোভ হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা দশটার পরে নতুন তাঁবুতে বসেছিলেন।

আউটারবীজদা, শরৎদা (হালদার), যোগেনদা (হালদার) প্রমুখ ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—পিছটানের ইংরেজী কী?

নানাজনে নানারকম বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Backpull বললে হয়।

আউটারবীজদা—Backpull মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা যীশুকে অনুসরণ ও পরিপূরণ করার পথে বাধা জন্মায় তাকেই বলা যায় backpull অথবা পিছটান। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার-পরিজন ও স্বার্থের প্রতি টান যদি সেই পথে অন্তরায় হয় তাহলে সেটা পিছটান। যে টান ইষ্টের দিকে এগিয়ে দেয় তাকে বলা যায় forward pull বা ঊর্দ্ধমুখী টান।

আউটারবীজদা—কোন্‌টা পিছটান কোন্‌টা ঊর্দ্ধমুখীটান তা' বোঝা যাবে কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্‌টার বাস্তব ফল কী হয়, তাই দিয়েই তা' বোঝা যাবে।

আউটারবীজদা—তা' সত্ত্বেও তো দ্বন্দ্ব হয়। ঠিক বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একদিনে হয় না। করতে-করতে হয়। তখন মানুষ সহজেই বুঝতে পারে কোন্‌টা ইষ্টের অনুকূল বা কোন্‌টা তাঁর প্রতিকূল। তুমি যাই হও আর যেমন হও, তোমার সব-কিছু দিয়ে তাঁকে পরিপূরণ করা চাই।

আউটারবীজদা—ধরুন, একজন হয়তো ছবি আঁকে। সে সমালোচককে খুশী করবে, না নিজেকে খুশী করবে না দর্শককে খুশী করবে? তার প্রচেষ্টা কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে দেখতে হবে যীশুর ইচ্ছা পরিপূরণ হয় কিসে। সেই দিকে নজর থাকলেই সবদিক ঠিক হ'য়ে যায়।

আউটারব্রীজদা—যে নিজেই খারাপ, সে কী করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্ভাসিত মুখশ্রী নিয়ে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন—দুরাচার ব্যক্তিও যদি একমনা হয়ে ঈশ্বরের অনুসরণ করতে পারে তাহলেই তাকে সাধু বলা চলে। তোমার যাই থাক, তাই দিয়েই তাঁকে পরিপূরণ করতে পারলেই হল—with unrepelling adherence (অচ্যুত নিষ্ঠা নিয়ে)। এর ভিতর-দিয়েই সল পল হ'য়ে উঠেছিল। মেরী ম্যাকডালিনি ধন্য হয়েছিল। কলুষ কালিমালিপ্ত অগাস্টিন সেন্ট অগাস্টিন হ'য়ে উঠেছিল। সেন্ট অগাস্টিনের কথা শোনা যায়, তিনি নাকি বলতেন 'যে লোক যত পাপ করেই থাক না কেন, তা আমার পাপের তুলনায় কিছুই না। আর, তিনি আশা-ভরসা দিয়ে কত পাপীকে মঙ্গলের পথে পরিচালনা করেছেন। ভয় নাই, ভাবনা নেই, আমাদের আশা আছেই, পথ আছেই। পরমপিতার করুণা সর্ব্বদাই আমাদের দিকে উন্মুখ হ'য়ে আছে।

৪ঠা মাঘ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১৮।১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

তিনি কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)-কে বললেন—শাস্ত্রে যেভাবে আছে, সেইভাবে গর্ভাধান সংস্কার প্রবর্ত্তন ক'রে যদি উন্নততর গুণগুলি সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়, তবে মানুষের দুঃখ, কষ্ট, দৈন্য অনেকখানি ঘুচে যায়।

কেষ্টদা—সুখী দাম্পত্য জীবন ও সুপ্রজনন দুটোর সঙ্গে সঙ্গতি পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উভয়ের প্রতি উভয়ের ভালবাসা থাকেই। বিতৃষ্ণা থেকে ভাল সন্তান আসে না। স্ত্রীর যদি স্বামীর প্রতি সুকেন্দ্রিক টান থাকে এবং উভয়ের মধ্যে একত্ববোধ প্রবল হয়, তবে হয়। আর, স্বামী-স্ত্রী উপগত হবার পূর্বে যদি ধরেন চৈতন্যদেবের কথা আলোচনা করতে-করতে ঐভাবে ভাবিত হ'য়ে মুগ্ধ আকর্ষণে মিলিত হয়, তবে হয়তো ঐভাবের সন্তান আসতে পারে। উভয়েরই সদভাবে উদ্দীপিত হওয়া প্রয়োজন। আর, স্ত্রীর চাহিদা ছাড়া মিলিত হওয়া ভাল নয়। উভয়ের মধ্যেই শ্রেয় কাউকে পূরণ করার আকুতি থাকা চাই। তবেই ভাল হয়।

আগে যেমন ঘটকদের কথা শুনতাম, সে-রকম অভিজ্ঞ ঘটক যদি দেশে থাকে তাহ'লে তারা বিয়েথাওয়াগুলি আরও দেখে-শুনে দিতে পারে।

আমার কাছে যেমন শোনেন, তেমনি করতে অভ্যস্ত হওয়া চাই। সৎকেন্দ্রিক বলতে অনেকে মনে করে সৎ চিন্তাপরায়ণ হওয়া। কিন্তু তা' নয়। বাস্তবে ইষ্টার্থসম্বেগী হওয়া চাই সক্রিয়ভাবে। হাগা, মোতা, চলা, খাওয়া, পরা, কাজকর্ম্ম সবটার মধ্যে ঐ ফন্দি নিয়ে চলা চাই। ইষ্টার্থপূরণী সম্বেগ ও ইষ্টার্থপোষণী চরিত্র—বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মে—এইটুকুই মোক্তা কথা। ওরই নাম সৎকেন্দ্রিক হওয়া। প্রফুল্ল হোঁক খেয়েও দমে না। এটা ভাল। নিখিল যদি আবার প্রফুল্লর হোঁক খায়, তবে ঠিক হবে। প্রফুল্ল আবার diplomatic (কূটনীতিক) কম। চুনী সেদিক দিয়ে ঠিক আছে। আমি বলি, চাণক্যের দেশের মানুষ, হবি তো ঐরকম তুখোড় হ'। তবে চুনী আবার একটু ঢিলে আছে।

কেষ্টদা—ও একটু দেরীতে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে হয় না, ভোরে ওঠা লাগে।

কেষ্টদা—একজনের যদি সবগুণ থাকে অথচ ভোরে না ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেলায় উঠলে cell (কোষ)-গুলি শ্লথ হয়ে পড়ে। বড়খোকার অভ্যাস খুব ভাল। ভোরে উঠে রীতিমত সন্ধ্যাহ্নিক করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিরণদাকে (মুখোপাধ্যায়) লক্ষ্য ক'রে বললেন—ও আপনাকে রান্না-টান্না করে দেয়, সেবা করে, ওকে দেখে যেন সেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে।

কেষ্টদা—আমি ওর সঙ্গে যত নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারি, অন্যের সঙ্গে তেমন পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগেকার আচার্য্যেরা সেবারত ছাত্রদের সঙ্গে নানারকম প্রসংগ তুলে শিক্ষা দিতেন।

কেষ্টদা—রামানুজ একটা কথা বলেছেন। 'তুমি যদি কিছুই না পার, বৈষ্ণবের কাছে ব'সে থেকো।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—সশ্রদ্ধ শ্রেয় সঙ্গের ভিতর-দিয়ে শ্রেয়ের চরিত্র অনুরাগী ব্যক্তির ভিতর সঞ্চারিত হয়।

বিকালে, শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় বসে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে বললেন—যে-কাজের জন্য যে-টাকা রাখা হয়, সেটা অন্যভাবে খরচ করলে আমাদের উদ্দেশ্য দোদুল্যমান হ'য়ে পড়ে।

কেষ্টদা—নিত্যানন্দ মানে কি সবসময় আনন্দ লেগে থাকা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো বছরের পর বছর ঐভাবে গেছে। মনে হ'ত একচুল বেশী

আনন্দ হ'লে গেছি। সবসময় মাতালের মতো নেশা লেগে থাকত। কারণমুখী হ'য়ে থাকলে ঐ-রকমটা হয়। এখন আবার আর-একটা রকম চলে। নিত্যানন্দ মানে তাই যা' কিনা সর্ব্বদা মানুষকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে চলে।

পাঞ্জাবের একটি দাদা এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যা-কিছু বলি সে অনুভব থেকে বলা। তাই যিনি যেমন ক'রে এই বাস্তব সত্যের কথা বলুন না কেন, তাঁর সঙ্গে এ বলার একটা সঙ্গতি থাকেই।

পাঞ্জাবী দাদা—মানুষ যে কথা বলে, বলায় কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইঞ্জিন চলতে পারে না, যদি তার পিছনে বাষ্প না থাকে। আমাদের জীবন প্রবাহই যা' কিছু করায়। ঐ যে বলে—'সত্তা সচ্চিদানন্দময়'। ওর ভিতরই সব-কিছু আছে।

উক্ত দাদা—সবই তো এক সত্তা, তবে পার্থক্যবোধ কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একেরই বিচিত্র প্রকাশ। প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আলাদা। সব সত্তা এক জানলেই হয় না। বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করা লাগে। পরস্পরের মিল ও পার্থক্য কী ধরা লাগে। Common factor (উপাদান সামান্য) বের করা লাগে। তাকে কেউ আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি কয়। আমাদের প্রত্যেকের চেতনা আছে। মূলের দিকে যত এগুব ততই ভাল। তিনি হলেন পরম।

কেষ্টদা—বৈশিষ্ট্য আর এক সত্তা এর মধ্যে কোনটা প্রধান ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈশিষ্ট্য না জেনে যে এক সত্তার কথা বলে, সে কতখানি জ্ঞানী তা বলতে পারি না। বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়ে দেখতে হয় সেই এক সত্তা কোথায় কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন জ্ঞান জিনিসটা আসে। পার্থক্য এবং ঐক্য দুই-ই ধরা পড়ে। তবে প্রতিটি সত্তাই অতুলনীয়। সেই একেরই অনন্য অভিব্যক্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে বললেন—এ জীবনে কত কী যে করলাম, কিন্তু আমি যা' তাই-ই আছি।

খানিকটা বাদে বললেন—আমার মনে হয়, আমিই প্রকৃত স্বার্থপর। কারণ, আমিই সব মানুষেরই স্বার্থ বুঝতে চেষ্টা করি।

৫ই মাঘ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১৯।১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ আছেন।

পূজনীয়া পিসীমার কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

খুকী !

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার অসুখটা কিছুতেই সারছে না জেনে খুবই উদ্বিগ্ন আছি। ভাল ডাক্তারকে দেখিয়ে নিয়মিত ওষুধপত্র ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠতে চেষ্টা কর। রোগের শেষ রাখা ভাল নয়। বহুদর্শী উপযুক্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসক যা' বলেন কাঁটায়-কাঁটায় তা' মেনে চলা সঙ্গত। আমরা যদি চিকিৎসার কষ্ট সইতে রাজী না থাকি, তবে রোগের কষ্টই বহাল থেকে যায়।

শান্তুর পরীক্ষা কেমন হ'ল লিখো।

অর্চ্চনার বিবাহ-সম্বন্ধে পাকাপাকি স্থির হলো কিনা জানিও। খেপু কেমন আছে ? শান্তু, কানু, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা ভাল আছে তো ? আশা করি কল্পনা এতদিনে এসেছে। ছেলেপেলে সহ সে কেমন আছে ?

আমার শরীর ভাল নয়। হরিদাস ও বাদলের বাড়ীর সব মোটামুটি ভাল আছে। আর-আর সব একপ্রকার।

আমার আন্তরিক 'রাস্বা' জেনো।

ইতি

তোমারই দীন

'দাদা'

প্রসঙ্গক্রমে সুশীলদা বললেন—কাগজে বেরিয়েছে মানুষ বাতাসে ভেসে যেতে পারবে। Gravity-কে নিষ্ক্রিয় ক'রে তা পারা যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা বলেছিলাম, সেই পথে আসছে সব। মাধ্যাকর্ষণ যার উপর ক্রিয়া করে না এমনতর একটা insulation (খোলস) যদি করা যায়, তবেই তা পারা যায়। Gravity (মাধ্যাকর্ষণ)-কে counteract (প্রতিরোধ) করতে পারলেই হয়। এ-কথা কত আগে বলেছি। আমার আত্মপ্রসাদ এতটুকু যে, আপনাদের কাছে যে গল্প বহু আগে করেছি—সে একেবারে ফচকে গল্প নয়, গুলিখুরী নয়, তারও কিছু মূল্য ছিল। যা'-যা' বলেছি সবই দিনে-দিনে workout (বাস্তবায়িত) হচ্ছে। Atom bombardment (এ্যাটম ভাঙ্গা)-এর কথা কত আগে বলেছি। তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে এই সাধনা ক'রে তার ভিতর-দিয়ে ওসব জেগে ওঠে। তাই মনে হয় যে সাধন-পদ্ধতি আপনাদের দিয়েছি তা কতখানি genuine (খাঁটি), কতখানি effective (কার্য্যকরী)।

কেষ্টদা—ওর থেকে হয় কি ক'রে ? কোন্‌টা কী মিলান যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো জানতাম না কোন্‌টাকে কী বলে। আপনাদের কাছে শুনে নামগুলি পেলাম।

কেষ্টদা—ঐ থেকেই সব পাওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়, তত বের হয়।

কেষ্টদা—আপনার মতো এমন বৈজ্ঞানিক রকম কোথাও দেখি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁদেরও ছিল , সেগুলি ধরা নেই। আমারও যেমন অনেক কথা ধ'রে রাখা নেই। তবে আমি যা-কিছু বলি সেটা ঐ mechanism (মরকোচ)-এর উপর দাঁড়িয়ে বলি।

কেষ্টদা—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব বৈজ্ঞানিক জিনিস কিভাবে বলা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একাগ্রতার ফলে মস্তিষ্ক সূক্ষ্ম যন্ত্রের মতো কাজ করে। তখন চিতীস্রোতের তরঙ্গে সবটা ভেসে ওঠে সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ সহকারে। ভাল ক'রে নজর দিতে হয়। সাধনার সময় মাঝে-মাঝে শুষ্ক রকম আসে, তখন অসুবিধা হয়। আবার অনেক সময় চলনার বিচ্যুতি হয়।

কেষ্টদা—কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবাঞ্ছিত একজনের হাতে হয়তো খেলেন, তাতে মন ও বুদ্ধি সেই দিকে বাঁক নেয়।

নানারকমের শক্তি সহজভাবে আসে। অপরের মনের কথা কওয়া, দূরে কী হচ্ছে বলা, এ-সব আপনা-আপনি আসে। কিন্তু ওগুলির দিকে খেয়াল দিতে নেই। বৃষ্টি আসছে, চারিদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, মনে হ'ল এখানে না হোক। তখন চারিদিকে বৃষ্টি, মাঝখানে একটা জায়গায় হচ্ছে না এমন হয়। এ-সব না করা ভাল।

বৈজ্ঞানিক হ'তে গেলে সুকেন্দ্রিক হওয়াই চাই। এ না থাকলে সবদিক নিয়ে একসূত্রসঙ্গত ক'রে সবটা বলা যায় না।

কেষ্টদা—খাওয়া-দাওয়ার উপর এত জোর কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহারই শ্রেয়।

কেষ্টদা—বিচ্যুতি কি-কি ভাবে আসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাদ্য থেকে, অবিহিত যৌন-সংস্রব থেকে এ-সব ব্যাপার ঘটে। যার-তার বিছানায় শোয়াও ভাল না।

আমি এ পর্য্যন্ত কম জিনিস দিইনি। প্রফুল্ল বেকুব যদি আগে আসত, অন্ততঃ দশ বছর আগে জন্মাত ভাল হ'ত।

কেষ্টদা—ভজন করলে দীর্ঘায়ু হয়—এ কি সত্য ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। জীবনস্রোত বেড়ে চলে, স্নায়ুগুলি পুনর্জ্জীবিত হয়। জৈবী সংস্থিতি থাকা লাগে। যার ভিতর যা' থাকে তার চরমটা পেতে পারে।

কেষ্টদা—Heart (হৃৎপিণ্ড)-টা সতেজ করার কোনও যৌগিক প্রক্রিয়া আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটার মধ্যে একটা ঝুঁকি আছে। আমি যে নাম-ধ্যান ইত্যাদির কথা বলেছি, এইভাবে করলে সবই সহজভাবে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি যা' বলেছি, সেইগুলির উপর দাঁড়িয়ে যদি কাজ করতেন, তাহ'লে অনেক কিছু হ'তে পারত।

এরপর পূজনীয় কানু ভাইয়ের কাছে একটা চিঠি লেখালেন।

কানু,

তোমার পেঁছনোর চিঠি সময়মতোই পেয়েছি। মাঝে ক'দিন আমার শরীর খুব খারাপ গেছে—তাই জবাব দিতে দেরী হ'ল।

তোমার বাবা কেমন আছেন ? তোমার পিসীমার অসুখের কথা শুনে খুবই উদ্বিগ্ন আছি—তাড়াতাড়ি ভাল খবর পেলে সুখী হব। আশা করি শান্তুর পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষা কেমন হ'ল জানিও।

তোমার শরীর কেমন ? শান্তু, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা, কল্পনা ও তার ছেলেমেয়ে, শরবিন্দু—এরা সব ভাল আছে তো ?

মাঝে মাঝে তোমাদের খবর জানিও। আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
তোমারই
দীন
'জ্যাঠামহাশয়'

শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে।

তিনি প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই ভজন করিস না ?

প্রফুল্ল—রোজ করি না, যেদিন জুত বুঝি, শব্দ পাওয়া যায়, সেইদিন করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব সময় কি পাওয়া যায় ? মাছ ধরতে গেলে টোপ ফেলে অপেক্ষা করতে হয়, এও সেইরকম। এ একেবারে জাঁহাদারী মাল, এমন জিনিস আর নেই।

আমি যখন করতাম, তখন কিছুতেই ছাড়তাম না, মরি-মরি অবস্থা, তবুও চালিয়ে যেতাম। খাওয়া-টাওয়া ক'মে যেত।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়খোকা নিয়মিত করে। আমার মতো, ধরেছে তো ধরেছে, ছাড়ে না। এখানে হবে না, ওখানে হবে না, আমার তেমন বাছাবাছি ছিল না। হয়তো মাঠেই বসে গেলাম চাদর মুড়ি দিয়ে।

কেষ্টদা—পূজা-পদ্ধতি যেভাবে আছে, ধূপ, দীপ, পাদ্যার্ঘ্য, নৈবেদ্য দেওয়া, প্রণাম করা—এ যেন সন্তোষজনক মনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি ভাল করে দেখা লাগে। এইসব পূজা-অর্চ্চনারও দরকার আছে। এর ভিতর-দিয়ে জনসাধারণের নিষ্ঠা বজায় থাকে। পূজার সময় যে ফুল নিজের মাথায় বাঁধে, তার মানে তিনি আমাতেও জীবন্ত হ'য়ে উঠুন, এই কল্পনা ক'রে তা করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কেষ্টদাকে বললেন—দেখেন তো আজ উপনয়নের, দীক্ষার দিন আছে কিনা ?

কেষ্টদা দেখে বললেন—আছে।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাহলে চুনী, কিরণকে আজ ভজন দীক্ষা দিয়ে দেন। লাগায়ে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আচার্য্যের সেবা করা কেন্দ্রায়িত হওয়ার একটা শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিরণ যেমন করে এ বড় ভাল জিনিস। এ জিনিসগুলি সেকেলে মনে হতে পারে। ক্ষীণ মস্তিষ্ক, অল্পদর্শী যারা, তারা হয়তো মনে করতে পারে, টোলো রকম ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। কিন্তু এতে বহুত মাল আছে। পাদ্যঅর্ঘ্য ইত্যাদি দেওয়া বলে—এটাই তার বাস্তব রূপ।

প্রফুল্ল—আমি স্কুলে পড়ার সময় টিফিন হলে মাস্টারমশাইদের রোজ তামাক, পান ইত্যাদি দিতাম। যেদিন না দিতে পারতাম, সারাদিন মন খারাপ যেতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো রাজলক্ষণ, তাই তো পেয়েছিস।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—চুনী যদি কিরণের মতো আপনার সেবা করে, তাহলে ভাল হয়।

কেষ্টদা—আমার অস্বস্তি লাগে, আমি অনেক সময় কিরণকে বকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতে ওদের ভাল হয়। আপনি আবার সেবা করবেন বড়খোকাকে, বড় বৌকে, তাহলেই হ'ল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সেইদিন হরিদাস আমার সাথে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। কাজলের মা ছিল। কাজলের মা যত সময় ছিল, তত সময় বসল না। ওর

মাথায় এই ধারণাটা আছে—বড় ভাইয়ের বউ, বয়সে যত ছোটই হোক, সে পূজনীয়া। সে দাঁড়িয়ে থাকতে বসে থাকা সমীচীন নয়। ছেলেবেলা থেকেই ওর ঐরকমটা আছে। বড়বৌকে ছেলেবেলা থেকেই খুব শ্রদ্ধা ও মান্য করে। এসবগুলি ভাল লক্ষণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধীরদাকে (বসু) বললেন—তপোবনের জন্য এমন চরিত্রবান শিক্ষক চাই যে ছুঁলে পরেই ছেলে শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে এসে বসেছেন।

প্রফুল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করল—দীর্ঘায়ুর প্রয়োজন কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—আইনস্টাইন যদি তার theory (তত্ত্ব) বের করার দুই বছর আগে মরে যেত তবে কতখানি ক্ষতি হ'ত। তাঁর কাজের জন্য যদি আমার অনন্তকাল বেঁচে থাকার প্রয়োজন হয়, তাও থাকতে হবে।

মরতে চাইতে পারে তারাই যারা মরণকে জানে না। Unnecesserily (অনর্থক-ভাবে) জীবন আহুতি দেবার কোনও মানে হয় না। ইষ্টের কাজে প্রয়োজন হ'লে জীবন বিসর্জন দেওয়া দোষ নয় বটে, কিন্তু জীবন রেখে যদি তা পারি, তাহলে আরও ভাল।…নেলসন মরেছিল, তার মৃত্যু ইংল্যাণ্ডকে বাঁচাল, সে-মৃত্যু সার্থক। কারণ, মৃত্যু সেখানে জীবনেরই উদ্‌গাতা হ'য়ে উঠল। রাজপুতদের মরণ খুব adoring (শ্রদ্ধার্হ) ব'লে মনে হয় না।

৬ই মাঘ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ২০।১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় ব'সে তামাক খেতে-খেতে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু) প্রমুখ অনেকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলেন।

প্রজ্ঞা (কেষ্টদার ছোট মেয়ে) এসে চারটে পয়সা দিয়ে প্রণাম ক'রে গেল—রোজই এমন করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেটা লক্ষ্য ক'রে বললেন—এই সব trait (গুণ) imbibed (অর্জ্জিত) হয় ব'লেই বোধ হয় son by culture (কৃষ্টিসন্ততি) বলে। যারা অনুরাগের সঙ্গে অনুসরণ করে, তাদের জিনগুলির মধ্যে পর্য্যন্ত অনেক জিনিস ঢুকে যায়।

পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—প্রেম না হ'লে বিরহ জাগে না, বিরহ না জাগলে বৈরাগ্য জাগে না। তাঁর বিরহ যখন জাগে তখন তিনি ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু ভাল লাগে না।

দুপুরে খাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় কাজলভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার আপনজন কে কে ?

পূজনীয় কাজলভাই এক-এক ক'রে পরিবারের প্রত্যেকের কথা ও শেষটা সমগ্র সৎসঙ্গের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—আপ্ত, প্রাপ্ত, আপনজন যারা তাদের খুব ভালবাসতে হয়। তাদের স্বার্থ সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা যাতে হয়, তাদের যাতে ভাল হয়, তাই করতে হয়। এই যারা তোমার আপনার লোক এদের এক-একজন এক-এক প্রকৃতির। তাই সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে তাদের যাতে ভাল হয় তাই করতে হবে। তা' যত করতে পারবে, ততই তোমার ব্যক্তিত্ব বেড়ে উঠবে।

কাজলভাই—তাহ'লে তারা ভালবাসবে আমাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা ভালবাসুক না বাসুক তুমি তাদের ভালবাসবে। তাদের ভাল যাতে হয়, তাই করবে। তারা ভালবাসবে এই জন্য যদি কর, তখন তারা কেউ যদি তোমাকে ভাল না বাসে, অযথা দুঃখ পাবে। সেইজন্য যে যেমনই হোক, তার যাতে ভাল হয় তাই ক'রো। তাদের সঙ্গে বিরোধ ক'রো না। অবশ্য, তাদের মধ্যে খারাপ যা', তার বিরোধ করতে পার। তারা যাতে সুখী হয়, তেমন করতে হয়। তোমার বলটা হয়তো কেউ চায়, হয়তো তাকে বলটা দিয়েই দিলে। কিংবা সে যাতে একটা বল পায় তার ব্যবস্থা ক'রে দিলে যোগাড়-যন্ত্র ক'রে। সেইবার যেমন প্রেমনাথকে পাঁচশ' টাকা যোগাড় ক'রে দিয়েছিলে। আর, মানুষের কাছ থেকে কিছু নিতে গেলে দেখতে হয়, তোমাকে দিতে গিয়ে কারও যেন কষ্ট না হয়। সুখী হ'য়ে স্বচ্ছন্দে যে যা' দিতে পারে তাই নিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা, সুশীলদা (বসু) প্রমুখ আছেন।

সুশীলদা বললেন—ধর্ম্ম বলতে মানুষ অন্যরকম বোঝে, তাই কথাটাই বদলে দেওয়া ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই কথাটা বদলে দিলে ওটা যা' carry (বহন) ক'রে এসেছে—তার structure (গঠন) শুদ্ধ বদলে যাবে। তাই ওর right conception (সঠিক ধারণা)-টা দিয়ে দেওয়াই তো ভাল।

কেষ্টদা এবং সুশীলদাকে বললেন—Conference (উৎসব) যদি ঐভাবে mould করতে পারেন তাহ'লে ভাল হয়। আর, Conference Conductor (উৎসব পরিচালক) হিসাবে যারা work (কাজ) করবে—তাদের অন্ততঃ এক সপ্তাহ আগে

এখানে এসে মোতায়েন থাকা লাগবে। তাদের নিয়ে আবার আপনাদের গোড়ায় বসা লাগবে। যতি-আশ্রমের কয়জন সময়মত এসে ready (প্রস্তুত) হ'লেই হয়।

শিক্ষা-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ইচ্ছা করে টোলগুলিকে highest order-এ (উচ্চতম পর্য্যায়ে) স্থাপন করা, University (বিশ্ববিদ্যালয়) বলতে ঐরকম বুঝি। এমন-কি, কৃষি, শিল্প সম্বন্ধে যাদের বাস্তব গভীর ব্যাপক ব্যুৎপত্তি ও অভিজ্ঞতা আছে, তাদের দিয়েও টোল করতে ইচ্ছা করে।

সুশীলদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আজন্ম দুর্ভাগা যারা তাদের সঙ্গে অন্নপানের সংস্রব রাখলে নাকি নিজের উপরও দুর্ভোগ আসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্ভাগা তারাই যারা কোনমতেই সুকেন্দ্রিক হ'তে পারে না, ইষ্টার্থ-পরায়ণ হ'তে পারে না, সব সময় বিকেন্দ্রিক ও ব্যভিচার-সম্পন্ন হ'য়ে চলে। দুর্ভাগা মানে দুষ্ট ভজন-সম্পন্ন।

সুশীলদা—সুকেন্দ্রিক হ'লেই তাদের কষ্ট চ'লে যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক হওয়ানই মুশকিল। জৈবী-সংস্থিতি না থাকলে, হওয়ান কঠিন। আমি অবশ্য জ্যোতিষ মতে বলছি। যদি একবার পারেন তাহলে খুব ভাল।

ভূতের সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্নান করতে গিয়ে চোখ বুঁজে ডুব দেবার সময় কত যে মূর্ত্তি ভেসে ওঠে তার ঠিক নেই। চেনা নয়, অচেনাই বেশী। ইচ্ছামাফিক তৈরী করা যায় না।

একটা জিনিস রহস্যময় লাগে—আকাশ থেকে আলো বেরিয়ে আসছিল, তাই যেন বাস্তবায়িত হ'য়ে আমি হলাম।

মনে পড়ে, আর একটা পৃথিবী থেকে গান উঠছে, পদ মনে নেই, আমি যেন সেই গানে অভিষিক্ত হ'য়ে গেলাম।

আর একদিন দেখছিলাম গোলাপী আলো, সূঁচ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। সবাই দেখেছিল, শুধু আমি নয়, দুর্গানাথদা জানে। বিরাজদার বাড়ীতে রাত্রে সারা জ্বলজ্বলে আলো, কয়েক মিনিট দেখছিলাম।

কাশির সময় সব যেন আলো হ'য়ে যায়। মাথাটা যখন অজ্ঞান হ'য়ে যাওয়ার মতন হয়, তখন অমন হয়।

আর ছোট বয়সে দেখেছিলাম বিষ্ণুমূর্ত্তি।

কেষ্টদা—আলো জমে আপনি হলেন কেমন ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাশীপুর থেকে আসছিলাম, তখন সবসময় নাম করতাম। দেখলাম—বিরাট শূন্য ভেদ ক'রে আলোর বর্ষণ আসছে। তার মধ্য-দিয়ে আলো দিয়ে ঘনীভূত

আমি নেমে আসছি। আমার প্রত্যেকটি কোষ আলো। আলোগুলি আমাতে ঢুকে যেয়ে আমি যেন আমি হলাম। যে-আমির কথা বলছিলাম, সেই আমি।

ঐ যে গানের কথা বললাম, পদ মনে নেই, সংস্কৃত গান—প্রত্যেকটি লতাপাতা, পৃথিবীর প্রত্যেকটি অণুকণা যেন ঐ গান গেয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করছে।—দুই লাইন গানটা, বেশ ছন্দ।

বাঁশীটাশি শুনতাম। বাবলাতলায় নাম করতাম। কেষ্টঠাকুর পাশে যেন পিকলু বাঁশী বাজাতেন। কান ঝালাপালা হ'য়ে যেত। অনেকসময় চ'লে যেতে বলতাম। কবীর সাহেব বলেছেন—বিরহ না হ'লে বৈরাগ্য হয় না।

এই নাম জপ করতাম, কিন্তু কালীমূর্ত্তি কত আসত। তাঁর স্তন পান করেছি, পা ধুইয়ে দিয়েছেন, কাছে শুইয়েছেন, ছেলেপেলেকে মা যেমন করে, তেমনি করতেন, যেন মা-ই। কত রকম যে দেখেছি, জ্বলজ্বল ক'রে মনে হয়।

মনে হয় বছরে একমাসও যদি মানুষ শিশু চান্দ্রায়ন করে ও অঘমর্ষ মন্ত্র জপ করে তবে অনেকখানি তাজা হ'য়ে যায়। বল, বীর্য্য, আয়ু বেড়ে যায়।

এত কিছু হ'ল, কিন্তু আমার কিছু হ'ল না। আমার যেন একটা অসহায় অবোধের মতো অবস্থা।

বড়খোকার রকম আমার খুব ভাল লাগে। খুব চেষ্টা আছে, করেও নিজে খুব।

৭ই মাঘ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ২১।১।১৯৫১)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে।

সুশীলদা (বসু) নামের মহিমা সম্বন্ধে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ হ'ল সর্ব্বরোগহরহরি।

প্রফুল্ল—আপনি ছেলেবেলায় নিমন্ত্রণ খাওয়া পছন্দ করতেন কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমন না। আগে বামুন, কায়স্থ, বৈশ্য সবার বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া নিমন্ত্রণের বিরাট ধুম ছিল। আর, বৈশ্যদের ঘরে যেমন সদাচার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রকম দেখেছি, অমন কম দেখা যায়। হরিপদদের বাড়ীতে দেখেছি, ওর এক পিসীমা ছিল, সে যেন বাড়ীর কর্ত্রী—বামুন-টামুন গিয়ে বাড়ীতে রান্না করলে সব সময় যেন তটস্থ হ'য়ে থাকত যাতে কোনরকম ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়। হরিপদর পিসীমা খুব সুন্দর বড়ি করত, আমি ওদের বাড়ীতে গেলে খাওয়াত। আবার, তৈরী ক'রে আমার জন্য আশ্রমে পাঠাত। যতদিন ছিল দিত। কালীষষ্ঠীও ভাল বড়ি করে, কিন্তু সেই ধাঁচের নয়। বড় বৌয়ের বড়ির ঝোল খুব সুস্বাদু।

৮ই মাঘ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২২।১।১৯৫১)

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে। মায়েরা অনেকে উপস্থিত।

রমণদার (সাহা) মাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রমণের মা! তুমি আমাকে মোটেই দেখতে পার না।

রমণদার মা বললেন—সব খাওয়ায়ে দূরে সরায়ে দেবেন—তাই কি ইচ্ছে? তা' নাহ'লে আমি দেখতে পারব না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো দেখি। যাদের নিয়ে থাকি, তুমি তাদের সইতেই পার না। নারায়ণের অনন্ত শয্যা দেখেছ?

রমণদার মা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিসের উপর শুয়ে আছেন?

রমণদার মা—কালীয় নাগের উপরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পায়ের কাছে কে আছেন?

রমণদার মা—লক্ষ্মী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লক্ষ্মী কেমন ক'রে ঐ বিষধর সর্পকে সহ্য করত? সে তো কেবল নারায়ণকে ভালবাসত ব'লে—এই কথার পরই শ্রীশ্রীঠাকুর সুর ক'রে গান ধরলেন—'যে যাহাকে ভালবাসে, সে বাঁধা তার প্রেমপাশে।'

রমণদার মা—সে সাপ তো তাকে কিছু বলত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বাবা, সব সময়ই ফোঁস-ফোঁস করত—তবু লক্ষ্মী তা' গ্রাহ্য করত না। কারণ, নারায়ণ না হ'লে তার চলবে না।

এই ব'লে বললেন—ও রমণের মা! তুমি আমাকে ভালবাসবা না?

রমণদার মা—তা' ক'ব কি ক'রে?

৯ই মাঘ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২৩।১।১৯৫১)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), হরিদাসদা (সিংহ), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ অনেকে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি common sense (সাধারণ জ্ঞান) থেকে যা' বলেছি তাই দিয়েই Buddhism (বৌদ্ধ ধর্ম্ম) বের ক'রে নেওয়া যায়।

একজন মুসলমান ইলেকট্রিক্যাল ইনসপেক্টর এসেছেন পাটনা থেকে। তিনি এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে চেয়ারে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কবে এসেছেন ?

উক্ত ইনসপেক্টর—কাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকবেন ক'দিন ?

ইনসপেক্টর—না, কালই চ'লে যাব। (হরেনদাকে দেখিয়ে) কাল উনি গিয়েছিলেন, ও'র কাছে শুনলাম, তাই একবার দর্শন করতে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার কাল সকালে আসবেন এদিকে ?

ইনসপেক্টর—সামনের মাসে আসব আবার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার আসলে ফাঁক পেলে আসবেন এদিকে, দেখলে সুখী হব।

ইনসপেক্টর ভদ্রলোক উঠে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আমি এ পর্য্যন্ত যা' দিয়েছি, তা' দিয়ে একটা complete philosophy (পূর্ণাঙ্গ দর্শন) হয় না ?

সুশীলদা—হ্যাঁ।

কেষ্টদা—এটা সমস্ত philosophy-কেই (দর্শনকেই) fulfil (পরিপূরিত) করবে। জীবন-সম্বন্ধে সৎসঙ্গের একটা বিশিষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে—যার সব সম্বন্ধেই বক্তব্য আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর খানিকটা বেড়িয়ে এসে তাঁবুতে বসলেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে আসীন।

কেষ্টদা, সুশীলদা প্রমুখের সঙ্গে নানাপ্রসঙ্গ চলতে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুদ্ধদেব কী বলেছেন ?

কেষ্টদা—তিনি transmigration of mental factors (জন্মান্তরে মানসিক ভাবের সঞ্চার) স্বীকার করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে mental factors (মানসিক উপাদান) এর রূপায়ণী পরিক্রমা।

সুশীলদা—আত্মা বা ব্রহ্ম স্বীকার করেননি বুদ্ধদেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি আত্মা স্বীকারও করেননি, অস্বীকারও করেননি। আমি কিন্তু ঐ জিনিসটা পছন্দ করি—'কর, ক'রে জান'।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—জিনরা কি সদ্‌গুরু স্বীকার করে ?

সুশীলদা—হ্যাঁ।

সুশীলদা একজন মাড়োয়ারী গুরুর কথা বললেন। তাঁকে সুশীলদা মহৎ বলায় তিনি বলেছেন—'আমি অতি নিকৃষ্ট জীব, নিকৃষ্ট যে তাকেও তো মহৎরা দয়া করেন,

আমার বেলায়ও সেইরকম।'

বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সব কথাই ঠিক। সাংখ্য, বুদ্ধদেব-প্রমুখ যা' বলেছেন সবই ঠিক।

এই বলে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন।

যোগ হ'লে সংখ্যায়িত তাৎপর্য্যে
সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে
উপাদান সামান্যে উপনীত হ'য়ে
অব্যয়ী প্রজ্ঞায়
সত্তার চেতন সমুত্থান হ'য়ে থাকে।

পরে বললেন—অব্যয়ী মানে যার ব্যয় হয় না, চিরকাল নানারকমের ভিতর-দিয়ে সেই একই থাকে। যা' হচ্ছে, যা-যা নিয়ে, যেমন ক'রে, যেভাবে তার প্রত্যেকটার একটা তাৎপর্য্য আছে। আর, সবগুলি নিয়ে আছে একটা বিশেষত্ব। এইটে উপলব্ধিতে আসা চাই।

কেষ্টদা—ক্রমশঃ প্রতিভাত হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' আছে, তাই প্রতিভাত হবে।

কেষ্টদা—আরও, আরও তো আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন বাবার থেকে আমি, আমার থেকে আমার ছেলে।

কেষ্টদা—আত্মা কী বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত রাজ্যের চলৎশীলতা হ'ল আত্মা, না করলে পাব কী, এটা একটা বাস্তব ব্যাপার।

কেষ্টদা হেমকবির একটা কথা উল্লেখ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হেমকবি যা'-কিছু পেয়েছে, সেই ব্রহ্মেরই দান। অব্যক্ত না থাকলে ব্যক্ত ব্রহ্মের দাম কোথায়? জীবনের প্রেরণা যদি না থাকে তবে জীবন আসে কোথা থেকে?

কেষ্টদা—সদ্‌গুরুর অনুসরণের ভিতর-দিয়ে তো তা' আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

একটু পরে আবার বললেন—আমার এখন ইচ্ছা করে ভক্তিমূলক পাঠ, কীর্ত্তন, আলোচনা ইত্যাদি নিয়ে থাকতে। এতে মানুষের অহং নরম হয়। কবীর, নানক,

চৈতন্যদেব, রামানুজ সকলেই ভক্তিপন্থী।

১০ই মাঘ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ২৪।১।১৯৫১)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে উপবিষ্ট।

Dr. J. C. Gupta শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। তিনি বলছিলেন তাঁর পূর্ব্বপুরুষ খুব সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এ প্রসঙ্গে ডাঃ গুপ্তকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ও-সব চর্চ্চা করেন না?

ডাঃ গুপ্ত—আমার interest (উৎসাহ) আছে, তবে সে-বিদ্যে কোথায়? আর, আমাদের শাস্ত্রই এত বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন যে up-to-date (আধুনিক) না থাকতে পারলে backward (পশ্চাৎপদ) হ'য়ে যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও চর্চ্চা রাখা ভাল, ওতে এটাকে help (সাহায্য) করে।

পরে বললেন—শুনি ভারতের বহু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পাশ্চাত্য দেশে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর চিকিৎসা-সম্বন্ধে বললেন—দেখতে-দেখতে, করতে-করতে একটা অন্তর্দৃষ্টি গজিয়ে যায়। টক ক'রে তাকিয়েই ঠিক পায় কী রোগ।

ডাঃ গুপ্ত—অন্তর্দৃষ্টির কথা যা' বলেন, সেটাও আমার মনে হয় স্মৃতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। অভিজ্ঞতার স্মৃতি।

এরপর ডাঃ গুপ্ত মন্দির-দর্শনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

প্যারীদা (নন্দী) বললেন—এখানে থেকেও আমার যাবার সময় হয় না। চলেন আপনার সঙ্গে আমিও ঘুরে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—স্টেশনের কাছের লোকই ট্রেন ফেল করে বেশী।

এইসব কথার পর ডাঃ গুপ্ত বললেন—আপনি ভাল থাকবেন।

এরপর তিনি মন্দিরে যাবার জন্য উঠলেন।

কেষ্টদা বললেন—আমাদের যে-সব পাণ্ডুলিপি চ'লে গেছে, তাতে অসাধারণ ক্ষতি হবে। কী ছিল লোকে জানবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা-পয়সা নেওয়ার চাইতে এতেই ক্ষতি হয়েছে বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের লেখা সম্বন্ধে বললেন—আমার মনে হয় Key to the culture (কৃষ্টির চাবিকাঠি) দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভক্তিশাস্ত্র, বিজ্ঞান, বেদ-বেদান্ত যাই পড়ুক সবটারই একটা clue (সূত্র) পাবে।

কেষ্টদা—কত লোক এগুলি পড়বে তার ঠিক কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টলস্টয়ের গল্পের মতো অমনি সরস করে যদি বই লিখতে পারেন তাহলে হয়।

১১ই মাঘ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২৫।১।১৯৫১)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—কথা আছে, যে বলে ব্রহ্মাকে জেনেছি, সে জানেনি। যে বলে জানেনি, সে বরং জানে, এ কী রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের সত্তাটা যখন ব্রহ্ম হ'য়ে যায়, তখন সেই ব্রহ্মবোধের সম্বন্ধে কোন হীনম্মন্য অহঙ্কারপূর্ণ চেতনা থাকে না।

কেষ্টদা অব্যয়ী প্রজ্ঞা সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাধির ভিতর-দিয়ে এটা আয়ত্ত হয়। Common factor (উপাদান সামান্য) কিভাবে সব-কিছু ধ'রে আছে, তা' যখন সত্তা দিয়ে জানা হয়, তখন সমাধি হয়। তখন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা বোধ লয় পায়। একই বিভিন্ন রূপে অনুস্যূত হ'য়ে থাকে। এটা সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতরভাবে এগিয়ে চলে। এর শেষ নেই। মূল সূত্রটা পাওয়া সত্ত্বেও যে তার বিবর্ত্তন হবে না, তার মানে নেই। তার mechanism (মরকোচ) আরও unfolded (বিকশিত) হ'তে থাকে। যা' হচ্ছে নূতন রূপ ধ'রে তাও সেই সূত্রেরই পরিণয়ন। 'তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজং' এই কথাটা খুব ঠিক মনে হয়।

অন্য একটি প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥' তখন আমির জায়গায় তুমিটাই প্রধান হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর তাঁবুতে এসে বসলেন।

কেষ্টদা—ব্রহ্মপূত হ'লে ভক্তি হয় সে কেমন ? ভক্তি থেকেই তো ওটা আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে যখন সমগ্র সত্তাটা সংহত হয়, তখন সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে ভক্তিটা আরম্ভ হয়।

কেষ্টদা—তথাকথিত বিজ্ঞানচর্চ্চা যে করে, সেখানে কারও প্রতি অনুরক্ত হবার কথা তো অত বলে না !

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিজ্ঞানচর্চ্চা করতে গেলে আচার্য্যের আওতায় বেত্তার সংসর্গে থেকে তদর্থী চলনে চ'লে যদি জানে, তখন জানাটা integrated (সংহত) হয়। ধরেন,

একটা আলো পেলাম, তার সাথে বিশ্বদুনিয়ার সঙ্গে অন্য সব ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্ক বা যোগ কী বুঝতে পারে না, যদি অমনতর বেত্তার সঙ্গ না পায়।

কেষ্টদা—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সবার মধ্যে তো পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকের মধ্যে থাকে তার রকমে।

কেষ্টদা—আপনার মধ্যে এ ভাবটা এলো কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা ক'ব কী করে? বলেছি তো ছেলেবেলায় কী করে হোমিওপ্যাথির সূত্রটা আমার বোধে ধরা পড়ল।

কেষ্টদা—এখন তো হোমিওপ্যাথির তত আমল দেন না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ সম্বন্ধে যা' করার একসময় তা' করেছি। রসগোল্লার লোভ জয়ের ব্যাপারে প্রত্যাহারের সূত্রটা পেয়ে গেলাম। Deep observation (গভীর পর্য্যবেক্ষণ) ছিল। সব ব্যাপারেই শুধু observe করতে লাগলে ঠিক-ঠিক উপভোগ আবার সবসময় আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাবস্থায় ফটোর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবের সময় শরীরের রকমটকম যে-রকম হয়, তাতে বোধহয় একটা উচ্চেতনী প্রেরণা দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর মা-র কথা উঠতে বললেন—বুড়ো যারা তাদের সঙ্গে মা-র খুব খাতির ছিল। নিজে তাদের কাছে যেতেন, গল্প-সল্প করতেন, কেমন ক'রে কী কথাটথা বলতেন, মানুষ আপন হ'য়ে যেত। যাকে দিয়ে যে-কাজ করাবার ঠিক করিয়ে নিতেন। হয়তো বারোটা পর্য্যন্ত একজনের দাওয়ায় ব'সে গল্পই করছেন। ওর ভিতর-দিয়েই কাজ হাসিল ক'রে নিতেন। আর, বৃদ্ধোপসেবনের ভিতর-দিয়ে অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করতেন।

১২ই মাঘ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২৬।১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

প্রবোধদা (মিত্র) ইচ্ছার স্বরূপ সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছা হ'ল সত্তানুস্যূত প্রবৃত্তির আপূরণী আবেগ। মানুষ সত্তানুপূরণ করতেই চায়—তা মেরেই পারুক, কেটেই পারুক, ভালভাবেই পারুক, মন্দভাবেই পারুক, চুরি ক'রেই পারুক আর যেভাবেই পারুক। যে যেমন প্রবৃত্তি অভিভূত, সে ইচ্ছা পরিপূরণ করতে চায় তেমনভাবে।

নৈহাটির দুলালদা (নাথ) ও সুশীলদা এসেছেন।

নৈহাটির সরোজদার (চক্রবর্ত্তী) প্রসঙ্গ উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও আমার মাসতুত বোনের ছেলে। আমি ওদের বাড়ীতে থাকতাম স্কুলে এবং মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার সময়। দিদি আমাকে খুব যত্ন করতেন। মাসিমাও আমাকে খুব ভালবাসতেন। বহুদিন আগে কোলকাতা থেকে একবার নৈহাটি গিয়ে দেখলাম, ওদের বাড়ী ও নৈহাটি শহরের চেহারা বদলে গেছে। এখন হয়তো আরও কত পরিবর্ত্তন হয়েছে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নৈহাটির সুশীলদাকে বললেন—ঝাঁপ দিয়ে না পড়লে কিন্তু বাঁচা যাবে না। ট্যাম-ট্যাম ক'রে চললে হবে না। আর্য্যকৃষ্টি ব'লে জিনিসটাই টিকবে না।

সুশীলদা—সংসার পালনের দায়িত্ব আছে তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় সংসার যদি পালা যায়, ছোট সংসার পরিপালিত হবেই। সারা দেশকে পালন করার চেষ্টা যদি ঠিকমত করা যায়, তাতে নিজের সংসারও ঠিক থাকবে। আর, আমরা টাকা দিয়ে তো বাঁচি না, বাঁচি মানুষ দিয়ে। তাই মানুষ উপায় করুন। আমরা জন্মাই পরিবার-পারিপার্শ্বিকের মধ্যে। তাদের দিয়েই বাঁচি-বাড়ি। তাদের যত অনুকূল ক'রে তুলতে পারি, উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারি, ততই বাঁচার লওয়াজিমা সংগ্রহ করতে সমর্থ হই তাদের ভিতর-দিয়ে।

সুশীলদা—সত্তাকে উপলব্ধি করা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে চাই বেত্তা-পুরুষ, তাঁতে সুকেন্দ্রিক হতে হবে। প্রবৃত্তিগুলির ইষ্টার্থপোষণী নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমার সব-কিছুই তাঁকে পরিপূরণ করা চাই। স্বার্থপর যদি হ'তে চাই, পরার্থপর না হ'লে হবে না। আর, যারা পরার্থপর, তারাই প্রকৃত স্বার্থপর।

সুশীলদা—অনেকদিন থেকে আপনার কথা শুনি, তাই একবার আশীর্ব্বাদ নিতে আসলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও দেখে সুখী হলাম।

সুশীলদা—জীবনে যখন ধাক্কা খাই, তখন তাঁকে মনে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধাক্কা নিয়ন্ত্রণ ক'রে অতিক্রম করা লাগে। তাতে আত্মপ্রসাদ আসে। এতে অহংকার নেই, অভিমান নেই, প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটা ফুরফুরে দখিনা হাওয়ার মতো। যা-কিছু সচ্চিদানন্দময়। সৎ মানে অস্তিত্ব, চিৎ মানে সাড়া-প্রবণতা। তুমি, আমি, আকাশ, বাতাস ঐ দিয়েই গড়া। বিবর্ত্তন চাইলে বেত্তায় সুকেন্দ্রিক হ'তেই হবে সব প্রবৃত্তি নিয়ে। শ্রমকাতর হ'লে চলবে না। ইষ্টস্বার্থ-

প্রতিষ্ঠাকে মুখ্য ক'রে চলতে হবে বিহিত সম্বেগ নিয়ে। এখন solution (সমাধান) আপনি-আপনি আসবে। গীতায় আছে—

"মন্মনাভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

তথাকথিত ভালমন্দ ব'লে কিছু নেই, পাপপুণ্য ব'লে কিছু নেই। চাই সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে ইষ্টকে রক্ষা ক'রে চলা। তাই হ'ল জীবনের উদ্দেশ্য। সব-কিছুই ঠেলে নিয়ে ফেলব সেখানে। কারণ, সবই তাঁর। আমি তাঁর হলাম, আর আমার যা-কিছু তাঁর হবে না? পিতামাতায় ভক্তি থাকলেও হয়। কিন্তু এমন সংস্কার-অভিভূত হওয়া ভাল না যে, সদ্‌গুরুকে পাওয়া সত্ত্বেও ঐ সংস্কারের দরুন তাঁকে ধরা গেল না। সদ্‌গুরু যিনি হবেন, তিনি হবেন পূর্ব্বপূরয়মাণ।

সুশীলদা—তাঁকে অমন ব'লে মনে হওয়াই চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে অনেক কিছু হ'তে পারে। বাস্তবে তেমনি হওয়া চাই।

সুশীলদা—বুঝব কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া দৃষ্টিশুদ্ধতা, দৃষ্টিশুদ্ধেহি বিশ্বাসঃ, বিশ্বাসাৎ নির্ব্বিচারতা, নির্ব্বিচারাৎ ভবেৎ প্রেম, প্রেম্নশ্চাত্মসমর্পণম্' তাঁদের সঙ্গ ক'রেই মানুষ বুঝতে পারে, যদি তাদের শ্রদ্ধা থাকে।

অন্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শাস্ত্রের সারমর্ম্ম হল পঞ্চবর্হি—

'একমেবাদ্বিতীয়ম্ শরণম্।
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধাঋষয়ঃ শরণম্
তদ্‌বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্।
সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্।'
পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্।'

(এক এবং অদ্বিতীয় যিনি তিনি আশ্রয়ণীয়। পূর্ব্বাপূরণী ঋষিরা আশ্রয়ণীয়। সেই পথ অনুসরণকারী পিতৃগণ আশ্রয়ণীয়। সত্তানুগুণ বর্ণাশ্রম আশ্রয়ণীয়। পূর্ব্বপূরণী বর্ত্তমান পুরুষোত্তম আশ্রয়ণীয়।)

বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। আর, বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করতে গেলেই বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করতে হয়। বর্ণাশ্রমে অনুদারতা নেই। সব বর্ণ থেকেই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পারে। আগে আমাদের দেশে কুলগুরুরা যখন দীক্ষা দিতেন, তখন

বলতেন—'আমি যা' দিলাম কর, কিন্তু সদ্‌গুরু পেলে তাঁকে গ্রহণ ক'রো।' আমরা যদি শাস্ত্রের বিধান না মানি, তাহলে সেকি শাস্ত্রের দোষ? সবসময় লক্ষ্য রাখা লাগে, সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য অনুধাবন করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে রাত্রে তাঁবুতে একটি ছেলেকে বললেন—এমনভাবে চলবি যে তোর সংসর্গে মানুষ যেন সোনা হ'য়ে যায়। তোর তো হওয়াই চাই।

১৩ই মাঘ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ২৭।১।১৯৫১)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে রোদপিঠ ক'রে চৌকিতে বসেছেন।

কেদারদা (ভট্টাচার্য্য) বিবাহপদ্ধতি সম্বন্ধে একটি বই লিখেছেন। সেইটা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন,—এসবগুলি ঠিক হলে মানুষ অন্য মানুষ হ'য়ে দাঁড়ায়।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—আপনি যে সবকিছু সরাসরি বৈজ্ঞানিকভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতেন সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তৎস্থ হয়েও তাতে ডুবে না গিয়ে সেটাকে অতিক্রম ক'রে চেতন একাগ্র পর্য্যবেক্ষণ নিয়ে লক্ষ্য করতাম গাছটার ভিতর কী আছে। কেমনতরভাবে আছে। Cell (গুলির) adjustment (সমাবেশ) কেমনতর। কেমনভাবে তারা বাড়ে ও কাজ করে। আমান সবটাই মায় mechanism (মরকোচ) শুদ্ধ transparent (স্বচ্ছ) হ'য়ে ধরা পড়ত। অনুরাগভরে নাম-ধ্যান করলে তা' থেকে এটা আসে। দেখাই যায়। সেদিন যেমন খেতে ব'সে একটা আলোর তরঙ্গ দেখে আপনাকে ডেকে দেখিয়ে দিলাম। চোখই অমন হয়।

কেষ্টদা—সাধারণতঃ দেখি, ধর্ম্মে যেন এ আগ্রহটা কমিয়ে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগ্রহটা কমিয়ে দিয়েছে, তার মানে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের পরিবেশন করেছে।

কেষ্টদা—কই আমাদের মধ্যে বড়-কিছু কারও তো হ'ল না ওদিক দিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছিলই যে অন্য ধরনের। তবু অনেকখানি হয়েছে। প্রফুল্লরই খানিকটা হয়েছে। এখন আর Theoritical Philosopher (তত্ত্ববাদী দার্শনিক) নেই।

কেষ্টদা—দেখার রকমটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখাই যায়। কেকুলের কথা বলেছিলেন, ঐরকম structure (গঠন)-

শুদ্ধ দেখা যায়। গাছটা চোখের উপর আছে, লেখাটা চোখের সামনে আছে, ওর ভিতর-দিয়ে যেমন বোধ গজিয়ে উঠছে মাথায় ঐ-রকমটা। এই দেখাটা এতই এমন ধরনের যা' চোখে দেখার চেয়েও পরিষ্কার। এ চোখে তেমন পারে না। পাতঞ্জলে আছে —'তজ্জপঃ তদর্থভাবনঞ্চ'। দুটো মিলিয়ে করলে সব এসে পড়ে। শুধু জপে হবে না। জপসহ অর্থভাবনায় সব এসে পড়ে। 'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈর-পরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ'। এখানে সব transcend (অতিক্রম) ক'রে মানুষে নিয়ে এসেছে। কথাটা খুব ঠিক।

কেষ্টদা—'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি' কথাটা কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কওয়ার পর্য্যায়ে আছে তো ? প্রথমেই তো নিজেকে ঈশ্বর বলতে পারেন না—ঐরকম ক'রে ব'লে-ব'লে তৈরী করেছেন যে, তিনি সবার মধ্যেই আছেন। সুতরাং আমার মধ্যেও আছেন। হৃদ্দেশে মানে জৈবী-সংস্থিতির ভিতরে।

রাশিয়ার লোক দীর্ঘায়ু—সেই সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে অত ঠাণ্ডা, তাই মনে হয় cell-division (কোষ-বিভাজন) ধীরে-ধীরে হয়। সেটাও আয়ুবৃদ্ধির একটা কারণ হ'তে পারে।

কেষ্টদা বললেন—'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে একটা কথা আছে 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানু-শীলনম্'—

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাটা খুব ভাল। এমনভাবে সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে চলতে হয় যাতে আমাদের দৃশ্য যাবতীয় যা-কিছুই ইষ্টে সার্থক হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদা—ভক্তিশাস্ত্রে আছে 'হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মানে শুধু ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁর সেবা নয়। সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিও তাঁর সেবায় লাগাতে হবে।

একটি দাদা মিষ্টি লঙ্কা নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে বললেন—ওটা ঠিক মিষ্টি লঙ্কার জাত নয়। খোঁজে থাক্, পেলে আনিস্।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বললেন—বড়খোকার নামধ্যানের দিকে খুব লক্ষ্য আছে। আর, মানুষের জন্য বোধও করে খুব।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর অশত্থতলায় এসে মিস্ত্রীদের কাজকর্ম্ম সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিচ্ছিলেন। অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এমন সময় সরোজিনী মা ও রমণদার মা পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ অভিযোগ

জানাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ ক'রে সব কথা শুনলেন। পরে হঠাৎ সুর করে গাইলেন—"লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল সকলি করমদোষ"।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভঙ্গি দেখে ও গান শুনে উভয়েই জল হ'য়ে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর যতি-আশ্রমে আসলেন। তিনি দুলালদাকে (নাথ) বললেন—চেষ্টা করবে যাতে coference-এর (উৎসব) সময় লোক বেশী হয়। আর, সংহতি এমন গ'ড়ে তোলা চাই যাতে প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকে বোধ করে। স্থানীয় কর্ম্মী সংগ্রহ করা বিশেষ দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে এসে বসেছেন।

নৈহাটির সুশীলদা, দুলালদা (নাথ), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ অনেকেই কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি সুশীলকে বলি খুব ক'রে লাগতে। প্লাবন না আনতে পারলে যে-সব কচুরিপানা জমেছে ভাসায়ে দেওয়া যাবে না।

সুশীলদা—জনসেবামূলক কাজ তাহলে করব না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জনসেবা তাঁরই জন্য। সবকিছু ইষ্টার্থপোষণী ক'রে তোলা চাই। মানুষকে ইষ্টমুখী ক'রে তোল, যোগ্য ক'রে তোল, তাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেও।

সুশীলদা—এ কি আমি পারব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারতেই হবে। পরিবেশ না বাঁচলে তুমি একলা বাঁচতে পারবে না। 'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং, যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্'। লেগে পড়, তিনিই শক্তি যুগিয়ে দেবেন।

সুশীলদা—ভাবি ভাবের ঘরে চুরি যেন না থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবের ঘরে চুরি কী হবে ? আমার ভাল দিয়ে, মন্দ দিয়ে, লাভ দিয়ে, লোকসান দিয়ে, চুরি দিয়ে, বাটপাড়ি দিয়ে, সুখ দিয়ে, দুঃখ দিয়ে, ধনদৌলত দিয়ে, নাম দিয়ে, প্রতিষ্ঠা দিয়ে তোমাকেই পূরণ করব। কারণ, আমি তোমারই। ঐ করতে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। সব তাঁরই জন্য কর। তখন যা-কিছু জায়গায় এসে যাবে। অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যদি জীয়ন্ত হয়, ইষ্টার্থী হয়, তবে যা কিছুই করি, তাতে দোষ হয় না। হনুমান যেমন রামচন্দ্রের জন্য চুরি করেছে।

সুশীলদা—অহংটা না গেলে কিছুই হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাক্ না অহং, সবই গোপালের হ'য়ে থাক। তাঁরই স্বার্থপ্রতিষ্ঠায় লাগুক। আমার মন্দিরে তুমি আছ ঠাকুর। এ মন্দিরকে শ্রদ্ধা ক'রে মানুষ যদি সুখী না হয়, তৃপ্ত না হয়, তাহলে কী হ'ল! আমার জীবনে তিনি যদি জীয়ন্ত না হ'য়ে ওঠেন, তাহলে সুখ কোথায়? আমার হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভাবভঙ্গি, চাউনি-চলন সবটার ভিতর-দিয়ে তিনি যদি ফুটে না বেরোন তবে কী হ'ল!

সুশীলদা—মাঝে-মাঝে মনে হয়, সর্ব্বক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে তুলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন মনে ঐ সম্বেগ আসে, তখন তা' করাই ভাল।

সুশীলদা—মাঝে-মাঝে মনে অবসাদও আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও হয়। ওর জন্য ভাবতে নেই। "উত্থানেরই পতন আছে, কবীর কহে সাধু, ভক্তিটাকে সঙ্গে রাখিস, ছাড়িস নাকো কভু।"

সুশীলদা—ভগবান কি ধরা দেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ব্যাকুল হ'য়ে চলাটাই ধরিয়ে দেবে। মহাপুরুষদের পরম্পরের মধ্যে একটা একত্বানুভূতি আছে। পূর্ব্বতনের উপর টান থাকলে পরবর্ত্তীকে ধরা যায়।

সুশীলদা—আপনাকে দেখে সুখী হলাম, কতদিন থেকে ভাবছি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও পরমপিতার আশীর্ব্বাদের মতো সুশীল চ'লে আসল—আমিও দেখে সুখী হলাম। যেভাবে বলেছি, ঐভাবে চলবে। হনুমান রামচন্দ্রকে ভালবাসে, অথচ কেষ্টঠাকুরের কপিধ্বজ যদি নাই হয়, তাহলে কিন্তু ঠিক হবে না।

পূরয়মাণ গুরু-পারম্পর্য্য যদি না থাকে এবং একাদর্শ মানা না থাকে, তবে সংহতি জিনিসটা থাকে না। মহাপুরুষরা পূর্ব্বপূরয়মাণ। তাঁরা আলাদা দল গড়তে আসেন না। তাঁরা আসেন সকলের মঙ্গল ও ঐক্য সাধনের জন্য। রামকৃষ্ণদেব পূর্ব্বতন প্রত্যেকের কথা বলেছেন। তিনি বর্ণাশ্রমের কথাও রকমারিভাবে বলেছেন। কিন্তু আমরা অনেক সময় সেগুলি ঠিক বুঝি না। আমাদের কৃষ্টি যেতে বসেছে। প্রতিলোম চলছে। অনুলোম না চালালে হবে না। আগে বাংলাদেশে একদল বিশিষ্ট লোক থাকতই। আজকাল আর তা পাবার জো নেই।

সুশীলদা—সে ভাটপাড়া দিয়েই দেখছি। পঞ্চানন তর্করত্ন গিয়ে আর তেমন হ'ল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমন হ'।

সুশীলদা—তেমন কি আমরা হ'তে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা না হ'লে আমাদের মতন অপদার্থগুলোকে পাখনা দিয়ে ঢেকে

বাঁচাবে কে ? ধান চাষ করতে গেলে যেমন তার পিছনে খাটতে হয়, তোমার কৃষ্টিটাকেও জাগিয়ে রাখতে গেলে, তাকে তেমনি পোষণ দিতে হবে। খোরাক দিতে হবে।

সুশীলদা—বর্ণাশ্রম টিকবেই, আমার এই ধারণা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার জন্য যা' করার তা' কর। তা' যদি না কর, তাহলে তুমি কি কপট নও ? আজকাল প্রতিলোম বিবাহের প্রশংসা ক'রে কাগজে কত লম্বা-লম্বা লেখা বেরোয়। আমি বলি, কিসে ভাল হয়, কিসে সর্ব্বনাশ হয়, সেটা বুঝতে হবে তো।

এখনও লাগো, তোমাদের রক্তে এখনও ভেল্‌কি খেলে। ঋষিদের রক্ত এখনও আছে তোমাদের মধ্যে—সেটাকে জাগিয়ে তোল। ন্যাংড়া আম ন্যাংড়া আমই। যদি টক হ'য়ে যেয়ে থাকে, গাছের গোড়ায় চুন দিও। তোরা দাঁড়া। নিজে বাঁচ, অন্যকে বাঁচা। দেশের লোক মরে যাবে আর তোরা শুধু ওকালতি নিয়ে থাকবি ? তোমরা যদি সুকেন্দ্রিক হও, জয় তোমাদের সুনিশ্চিত। মানুষ উপার্জ্জন কর। তুমি কর, আর দল তৈরি কর, চারিদিকে ছিটিয়ে দেও। মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক। তারা বুঝুক আমরা এই-ই।

রেণুমা—কী খাবেন আপনি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাওয়ার কথাই তো ওকে বলেছিলাম, ও খাওয়ালেই খাই।

সুশীলদা—সংসার লীলাভূমি, ভাবি চরম কিছু ক'রে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকে চাস তো হনুমান হ'।

সুশীলদা—তেমনটি যদি না হয়, সব না হ'য়ে যাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না কোস না। বল্ আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি। আবেগ যদি কাজে ফুটিয়ে না তোল, সে আবেগ মাঠে মারা যাবে। তুমি একটা সুযোগ হারাবে। আর কিছু না পার, একটা লোককে খেতে দেও, তার জন্য কিছু কর। বাস্তবায়িত না করলে সম্বেগ নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে আছে, শুনলে খুব উদ্দীপ্ত হয়, কিন্তু একটা কুটোও ভাঙে না। রোজ সকালে পূজাহ্নিক সেরে ভগবানের নামে, গুরুর নামে কিছু নিবেদন করবেই।

সুশীলদা—আমি করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ করবেই। আর, ছেলেপিলেদের দিয়ে বাপ-মাকে দেওয়াতে হয়। দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রীতি আসে, এতে শ্রদ্ধা বাড়ে। বাপ-মার কথা শোনার ইচ্ছা হয়। আমাদের ঋষিদের বুদ্ধি ছিল যাতে ঘরে-ঘরে ভগবান হয়। বিয়ে-থাওয়া সে-রকমভাবে আবার সব ঠিক করা লাগে।

১৪ই মাঘ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ২৮। ১। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রম প্রাঙ্গণে চৌকিতে। সুশীলদা (বসু), হরিদাসদা (সিংহ), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেখানে সৎ বা সত্তা ব'লে কিছু আছে, সেখানে অসৎ থাকবেই। তার চেষ্টা হ'ল সত্তাকে খতম করা। সৎকে তাই দাঁড়াতে হ'লে অসৎনিরোধী হ'তে হবে।

সুশীলদা—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলেন কী করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎ যা' তা' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। যা' সৎ নয় তা' এর বাইরের জিনিস।

সুশীলদা—Beyound মানে কি মায়া ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Beyound মানে অব্যক্ত। অব্যক্তের ভিতর-দিয়ে ব্যক্ত গজিয়ে উঠছে। Positive (ঋজী) থাকলেই তার অন্য প্রান্তে negative (রিচী) থাকবেই। এ দুটোর মধ্যে-দিয়ে আকর্ষণ-বিকর্ষণ হয়। এর ভিতর-দিয়ে জাগে কম্পন। কম্পন হ'ল শব্দ ও সৃষ্টির প্রাণ। এক-এক স্তরে তার প্রকাশ এক-এক রকম।

সুশীলদা মায়ার কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়া হ'ল তাই যা' পরিমিত করে। স্ব-অয়নস্যূত বৃত্ত্যভিধ্যান তপস্যায় গতি ও অস্তি অধিজাত হ'ল। সত্তার ভিতরে আছে বৃত্তি, যার অভিধ্যান দ্বারা সীমায়িত প্রকাশ হ'তে লাগল। অস্তিত্ব সর্ব্বদা আত্মরক্ষায় উন্মুখ। তাই, অসৎ-নিরোধী প্রস্তুতিহীন হ'য়ে গেলে আত্মবিলোপ হয়। মানুষ জন্মায় ঐ প্রস্তুতি নিয়ে। এইটেকেই বলে power of resistance (প্রতিরোধ ক্ষমতা)। প্রেমের কথা কই, তার সঙ্গেই আছে অসৎনিরোধী পরাক্রম। যাকে ভালবাসি, তার বিনাশ চাই না কিছুতেই।

সুশীলদা—Space (স্থান) কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বস্তু পারম্পর্য্যের ভিতর যা' কিছু তাই space (স্থান)। ঘটনার পারম্পর্য্যকে বলি time (সময়)।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা বল যদি ছেড়ে দিই, সে যদি ক্রমাগত চলে, তাহলে তার গত্যন্তর নেই আমার কাছে আসা ছাড়া। সব ব্যাপারেই এটা খাটে।

কেষ্টদা—সত্য জিনিসটা কী ? এক-একজনের সত্যবোধ তো এক-একরকম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্য মানে সতের ভাব, যা' সত্তাপোষণী।

কেষ্টদা—বিনাশশীলের মধ্যে অবিনাশী জিনিসটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা হচ্ছে পরিবর্ত্তনীয় সৎ, আর একটা হচ্ছে অপরিবর্ত্তনীয় সৎ।

কেষ্টদা—এটা কী রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্ত পরিবর্ত্তন নিয়েও সমস্ত স্মৃতির সঙ্গে আমি থাকতে পারি। আমি ছেলেবেলা থেকে এ হয়েছি—এর একটা continuity (ক্রমাগতি) আছে।

কেষ্টদা—Continuity (ক্রমাগতি) থাকা সত্ত্বেও discontinuity (ছেদ) আছে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেদ থাকা সত্ত্বেও ক্রমাগতি আছে স্মৃতির ভিতর-দিয়ে।

কেষ্টদা—পাগলের ব্যক্তিত্ব তো বিচ্ছিন্ন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবসময় বিকেন্দ্রিক কিনা তাই। প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে মৃত্যুটাও বিপদের কথা। সুকেন্দ্রিক না হ'লে নিস্তার নেই।

কেষ্টদা—অমৃতত্ব লাভের চেষ্টাও তো বৃথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একজনের ভিতর যে স্মৃতিবাহী চেতনা জেগে ওঠে, তাতেই ভরসা হয়।

১৫ই মাঘ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২৯।১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে ব'সে বললেন—আমার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। ঘুরে-ফিরে একই কথা মনে হয়। তাই জানি না ওগুলি স্মৃতি-বাহী চেতনা কিনা ?

কেষ্টদা—বামদেব ঋষি, জড়ভরত, মার্কণ্ডেয় পুরাণে সুমতি বলে একজন এবং বুদ্ধদেবের সময়েও কয়েকজনের স্মৃতিবাহী চেতনা ছিল ব'লে শোনা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-সব কথা আমার বার-বার মনে পড়ে পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে, ঐগুলির উপর দাঁড়িয়ে আরও হয়তো অনেক বলতে পারি, কিন্তু সেগুলি ঠিক হবে কিনা কি জানি !

সেইদিন চোখ বুঁজে শুয়ে আছি, কিন্তু বারবার দুপুরের প্রচণ্ড সূর্য্যের দৃশ্য মনে আসতে-আসতে মনে হচ্ছিল শরীর এবং প্রত্যেকটি cell (কোষ) যেন জ্বলে যাচ্ছে।

কেষ্টদা—শব্দরূপী গুরুর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু, যিনি কিনা শব্দমূর্ত্তি, শব্দটাই যেন তাঁর প্রাণ, প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়ার সব-কিছুই শব্দের প্রকাশ।

আলোচনা হচ্ছিল, এমন সময় ঝাঝা থেকে একটি দুঃস্থ মা আসলেন। তিনি তাঁর

দুরবস্থার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বীরেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) যথাসম্ভব সাহায্য করতে বললেন।

মা-টি বীরেনদার সঙ্গে গেলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথাতুর চিত্তে কেষ্টদাকে বললেন—মানুষের কী হবে ? মানুষ কী করবে ? আর, একজন তো এমন নয়। কত মানুষ আজ কষ্ট পাচ্ছে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে।

প্রবোধদা (মিত্র) জিজ্ঞাসা করলেন—আমার অনেক সময় একটা কাজ করতে-করতে বিপরীত বুদ্ধি আসে, হয়তো ছেড়ে দিই—এইভাবে কতবার হয়েছে। এর পিছনে কি কর্ম্মফল আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে এ অভ্যাসটা অতিক্রম করতে পারনি। আদর্শে সুকেন্দ্রিক হ'লে এগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়।

যোগেনদা (হালদার)—আপনি শ্রেষ্ঠযাজী হ'তে বলেন, কিন্তু ওদের মধ্যে যাজন করলে দেখি অনেকেই সশ্রদ্ধ হয়, কিন্তু দীক্ষিত হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা দিতে পারেন না, তার মানে অতখানি একাগ্র ক'রে তুলতে পারেন না, অতখানি চৌম্বকক্রিয়া হয় না যাতে মানুষ আকৃষ্ট ও আনত হ'য়ে ওঠে।

১৬ই মাঘ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ৩০। ১। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিদের মধ্যে কয়েকজন আছেন।

প্রফুল্ল—যে-কোন রকমে সদ্‌গুরুর আওতায় এসে পড়তে পারলেই তো বাঁচোয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর প্রতি টান হওয়া চাই। অবশ্য, যেন-তেন-প্রকারেন তাঁর আওতায় আসতে পারলেও অনেকখানি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিপদদা (সাহা), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ উপস্থিত।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজকাল যেমন যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমায় বিয়োগান্ত নাটকের ছড়াছড়ি, তা' দেখতে-দেখতে সাধারণ মানুষ কিন্তু ঐভাবে ভাবিত হ'য়ে উঠবে। ওটা ভাল নয়। আর, জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি যাতে জাগে তার ব্যবস্থা করা চাই। আর, প্রতিলোম যেন কিছুতেই না চারায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে বসে কেষ্টদাকে বললেন—কবীর সাহেবের দোঁহাগুলি

কবিতা ক'রে ফেলেন।

কেষ্টদা—চেষ্টা করছি, কিন্তু ঠিকমত মিল করা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করেন, আপনি পারবেন।

কেষ্টদা—কবীর সাহেব একজায়গায় বলেছেন—'এখন তোমার চোখে ঈশ্বরের জন্য জল বেরোয়, এখনও তোমার কিছু হয় নি। তোমার চোখ দিয়ে জল না বেরিয়ে রক্ত বেরোন উচিত।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কিন্তু রক্ত-টক্ত বেরোত না। তবে সমাধির পর দেখেছি, গায়ে হাত দিলে ছিট্ ছিট্ রক্ত লেগে যেত হাতে। তখন যেন একটা প্রচণ্ড উল্লাস ছিল।

প্রফুল্ল—তীরের মত নাকি রক্ত ছুটে বেরোত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা বাড়িয়ে বলা।

কেষ্টদা—কিশোরীদা একটা ক্যালেণ্ডার দেখিয়েছিলেন—আপনার শরীর থেকে নির্গত রক্ত দেওয়ালে ঝোলান ক্যালেণ্ডারে ছুটে গিয়ে লেগেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি জানি না। আমাকে জানায়নি।

আত্মদর্শন সম্পর্কে কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আত্মা কী উপায়ে, কোন্ রকমে, কোন্ প্রক্রিয়ায় একটা পোকা হ'য়ে প্রকট হলেন, তাও পর্য্যন্ত জানা চাই। তা' না জানলে দর্শনটা পাকাপোক্ত হ'ল না। সত্তা সচ্চিদানন্দময়। আর সেইজন্যই তা' অসৎ-নিরোধী অর্থাৎ মৃত্যুকে নিরোধ করতে চায়।

পরশুরাম (ছেত্রী) নামক একটি যুবক জিজ্ঞাসা করল—বর্ণের কী দরকার আছে হিন্দুধর্ম্মে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জরুর আছে ? কেউ মানে, কেউ মানে না। সব সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা রকমারিভাবে আছে।

পরশুরাম—ক্রিশ্চানরা তো মানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি না মান, তোমাকে কে কী করবে ? কিন্তু বিধি তার ফল দেবেই।

পরশুরাম—সন্তরা তো বর্ণাশ্রম মানতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর —তাঁরা ওই বিষয় নিয়ে চর্চ্চা বিশেষ করেন নি। আবার, ওর বিরুদ্ধেও বলেছেন ব'লে জানি না।

পরশুরাম—হজরত মহম্মদ কি উপলব্ধিবান পুরুষ ছিলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা না হ'লে সে-সব বিষয়ে বললেন কি ক'রে ?

পরশুরাম—রসুল তো জন্মান্তর মানেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি হয়তো মানতেন। কোরাণে পাওয়া যায়, আমি ঘাস ছিলাম, কত কী ছিলাম…ইত্যাদি ধরনের কথা। মহাপুরুষদের কথায় কোন বিরোধ নেই। তাঁরা বিভিন্ন ভাষায় মূলতঃ এক কথা বলেছেন। অবশ্য, এক-এক সময় যুগপ্রয়োজন-অনুযায়ী এক-এক কথার উপরে জোর দিয়েছেন।

কেষ্টদা—পিণ্ডী মন, ব্রহ্মাণ্ডী মন ইত্যাদি কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পিণ্ডী মন মানে আত্মকেন্দ্রিক মন। ব্রহ্মাণ্ডী মন, আমি কই তাকে, যা' ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে বিস্তার ও ব্যাপ্তিপরিক্রমায় চলে।

প্রফুল্ল—একটা মানুষ যদি মূলতঃ কপট হয়, তবে ইষ্ট কাজ করতে এসেও তো সেভাবে চলবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার এমন প্রতিক্রিয়াও আসতে পারে, যার ধাক্কায় ঠিক হ'য়ে গেল।

প্রফুল্ল—আপনি বলেছেন—

এক লহমার বেফাঁস কথা
চিন্তা-কর্ম্ম-আলোচনা,
ছোটেই নিয়ে পিছু-পিছু
দুরদৃষ্টের কি লাঞ্ছনা!

মানুষের এই ভুল তো আছেই। এখন মানুষ কী করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ধিৎসা এবং উদ্ভাবনী বুদ্ধি নিয়ে বেফাঁসটাকেও যদি সে ইষ্টার্থে সার্থক ক'রে তুলতে পারে, তাহ'লে বেফাঁসটাও সুফল প্রসব করবে। নচেৎ বেফাঁস কথা, চিন্তা, কর্ম্ম, আলোচনা দুঃখের তো সৃষ্টি করেই। মানুষ কত হোঁচট খায়।

প্রফুল্ল—একটা মানুষকে যখন তার সমগ্র পারিপার্শ্বিকের জন্য দায়ী করি, তখন কি তাকে একটা অসম্ভব আদর্শের কথা বলি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-কথা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য, প্রত্যেকটা আমির জন্য। ঐ ভাব নিয়ে পরস্পর যদি চলে তবেই ঠিক হয়। আর, অসম্ভব আদর্শ যে বলছ, মানুষের আকুতি যদি তেমনতর থাকে, তবে সে না পারলেও তার ছেলে হয়তো একহাত বাড়বে, তার ছেলে হয়তো আরও বাড়বে। এইভাবে বংশ-পরম্পরায় বেড়ে চলবে। মানুষ অমৃত-অমৃত ক'রে আবহমানকাল মরে গেছে। মহাপুরুষরাও গেছেন, তবুও তো মানুষ অমৃতের সন্ধান ছাড়ে নি। ঐ সন্ধানই হয়তো একদিন তাকে মিলিয়ে দেবে তা'।

প্রফুল্ল—যেখানে যিশুখৃষ্টের মতো লোক ক্রুশবিদ্ধ হ'য়ে মারা গেলেন, সেখানে সামান্য মানুষকে কি পরিবেশের জন্য দায়ী করা ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ কি সামান্য? যে ভাগবত প্রেরণা যিশুর জীবনে জীবন্ত

ছিল, তাঁকে যারা মেরেছে তাদের মধ্যেও তা' অনুস্যূত। ঐটের জাগরণ যার মধ্যে যতটা হয়, সে পারিপার্শ্বিককেও ততখানি অনুপ্রাণিত করতে পারে বাস্তবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার (সাহা) মাকে পরে বললেন—অনেকে লেখাপড়া জানে না, কিন্তু নিজের মনকে পড়ে-পড়ে বড় হ'য়ে গেছে। বহু মূর্খ এর ভিতর-দিয়ে জ্ঞানী হ'য়ে গেছে। তারা মনকে সবসময় দেখে, নিজের চলনাকে সামাল করে, সংশোধন করে, ভুল নিরাকরণ করে। এমনি ক'রে তারা মহান হ'য়ে যায়। তখন মানুষ তাদের চরণামৃত খেয়ে ধন্য হ'য়ে যায়। কবীর ও রুহিদাসের কথা জান তো। মানুষ যখন খারাপ ব্যবহার করে তোমার সঙ্গে, তখন তুমি খারাপ ব্যবহার না ক'রে ভাল ব্যবহার করতে পার কিনা, সেইটেই পরখ—কতখানি তোমার আয়ত্তে এসেছে। যদি দেখ যে, মানুষের খারাপ ব্যবহারে নিজেও খারাপ হ'য়ে যাচ্ছ, তখন নিজেকে সংশোধন করবে।

১৭ই মাঘ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ৩১।১।১৯৫১)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে চৌকিতে রোদপিঠ ক'রে ব'সে আছেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), নিখিল (ঘোষ), খগেনদা (তপাদার), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—কেবল মানুষ খুঁজি, মানুষ না পেয়ে বড় মুশকিলে প'ড়ে গেছি।

নিখিল বলছিল—Biology (জীববিজ্ঞান) জানা থাকলে ইষ্টকাজের সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেদনার মত ডাক দিয়ে না উঠলে কিছুতেই কিছু হয় না। আসল জিনিস ওই। বেদন-উৎকণ্ঠ হ'য়ে পড়তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে তাঁবুতে এসে বসলেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বললেন—'অনুশ্রুতি' অসম্ভব বই হয়েছে। এটুকু জানলে একজনের normal cultural (স্বাভাবিক কৃষ্টিগত) কাঠামো ঠিক থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে। অনেকে কাছে আছেন।

পরশুরাম (ছেত্রী)—কবীর বলেছেন, 'গুরু আমাকে এমন জড়ি দিয়েছেন যে তা যতই সেবন করা যায়, ততই অমৃত আস্বাদ করা যায়।' এই জড়ি কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থী তপনিয়ন্ত্রণ। আর, কৃষ্টিগত পরাভব হলেই মানুষ স্ববৈশিষ্ট্য হারিয়ে অন্যের সমান হ'তে চায়।

পরশুরাম—আবার কবীর বলেছেন, 'গুরু ধোপা, শিষ্য কাপড়। গুরু কেচে-কেচে পরিষ্কার করেন'—ব্যাপারটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুর প্রতি যদি আমাদের নিষ্ঠা থাকে, তবে প্রবৃত্তিনেশা ও ইষ্ট-নেশা, এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। কিন্তু ইষ্টানুরাগ প্রবল হ'লে সেইটাই জয়ী হয় এবং সেই আলোকে আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ও নির্ম্মল ক'রে তুলি। তিনি নিজেও তাঁর কৌশল বাতলান এবং পরিচালিত করেন তদনুকূলে। এইভাবে গুরুকে বলা হয় ধোপা।

পরশুরাম—যে কোন গুরুকে গ্রহণ করলেই কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর আবার জানা চাই, কেমন করে কাপড় সাফ করতে হয়।

পরশুরাম—নানক বলেছেন, 'জগৎ দুঃখময়। একমাত্র যে নামের উপর থাকে, সেই সুখী'। এই নাম কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরু যে নাম দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন ঃ

চাহিদা আছে
কিন্তু তদনুগ চলন বা করণ নেই,
অমন চাহিদাই মানুষকে
অবশ করে তোলে।

বাণী দেবার পর সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সেইজন্য ভাল ব'লে যা' মনস্থ করবে, তা কিছু করবেই। চাহিদা পোষণ করা, অথচ কিছু না করা, এতে না করাই পেয়ে বসে। এর চাইতে চাহিদাকে খতম ক'রে দেওয়াই ভাল। যেমন মনে করছি—এইটে করব-করব করছি, কিন্তু করছি না, তার মানে যত অমন করব-করব মনে করি, ততই যেন না করাটা বদ্ধমূল হয়। কিন্তু ঐ ভাবের রকম ছেড়ে দিয়ে ওটা ভুলে গেলে অন্য পথ দিয়ে বরং ঘুরে যদি ওই সঙ্কল্পটা কোন সময় নূতন ক'রে আসে, যা করাটাকে ডেকে আনে, তাতে বরং হবার সম্ভাবনা থাকে।

রমণদার (সাহা) মা—আগে জানা ছিল, গুরু যাকে ভালবাসেন সে কত মিষ্টি, কিন্তু এখন তো দেখছি উল্টো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু যাকে ভালবাসেন, সে যদি মিষ্টি হ'য়ে ওঠে তোমার কাছে, তাহ'লে তুমিও তার কাছে মিষ্টি হ'য়ে উঠবে। তা না হ'লে গোল হয়।

কেষ্টদা—কোন্ সম্বেগে সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ করলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টানুরাগের সম্বেগ নিয়ে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার্থে ওটা করতে হয়। তখন নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ জেগে ওঠে। ভক্তি থাকলে জ্ঞান হয়, কিন্তু জ্ঞানের অহং থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মাকে বললেন—তুমি মানুষ ভাল, কিন্তু কথা কইতে জান না। এমন কথা বলতে পার না যাতে মানুষ জল হ'য়ে যায়। তুমি অন্তরে-অন্তরে মানুষকে হয়তো ভালবাস, কিন্তু বাইরের সেবা নেই তোমার।

১৮ই মাঘ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১।২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নূতন তাঁবুতে এসে বসেছেন।

অনেকেই কাছে আছেন।

সুধীরদা (বসু)—'যার পয়সায় কেনা জমি,/সেই তো আসল ভূঁইয়ের স্বামী।' কিন্তু জমি তো ভগবানের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের সত্তা আছে, শ্রম আছে, শ্রম দিয়ে উপার্জ্জন করে, সমৃদ্ধ হয়। তুমি পয়সা উপায় ক'রে জমি কিনলে অর্থাৎ ভূমিতে সমৃদ্ধ হলে। স্বত্ব স্বামিত্ব কয় অর্থাৎ তোমার তার উপর অধিকার লাভ হ'ল। এতে তোমারই তো হওয়া লাগে। তুমি ভগবানের। তোমার ছেলে হ'ল, তার পিতা কিন্তু তুমি, যদিও উভয়েরই পরমপিতা তিনি।

সুধীরদা—যদি কেউ চুরি করে বা শোষণ ক'রে সম্পত্তি ক'রে থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চুরি করার শ্রমও তাকে করতে হয়েছে। সে ঝুঁকিও তো সে নিয়েছে। অবশ্য, অবৈধ যা' তার শাস্তি আছেই। আর যদি কেউ না দেয় প্রকৃতিই তাকে শাস্তি দেবে।

তুমি যে সমৃদ্ধ হলে, তার দ্বারা অন্যেও পরিপালিত হ'তে পারে। শোষক তখনই হয়, যখনই অন্যের পরিপোষণী না হ'য়ে নেও, তাকে সন্তুষ্ট না ক'রে নেও।

রমণদার (সাহা) মা সেবা-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবা মানে কী জান তো?

রমণদার মা—কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবা মানে পরিপোষণ, পরিপূরণ, পরিরক্ষণ। আমি যে তোমাকে অমন ক'রে খাওয়াই, কত জনে কত বলে, আমার কি একটা উদ্দেশ্য নেই এর পিছনে? তুমি বৈশ্যের বিধবা, অথচ তোমাকে পেঁয়াজ খাওয়াইছি, সেটা কেন জান তো? যদি লোকের কথায় কর্ণপাত না ক'রে তা খেয়ে যেতে তবে প্রস্রাবের জ্বালা-টালা আজ যেমন হচ্ছে, তা হ'ত না। ঐ কদিন খেয়েছিলে বলে অল্পের উপর দিয়ে গেল। আরও খেলে ভাল হ'ত। আর, খাবার পর তোমার সঙ্গে যে সকলে হট্টগোল করে, আমি কি ইচ্ছা করলে তা' থামাতে পারি না? বুড়ো হ'য়ে গেলেও সেটুকু শক্তি আমার আছে। কিন্তু

জানি, অত খাওয়ার পর তুমি একটু সক্রিয় না হ'লে সব সামাল দেওয়া মুশকিল। তাও তো পেট খারাপ করে মাঝে-মাঝে।

রমণদার মা—সেবা করার কথা যেভাবে যা' বললেন, তা' আমি কি ক'রে করব? আমার কি সম্পদ আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবা অনেকভাবে হয়। শিয়াল খেপেছে, তুমি লাঠি নিয়ে ব'সে আছ, সেও এক রকমের সেবা। একজনকে হয়তো তুমি রান্না ক'রে দিতে পার না, কিন্তু দুগাছা শাক এনে দিতে পার তো! এই ধান্দার মধ্য-দিয়ে জ্ঞান আসে। বস্তুর সঙ্গে পরিচয় হয়, বিচার আসে, বিবেচনা আসে। যে গুরুর ভালর জন্য চিন্তা করে ও বাস্তবে করে, তার ভক্তিলাভ হয়। টাকার কাঁড়ি থাকলে, বাক্স ভরা মোহর থাকলে সেবা হয় না, যদি মনে ঐ ধান্দা না থাকে, তাঁর পুষ্টি, বাঁচাবাড়া, সুখ-সুবিধার দিকে যদি লক্ষ্য না থাকে। তোমাকে অত জিনিস দিই কেন? তুমি হিসাব ক'রে কথা কইতে পার না, মন মজায়ে কথা কইতে জান না, কার কাছে কী জিনিস চাইতে গিয়ে আবার গোল বাধাবে—তাই তোমার কোন জিনিসের অভাব রাখি না।

দুলালী মা—ভগবান কি সবাইকে সমান ভালবাসেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি ভালবাসেন সবাইকে, কিন্তু আমরা যে যতখানি তাঁকে ভালবাসি, ততখানি সার্থক হই। যে ছেলে কৃতী হয়, বাপের তাকে দেখে স্ফূর্ত্তি হয়। কিন্তু যে অক্ষম, তার জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। তাকে আবার বাঁচাতে চেষ্টা করে অন্যের সাহায্যে। ছয়জনকে হয়তো বলল দশটাকা করে দিতে যাতে তার দিন চ'লে যায়। বাপ ভাবে সব ব্যাটা বেঁচে থাক, সুখে থাক, সুস্থ থাক, সুদীর্ঘজীবী থাক।

কারও মেয়ে বা বউ যদি তুমি হও, তোমাকে মানুষ যদি সুখ্যাতি করে, তার কত আনন্দ, তখন সে বলে, অমুক আমার সতী লক্ষ্মী।

রমণদার মা—যারা সেবা করে, তাদের কি অন্যকে ব্যথা দেওয়া ঠিক?

সরোজিনী মা—আমার সর্দ্দি হয়েছে, সেটা নিয়ে একজনের কাছে গেলে তারও যে সর্দ্দি লাগতে পারে, এ কথাটা তো বোঝা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা বোঝা উচিত। কিন্তু যে বোঝে না, তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে মিষ্ট ক'রে।

সরোজিনী মা—ভাল কথায় যদি কেউ না বোঝে, তখন তাকে কড়া কথাই বলা আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি না বোঝ সেইজন্য অন্যে তোমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করুক তা'

তো তুমি চাও না। আর বলছ অথচ মানুষ কথা শুনছে না, তার মানে তুমি বলাও শেখনি। তোমার কথায় যদি মানুষ চটে যায়, তাতেও বুঝতে হবে তুমি কথা কইতে শেখনি—'যে ডাকে দেবে দেখা, সে ডাক হয়নি শেখা'। বার বার চেষ্টা করা লাগে, পরখ করা লাগে, অভ্যাসে আয়ত্ত করা লাগে। ক'য়ে-ক'য়ে দেখতে হয়। রান্না যেমন বার-বার চেষ্টা ক'রে শেখে, সুস্বাদু ক'রে তোলে, কথাকেও তেমনি সুস্বাদু ক'রে তুলতে হয়, উপভোগ্য ক'রে তুলতে হয়।

রমণদার মা—আমি কি অমন পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—

'জানি না পারি না নাই কো ঘরে
এ তিন কথায় দেবতা হারে।'

একজনের একটা কথার পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কেউ যদি তোমার গলবিগ্রহ হয়, তুমি তার গলগ্রহ হ'য়ো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বল তো, যে দেয় সে জেতে, না যে নেয় সে জেতে ?

রমণদার মা—যে দেয় সেই জেতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কও তো কেমনভাবে ?…ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, দিতে গিয়ে যোগ্যতা বাড়ে। কিন্তু যে নেয় তার সে যোগ্যতা বাড়ে না।

রমণদার মা—আমি দেব কোথা থেকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমিও যথেষ্ট পার। মন করলেই পার। এন্তার দুনিয়া তোমার সামনে রয়েছে। তোমার প্রাণ আছে, তা' দিয়ে মানুষের প্রাণ মজিয়ে কত সংগ্রহ করতে পার, ঢের পার তুমি।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—আমার ভাল লাগে কি জান ? আমার কাছে যারা আছে, পুরুষ বা মেয়ে, দজ্জাল, মুখরা, অপদা, তাদের যদি ভালবাসতে পার, পাপী-তাপী যারা তাদের ভাল যাতে হয়, তাই যদি কর, তাতেই আমি সুখী হই। ভাল যারা তাদের তো সকলেই ভালবাসে। মন্দ যারা তাদের যদি ভাল না বাস তবে কী হ'ল ? মানুষকে যদি ভালবাসতে পার, ভালবাসা পাবেও। মানুষের দরদী নয় যারা, মিষ্টি কথা যারা কইতে পারে না, সেবা যারা করে না, তারা খোজার মতই। তাদের 'পরে রাগ ক'রে কী করবে ? কিন্তু খোজারও প্রাণ আছে তো, তারাও ভালমন্দ বোঝে তো !

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিদের কাছে গল্পচ্ছলে বললেন—আগে

পাড়াগাঁয়ে সাইকেলই ছিল না। আমাদের এলাকায় বসন্ত ডাক্তার প্রথম সাইকেল আনে। তাতে তার কদর বেড়ে গেল। কতলোক উৎসুক হয়ে থাকত, সাইকেলে ডাক্তারবাবু আসলে দেখবার জন্য। আবার, সাড়ার পুলে দেখেছি যখন গাড়ী আসত, তখন মানুষ ভক্তিভরে পয়সা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলত নদীতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে ছিলেন।

সুশীলদা বললেন—আমি সদাচার পালন করার দরুন রোহিনী চৌধুরী এটা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অত নৈষ্ঠিকভাবে চলার দরুন যেখানেই যান, মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে। কিন্তু সাধারণ অনেকেই মনে করে আমি যদি সকলের হাতে না খাই লোকে কী বলবে? কিন্তু তারা অমনতর আচরণ দিয়ে মানুষের শ্রদ্ধা হারায়। আপনি যদি মানুষকে দেখান বাস্তবে যে, নৈষ্ঠিক চলায় কী হয় তবুও অনেকের বিশ্বাস হবে না।

সুশীলদা—এর মধ্যে একজন বলছিল সে নিজে চা খায় না, কিন্তু এক জায়গায় একজন সাহেবের কাছে গেলে সে চা দেওয়াতে চা খেল এই ভেবে যে নচেৎ তার কাজ উদ্ধার হবে না। কিন্তু খেয়ে পরে বোধ করল আমি হেরে গেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের নিষ্ঠার থেকে স্বার্থবুদ্ধি বেশী। অর্থাৎ, নিষ্ঠাটা সত্তার সঙ্গে গেঁথে যায়নি। তাহ'লে হেরে যেত না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একজন কর্ম্মী সম্বন্ধে বললেন—আগে ওর চেহারায় একটা জলুস ছিল, এখন সে চেহারা নেই। মনে হয় নিষ্ঠায় কমতি পড়েছে। কী বুদ্ধি হল, বিয়ের ঝোঁক চাপল, আর সবাইও ওকে ঐ পথে ঠেলে দিল।

একটা কথা মনে হয়, এই যে বিভিন্ন এলাকায় জায়গা-টায়গা নেওয়া হয়েছে, একটা জায়গা এমন থাকবে, যেখানে শুধু অবিবাহিতরাই থাকবে। তারা ছাড়া গৃহী থাকবেই না, তাহ'লে বেশ হয়। বিয়ে-থাওয়া করলেই অনেকেরই মন ঘুরে যায়। আর তা' থেকে বিকেন্দ্রিক হ'য়ে পড়ে।

সুশীলদা—অবিবাহিত থাকার কথা আগে যদি জোর দিয়ে বলতেন, এতদিনে কত জুটে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভেবেছিলাম গৃহস্থ-আশ্রমের ভিতর-দিয়ে ঠিকভাবে গ'ড়ে উঠবে। কিন্তু তা' হলো না।

১৯শে মাঘ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২ । ২ । ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), হরিদাসদা (সিংহ), চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

হরিদাসদা এক মায়ের কথা বললেন—তিনি নিজেকে রাধা মনে করেন।

কেষ্টদা—রাধাভাবে সাধনই তো ভক্তিভাবের চরম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এরা আবার হনুমান ভাবের সাধন পছন্দ করে না। তার মতো হতে চায় না। সে একলাই তো অতবড় কাণ্ড করল।

এরপর সুশীলদা (বসু) নিত্যব্যবহার্য্য জিনিসপত্রের সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Control (নিয়ন্ত্রণ) তুলে দিলে প্রথমটা অসুবিধা হ'তে পারে, কিন্তু পরে আস্তে-আস্তে ঠিক হ'য়ে যায়। এক জায়গার মাল যে আর এক জায়গায় যেতে দেয় না, এ ব্যাপারে বাধা না থাকলে প্রথমটা হয়তো অসুবিধা হ'তে পারে, পরে ধীরে-ধীরে অবস্থা আয়ত্তে আসে।

কথা হচ্ছিল হিন্দুকোড বিল বোধহয় পাশ হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে বাঙালিদেরই আগ্রহ বেশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাংলায় লোকই নেই।

এরপর পূজনীয় খেপুদার কাছে একটা চিঠি লিখতে বললেন।

খেপু,

তোমার চিঠি পেলাম। অর্চ্চনার বিবাহ-সম্বন্ধে পাত্রের পিতার কথা যা' লিখেছ, তাতে তো ভরসা হয় না। কথার যদি কোন ঠিক না থাকে, ক্রমাগত যদি দর বাড়াতে থাকে এবং বাগে পেয়ে কলে-কৌশলে চাপ দিয়ে আরও-আরও আদায়ের ফন্দিই যদি প্রবল হয়, তেমন লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা সুখকর হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর, মেয়েও তেমনতর ঘরে গিয়ে সোয়াস্তি পায় না প্রায়শঃ। যা হোক, একেবারে হাতছাড়া ক'রো না, গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে যা' করণীয় বিবেচনা কর ক'রো এবং অন্যত্র খোঁজ-খবর করার সুবিধা থাকলে সেদিকেও নজর রাখা ভাল। এ সম্বন্ধে কী হয় না হয় জানালে সুখী হব।

তোমার শরীর এখন কেমন? হাঁপানীর ভাবটা গেছে তো? পেটের অবস্থা ভাল তো? খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা সাবধান-মতো ক'রো।

কল্পনার শরীর খারাপের কথা লিখেছ, তার কী অসুখ, এখন কেমন আছে?

বিস্তারিত জানতে ইচ্ছা হয়।

খুকী কেমন আছে? শান্তুর পরীক্ষার খবর বেরুলো কি না জানিও। শান্তু, কানু, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা, শরবিন্দু সকলেরই খবর জানিও।

আমার শারীরিক অবস্থার উন্নতি কিছু বুঝি না। কোনভাবে দিনাতিপাত করছি। হরিদাস ও বাদলের বাড়ির সব ভাল আছে। আর সবাই একপ্রকার।

শুনলাম অশোক কলকাতায় হাম ও জ্বরে কষ্ট পাচ্ছে। তার জন্য মনটা বড় উদ্বিগ্ন আছে। ওখানকার খবরাখবর দিও।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো ও সকলকে দিও।

ইতি
তোমারই
দীন
'দাদা'

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে অশথতলায় ঝরিয়ার প্রফুল্ল চ্যাটার্জীদাকে বললেন—ধুয়ে-মুছে দাঁড়া, তখন চেহারাই বদলে যাবে। দুর্নিবার উৎকণ্ঠ আগ্রহ না থাকলে হয় না। প্রবল আকাঙ্ক্ষা না হ'লে কর্ম্মফল নিয়ন্ত্রিত করা যায় না।

২০শে মাঘ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ৩।২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট।

ভক্তবৃন্দ কাছে আছেন।

চৌকির অনতিদূরে একটা চেয়ার ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তা লক্ষ্য করে বললেন—ঐ দেখ চেয়ারের খিলটা উঠে গেছে, এখনই মিস্ত্রীর কাছে নিয়ে গিয়ে ঠিক করে আন।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী) চেয়ারটা নিয়ে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার চোখটাই অমন হ'য়ে গেছে, সবতাতেই লক্ষ্য পড়ে। এই যে মানুষগুলি আসে প্রত্যেকটা মানুষের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখি—কে কেমন আছে, কীভাবে চলছে, কাকে দিয়ে কার কী করা যায়—ভাবি।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাধাকে অতিক্রম ক'রে যদি কৃতকার্য্য হওয়া না যায়, তবে সুখ বলে কিছু থাকে না। আর বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলায় পরিণত করতে না পারলে আত্মপ্রসাদী আনন্দ আসে না।

বসন্ত দেখা দিচ্ছে, তার প্রতিকার প্রসঙ্গে বললেন—পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের বসন্তের

সময় একদিন সিকি তোলা কণ্টিকারির মূলের ছাল একুশটি গোলমরিচ সহ বেটে প্রাতে খালিপেটে খেতে হবে। নয়তো প্রত্যহ দশটা করে সিমূল বীজ বেটে পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ সেবন করতে হবে। সকলকে টিকে নিতে হবে। তাছাড়া একটি করে উচ্ছে ভাতে সিদ্ধ করে বীচি সমেত খেতে হবে। এটা আবাল-বৃদ্ধ সবারই পক্ষে। কোথাও কেউ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে উপযুক্ত মশারির ভিতর সে রোগীকে রাখতে হবে, যেন কোনক্রমে হাওয়ার স্রোত তার গায়ে না লাগে।

প্রত্যহ একফোঁটা করে ইউক্যালিপটাস তেল প্রাতে খালি পেটে এককাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া ভাল।

মাছ, মাংস, ডিম, পান ব্যবহার না করাই ভাল সবারই পক্ষে।

প্রফুল্ল—মানুষ একক যতই উন্নত হোক না কেন, একটা বিরাট পরিবেশকে সে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি নিজে যদি একটা দৃষ্টান্ত হও তাতেও কমখানি হয় না। ওতে একটা attractive zone (আকর্ষণীয় পরিমণ্ডল) সৃষ্টি হয়, বহুলোক সেই আওতায় উপকৃত হয়।

২১শে মাঘ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৪। ২। ১৯৫১)

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে বসে রমণদার মাকে বলছিলেন—মানুষ যখন নিজের সম্বন্ধে অহঙ্কার করে বা দুঃখের কথা বলে তখন কখনও নিজের অহঙ্কার করতে নেই বা নিজের সহনশক্তির কথা বলতে নেই। বলতে হ'লে অন্য সময় বলতে হয়। আর, তখন বলতে হ'লে সেই কথাই বলতে হয় যা' তার সমর্থক, যাতে তার মনে উল্লাস হয়। কেউ যদি নিজের দুঃখের কথা বলে, তখন নিজের মন্থন শক্তির কথা বলে তার সহনশক্তি বা তার কষ্টটাকে লঘু ক'রে তুলতে নেই। বরং তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে প্রতিকারের পন্থা বাতলে মানুষকে সোয়াস্তি দেবার চেষ্টা করতে হয়। তখন তৃপ্তির সঙ্গে ধন্য-ধন্য করে। হয়তো বললে, তোমার খুব কষ্ট, কিন্তু তোমার সহ্যগুণ অসাধারণ। আমি হ'লে অস্থির হয়ে পড়তাম। আমার একবার এ-রকম হয়েছিল, আমি জানি কি-রকম অবস্থা হয়। তবে অমুক ওষুধটায় খুব উপকার পেয়েছিলাম। তুমিও দেখতে পার ব্যবহার ক'রে, হয়তো আরাম পাবে।

মানুষকে নিজের অহমিকার কথা কেন বলতে চাও, নিজেকে কেন বড় করতে চাও। "আপনারে বড় বলে বড় সেই নয় / লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।" তাই সকলের গৌরবের কথা শোন, তাদের বড় কর, সুখ্যাতি কর, সুখী কর—সৎপথে। ওতেই

প্রতিষ্ঠা আপসে-আপ আসবে। ইষ্টের চরণপুজো কর ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে, অথচ তাঁর চলন-অনুপাতিক চল না, তাতে কিন্তু পুজো সার্থক হয় না। 'চলনহারা চরণ-পুজো, বন্ধ্যা পুজা সেই জানিস।' তাঁর চলনটা ফুটিয়ে তোলা নিজের মধ্যে, তবেই তাঁকে পাওয়া সার্থক।

২২শে মাঘ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ৫।২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে তাঁবুতে উপবিষ্ট।

চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ), শিশিরদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত।

কাগজ পড়া হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গত বললেন—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা দরকার। সমাজের প্রত্যেকটা এক যদি বাদ যায়, তবে সমাজ দাঁড়ায় কোথায়, কাদের নিয়ে। আমি আছি, বাঁচতে চাই, পোষণ চাই, নিরাপত্তা চাই। তার জন্য পরিবেশ চাই। তা নাহলে কোনটাই হয় না। মানুষ যত পরস্পর স্বার্থান্বিত হয়, ততই মঙ্গল। বাঁচতে গেলে এ নীতি লাগেই। ঈশ্বর আছেন বা নেই, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমি আছি তো, আমাকে বাঁচতে গেলেই সব-কিছুর দরকার হয়। ঈশ্বরকে প্রয়োজন আমারই বিবর্ত্তনের জন্য। আমি এমন কোনও নীতি অনুসরণ করতে পারি না যে-নীতি আমার উপর প্রযুক্ত হওয়া পছন্দ করি না।

আমি বলি যোগ্যতাকে বাড়াও। পরস্পর পরস্পরের সেবা-সহযোগিতা ক'রে সকলে মিলে উন্নতির পথে চল। এই হ'ল বাঁচার সহজ পথ।

দুপুরে ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মাকে বললেন—মানুষ যখন তোমাকে দোষ দেয়, গালাগালি করে, তখন বলতে হয় আমার অশেষ দোষ, তোমরা বলবে না কেন ? বলাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমিও যে পেরে উঠি না, বেতাল হ'য়ে যাই। তাই বলি তোমরা যদি স'য়ে না নেও, আমাকে আর কে সইবে ? আমি তো তোমাদেরই একজন। আমাকে সয়ে-বয়ে সংশোধিত ক'রে নেও।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

হরিপদদা (সাহা), প্যারীদা (নন্দী), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ আছেন।

পরশুরাম (ছেত্রী) জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের কর্ম্ম আরম্ভ হয় কখন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্ম আরম্ভ হয় জীবের সত্তাসংস্থিতির পুষ্টির জন্য। তখন চেষ্টা ব'লে জিনিস আরম্ভ হয়।

পরশুরাম—কর্ম্ম খতম হয় কখন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খতম তখনই হয়, যখন মানুষ প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠে। তখন কর্ম্ম ক'রেও কর্ম্ম করা হয় না। তখন মানুষ যা-কিছু করে ইষ্টার্থে।

পরশুরাম—জীবাত্মা হ'ল কিভাবে, সে চলেই বা কিভাবে জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূল কারণের positive ও negative (ঋজী ও রিচী) pole (মেরু) আন্দোলনের ভিতর-দিয়ে উদ্ভব হয় অস্তিত্বের। আবার, পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে চলে সৃজনস্রোত। যে যত প্রবৃত্তির আবরণের মধ্যে পড়ে, তার অজ্ঞতা তত বাড়ে। আর, যখন মানুষ উৎসমুখী হয়, তত তার সত্তাবোধ জেগে ওঠে এবং তার চলনা শুদ্ধ হয়। যে যেমন ভাব নিয়ে দেহত্যাগ করে, তেমনি ভাব নিয়েই আবার আসে।

পরশুরাম—মানুষের শরীর নাকি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শরীর? এ না হ'লে নাকি চরম অনুভূতি হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুভূতি সবারই হ'তে পারে। তবে মানুষের বেশী হয়, সর্ব্বতোমুখী হয়। কুকুর-বিড়ালেরও হয়, তাদের মতো।

পরশুরাম—তাদেরও অনুভূতি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদেরও যদি একটা নাম দেও এবং সেই নামে ডাক, বুঝতে পারে। তাদের জ্ঞান তাদের মতো।

পরশুরাম—দেবতা পূজা মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Hero worship (বীর পূজা)। তার মানে তাদের মধ্যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ যেমন মূর্ত্ত হয়েছিল, সশ্রদ্ধ অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে নিজের ভিতর তেমন ভাবকে বাড়িয়ে তোলা, জাগিয়ে তোলা। যেমন কার্ত্তিক ছিলেন দেব সেনাপতি। তিনি লোককল্যাণের জন্য যুদ্ধ ক'রে অসুরকে পরাস্ত করেছিলেন। গণেশ হলেন লোক-নায়ক। যাঁর পূজা করি তাঁর গুণ আয়ত্ত করতে পারি। তবে গুরুতে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে যা-কিছু করতে হয়। সেজন্য আছে সব পূজার আগে গুরু ও গণেশের পূজা চাই, তা নাহলে সিদ্ধি হয় না।

পরশুরাম—দেহত্যাগ করলে মানুষের কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-প্রবৃত্তির ভাব নিয়ে যায়, সেই ভাব নিয়ে আবার আসে। ইষ্টই যার যথাসর্ব্বস্ব হন সে ইষ্টেই স্থিতিলাভ করে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেটা যার নিয়ামক প্রবৃত্তি,

তার চেহারাও তদনুযায়ী হয়। একেকটা মানুষ বসে আছে দেখা যায় পাখীর মতো, আবার দেখা যায় বেড়ালের মতো, কুকুরের মতো, ঘোড়ার মতো। আবার, আমার মনে হয় সব জীবই যেন একেক ধরনের মানুষ। মূলে সত্য আছে কিনা জানি না, তবে নাম করার সময় নাম-টাম চেহারাশুদ্ধ মনে হয় অমুক লোকটা এই।

প্রফুল্ল—পূর্ব্বজন্মে কে কী ছিল মনে হয় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ-রকম মনে হয়। ওর কোনও মানে নেই, কোন প্রমাণ তো পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে পরশুরামকে বললেন—ইষ্টকে ভালবাসতে হয় সমগ্র সত্তা দিয়ে, ইচ্ছা দিয়ে, আকূতি দিয়ে এবং অচ্যুতভাবে। অবসাদ এলো, রাগ এলো, দুঃখ এলো, উত্তেজনা এলো, কিংবা কেউ কোটী টাকা দিল আর তাঁকে ছেড়ে দিলাম, তা হবে না। ইষ্টার্থকেই নিজের স্বার্থ করে চলতে হবে। তুমি বড়লাট হও, লাটসাহেব হও, রাজা হও বা কুলিই হও, মুটে-মজুর হও, যা' হও, তাতেই তুমি অশেষ তৃপ্তি নিয়ে চলবে। কারণ, তাঁকে নিয়ে তোমার বুকভরা। তাঁর স্বার্থপ্রতিষ্ঠাতেই বিভোর হয়ে সুখে থাকবে।

২৫শে মাঘ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ৮। ২। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে দু'খানি চিঠি লেখালেন।

খেপু,

আমার আগের চিঠি বোধ হয় পেয়েছ, অর্চ্চনার বিবাহের দিন-তারিখ এবং দেনা-পাওয়া সম্বন্ধে সব কথা পাকাপাকি স্থির হয়েছে জেনে সুখী হলাম। পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করি শুভকার্য্য নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হোক।

হরিদাস যে নিমন্ত্রণ-পত্রের মুশাবিদা পাঠিয়েছে আশা করি পেয়েছ। অফিস থেকে লিস্ট যা পাঠান সম্ভব সুরেনকে (শূর) সত্বর পাঠাতে বলেছি, আশা করি সেগুলি শীঘ্রই পাঠাতে পারবে। এখান থেকে কেষ্টদা, সুশীলদা, ভোলানাথদা, যতীনদা ও মন্মথকে (ব্যানার্জি) চিঠি দিয়েছি—তোমাকে সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকারের সাহায্য করতে। আশা করি কেষ্টদা প্রমুখের সঙ্গে তোমার দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা হয়েছে। শরৎদা কৈলাশহর গিয়েছে, এতদিনে তার ফেরার কথা। কারণ, ১১ তারিখে তাকে টাটানগর যেতে হবে। বদ্রীদাসের বাড়ীতে ব'লে রাখলেই শরৎদা এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবে। গোঁসাইদার এদিকে অনেকগুলি ঝামেলা আছে, যাহোক বিবাহ-উপলক্ষে ওখানে যাবার অনিচ্ছা নেই। তাঁর যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হ'লে অন্ততঃ দুদিন আগে টেলিগ্রাম ক'রো।

তোমার শরীর এখন কেমন লিখো। আর সবাই কেমন আছে জানিও।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো ও সকলকে জানিও।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

কল্যাণীয়াসু,

খুকি!

তোমার চিঠি সময়মত পেয়েছি। উক্ত চিঠির পর খেপুর চিঠিতে জানলাম, অর্চ্চনার বিবাহের দিন-তারিখ পাকাপাকি স্থির হয়েছে। শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। এখন পরমপিতার দয়ায় শুভ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেই সোয়াস্তি পাওয়া যায়।

তোমার অসুখের জন্য আমার মনটা সবসময়ই উদ্বিগ্ন থাকে। বিহিত চিকিৎসায় রোগমুক্ত হ'য়ে ওঠ। ইঞ্জেকশন এড়াবার জন্য যদি গণপতি পাঁজার treatment (চিকিৎসা) থেকে বিরত থাক, সেটা সমীচীন হবে ব'লে মনে হয় না। ডাঃ পাঁজা skin disease (চর্ম্ম চিকিৎসা)-এর specialist (বিশেষজ্ঞ)। তাই তাঁকে দিয়ে চিকিৎসা করানই সঙ্গত মনে হয়। কেষ্টদা কলকাতায় আছেন। দরকার হ'লে কেষ্টদাকে খবর দিও। তিনি ডাঃ পাঁজার সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে দেবেন।

তোমাদের কুশল দানে সুখী ক'রো। শান্তুর পরীক্ষার খবর বেরুলো কিনা জানিও। এখানে হরিদাস ও বাদলের বাড়ীর সব ভাল আছে। আমার শরীর ভাল না। আর সব মোটামুটি চলছে।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো এবং আর সকলকে দিও।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

২৭শে মাঘ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ১০।২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুতে উপবিষ্ট।

উমাদা (বাগচী), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ আছেন।

ননীমা বললেন—মানুষের টাকা না থাকলে কিছু হয় না। টাকা না থাকলে সে যেমনই হোক কেউ পোঁছে না তাকে। আবার, টাকাওয়ালা যে, সে যেমনই হোক, তাকে সকলেই খাতির করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা তো তা নয়। আপনবোধে যে ব্যবহার আসে, তা যদি না থাকে, মনোমুগ্ধকর অভ্যাস ও চরিত্র যদি না থাকে, তবে কি ক'রে মানুষ আপন হবে? মানুষকে যদি মানুষ আপন ক'রে নিতে পারে, তারা তো তাকে দেখেই। আমার বাঁচার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবেশের সাহায্যের দরকার। পরিবেশের বাঁচার জন্য যদি আমি তেমন ক'রে সাহায্য না করি, সকলেরই এক রকমে নয়, যার যেমন প্রয়োজন তদনুপাতিক—অবশ্য আমার সাধ্যানুযায়ী—তাহ'লে চলবে কেন? এই দেওয়া-নেওয়ার 'পরেই তো জীবন। মানুষকে আমার ক'রে নিতে হবে আমার ইষ্টানুরঞ্জনী বাস্তব সেবা, সদ্‌ব্যবহার, সদালাপ ও সহানুভূতি দিয়ে।

ননীমা—এক ভগবান পারেন অমন ক'রে, মানুষে তা সম্ভব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান কেউ কম না। তুমি ক'রে দেখ, কেমন হয় না?

ননীমা—আমি অনেক ক'রে দেখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতখানি করেছ, ততখানি পেয়েছ। ক'রে যদি মানুষের কাছে দাবী কর, তবে তোমার উপর প্রত্যেকে দাবী করলে দাঁড়াও কোথায়?

ননীমা—এক আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। আমি হয়তো একজন সামর্থ্যবান লোকের কাছে চাইলেও কিছু পাব না, আবার, আপনি একজন ভিক্ষুকের কাছে কুড়ি টাকা চাইলেই সে যেন-তেন-প্রকারেণ যোগাড় ক'রে দেবে। আপনি চেয়েছেন এই আনন্দেই সে পেরে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রত্নেশ্বরদা খেতে পায় না, আমি চাইলে কুড়ি টাকা এনে দেবে ভিক্ষা ক'রে। তা' আমার বেলায় পারে, অন্যের বেলায় পারে না কেন? তার মানে সেখানে সে প্রেরণা পায় না। তাহ'লে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াল, মানুষকে নিজের ব্যবহার দিয়ে যে যত সন্দীপ্ত ও সক্রিয় অন্তরাসী ক'রে তুলতে পারে, সে-ই ততখানি সম্পদ হয়ে ওঠে তার কাছে। টাকা তো ফুরিয়ে যায়, মানুষ অনন্ত সম্পদের উৎস হ'য়ে র'য়ে যায় মানুষের।

পরে সুশীলদা বললেন—প্রতিলোম সন্তান লেখাপড়ায় ভাল হ'তে পারে, কিন্তু ভক্তিমান হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখাপড়ায়ও ভাল হয় না।

সুশীলদা—অনেকে তো লেখাপড়ায় ভাল হয় দেখি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখাপড়ায় যত ভাল হবে, তত বিচ্ছিন্ন হবে। বিদ্যা দিয়ে ইষ্টকৃষ্টির বিরোধিতা করবে।

২৮শে মাঘ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ১১। ২। ১৯৫১)

আজ যতীশদা (কর), অনিলদা (সরকার), কমলভাই (দে) প্রমুখ এসেছেন কলকাতা থেকে। তাদের সাথে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাবার্ত্তা বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কমলভাইকে বললেন—মানুষের যদি মঙ্গল করতে চাও, তবে তার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পার যাতে তেমনিভাবে চ'লো। তার কাছে যদি হিতকর হ'তে চাও, তার নিয়ন্ত্রণে যদি কোন কাজে আসতে চাও, তবে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে চ'লো। পরস্পরের মধ্যে মেলামেশায় ব্যবধান দরকার উভয়ের বৃদ্ধির জন্য। গাছের যদি ছাল না থাকত, তবে তা উপরের দিকে উঠতে পারত না, নীচের দিকে নেমে যেত। ব্যবধান এমনভাবে রাখতে হবে যাতে খিন্ন না হ'য়ে প্রত্যেকে বৃদ্ধির পথে চলে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে।

জনৈক দাদা কৃপা-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃপা মানে আমি বুঝি ক'রে পাওয়া। তোমার ছেলে হয়েছে, তার জন্য তোমার কিছু করা লাগবে। তুমি কর, পাবে। পাল, থাকবে। কৃপা ইত্যাদি কথার অপব্যাখ্যা হ'য়ে গেছে। তাই জাতি হিসাবে আমরা জাগতে পারছি না। আমরা মহাবীর হনুমানের পূজা করি। কত মন্দিরে-মন্দিরে জয় মহাবীর, জয় মহাবীর করি, কিন্তু আমাদের জীবনে তাকে জীয়ন্ত ক'রে তুলি না। তা' না করলে কি হয়? হনুমান যা' করেছে রামচন্দ্রের জন্য তা' নিজ দায়িত্বে। রামচন্দ্র রাবণকে ক্ষমা করেন তো সে করে না। সে মা-জানকীকে উদ্ধারের পরিকল্পনা করে, ফন্দি আঁটে, কাজেও তা' করে।

উক্ত দাদা—মহাপুরুষেরা তো সীমাবদ্ধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেত্তাপুরুষ পেলে তাঁর পরভাব না জানলেও তাঁকে অনুসরণ করতে-করতে সেটা আমাদের কাছে ফুটে ওঠে। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই। ব্রহ্মকে পেতে হ'লে চাই

ব্রহ্মবিৎকে ধরা। মহাপুরুষেরা হলেন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। এতে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে সংহতি আসে, কৃষ্টি জাগে, কুলসংস্কৃতি ফুটে ওঠে। বংশগত সংস্কারগুলি জাগিয়ে তুলতে হয়। প্রবৃত্তিগুলির সার্থক বিন্যাস হওয়া চাই। সেগুলি সত্তাসঙ্গত হওয়া চাই। ব্যক্তিত্ব ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়া চাই।

ঈশ্বর, আত্মা বা ব্রহ্ম বলতে মানুষ কিছু বোঝে না। মহাপুরুষ যদি আমাদের কাছে জীবনস্বরূপ হয়ে ওঠেন, তাহলেই মূল তত্ত্ব আমরা জানতে পারি। জীবনের পথেই পরম কারণকে উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর গুণকে বোধের মধ্যে আনতে গেলে রূপ চাই, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ চাই।

আমাদের জীবনের কেন্দ্রায়নী বিন্দুই হচ্ছেন ইষ্ট। আমার চলা, চাউনি, হাসি, দাঁড়ান সব-কিছু হওয়া চাই ইষ্টার্থপোষণী। তখন সবই সার্থক হ'য়ে ওঠে। এই আগ্রহ যত বাড়ে তত সব-কিছু বিকশিত হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞান চৌধুরীদাকে বললেন—আমার যদি সুখ-তৃপ্তি ব'লে কিছু থাকে সে তোমাদের ভাল থাকায়, বড় হওয়ায়। নচেৎ আমার জীবনের দাম কী আছে?

জ্ঞানদা—অমঙ্গল চিন্তা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, মৃত্যুভয় এলে সে-ব্যাধির উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠবে, ততই নিজের শক্তি বেড়ে যাবে। বল, আয়ু, আরোগ্য উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে। সঙ্কল্প আসা চাই আমার বাঁচাই লাগবে, অনেক কিছু করা লাগবে তাঁরই জন্য। এই আগ্রহই সব ঠেলে বাড়িয়ে তুলবে।

যতীনদা নূতন মাইক এনেছেন। সেই মাইকে অনেকগুলি বাণী প্রফুল্ল পড়ে শোনাল। কমলভাই দুটি গান গাইলেন।

২৯শে মাঘ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১২। ২। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট।

যতীনদা (দাস) তপোবন বিদ্যালয় সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাস্টার যাদের নেবেন, তাদের খুব দেখেশুনে নেবেন। মাস্টাররা কোথায় থাকবে সেটা বড়খোকার সঙ্গে আলোচনা ক'রে ঠিক ক'রে নেবেন। তপোবনের জন্য collection (সংগ্রহ) করা চলে, তবে আপনার এক হাতে ব্যাপারটা রাখতে হবে। বহু হাতে গিয়ে মানুষ যদি ঐ অজুহাতে exploited (শোষিত) হয়, সে আমাদেরই লোকসান।

মেয়েদের পড়াবার ব্যবস্থা পরে বুদ্ধি ক'রে করবেন। আপাততঃ ছেলেদেরটা করবেন।

হাউজারম্যানদার সঙ্গে কথাচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ খারাপ থাকে, কিন্তু যখনই একটা ভাল মানুষকে তার মিষ্টি লাগে, তখনই আস্তে-আস্তে তার পরিবর্ত্তন আসে।

একটা বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদাকে বললেন—এখন থেকে খুব নজর দেবেন যাতে সংহতি খুব জোরদার হয়, কেউ যেন তার মধ্যে দাঁত বসাতে না পারে। যার যে দোষ থাক বা না থাক, প্রধান জিনিস হ'ল 'England ! with all thy faults I love thee (ইংলণ্ড ! তোমার সব দোষ সত্ত্বেও আমি তোমাকে ভালবাসি।) নিজের ব্যবহারটা হওয়া চাই মনোমুগ্ধকর। মানুষগুলি যেন আপনাকে আপন ক'রে বোধ করে। অনিল সরকারের গালে আপনি যদি একটা চড়ও মারেন অনিল সরকার মনে করবে আমার নিজের হাত দিয়েই নিজের গালে মেরেছি।—এই হওয়া চাই first consideration (প্রথম বিবেচনা)। বড়খোকাকে আগে মাঝে-মাঝে আমি মারতাম, সে তখনই আমাকে পাখা দিয়ে হাওয়া করত। ওর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ওকে কেউ সমর্থন করতে গেলে আমি ধমক দিতাম। আমি বরং আরো ওর উপর দোষ আরোপ করতাম। আর ও বলতো, হ্যাঁ, তাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে।

জ্ঞানদা (চক্রবর্ত্তী) চুনীদা, (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), উমাদা (বাগচী), মায়া মাসীমা, জুঁই মা, হেমপ্রভা মা, সুশীলাদি প্রমুখ অনেকে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—আগের কালে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সবটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না জানলেও custom (প্রথা) গুলি মেনে চলত—তার সুফল যা' ফলতই। সতীত্ব জিনিসটার খুব মূল্য ছিল। স্ত্রী স্বামীকে মনে করত তার স্বার্থ। ঐ সশ্রদ্ধভাবের দরুন ভাল-ভাল সন্তানের জন্ম হ'ত।

আমাদের দেশে ব্রাহ্মসমাজের যুগ থেকে ধীরে-ধীরে প্রতিলোম শুরু হয়েছে। এর ফল ভাল নয়। আজ আমাদের দেশে উপযুক্ত মানুষ মেলে না। শুধু আমাদের দেশে নয়, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশে সতীত্ব যত অনাদৃত হচ্ছে, বিবাহ-বিচ্ছেদ যত বেড়ে যাচ্ছে, ততই মানুষের অভাব হচ্ছে। বড় প্রতিভা পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের দেশের লোকেরাই এ-কথা বলছে। মেয়ে যদি মনে করে যে, বিবাহ-সম্বন্ধ ছেদ্য, তবে তার মধ্যে সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি থাকে না। বাঁচায় তো মেয়েছেলেরা। ওরা জন্ম দেয়, খাওয়ায়-দাওয়ায়, গু ফেলায়, যা-কিছু করে ওরা। ওদের কোলে থেকে

এম-এ, পিএইচ-ডি যা' কিছু হয়। আজ যেখানে ছুটে চলেছি সেখানে বৌ, মেয়ে, ঘর-সংসার, আপনজন কৃষ্টি—কিছু বলতে কিছু থাকবে না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাংলার উপর পরমপিতার দয়া অঢেল। এদিকে বারবার বড়-বড় মহাপুরুষের আবির্ভাব হচ্ছে, তিনিই দয়া ক'রে দিচ্ছেন। অন্যদিকেও আছে, কিন্তু ইদানীং এদিকেই বেশী। রামকৃষ্ণদেবের কথা স্মরণ ক'রেই বলছি—এঁদের দিয়ে তিনি ভারতকে ও জগৎকে জাগিয়ে রাখছেন।

প্রতিভা এমনি-এমনি গজায় না। এর পিছনে উপযুক্ত custom (প্রথা) ও instinct (সংস্কার) দুটোই চাই। আমরা তাঁকে বিধাতা কই। বিধাতা ক'য়েও যদি যা-তা ক'রে চ'লে ভাল ফল পেতে চাই, তা হবে না। একটা crystal (স্ফটিক) যদি পেতে চাই তার বিধি অনুসরণ ক'রে পেতে হবে। এখানে পাথর গজাচ্ছে স্বাভাবিকভাবে। বাংলায় তা তো হয় না। তার মানে এখানে এমন একটা পরিবেশ আছে, যার ভিতর দিয়ে এখানে পাথর জন্মানটা স্বাভাবিক হচ্ছে।

জ্ঞানদা বর্ণাশ্রমের ভিত্তি সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমগাছ কাঁঠালগাছ হয়নি। কাঁঠালগাছ আমগাছ হয়নি। সজনেগাছে গোলাপ ফোটেনি। লাল, সাদা, হলদে গোলাপ গাছে তাই ফোটে, অন্যটা ফোটে না। প্রত্যেকটারই বৈশিষ্ট্য আছে। তাই বিয়েও দিতে হয় বৈশিষ্ট্যের অনুপূরক ক'রে। পরস্পরের কুলসংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গতি দেখে বিয়ে দিতে হয়। তাতে অঙ্কুরণ হয় ভাল। আমাদের প্রচার না থাকায় মানুষ বুঝতে পারছে না, বিভ্রান্ত হচ্ছে। তাই যোগ্যতা লাভের বুদ্ধি গজাচ্ছে না। না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি হচ্ছে। ঠাকুরের কাছে পাঁচ পয়সার চিনি দিয়ে পঞ্চাশহাজার টাকা চাই। আমাদের অনুলোম বিবাহটা উঠে যাওয়া ভাল হয়নি। এতে সমাজের বিস্তার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এখন হিন্দুর মেয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে।

এখন পারিবারিক যাজন চাই। জীবনীয় প্রথাগুলি মানা চাই। লোকগুলিকে দীক্ষার ভিতর-দিয়ে একাদর্শে সংহত ক'রে তোলা লাগে। পূর্ব্বাপূরক বর্ত্তমান পুরুষোত্তমকে মানা যদি থাকে, তাহলে হাজার দল থাকলেও সংহতি থাকে। পূর্ব্বতনকে যদি মানতাম, বর্ত্তমানের মধ্যে যদি তাঁকে নিরীক্ষণ করতাম তবে এটা হ'ত। যেমন চৈতন্যদেবের মধ্যে অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করেছে। হনুমান যেমন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে রামচন্দ্রকে উপলব্ধি করেছেন। আমি পঞ্চবর্হি এবং সপ্তার্চ্চির কথা বলি, ওতে ঐক্য ও সংহতি আপনি আসে। প্রত্যেক মহাপুরুষ পূর্ব্বতনকে মেনেছেন। সে-জিনিসটা আজ আবার প্রবর্ত্তন করতে হয়। পূর্ব্বতনকে যেমন মানতে হয়, তেমনি পূর্ব্বাপূরক

বর্ত্তমানকে মানতে হয়।

জ্ঞানদা—বর্ণাশ্রমে গণতন্ত্র কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই তো প্রকৃত গণতন্ত্র। প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চলবে, করবে এবং প্রত্যেকেরই সম্মান আছে। প্রত্যেকের বৃত্তি নির্ব্বাচিত হবে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। কোন লোকই এখানে উপেক্ষিত হয় না।

জ্ঞানদা—বর্ণাশ্রমের মধ্যেই ভেদ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার আর আমার চেহারা একরকম নয়। তোমার কটা ছেলেমেয়ে একরকম নয়—এক বাপ-মায়ের থেকে এসেও। ভেদ আছে ব'লেই তুমি আমি আলাদা আছি। দুজনকে পুরোপুরি একরকম করতে গেলে একজনের অস্তিত্ব লোপ করা লাগে। দুটো ত্রিভুজ সম্পূর্ণ একরকম হলে দুটো ত্রিভুজ থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—বর্ণাশ্রম যদি থাকে তাহলে কোন একটা লোকই মনে করতে পারে না যে, আমার কেউ নেই। প্রত্যেকে মনে করে আমার পিছনে এতবড় একটা সাত্ত্বিক সংস্থিতি র'য়ে গেছে। আমার চোখের একফোঁটা জলে কোটি-কোটি মানুষের বুকে বজ্র হেনে দেবে, সকলের মাথায় টনক ন'ড়ে যাবে।

১লা ফাল্গুন, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ১৩। ২। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

যতীনদা (দাস), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ আছেন।

ধ্যান সম্পর্কে কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যে ধ্যান করি তাতে যদি এই ভাবে চিন্তা করি—কী করেছি, কী করিনি, কী করতে হবে, ইষ্ট কী বলেছেন করতে, কার কাছে যাব, কিভাবে করব, কোন্ প্রবৃত্তির দরুন কাজে অসুবিধা হচ্ছে। এই-ভাবে সবগুলি যদি adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে concentric (সুকেন্দ্রিক) ক'রে তোলা যায় এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা যায়, তবে জবর জিনিস হয়। এর ভিতর সবগুলি প্রবৃত্তিও খেলা করতে থাকে এবং ইষ্টানুগ চিন্তার মধ্য-দিয়ে একটা meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হ'তে থাকে। এই হ'ল সহজ পন্থা। এই সঙ্গে জপ করতে হয় অর্থভাবনার সঙ্গে। এর ভিতর-দিয়ে brain (মস্তিষ্ক) sensitive (সাড়াপ্রবণ), receptive (গ্রহণক্ষম), keen (তীক্ষ্ন) ও sharp (ধারাল) হ'য়ে ওঠে। Habits-behaviour-ও (অভ্যাস-ব্যবহারও) adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হতে থাকে। চরিত্র উদ্গতিমুখী রূপ নেয়।

এরপর অনিলদা (সরকার) আসলেন। তিনি বললেন—জ্ঞানদা আমাকে খুব ভালবাসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল যে বাসে এইটেই ভাল কথা। এর মধ্য-দিয়েই উপকার হয়। ইষ্টপ্রাণ কাউকে ভালবাসলে তার ভিতর-দিয়েও অনেকখানি হয়। আর, মানুষকে যে ভালবাসাতে পারিস, এটাও কম কথা নয়, এতেও বোঝা যায় তোর কিছু হয়েছে।

যতীনদা একজনের কথা বলছিলেন, তাকে নানাজন নানাভাবে utilise করে (কাজে লাগায়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা দুর্ব্বল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ।

হাউজারম্যানদার কলকাতা যাবার জন্য পঞ্জিকা দেখা হচ্ছিল।

হাউজারম্যানদা—রাশি জিনিসটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই বৃত্তির সঙ্গে জড়িত। যখন মানুষের জন্ম হয়, তখন যে রাশি rising (উত্থানশীল) থাকে, সেই রাশির সঙ্গে তুমিও rise কর (উত্থিত হও)। অন্যান্য রাশির influence-ও (প্রভাবও) আবার সেই রাশির উপর পড়ে। Complex (বৃত্তি) গুলিও সেইভাবে influenced (প্রভাবিত) হ'তে থাকে।

অনিলদা—সদগুরু লাভ করলে গ্রহদোষ নাকি খণ্ডন হয়, সে কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন তাঁর চলন-অনুযায়ী তোমার চলন হবে, যদি সুকেন্দ্রিক হও। এতে অনেক রদবদল হ'য়ে যেতে পারে। সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে যদি গ্রহ নক্ষত্র ঘোরে, তা যেমন সূর্য্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়, সূর্য্য আবার যাকে কেন্দ্র ক'রে ঘোরে তার দ্বারা আবার সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র প্রভাবিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর নতুন তাঁবুতে হাউজারম্যানদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কি ভারত, কি পাশ্চাত্য, সর্বত্র বিশেষ মানুষ জন্মাচ্ছে কমই, যেন যবনিকা পড়ে গেছে। পুরুষের নেই Ideal centric attitude (ইষ্টানুগ ভাব), স্ত্রীলোকের নেই concentric chastity (সুকেন্দ্রিক সতীত্ব)। ঐ মানসিকতার ছাপ নিয়েই তো ছেলেপিলে জন্মায়, ভাল হবে কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর অনিলদা ও যতীনদাকে বললেন—মানুষ তৈরী করা মানে মানুষকে শ্রদ্ধান্বিত ক'রে তোলা। আর, শ্রদ্ধা-অনুযায়ী তাকে কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা। কেউ আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে যাবার পর তাকে অনুসরণ করা লাগে। হয়তো বললে, ঠাকুর ঐ কথাটা যে বললেন খুব ভাল লাগল। এই ব'লে সুরু করার কথা বলছি, এইজন্য যে, তার কাছে যা' ভাল লেগেছে, যা' ভাল ব'লে মনে হয়েছে, সে তখন সেইগুলির কথাই বলবে স্বভাবতঃ। আর, তার মধ্যে নেতিবাচক ভাব থাকলে সেটাও

শোধরান যাবে এবং এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে তার গভীরতা বুঝতে হয়। তার ধারণায় যেখানে ফাঁক আছে, সেগুলি ঠিক ক'রে দিতে হয়। যেখানে দরকার হয়, আবার আমার কাছ থেকে শুনে নিতে হয়। কাউকে অনুধাবন করতে গেলে খুব accurate (সঠিক) হওয়া চাই। কাকে কোথায় কী কথা বলব ঠিক থাকা চাই। মানুষগুলিকে খুব আবেগ-উচ্ছল ক'রে কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে balanced ও adjusted (সাম্যদীপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত) ক'রে চলতে হয়। তাতে উদ্দীপনা ও আনন্দটা সার্থক হয়। ভাললাগা নিয়ে অনুসরণ এগিয়ে যায়। হাউজারম্যান দীক্ষা নেবার পর এত স্ফূর্ত্তিতে ছিল যে সে বলত আমি যেন বাতাসের উপর ভাসছি।

২রা ফাল্গুন, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ১৪।২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে বসে পূজনীয়া পিসিমার কাছে চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু

খুকি!

তোমার চিঠি পেলাম। বড়বৌ-এর চিঠিতে এখানকার খবর মোটামুটি জানতে পারবে।

তোমার চর্ম্মরোগ অন্য চিকিৎসায় সারছে না, অথচ ইঞ্জেকশনের ভয়ে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করতে সাহস পাচ্ছ না—এতে তো রোগ পুষে রাখাই হবে। তুমি তো সবই বোঝ, রোগ যদি এইভাবে বেড়ে যায়, নিজেকেই তো কষ্ট পেতে হবে, সে কি ভাল?

সুধাংশু অর্চ্চনার বিয়ের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছে জেনে সুখী হলাম। আমি এদিক থেকে কেষ্টদা, সুশীলদা, যতীনদা, ভোলানাথদা, মন্মথ ব্যানার্জী সকলের কাছেই লিখেছি বিবাহ ব্যাপারে খেপুকে যেমন-যেমন প্রয়োজন সাহায্য করতে। যতীনদা এখানে এসেছিল, তাকে মুখেও ব'লে দিয়েছি। আশা করি পরমপিতার দয়ায় সকলের সহযোগিতায় নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সমাধা হ'তে অসুবিধা হবে না। তোমাদের কুশল লিখো।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
দাদা

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে।

জ্ঞানদা (চৌধুরী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), প্যারীদা (নন্দী), কাশীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ উপস্থিত।

ইষ্টভৃতি-সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

জ্ঞানদা—ইষ্টভৃতি যে মানুষ করবে, তার পিছনে একটা বিশ্বাস চাই তো !

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা না। তাঁকে দেব, এই সুকেন্দ্রিক আকূতিতে যা' হবার তা' হবে। যাঁতে সুকেন্দ্রিক হ'ব, অর্জ্জন করব যাঁর জন্য, আমার adjustment (নিয়ন্ত্রণ) তেমন হবে। আমার বন্ধু-বান্ধব, ছেলে-বৌ, আত্মীয়-স্বজন, টাকা-পয়সা, প্রবৃত্তি, ঘর-সংসার যাবতীয় যা-কিছুর তদনুপাতিক meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হ'তে থাকবে। আমার যা-কিছু দিয়ে তাঁকে fulfil (পূরণ) করব। তিনিই সর্ব্বাগ্রে, আমিও সেখানে তলিয়ে গেছি। আমার খাবার আগে তাঁকে নিবেদন মানে আমি আমার জগৎ নিয়ে তাঁকে মুখ্য ক'রে চলছি। দৈনন্দিন ঐ করার ফলে এমন শক্তি সঞ্চিত হ'তে থাকে যে, বিশেষ বিপদ-আপদের মুহূর্ত্তে তাঁর প্রভাবে সহজেই আমরা বিপদ উত্তীর্ণ হ'তে পারি। ইষ্টানুগ চলনে আয়ুর অপব্যয় হয় কম। তাই মূল সম্ভাব্যতার পূর্ণ সুযোগটা পাওয়া যায়।

৩রা ফাল্গুন, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১৫।২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নূতন তাঁবুতে।

শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), জ্ঞানদা (চৌধুরী), কমলদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ আছেন।

জ্ঞানদা—মেয়েদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও ভাল না। তবে আমি হ'লে এটুকু করতাম যে, বিবাহিতা হ'লেও স্বামীকুলে যদি কোন সঙ্গতি না থাকে কিংবা যদি বিধবা হয় এবং সে মেয়ে যদি সদ্‌ভাবে চলে তবে পিতৃসম্পত্তি থেকে ভরণ-পোষণ পাবে—সেই সম্পত্তির সঙ্গতিমাফিক। সম্পত্তির উপর মেয়েদের স্বাভাবিকভাবে অধিকার থাকলে সে-মেয়ে যদি কোন অস্থানে বিয়ে করে তবে তারা হয়তো তখন-তখনই এসে বাড়ীর উপর ঝাণ্ডা গাড়বে। তাদের হয়তো culture (কৃষ্টি)-ই অন্যরকম। তারা এসে এদের culture (কৃষ্টি)-কেও বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে। এটার একটা ধ্বংসাত্মক ফল হবে। গোড়ায় যেটা বললাম ওটার একটা সংহতিমুখী ফল হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মহাপুরুষ মানে fulfiller the great (মহান

পরিপূরক), আর পুরুষোত্তম মানে fulfiller the best (সর্ব্বোত্তম পরিপূরক)। মহাপুরুষের পূরয়মাণ হওয়া চাই। তাঁর জীবনবৃদ্ধির বিভিন্ন দিক পরিপূরণ করা চাই। যে মহাপুরুষ নয়, তাকে মহাপুরুষ ব'লে ধরলে ক্ষতি হয়।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সত্তার সক্রিয় প্রয়াস থেকেই সম্পত্তি অর্জিত হয়। সম্পত্তিকে বাদ দিয়ে দিলে মানুষের সত্তা ক্ষুণ্ণ হয়।

প্রফুল্ল—জনক বলেছেন, 'মিথিলায়াং প্রনষ্টায়াং ন মে নশ্যতি কিঞ্চন।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যদি সুকেন্দ্রিক থাকে তবে তার সম্পত্তি গেলেও কিছু হয় না। সম্পত্তি গেলে সে আবার তা' সৃষ্টি ক'রে নিতে পারে। যেমন চুল কেটে ফেললে এমন কিছু যায়-আসে না, তা' দেখতে-দেখতে আবার গজিয়ে ওঠে।

জ্ঞানদা—আপনি বলেছেন, সত্তার শক্তি থেকে সম্পত্তি,—এর মধ্যে মানুষের ভাগ্য বলে কিছু আছে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাগ্য যাকে বলি, সেও তো সত্তার ভজনের সঙ্গে জড়িত।

কথাচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড়কে ছোট ক'রে তোলার কথা আমি ভাবি না। বরং যারা বড় আছে তাদের ঐ আওতায় ফেলে ছোটগুলোকে বড় ক'রে তুলতে যাতে পারি, সেই চেষ্টাই করব। যারা বড় আছে, তাদের যদি নষ্ট ক'রে দিই তবে তাদেরও পাব না।

জ্ঞানদা—বর্ত্তমান অবস্থায় খানিকটা নড়চড় না করলে পারা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের বর্ণাশ্রমের বিধানই এমন যে কাউকে বাদ দিয়ে কারুর পারার জো নেই। প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেক বর্ণকে প্রয়োজন আছে। এই পারস্পরিকতার ভাবটা গ'ড়ে তোলাই বড় কাজ।

জ্ঞানদা—আপনি যে-বর্ণাশ্রমের কথা বলছেন, তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা হলো Indo-Aryan socialistic adjustment (আর্য-ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক বিন্যাস)।

কথায়-কথায় জ্ঞানদা বললেন—কালিদাস রায় আপনার একটা প্রশস্তি লিখেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বন্দনাগীতি কেউ লিখুক বা আমার নামে একটা মন্দির স্থাপনা করুক—এ-কথা আমার মনে কখনও উঁকিও মারে না। কিন্তু মনে একটা প্রবল লালসা যে আমরা কী ছিলাম, কী হতে হবে, তার একটা জীয়ন্ত পরিবেশন হোক। মানুষ তা' বুঝুক, জানুক, সেইভাবে চলুক। আবার দাঁড়াক। সবাই সংহত হোক, উন্নত হোক, কৃতী হোক—যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হয়ে কেন্দ্রায়িত জীবন নিয়ে। তারা হাসিমুখে দুইদিন বেঁচে থাক। দুনিয়ায় খাঁকতি ব'লে যেন কিছু না থাকে। সবদিক দিয়ে flooded

(প্লাবিত) হ'য়ে উঠুক। আর, ভারতে প্রথমটা এমন হ'লে সারা দুনিয়ায় এটা চারিয়ে যেতে দেরী লাগবে না। আমাদের ভারতীয় জীবনধারা যদি বাস্তব সব সমস্যার সমাধান সহ আবার গজিয়ে ওঠে, তাহলেই হয়।

জ্ঞানদা—আপনার ভাবধারা চারাবার জন্য একটা রাজনৈতিক মঞ্চের দরকার নয় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজনৈতিক মঞ্চ আমি চাই না। আমি চাই মানুষের হৃদয়-মঞ্চ। এই ভাবধারা যদি মানুষের হৃদয়মঞ্চে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তার ফলে যা' হবার স্বতঃই হবে। ওকেই বলে politics (রাজনীতি)। রাজনীতি বলতে বুঝি যা'তে বাঁচা-বাড়ার আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত হয়। তোমরা কেউ প্রেসিডেণ্ট হও, এ বুদ্ধি নিয়ে আমি কিছু করতে চাই না। তুমি হয়তো প্রেসিডেণ্ট হ'তে পার, কিন্তু যদি হও এরই প্রতীক হ'য়ে ওঠো। তোমরা কেউ গুরু হয়ে ওঠ বা রাষ্ট্রগুরু হও সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু গুরু-অনুচর্য্যাই যেন তোমার কাছে গুরুত্ব লাভ করে। আর, তা' ধর্ম্মদভাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীন মুখার্জীদাকে বললেন—আমাদের প্রধান জিনিস দীক্ষা। দীক্ষা নিলেই যে তখন-তখন মানুষ দেবতা হ'য়ে যায় তা' নয়। কিন্তু মানুষগুলি মিলিত হয়, সংহত হয়, পরস্পর স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে। সারা ভারত যদি একানুবর্ত্তিতায় সংহত থাকত তাহলে যে কী হ'ত বলা যায় না। আর, এই ভিত্তিতে যদি তা' হ'ত তাহলে রাশিয়া, আমেরিকা এবং অন্য সবাই নিজেদের স্বার্থ বজায় রেখেই এবং নিজেদের স্বার্থের জন্যই ভারতের সঙ্গে সঙ্গত হ'য়ে উঠত।

একজন সৎসঙ্গীর সঙ্গে আর একজন সৎসঙ্গীর হঠাৎ পরিচয় হ'লে প্রত্যেকেই কতখানি উল্লসিত হয়, যেন নিজের বাড়ীর লোক। পরস্পর পরস্পরের কাছে স্বতঃই সহায়ক হ'তে চায়। একেবারে যে নচ্ছার তার মধ্যেও এই বুদ্ধি জাগে। দুইজন ঝগড়া করে, মারামারি করে আবার পাঁচ মিনিট পরে গিয়ে হয়তো মিঠাই কিনে খায়, হাসে, গল্প করে। উভয়েই উভয়ের ত্রুটি স্বীকার করে। এক দীক্ষাসূত্রের ভিতর-দিয়েই এটা হতে পারে।

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১৬।২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও সুশীলদা (বসু) আসলেন কোলকাতা থেকে বর্দ্ধমান হয়ে নবাবনগর ক্যাম্প দেখে। ওঁরা বললেন—জায়গাটা অন্যথা ভাল, কিন্তু যাতায়াতের পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায়। বাইরে খুব হাওয়া বইছে।

পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), মণীন্দ্রদা (বসু) প্রমুখ আছেন।

মণীন্দ্রদা—জড় আর চেতনে পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই চৈতন্য, না হয় সবই জড়। জড়ের মধ্যেও চৈতন্য আছে, আমরা বোধ করতে পারি আর না পারি। সবই একটা মূল কারণের পরিণতি। তাই-ই বিবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে নানারকমের ভিতর-দিয়ে চলে। জড় মানে স্বল্পচেতন। মানুষ যত আত্মকেন্দ্রিক হয়, ততই স্বল্পচেতা কয় তাকে। ঐভাবে মানুষের জড়ত্বের দিকে পরিণতি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর মণীন্দ্রদাকে বললেন—কুলীনকে ঠিক রাখা লাগে। কুলীনের সংখ্যা বাড়ান লাগে। কুলীন কায়স্থ যদি ঠিক থাকে, তবে ব্রাহ্মণ ও আর সবাইকে বাঁচাতে পারে।

মণীন্দ্রদা—আজকাল কায়স্থদের অনেকে মন্ত্রপাঠের সময় দাস কথা ব্যবহার করতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দাস এসেছে দা-ধাতু থেকে। দা-ধাতু মানে দান। যে নিজেকে আদর্শ ও কৃষ্টির কাছে সমর্পণ করেছে, সেই হলো দাস।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু) প্রমুখ এসে বসলেন। একটা বাণী পড়া হ'ল। তারপর কেষ্টদা বললেন—যাকে আপনি ঈশ্বর বলেছেন, তাকে ওরা (বৈজ্ঞানিকরা) বলবে বিধি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিধি তো চলে না। বস্তু বা সত্তার চলনকেই বিধি কয়। আর, শুধু বিধিবিৎ হ'লে হবে না, বিধিমাফিক চলা চাই।

একটা লেখা পড়া হচ্ছিল—সতীত্বকে পূজার্হ ক'রে তোল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ সত্যিকার সৎ যারা তাদের position (মর্য্যাদা) যেন inferior (হীন)। আর, অসৎ যারা তারাই যেন বাজার মাত ক'রে আছে। কিন্তু যারা সত্যিকার ভাল, তাদেরই মান্য দেওয়া উচিত।

৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ১৭।২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে ব'সে আছেন।

কেষ্টদার সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীটের বাড়ী সম্বন্ধে বললেন—বাড়ীটা বাণী এবং

বিভিন্ন মহাপুরুষদের ফটো দিয়ে এমন ক'রে সাজান লাগে যে বাড়ীটা ঘুরে দেখলেই যেন পুরো যাজন হ'য়ে যায়।

বারিপদায় সৎসঙ্গ শাখা হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বারিপদা সৎসঙ্গ বিহার নাম দিলে হয়।

কেষ্টদা বললেন—বর্দ্ধমানে প্রায় পাঁচশ সৎসঙ্গী হয়েছে। আমি, জ্ঞানদা ওদের বলেছি, কাউকে ধ'রে জমি নিয়ে একটা শাখা গ'ড়ে তুলতে। সংখ্যা বেশী হ'ল, অথচ পরস্পর মিলিত হওয়ার যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে, তবে ভাঙ্গন ধরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল কথা হল, ওখানকার প্রধান কর্ম্মী, তার উপরই সবকিছু নির্ভর করে।

কেষ্টদা—ব্রজগোপালদা আপনার একখানি জীবনী লিখেছেন, তার নাম দিয়েছেন শ্রীঅনুকূলচন্দ্র। কিন্তু শ্রীশ্রী না দেওয়ায় সৎসঙ্গীদের মনে লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা শ্রী না দিলেও ক্ষতি ছিল না, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র নাম দিলেই চলত।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে।

মায়েদের মধ্যে বচসা চলছিল।

প্রসঙ্গত শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পোষণ শুধু একভাবে হয় না। পোষণের বুদ্ধি থাকলে কথাও বেরোয় তেমনি, চলনও হয় তেমনি, চরিত্রও হয় তেমনি, বুদ্ধিও হয় তেমনি। আর, শোষণের বুদ্ধি থাকলে রকম হয় 'ফেল কড়ি, মাখ তেল, তুমি কি আমার পর?'

৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ১৮।২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)-কে বললেন—এতই দীক্ষিত ক'রে ফেলতে হয় যে, হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশনে আপনারা গেলে যেন এমন জনসমাবেশ হয় যে লোকে স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। বড় নেতা প্রমুখ আসলে যেমন জনসমাবেশ হয়, তাও যেন ছাপিয়ে যায়। এতে একেবারে বিপ্লব লেগে যায়।

একটু পরে বললেন—একটা দল সৃষ্টি করতে হয় যারা নিয়মিতভাবে বিশিষ্ট উকিল, ব্যারিস্টার, প্রফেসর, মন্ত্রী, ব্যবসায়ী, লেখক, সাংবাদিক প্রমুখের কাছে যাবেই। তিন থেকে পাঁচজন হলেই হয়। তারা আবার সেইরকম হওয়া চাই। চুনীর মতো হলেই

হয়। চুনী আবার একটু slow (ঢিলে) আছে।

কেষ্টদা—ও sweet (মিষ্টি) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sweet (মিষ্টি) আবার agile (তরতরে) হওয়া চাই। Sweet but slow (মিষ্টি কিন্তু শ্লথ) হ'লে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—পানাগড়ের কাঁকসা ক্যাম্প যদি সুশীলদা যোগাড় করতে পারে তাহলে খানচারেক বাস রাখলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে। তিনি কেষ্টদাকে বললেন—আমার একটা দরবিগলিত মমতা ছিল। তাতে হয়তো মমতায় একেবারে ভেসে যেতাম। চারিদিক থেকে কোপ খেয়ে অনেকটা সচেতন হয়েছি। মনে হয়, অত্যাচার ক'রে উপকার করেছে। আমি কিন্তু ছোটবেলা থেকে অসম্ভব অত্যাচারিত। সহানুভূতির আগ্রহ নিয়ে আমার সামনে বিশিষ্ট কেউ দাঁড়িয়েছে কিনা—আমার সব ক্ষমা ক'রে, সহ্য ক'রে, আমার মনে পড়ে না।

আমি যদি ভালবাসি মানুষকে, ভালইবাসি। কিছুতেই তা' যায় না। আর, করেছিও মানুষের জন্য প্রাণপণ। মানুষ যতই অত্যাচার করুক, আমার মমতা কিছুতেই যায় না। মিথ্যামিথ্যি অত্যাচার করেছে অনেকে।

প্রীতির একটা লক্ষণই হল স্বতঃস্ফূর্ত্ত সেবাসম্ভূত অনুসন্ধিৎসা নিয়ে অনুচর্য্যা। আর, সেবার মধ্যেই আছে পরিপূরণ, পরিরক্ষণ ও পরিপোষণ। এর সবগুলির মধ্যেই আছে পোষণ। তা' না থাকলে আর ক'টা আসে না। পোষণ করে, পোষণ দিয়ে তৃপ্তি লাভ। শুধু খাইয়ে বা দিয়ে বা কথায় পোষণ হয় না। একটা স্বাভাবিক সুসংবদ্ধতা আছে পূরণ, পোষণ, রক্ষণে। সে ব'সে থেকেও হয়। কথাও তেমনি বেরোয়, কষ্ট-দুঃখ যাতে না পায় তার ব্যবস্থা আপনি আপনি আসে।

মা আমার কাছে মাসে মাসে তিনশ টাকা চেয়েছিলেন, আমি অফিসকে বলেছিলাম দেবার কথা। দিল না সব। মার কেমন বুদ্ধি, ঐভাবে নিয়ে সোয়াস্তি পেতেন না। ঐ জন্য কলকাতায় যেতেন বারেবারে। কিন্তু কথা হ'ল, অফিসে যারা ঢুকলো তাদের এ চেষ্টা থাকল না যে আমি যেটা কইলাম তা ঠিক রেখে অন্য যা-কিছু করা উচিত।

কত লাখ-লাখ টাকা খরচ করছেন কিন্তু আমি জীবনে পাঁচ হাজার টাকা একসঙ্গে দেখেছি ব'লে মনে হয় না। দেখার ইচ্ছাও হয় না। টাকা ছুঁতেই ইচ্ছা হয় না। কদাচিৎ টাকা ছুঁয়েছি আমি। টাকা প'ড়ে থাকলেও হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছা করে না।

কেষ্টদা—মাঝে-মাঝে দেবার জন্য ছুঁতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ঐ। মাকে দিতাম আর বড়বৌকেও কয়েকবার কনফারেন্সের সময় দিয়েছিলাম কোরচে ক'রে—যখন শুনলাম বড়খোকারা ফ্যান-ট্যান খেয়ে থাকে। নিজে আমি হতদরিদ্র, দারিদ্র্যযোগ আছে ব'লে আমার।

কেষ্টদা—বলে তো জ্যোতিষীরা তাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজও পর্য্যন্ত আমার একখানা ঘর হয়নি। শুলাম কোথায়? অপ্তিকায়ন হয়েছিল, ওখানে দিন কয়েক ছিলাম। ছালা যেন আমার সাথে-সাথে এসেছে। দোতলা টিনের ঘর ছিল, ছেঁড়া কাঁথা, ছালা-টালা টানায়ে দিত, বারান্দায় থাকতাম।

কেষ্টদা ধ্যান সম্বন্ধে বললেন—এর মধ্যে শুধু রূপ বর্ণনা আছে, দেখতে পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন, আমি ব্যাটাছেলে, কোন মেয়ের পরে টান পড়ল। যেমন বিল্ব-মঙ্গলের চিন্তামণি। পূরণ, পোষণ, রক্ষণ, প্রীতকরণ, সব-কিছুর মধ্য-দিয়ে ঐ চিন্তা চলে। মনে ঐ ভাবনাই লেগে থাকে। সবটার মধ্য-দিয়ে ঐ বুদ্ধিই আঁটে। ওকেই কয় ধ্যান। জপ করছি, তা' কোথায়, কি ক'রে অর্থান্বিত হ'ল, সে অর্থ সার্থক হ'ল কোথায়, কিভাবে, এই নিয়ে হয় তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। রূপের চিন্তা সাথে সাথে আসে, ভক্তি না আসলে ওসব আসা কঠিন।

কেষ্টদা—প্রতীক উপাসনা, প্রতিমাপূজা দুই রকমের আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এই চাদরখানা যদি আপনার কাছে থাকে, আপনি যদি আমাকে ভালবাসেন, চাদরখানা আপনি পঁচিশবার শুঁকবেন—চাদর গায়ে দিয়ে আমি কী করতাম, ভাববেন। পূর্ব্বে ব্যক্তিগত সংস্রব না থাকলে এমনতর প্রতীকে সবসময় পুরো ফল হয় না।

৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২০।২। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রবোধদা (মিত্র) প্রমুখ উপস্থিত।

কেষ্টদা—ইষ্টপ্রাণতার থেকে নাকি জনিয়ামক আধিপত্য হয়। ভারতে কত ইষ্টপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগই তো বাউল ধরনের হয়ে যায়। জনিয়ামক আধিপত্য, ধৰ্ম্ম-রাজ্য ইত্যাদি তো দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা থাকে, আত্মস্বার্থ থাকে, তাই হয় না।

কেষ্টদা—আপনি সত্তা সচ্চিদানন্দময়, ইত্যাদি বলেছেন—সেটা একটা দিকে বলেছেন, ঐক্য, শক্তি সম্বর্দ্ধনার কথা। আবার, আর একটা দিকে বলেছেন কৈবল্য বা মহাচেতন

সমুখানের কথা। যেন আলাদা দুটো দিকের কথা ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলাদা নয়, একই জিনিস। বাইরে ও ভিতরে একই সঙ্গে হয়।

৯ই ফাল্গুন, ১৩৫৭, বুধবার (ইং। ২১। ২। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত।

ভক্তি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভূমা বুদ্ধি গজিয়ে উঠলে, প্রবৃত্তিগুলি ইষ্টার্থপরায়ণ হ'লে ঠিক-ঠিক ভক্তির সুরু হয়। তাই আছে, ব্রহ্মলাভের পর ভক্তির উদয় হয়।

কেষ্টদা—'আমি' ব'লে জিনিসটা কী, ঠিক বোঝা যায় না। প্রতি মুহূর্ত্তের 'আমি'ই তো আলাদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'অহং'-এর সাথে 'নাহং' আছে। যা' দেখছি সেগুলির সঙ্গে identified (একীভূত) হচ্ছি তা' আমি নয়, এমনতর বোধের নিরন্তর প্রবাহটাই 'অহং'। কোনকিছু দ্বারা প্রতিহত হলে যা' নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চায়, তাই 'অহং'। 'অহং' শক্ত করা মানে অন্যকে না জানা। অহং elastic (স্থিতিস্থাপক) হওয়া চাই। না হ'লে সাড়া গ্রহণ করতে পারে না। যেমন কাঁচের ভিতর-দিয়ে শব্দ আসে না, কাঁচ শক্ত (নীরেট) ব'লে। Elastic (স্থিতিস্থাপক) হ'লে নিজত্ব বজায় রেখেও যখন যেমন প্রয়োজন নিজেকে তেমনি ক'রে নিতে পারে।

জীবপ্রেম, গণসেবা ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রেমে নিজের বা পরের সত্যিকারের কিছু কল্যাণ হয় না, যদি তার সঙ্গে প্রেষ্ঠ-প্রতিষ্ঠা বা প্রেষ্ঠবিতরণ না থাকে। শুধু প্রেম বিতরণ করলে হবে না, প্রিয়কে বিতরণ করা চাই।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কতকগুলি মানুষ আছে, ভাবালু সিদ্ধাইওয়ালা। তারা ভাবালু সিদ্ধাই-ভরা পুঁথিপত্র লিখে দেশের বহু সর্বনাশ ক'রে গেছে। আমি আপনাদের সবই পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেলাম। ঐ আলো দিয়ে দেখলে সব কিছুরই একটা রূপ পাবেন। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'।

১১ই ফাল্গুন, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২৩। ২। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), অনিল (কর) প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের নিয়ামক প্রবৃত্তি যদি খারাপ হয় আর তার মধ্যে যদি সদগুণ কিছু দেখা যায় তবে তা' ঐ নিয়ামক প্রবৃত্তির সেবাতেই প্রযুক্ত হয়। দেখতে হয় কোন্ প্রবৃত্তি সহজে উত্তেজিত হয়। প্রলোভনে বা কোন-কিছুতে কেমন হয়। গর্ব্বেপ্সায় কোন্ রকম বৃত্তি মাথাচাড়া দেয়। এইগুলি ভাল ক'রে দেখলে নিয়ামক প্রবৃত্তি ধরা পড়ে। ভাল-খারাপ প্রবৃত্তি সেই নিয়ামক প্রবৃত্তিকেই সেবা করে। ফলাকথা, অচ্যুত সক্রিয় ইষ্টার্থপরায়ণতা ও শ্রেয়ার্থপরায়ণতাই যদি নিয়ামক প্রবৃত্তি হয়, তাহলেই বাঁচোয়া।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২৭। ২। ১৯৫১)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। কেষ্টদা, সুশীলদা প্রমুখ কাছে আছেন।

সৎসঙ্গ আন্দোলন-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিকদের অনেকেই ঠিক নয়। এমন চরিত্র বা ব্যবহার নেই যাতে মানুষকে মুগ্ধ ক'রে তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে। যদি ভাল ঋত্বিক পাওয়া যেত তাহলে দেখতেন এখনই কী হ'য়ে যায়।

সুশীলদা—আমাদের ছেলেপেলেরা এইভাবে ভাবিত হয়ে উঠছে না এইটাই ভাববার কথা। এমন যদি চলে তাহলে ভবিষ্যৎ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিবারিক যাজন নেই, তাই ছেলেপেলেরা কিছু পাচ্ছে না। কিন্তু এর ভবিষ্যৎ আছেই। পরে হয়তো এটা জেঁকে উঠবে।

এরপর ব্যাঙ্গালোর থেকে ক্ষিতীশচন্দ্র সেন নামক এক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন।

ভারত-বিভাগ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী যে দুর্দ্দশা গেল, এখনও সেই দুর্দ্দশার উপর দিয়েই চলছে।

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ২৮। ২। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে চেয়ারে বসেছিলেন।

শৈলমা এক মায়ের কটূক্তিতে উত্তেজিত হয়ে ক্রমাগত ঝগড়া করছিলেন। তাঁর চেহারা, রকম-সকম সবই যেন বদলে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত সবাইকে বললেন—এদের নিয়ামক প্রবৃত্তিটা সহজেই ধরা যায়।

রাধারমণদা (জোয়ারদার) দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন—আগে যখন আমার

খুব রাগ হ'ত, তার দুই-এক ঘণ্টা পরেই দেখতাম জ্বর এসে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীর-বিধানটাই বিষাক্ত হ'য়ে যায়। তোরাই তো বলেছিলি কে এক মা খুব রাগান্বিত হয়ে ছেলেকে মাই খাওয়ায়। সেই দুধ খেয়ে ছেলেটা তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

কেষ্টদা রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির অবাঞ্ছিত বিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি আলাদা নয়। সব নীতির উৎসই ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্তাসংরক্ষণী নীতি। ধর্ম্মকে বাদ দিলে কোন নীতিই থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে।

কিশোরীদা (চৌধুরী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), নিখিল (ঘোষ) এবং মায়েরা ছিলেন।

কালিষষ্ঠী মা ও প্যারীদা (নন্দী) দুজনে কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের বিনায়ক বৃত্তি অতি সহজেই ধরা যায়। কালিষষ্ঠী ও প্যারী কথা বলছিল। ওদের কথা থেকে টকটক ক'রে বোঝা যাচ্ছিল।

১৭ই ফাল্গুন, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১।৩।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

গোঁসাইদা, কেষ্টদা, সুশীলদা (বসু) প্রমুখ কাছে আছেন।

যাজন-সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার জীবনে যাজন ব'লে আলাদা কিছু ছিল না। মানুষের কাছে যাচ্ছি, উঠছি, বসছি, কাজকর্ম্ম করছি, নানা কাজের ব্যবস্থা করছি, গল্প-সল্প করছি এইগুলির ভিতর-দিয়ে স্বাভাবিকভাবে যাজন চলত। যাজন বাদ পড়ত না কোনটা থেকে। আর, যাজন করা ব'লে যাজন করাও ছিল না, সহজ চলনা ও কাজ-কর্ম্মের সঙ্গে তা' মিশে ছিল।

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২।৩।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

কেষ্টদা, সুশীলদা, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), হাউজারম্যানদা প্রমুখ কাছে

আছেন। মানুষের অধোগতি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, হয় উপরে ওঠে, না হয় নীচে নামে। আগে ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, সেবা করা, পরিচালনা করা, নিয়ন্ত্রণ করা। তাই মানুষের ঊর্দ্ধায়নী পোষণ চলতই। এই ব্রাহ্মণরা আবার এত উন্নত ছিল যে রাজা বা স্টেট পর্যন্ত তাদের শাস্তি দেবার কথা ভাবত না। কারণ, সাধারণতঃ তারা অন্যায় করত না। কোন অপরাধ করলে তারা নিজেরাই নিজেদের এমন কঠোরভাবে শাস্তি দিত এবং দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত করত যে রাজা অতখানি শাস্তির কল্পনাও করতে পারত না। তাই বলত 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ'। আজ সে ব্রাহ্মণ কোথায় ? ঐ-রকমটা গিয়ে শুধু আমাদের ক্ষতি হয়নি, সারা পৃথিবীর ক্ষতি হয়েছে। মানুষকে পোষণ দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ যদি থাকত, তবে দুনিয়ার এ দশা হ'ত না।

জনার্দ্দনদা—এতবড় কৃষ্টি নিয়েও আমাদের অধঃপতন হ'ল কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে পূর্বতনকে মান্য করা ছিল। পরে তা' চলে গেল। যথেচ্ছ মতবাদ সৃষ্টি হতে লাগল, যার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নেই। বুদ্ধদেব আসলেন বৈরাগ্যের বাণী নিয়ে। তাঁর বাণীও বিকৃত করল। তিনি বর্ণাশ্রম মানতেন। পরে অশোক তা উল্টে দিলেন। আস্তে-আস্তে বিজাতীয়দের জন্য ক্ষেত্র তৈরী হতে লাগল। আর, ধর্ম্ম ও রাজনীতি আলাদা হ'য়ে গেল। সব নীতিই যে ধর্ম্মনীতি, এটা আর রইল না। ···দুটো জিনিস আছে। একটা অস্তিত্বের শক্তি, আর একটা অনস্তিত্বের শক্তি। মরণের শক্তিকে যদি আমরা নিরোধ না করি, তাহলে জীবনই বিপন্ন হ'য়ে ওঠে।

হাউজারম্যানদা—আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি নিজের ভাল চাওয়া সত্ত্বেও খারাপ হচ্ছে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল নির্ব্বাচনের যে প্রথা, তাতে সত্যিকার ভাল মানুষ যারা, তারা অনেক সময় পাত্তা পায় না। বড়লোক টাকার জোরে ওলট-পালট ক'রে দেয়। ভারতবর্ষ, আয়র্ল্যাণ্ড ইত্যাদি ভাগ করা অন্যায় হয়েছে। ভাঙনের প্রশ্রয় দিয়ে সংহতির চেষ্টা করতে গেলে তা' অনেকসময় ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। ···যে হিংসাকে ভাল-বাসে, সে হিংস্র। সত্তার অহিংস হব, কিন্তু ব্যাধিতে অহিংস হ'লে সত্তাকেই হিংসা করা হবে।

কেষ্টদা—কথা আছে, আমার মধ্যে যদি অহিংসার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহলে বাঘও খাবে না আমাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি আগে তুমি বাঘের ছোবল থেকে সত্তাকে বাঁচাও, তারপর অহিংস হ'য়ো পরে। আমি বাঘকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে ও দশজনকে খেতে দিলাম,

তার মানে সত্তার প্রতি হিংসাই করা হ'ল। অবশ্য, তুমি যদি বাঘকে বশে এনে কাজে লাগাতে পার, সে খুব ভাল কথা। কিন্তু তা পারলে না ব'লে, তার খোরাক হ'লে, সেটা কিন্তু অহিংসা নয়। তবে অপ্রয়োজনে হিংসা প্রয়োগ করার দরকার নেই।

জনার্দ্দনদা—বিরুদ্ধ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে তাকে ধ্বংস না করলে, সে আমাকে ধ্বংস করতে ছাড়বে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তাকে ধ্বংস না ক'রে তার ঐ মনোভাবকে যদি ধ্বংস করতে পার, তাহলেই হয়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কয়েকজন মাড়োয়ারী আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ধর্ম্ম-সম্পর্কে বললেন—যাতে বাঁচাবাড়া ও কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়, তাই করাই ধর্ম্ম। আমরাও যে অন্যায় করি, সে বুঝি না ব'লে। আমরা পতনকে এড়িয়ে সপরিবেশ বাঁচাবাড়ার পথে যতটা চলি, ততটাই ধর্ম্ম করা হয়।

এরপর ওঁরা বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে ব'সে জনার্দ্দনদাকে বললেন—ব্যক্তিত্ব না হ'লে মানুষকে প্রভাবিত করা যায় না, নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ইষ্টপ্রাণতা না হ'লে আবার ব্যক্তিত্ব গজায় না। সমস্ত প্রবৃত্তিকে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপরায়ণ করতে পারলে, তাহলেই সেগুলির সার্থক বিন্যাস হয়।

জনার্দ্দনদা—রামকৃষ্ণদেব কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের কথা অত ক'রে বলেছেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ভিতরে আছে সুরত। সেটা যদি প্রবৃত্তির দিকে গড়িয়ে যায়, তাহলে আমরা উপরের দিকে উঠতে পারব না। কিন্তু ইষ্টকে মুখ্য ক'রে প্রবৃত্তিকে যদি তার পরিপোষণী ক'রে চলি, তাহলে কোন গোল থাকে না। প্রবৃত্তি যেন ধর্ম্ম অর্থাৎ বাঁচাবাড়ার বিরোধী না হয়।

জনার্দ্দনদা—ইষ্টার্থপরায়ণতা বাড়ে কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করতে-করতে।

জনার্দ্দনদা—অনেক সময় আমাদের মধ্যে বিভেদ আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিভেদ থাকতে পারে, তবে দেখতে হবে মূল ঠিক আছে কি না। অনেক সময় আমরা প্রবৃত্তিকে সেবা করি, তাই পরস্পর মিল হয় না। তবে কারও প্রবৃত্তি থাকলেও তার অহং-এ আঘাত দিতে নেই। তোমাকে যদি তার ভাল লাগে, তোমার চরিত্র যদি তেমন হয়, তখন তোমার কাছে এসে মানুষ আয়েস পাবে, সুখ

পাবে। তোমার ইষ্টকাজের পরিপূরণের সহায়ক হবে।

বড়দা—নামধ্যান যত করা যায়, ইষ্টপ্রাণ যত হওয়া যায়, ততই চরিত্রটা হয় ভালবাসাময়। যেই কাছে আসে, সেই আর ছেড়ে যেতে চায় না। তৃপ্তি পায়, তার সঙ্গে মিলে-মিশে চলতে চায়।

জনার্দ্দনদা—অনেক সময় advanced (উন্নত) যারা, তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাউকে কিছু ব'লে ধ'রে নেওয়ার কোন মানে হয় না। যে advanced (উন্নত) তার চরিত্রেই তা' মালুম হবে।

১৯শে ফাল্গুন, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ৩। ৩। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে জনার্দ্দনদার (মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলছিলেন—যদি আমাদের জাতির মধ্যে, স্বাধীনতার মধ্যে শাশ্বত কৃষ্টির প্রাধান্য আমরা চাইতাম, তাহলে গোড়া থেকে জাতীয় আন্দোলনই গ'ড়ে তোলা উচিত ছিল সেইভাবে। সেইটের উপর গুরুত্ব দিয়ে জনগণকে ভাবিত ক'রে তোলা লাগত সেইভাবে। এখন যা' করেছে সেজন্য আলাদা আন্দোলন করা ছাড়া উপায় নেই। মানুষের মধ্যে কথাগুলি চারান লাগবে, তাদের প্রত্যয় এনে দিতে হবে, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এমনিভাবে নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলা লাগবে। ওরা যে-পথে যেমনভাবে চলেছে, ওদের মাথায় এ জিনিস যেন ঢোকেই না। অথচ ভারত সংহত হ'লে সারা জগতের যে কতখানি উপকার হ'ত তা ভেবে পাওয়া যায় না।

জনার্দ্দনদা—তথাকথিত হোমরা-চোমরাদের ওপর কেমন একটা ঘৃণা এসে গেছে, তাদের কাছে যেতেই ইচ্ছা করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘৃণা এসে তো তোমার কাজ হবে না। আমার মা বলতেন, 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার অমূল্যরতন।' ঘুরতে হয়, চেষ্টা ক'রে দেখতে হয়, কোথায় কী পাওয়া যায় ঠিক কি!

জনার্দ্দনদা—অনেক গোঁড়া বামুনের ছেলেরা কম্যুনিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেশে কৃষ্টিপরাভূতি যখন ঢুকে যায়, তখন যে-কোন মত তারা গ্রহণ করে।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ দিলে তার শতগুণ পায়ই। ইষ্টভৃতির রকমের না করলেও মানুষ আমাকে এমনিতেই দিত। আগে আমাকে মানুষ দিত, কিন্তু আমি নিতে চাইতাম না, তাতে মানুষ অত্যন্ত দুঃখিত হ'ত, কাঁদত, এমনকি অজ্ঞান হ'য়ে

গেছে। তিনদিন পর্য্যন্ত না খেয়ে থেকেছে, তারপর তখন না নিয়ে করি কী? আর, তাছাড়া মানুষ যত বাড়তে লাগল, যখন বাবার জমির ধানে আর চলে না, তখন মানুষের কাছ থেকে নিতাম। প্রয়োজনমতো সকলকে দিয়ে দিতাম। ও সম্বন্ধে আমার ঠিকই থাকত না, কত কী পেলাম, প্রয়োজন মিটে গেলেই হ'ল। ইষ্টভৃতির কথা যে বলেছিলাম সেটা আমি জানতাম যে, ওর ভিতর-দিয়ে মানুষের ভাল হবেই। তাই তাদের মঙ্গলের জন্যই বলেছিলাম—ইষ্টকে নিত্য ভাববে, নিত্য নিবেদন করবে, তাতে তাদের কল্যাণ অবধারিত। তুমি মানুষের জন্য লাখ কর, তাতে কিছু হবে না, মানুষ হয়তো মুগ্ধ হয়েও তোমার জন্য কিছুই করবে না। কিন্তু তুমি যদি ইষ্টার্থী এবং ইষ্টপ্রতিষ্ঠাপর হ'য়ে মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে দুটো মিষ্টি কথা কও, কাউকে দুটো চাল ভিক্ষা ক'রে দেও, মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে সমবেদনা নিয়ে জড়িত থাক, বিপদের সময় আশা-ভরসা দেও, দুটো সৎপরামর্শ দেও বা হাতে-কলমে যা পার, তাই কর, দেখবে মানুষ তোমার কত আপন হয়ে গেছে। না চাইতেই প্রাণ ঢেলে দেবে তারা তোমাকে. যার যেমন সামর্থ্য। যত সময় পর্য্যন্ত তোমার প্রতি মানুষের এইভাবের উদ্বোধন না হ'চ্ছে, ততসময় তোমার কিছুই করা হয়নি। কারণ, তুমি আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য করেছ। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ভাব লহমায় আসতে পারে, আবার লাখ বছরেও আসে না। ক'রে দেখ। দাগাবাজী, কপট চাতুরী ছাড় না ব'লে হয় না। সত্যি-সত্যিই ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপ্রাণ না হ'লে মানুষের মনের গভীরে তেমন দাগ কাটা যায় না, তার প্রাণকে তেমন ক'রে স্পর্শ করা যায় না, যাতে দেবার স্বতঃ উৎসারিত সম্বেগ তার মধ্যে জেগে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে তাঁবুতে এসে বসলেন। ক্রাইস্ট সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রাইস্টকে আমার বড় ভাল লাগে, Father (পরমপিতা)-ই যেন তাঁর অহং।

শ্রীশ্রীঠাকুর জনার্দ্দনদাকে বললেন—আমরা যা' করি, ভাবি, মাথায় তা' লেখা থাকে। করণীয় করব ব'লে ঠিক ক'রে না করলে মাথায় তেমন ফাঁক থাকে। বহু মানুষ খুব জানে, কিন্তু সুকেন্দ্রিক নয় এবং পূর্ব্বাপরের পর্য্যায়ী মিল নেই। সবই বিচ্ছিন্ন, বিকেন্দ্রিক, অসংহত, তাই কিছু ক'রে তুলতে পারে না। তেমন অবস্থায় অত জানা নিয়েও সে হয়তো পথকুকুরের মতো ঘোরে। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে কাটা-ছেঁড়াগুলি re-adjusted (পুনর্বিন্যস্ত) হ'তে থাকে—বোধিলেখাগুলি তখন ইষ্টার্থী সার্থক সঙ্গতি নিয়ে সুবিন্যস্ত হ'তে থাকে। তখন তুমি প্রাজ্ঞ হ'য়ে পড়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায়। হাউজারম্যানদা, প্যারীদা, গোকুলদা (নন্দী), জনার্দ্দনদা প্রমুখ ছিলেন। গোকুলদা পারিবারিক জীবনের বাধার কথা বললেন।

জনার্দ্দনদা—স্নেহ-মমতার নামে পরিবার আমাদের অগ্রগতির পক্ষে বিপুল বাধা সৃষ্টি করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' ইষ্ট থেকে বিচ্যুত করে তাকে বলা চলে satanic attraction (শাতনী আকর্ষণ)।

জনার্দ্দনদা—আমরা পরিবারের পিছনে এতখানি শক্তি ক্ষয় করি যে, তা' যদি ইষ্টকাজে প্রয়োগ করা যেত, অনেক কিছু হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংসার প্লাবিত হ'য়ে যেত।

জনার্দ্দনদা—অনেক সময় দ্বন্দ্ব হয় যে, ধ্যানের ভিতর-দিয়ে উপলব্ধি করব, না কাজের ভিতর-দিয়ে উপলব্ধি করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তাঁকে উপলব্ধি করব সমস্ত কাজের ভিতর-দিয়ে, সমস্ত বাধার ভিতর-দিয়ে, সমস্ত দ্বন্দ্বের ভিতর-দিয়ে। কাজকর্ম্ম ও ধ্যান দুটো পাশাপাশি চললে তবেই নিয়ন্ত্রণ হয়, অনুভূতি আসে। শুধু ধ্যানে মনে হয় অনেকখানি হ'ল, কিন্তু অনেক কিছু কাঁচা থেকে যায়, বাস্তবের সংঘাতে সেগুলি টেঁকে না। নিত্য যজন-যাজন দুই-ই করতে হয়, তাতে পাকা হয়। আর একটা ঝোঁক রাখা লাগে, ফাঁক পেলেই এখানে চ'লে আসতে হয়, এসে দু-চারদিন থাকতে হয়। আগ্রহ থাকলে তখন অল্প-দিনেই অনেককিছু পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঠে বসে জনার্দ্দনদাকে বলছিলেন—আমাদের একটা দোষ হয়েছে, অসৎনিরোধী প্রচেষ্টার উপর প্রাধান্য দিইনি। আর একটা জিনিস হয়েছে, আত্মিক উন্নতির সঙ্গে জাগতিক উন্নতির দরকার, সেটা আমরা উপেক্ষা করেছি। দুটো একসঙ্গে না হ'লে কোনটাই টেঁকে না, এটা আমরা বুঝি না তাই একপেশে রকমে চলতে গিয়েই আমাদের এই দুরবস্থা।

২০শে ফাল্গুন, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৪। ৩। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হাউজারম্যানদা, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), হরিদাসদা (সিংহ) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যদি লোকসেবা করি অথচ ইষ্টপ্রতিষ্ঠা না করি তাহলে মানুষ শ্রদ্ধায় যুক্ত হয় না, সুকেন্দ্রিক হয় না, তাই তারা সম্পদও হয় না। এবং সুকেন্দ্রিক না হওয়ার দরুন তাদের উপকারও করা যায় না। এই সমস্ত মানুষ নির্ভর-যোগ্যও হয় না। মুসোলিনীকে যারা একদিন পুজো করল, তারাই তাকে বিধ্বস্ত করল।

হাউজারম্যানদা বাইবেলের একটা কথা প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইবেল যে কী সুন্দর, কিন্তু খুব কম লোকই বোঝে। মিশনারীরা পর্য্যন্ত বোঝে না। এটা যদি ভাল ক'রে বুঝত, তাহলে দুনিয়ার এ দশা হ'ত না। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি নিয়ে মহাপুরুষদের সম্বন্ধে বুঝ থাকলে আজ হয়ত ইউরোপ-আমেরিকার ঘরে-ঘরে ক্রাইস্টদের সাথে সাথে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য ইত্যাদির পুজো হ'ত। আর, এদেশেও ঘরে-ঘরে ক্রাইস্ট, রসুল ইত্যাদির পূজা হ'ত। তাতে সারা দুনিয়া হয়ত এক হ'য়ে যেত। এক জাতির মতো চলত। আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকটি সৎসঙ্গীই তাদের দোষ-দুর্ব্বলতা নিয়ে প্রকৃত খ্রিস্টান এবং প্রকৃত মুসলমান।

Divinity lies where all contradictions meet in a meaningful happy harmony (সমস্ত বিরুদ্ধতার সুসঙ্গত সমাবেশ যেখানে, সেখানেই ভগবত্ত্ব।)

বিহারী হিন্দুদের বাঙালী হিন্দুদের উপর যে কতখানি টান আছে সেটা নোয়া-খালির অত্যাচারের সময় টের পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য, হিন্দু বা মুসলমান কারও উপরই অত্যাচার হওয়া ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গত বললেন—সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি হ'লে মানুষের যেন গা কামড়ায়, তা' সহ্য করতে পারে না, তখন এমন কিছু করবেই, যাতে তারা নিতে বাধ্য হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত কান্তিদা (বিশ্বাস) এবং অন্যান্য দাদাদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের কিছু বাণী প'ড়ে শোনানো হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়ালবাংলোর ঘরের চৌকিতে উপবিষ্ট।

কাশীদা (রায়চৌধুরী)—মানুষকে জয় করা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার বিরুদ্ধে যাতে তার কোনও বিরোধ না থাকে, সে যাতে তোমার প্রতি inclined (আনত) হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে পূজনীয় বড়দার সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলছিলেন—

দুটো জিনিস না হ'লে মাথায় ভাল ক'রে বসে না। যেমন অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন ইত্যাদি। যা' শোনা যায় নিজেদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা করা লাগে, তা না হ'লে জমাট বাঁধে না, শক্তি বাড়ে না। মানুষের কতকগুলি সৎগুণ ও সৎজ্ঞান থাকলেই শুধু হয় না। সেগুলির সক্রিয়, সম্বেগময় সার্থক সমাবেশ চাই। এইটুকু না হ'লে সোনার উপর মিনের কাজ হয় না।

২১শে ফাল্গুন, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ৫।৩।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায়।

পূজনীয় বড়দা, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), হাউজারম্যানদা, ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত।

কাল জনার্দ্দনদা এক জায়গায় ভাল বক্তৃতা করেছেন, সেই প্রসঙ্গে তিনি বললেন—আপনি বলান তাই বলি, কী বলি ঠিক পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-জিনিস মানুষের সত্তায় গেঁথে ওঠে, সে-সম্বন্ধে তাদের অহঙ্কার থাকে না, আমি কর্ত্তা এই বোধ থাকে না, অথচ করে ঢের। সেইজন্য মহাপুরুষেরা তন্গত থাকেন। সেইভাবে কত কী যে করেন, নিজেরাই ঠাওর পান না, কেমন ক'রে যেন তাঁদের ভিতর দিয়ে হ'য়ে যায়।

তারপর আবার বললেন—তুমি যদি দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সবটার জন্য প্রস্তুত না থাক, তবে তোমার ডাকে কেউ সাড়া দেবে না। তোমার মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজন তারা হয়ত দুঃখ-দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হ'য়ে যাবে। তবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, তোমাকে তোমার mission (উদ্দেশ্য) নিয়ে চলা লাগবে। বাইবেলে যেমন আছে, আমি তোমাদের সুখ দিতে ডাকিনি, দুঃখ-দুর্দ্দৈবই হবে তোমাদের পথের সাথী। খেতে পাবে না, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাবে, একগ্লাস জলও হয়ত কেউ দেবে না, পথে-পথে বিঘ্নই হয়ত তোমাকে নিকেশ করতে চাইবে, তবু তোমার চলতে হবে। এইরকম রাজী যদি থাক তবে আস। আর, তোমার মতো আরও জুটিয়ে তাদেরও এইভাবে মাতিয়ে তোল। সকলে মিলে একটা আস্তানা ক'রে নিয়ে এইভাবে কাম শুরু ক'রে দেও। দেখবে সারা দেশ ওলট-পালট হ'য়ে যাবে।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—তোদের বলি, তোরা করিস না, কিন্তু বৃদ্ধ উপসেবন জিনিসটা খুব দরকার। ধর, একজনের জুতোটা এগিয়ে দিলে, লাঠিটা ধরলে, হাতটা ধ'রে টেনে তুললে, কিংবা সন্ধিৎসা নিয়ে যতটুকু পার সাহায্য করলে, দেখা মাত্র বসতে আসনটা দিলে, গুরুজনকে দেখে প্রণাম করলে। তাতে কল্যাণ হয়। তাতে

বাৎসল্যভাব আসে, নিজের ভিতর শ্রদ্ধা বাড়ে। বাস্তব অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে ভিতরের শ্রদ্ধাটা সজীব ও সক্রিয় হ'য়ে খুলে যেতে থাকে। জ্ঞানবৃদ্ধ যারা, তাঁদের অমনতর সেবায়, তাঁদের অভিজ্ঞতাটা লাভ করা যায়। ঐ শ্রদ্ধা ছাড়া ঠিকমত setting (সমাবেশ) হয় না। তাঁরা যতই দেন না কেন, গ্রহণ করা যায় না। Setting (সমাবেশ) হ'তে গেলেই চাই ঐ active urge (সক্রিয় আকুতি)—ঐ কাঠামোর উপরই সবকিছু গ'ড়ে ওঠে। যেমন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আকুতি জৈবীদানা সৃষ্টি ক'রে সন্তানের শরীর-বিধানকে গঠন ক'রে তোলে। এই সুষমামণ্ডিত সৃষ্টির ভিত্তিই কিন্তু ঐ অনুরাগমূলক আকুতি। শরীর ঐভাবে গঠিত হ'য়ে ওঠে শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর। বৃদ্ধোপসেবার ঐ খুঁটিনাটিগুলি উপেক্ষা করতে নেই। ঐ খুঁটিনাটিগুলি করার ভিতর-দিয়েই শ্রদ্ধার চাষ হয়।

আমাদের তথাকথিত আন্দোলনে এইসব ব্যাপারের পোষণ দেওয়া হয়নি, তাই সংহতি জিনিসটা গজায়নি। ঝুড়ি-ঝুড়ি কথা বলার থেকে এই সামান্য-সামান্য করাগুলি যে মানুষের কতখানি শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে, তা' ব'লে শেষ করা যায় না।

সেইদিন হরিদাস (ভট্টাচার্য্য) আর আমি ব'সে আছি। কাজলের মা আসতেই ও উঠে দাঁড়াল। অথচ কাজলের মা ওর থেকে বয়সে কত ছোট। আমার স্ত্রী, তাই তার প্রতি ঐ শ্রদ্ধা দেখাল। এ যে কতখানি সুশিক্ষার পরিচায়ক তা' ব'লে শেষ করা যায় না।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—মানুষের কপালে প্রজাপতির মতো ভ্রূর দু-পাশে দুটো জায়গা একটু উঁচু থাকে, এটা ভাল। এতে মানুষ বুদ্ধিমান হয়—এই অজয়ের যেমন আছে। বেশি উঁচু থাকা আবার ভাল না, তাতে মানুষ active (সক্রিয়) হয় না।

পরে বললেন—বই পড়া লাগে, আর সবকিছুর ভিতর-দিয়ে ভাবধারার সমর্থন বের করা লাগে। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—নিজেকে একটা নরুন দিয়ে মারা যায়, কিন্তু অন্যকে মারতে ঢাল-তরোয়াল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় মাঠে।

পূজনীয় বড়দা, জনার্দ্দনদা, হাউজারম্যানদা, অজয়দা (গাঙ্গুলি) প্রমুখ আছেন।

একটি ছেলে একটি ভেড়া মেরে ফেলেছে শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব দুঃখ করছিলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি ছেলেবেলায় বেশ ভাল গুলতি মারতে

পারতাম। দূরে একটা ডালে হয়ত লক্ষ্য করলাম, ঠিক যেখানে মারার মনে করতাম, সেখানেই মারতে পারতাম। কোন-কিছুকে আঘাত করেছি বলে মনে হয় না। একদিন ঐভাবে গুলতি মারছি, হঠাৎ খানিকটা দূরে একটা দোয়েল ছিল, তার গায়ে লেগে গেল। গায়ে লাগতেই সেটা ঘুরে প'ড়ে গেল। তখন আমার অসম্ভব কষ্ট হ'ল। সেই স্মৃতি মনে পড়লে এখনও খুব কষ্ট হয়। যা হোক, দোয়েলকে গিয়ে তুলে নিলাম, সেটা মরেনি, আঘাতে আচ্ছন্ন হয়ে প'ড়ে গিয়েছিল। খানিক্ষণ সেবা-যত্ন করতে দোয়েলটা তাজা হ'য়ে উঠে উড়ে চ'লে গেল। তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। অমন কাজ আর কখনও করিনি। আমার একটা কথা মনে হয়, যাকে আমি জীবন দিতে পারি না, তার জীবন নেবার অধিকার আমার নেই। আমি যদি কাউকে ইচ্ছামত জীবন দিতে পারি, তাহলেই অন্যের জীবন নেবার অধিকার হয়তো বা জন্মাতে পারে। কিন্তু তার আগে কিছুতেই নয়।

আগামী ঋত্বিক-অধিবেশন সম্বন্ধে কথা উঠল। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে আশ্রমের জমিতে ভাটি গাছ কেটে একটু পরিষ্কার করে নিয়ে এক-একটা চত্বর করা থাকত। তাতে এক-একজন এক-এক group (দল) নিয়ে বসত, আলাপ-আলোচনা করত। লোকগুলি যেন অগ্নি-উদ্দীপ্ত হ'য়ে যেত। আর, কাজও চলত দারুণ। তখন প্রত্যেকেই এমন উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠত, মনে এমন বল বোধ করত, যেন দুনিয়াটাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে। Conference (উৎসব)-টা আবার সেইভাবে করা লাগে। কতকগুলি গুচ্ছ বেঁধে ব'সে, আলাপ-আলোচনা ক'রে পাগল ক'রে ছেড়ে দিতে হয়। আমরা বহুদিন ধ'রে মানুষের জন্য কিছু করিনি। যাজন ব'লে জিনিসই উঠে গেছে। আবার ঠিক-ঠিক যাজন যদি শুরু হয়, কী হয় দেখ।

২২শে ফাল্গুন, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ৬। ৩। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

তিনি জনার্দ্দনদাকে (মুখোপাধ্যায়) বললেন—পিছটানে যেন কাবু করতে না পারে, টাকা-পয়সায় যেন কাবু করতে না পারে, তাহলে কখনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তুমি বামুন, তোমার উপার্জন যেন এমনতর হয় যে, তোমাকে দিয়ে সকলে সুখী হয়। এর আগে অন্তত এতটুকু করা লাগে যে, রে'র (হাউজারম্যান) কাছ থেকে নিয়ে নিখিলকে দিলে, নিখিলের কাছ থেকে নিয়ে প্রফুল্লকে দিলে, ভিক্ষা ক'রে এটা করবে। এইরকম না হ'লে মানুষের তোমাকে দেবার প্রবৃত্তি হবে না। তুমি কাপড় বিক্রী ক'রে দুটো টাকা পেলে, তাতে সেবা বিক্রী করা হল। কিন্তু তোমার উপার্জন হবে দক্ষিণা। মানুষ টাকা-

পয়সা নিয়ে জন্মায় না, চরিত্রবলই যা'-কিছু করে। আর মানুষের সম্পদ মানুষ। ইষ্ট-প্রাণ হ'য়ে এইভাবে সংহত ও আপন ক'রে তুলতে পারলে কোনও অসুবিধাই থাকবে না।

আজ দুপুরের পরে জনার্দ্দনদা বিহারের রাজ্যপালের সঙ্গে ডাকবাংলোয় দেখা করেন।

সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কিছুদিন পরে এইসব লোকই তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঘুরে বেড়াবে, সেদিন খুব বেশী দূরে নয়, যদি তোমরা কর।

কিছুক্ষণ পর আবার বললেন—কয়েকজন কর্ম্মী মিলে একত্র থেকে বাস্তব কাজ-কর্ম্মের সঙ্গে interchange of idea (ভাবের আদান-প্রদান) চালাতে থাকলে সর্ব্বদা একটা অনুশীলনের উপর থাকা হয়। এমন magnetic pull (চৌম্বক আকর্ষণ) থাকা চাই যাতে মানুষ তোমার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারবে না। ওর নাম কৃষ্ণ কয়। কৃষ্ণত্ব তোমার মধ্যে জীবন্ত হয়ে ওঠা চাই।…বিশিষ্ট লোককে যাজন করতে গিয়ে কতকগুলি short convincing catch word (ছোট প্রত্যয়সন্দীপী ধর্ত্তা কথা) মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে বলতে হয় যা' সূত্রকারে মন্ত্রের মতো কাজ করে এবং একটা মানুষের সব বুদ্ধিকে চুষে নিয়ে আসে। সে যেন ব্যাহত, উপেক্ষিত বা অস্বস্তিকর ব'লে বোধ না করে। বরং যেন উদ্দীপ্ত হয়। কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলব হিসেব চাই। আগে কে কোন্ catagory (পর্য্যায়ের)-র লোক, সেই বুঝে কথা কওয়া লাগে। একজন গ্রাম্য মুসলমানকে নাকি পোলাও খেতে দিয়েছিল। সে বলল—কী যেন খেতে দিল। যে যেমন, যে যে-ধরনের, তার কাছে তেমনি ক'রে বলতে হয়। কতকগুলি কথা বললেই শুধু হয় না, তার মধ্যে জীবন সঞ্চার করা চাই—কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল। আর, ঐ যে বলছিলাম, প্রকৃতি বুঝে কথা বলার কথা। সেটা এই ভাবে কিছুদিন অভ্যাস ক'রে চেষ্টা করতে-করতে পরে অন্তর্দৃষ্টি গজিয়ে যায়। লোক দেখে বোঝা যায় কার সঙ্গে কী বলা লাগবে। আপনিই ঠিক কথা এসে যাবে। গাছ দেখলেই যেমন ঠিক পাও এটা কী গাছ, মানুষ দেখলেও অমনি টের পাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে এসে জনার্দ্দনদাকে বললেন—একেবারে লঙ্কা পোড়াবার মতো সব জায়গায় এই মঙ্গল-অগ্নি জ্বালিয়ে দে। 'এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।'

হাউজারম্যানদা একজনের কাছে বলেছেন—'প্রত্যেকবার আমি বাইরের থেকে এলে ঠাকুর আমার দিকে চেয়ে হাসেন, কিন্তু এবার ঠাকুর হাসেননি। তাই মনে হয়, হয়তো কোন অন্যায় করেছি।'

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখ, মানুষের কতখানি ত্রুটি থাকে, ওকে যখন দেখেছিলাম স্ফূর্ত্তিও পেয়েছিলাম, তৃপ্তিও পেয়েছিলাম, সুখীও হয়েছিলাম, আমার

অভিব্যক্তি দেওয়া উচিত ছিল। হয়তো অন্যথা ব্যাপৃত ছিলাম, তাই দিতে পারিনি, তার জন্য ও কতখানি দুঃখ পেল।

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ৭।৩।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

নৈহাটির শৈলেনদা (সিংহ) একটা সৎসঙ্গ লেবার ইউনিয়ন করার কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাগাও, খুব লাগাও। আর একটা শ্রমিকও যেন অদীক্ষিত না থাকে। উৎপাদন খুব বাড়িয়ে দেও, একেবারে প্লাবন এনে দেও।

শৈলেনদা—কাজ করি, কিন্তু মাঝে-মাঝে দুষ্টু বুদ্ধি আসে, মন ভেঙ্গে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুষ্টু যা', তা' যাতে সুষ্ঠুত্বে পর্য্যবসিত হয়, তাই কর্। ভেঙ্গে পড়বি কেন? ভাঙ্গার জন্য তো জন্মাসনি? নিজেকেও জোড়া লাগাবি, সকলকেও জোড়া লাগাবি, গ'ড়ে তুলবি। আর, মনের ওঠানামা তো আছেই, ওর জন্য ভাবনা কি? চলাটা যেন থেমে না যায়। চলাটা চালিয়ে যাবি। নদীর স্রোতের উপর কত ঢেউ ওঠে, কিন্তু তাতে তো স্রোত বন্ধ হয় না, সব তরঙ্গবিক্ষোভ নিয়েও স্রোত এগিয়ে চলে।

শৈলেনদা—প্রত্যেকটা মানুষই যেন কিছু চায়, কেউ সুখী নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুক ফাঁকা মানুষের। তার মানে আদর্শ নেই, আমরা যাকে কই ইষ্ট।

জনৈক দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে যোগদান করার কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই আত্মোৎসর্গ যদি বাস্তবেই এসে থাকে, তা' সার্থক ক'রে তোলার এই তো সময়। আর দেরী নয়, আমি বলি, এক লহমাও দেরী করবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর সামনে মাঠে এসে বসলেন।

অল্প কয়েকজন কাছে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাইবেলকে বলা যায় ক্রাইস্টের বাণী। আর ক্রসকে বলা যায় তাঁর দুঃখভোগের প্রতীক। আমাদের তাঁর জন্য ঐভাবে কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠ থেকে ফিরে এসে তাঁবুতে বসলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বললেন—রে (হাউজারম্যান) যদি আমাকে একখানা ভাল গাড়ি কিনে দেয়, আর রে যদি সেই গাড়ি

চালায়, গাড়িতে চড়লে যদি আমার বুকে কোন কষ্ট না হয়, তাহ'লে সেই গাড়িতে চ'ড়ে অনেক দূর চ'লে যাব।

প্যারীদা (নন্দী)—ভাল গাড়ী তো কলকাতায় পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাড়ী তো পাওয়া যায়, টাকা কোথায় ?

কালিষষ্ঠী মা—কত টাকা কতভাবে যায় !

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই তো আমায় গাড়ী চড়ালি না।

কালিষষ্ঠী মা—এবার তো পারলাম না, আবার যদি আসেন, তখন যদি পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার আসতে যাব কেন ? যে কষ্ট পেলাম। 'বিদেশে আনিয়া আমায় করলি মাগো লোহাপেটা। তবু দুর্গা বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা।'

কালিষষ্ঠী মা—দূরে চ'লে যাবার কথা শুনলে ভয় হয়। তার আগে আমাদের যেন পার ক'রে দিয়ে যান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ কথা বলেছ !

কালিষষ্ঠী মা—কথাটা স্বার্থপরের মতো হ'ল। কিন্তু আপনার সঙ্গ থেকে যদি বঞ্চিত হতে হয়, তবে আমরা চলব কী নিয়ে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইদিন বড়বৌ বলছিল, 'তুমি থাকতে মরি, এ আমার কখনও ইচ্ছা হয় না। কারণ, আমি জানি, আমি চ'লে গেলে তোমার অশেষ কষ্ট হবে।'

২৬শে ফাল্গুন, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ১০।৩।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—প্রজনন হ'ল গোড়ার কথা। প্রজনন ঠিক না হ'লে কিছুই টেকে না।

নিখিলের ভাই বলাইয়ের আত্মহত্যার ব্যাপার নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখ করছিলেন। তারপর বললেন নিখিলকে,—আমার যেতে দেবার ইচ্ছা ছিল না। মাথায় ঐ একটা ছাপ প'ড়ে যাবে। তখন বারণ করার কোন উপায়ও ছিল না।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একজায়গায় একটা কথা বল, পাঁচজন থাকলে পাঁচ-রকম view (ধারণা) করে নেবে। যার-যার প্রবৃত্তি অনুপাতিক বাঁক নেয়। মূল তথ্য বের করার বুদ্ধি থাকে না। প্রবৃত্তি-অভিভূতির দরুন এমন হয়। অনেক সময় একজনকে একটা কথা ব'লে দেও আর একজনকে বলবার জন্য, দেখবে এইখান থেকে

ওখানে গিয়ে বলতে-বলতে চার আঙগুল ফাঁক হয়ে গেছে, যথাযথভাবে বলতেই পারে না। এমনতর অভ্যাস থাকলে তারা দূত হ'তে পারে না। মানুষ কথা বলে, কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য ঠিক থাকে না। এলোমেলো কয়, নিজের বিরুদ্ধে নিজে কয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে এসে বসেছেন।

পূজনীয় বড়দা এবং জ্ঞানদা (চক্রবর্ত্তী), হরিদাসদা (সিংহ), অজয়দা (গাঙ্গুলি), পণ্ডিতভাই প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

ভূত সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি ঠিক কারণ নির্দ্দেশ করতে পারি না, তবে একটা ব্যাপার ঘটেছিল। তখন আমার বয়স কাজলের মতো। শুনতাম জেলেপাড়ায় যেতে প্রসন্ন সিং-এর বাড়ীর কাছে একটা সাড়া গাছ আছে। সেই সাড়া গাছে নাকি ভূত থাকে। একদিন দুপুরে, বোধহয় তখন গরমকাল, আমরা কয়েকজন গিয়ে সেই সাড়া-গাছটায় বাড়ি মারতে লাগলাম। তখন কোথা থেকে ইট পড়তে লাগল। কে যে ছুঁড়ছিল, কিছুই বোঝা গেল না। সবাই পালিয়ে গেল ভয়ে। আমারও ভয় করছিল। অনেক খুঁজে দেখলাম, কোন হদিস পেলাম না কোথা থেকে ঐ ইট আসল। আর একবার কেমিক্যালের মাঠে। তখন বোধহয় সরোজিনী, শৈল এরা ছিল। তখন বৈরাগী বাড়ী খুব ভূতের উপদ্রবের কথা শুনি। ঐকথা ভাবছিলাম। হঠাৎ ছোট একটা ইট তপোবনের গলির দিক থেকে আমার কাছে এসে পড়ল। চারিদিক খোঁজ-খবর করলাম, একটা মানুষও ও মুল্লুকে পাওয়া গেল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে নূতন তাঁবুতে। অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একদিন মজুমদারদের মাঠেলের কাছে সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে আছি। ওখানে দুটো ইটের পাঁজা ছিল। তার পাশে লম্বা-লম্বা ছায়ার মতো চেহারাওয়ালা তিনজন। হাতে লম্বা-লম্বা লাঠি ছিল। কানটান কাপড় দিয়ে ঢাকা। কিছু সময় থেকে নাজিরপুরের দিকে চ'লে গেল। তারপর ওদিকে কলেরা শুরু হ'ল।

আর একদিন আলোয় আলোময় হ'য়ে গেছে। সারা পৃথিবী জ্যোতিতে ছেয়ে গেছে। আর সেই জ্যোতির ভিতর-দিয়ে যেন আমি নেমে আসছি। জ্যোতিই যেন রূপ নিয়ে আমি হ'য়ে উঠছি। আর পৃথিবীর প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু থেকে যেন একটা সুমধুর তান উদ্গত হ'য়ে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে—কী অপূর্ব্ব সুর, সে বলতে পারি না। যেন সংস্কৃত স্তোত্র। স্বাগতম্, স্বাগতম্ কথা দুটো মনে পড়ে।

এ ঘটনার পর লিখে রেখেছিলাম।

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ১১। ৩। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় উপবিষ্ট। কাশীদা (রায়চৌধুরী), কালীদা (সেন) প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যদি তোদের শাসন করতাম, তাহ'লে ষাট বছরে যা' না হয়, তা' তিন বছরে হ'ত। তাছাড়া হয়ও না। মানুষ অনেক সময় তোষামোদ পেতে চায়, সেইটেকেই ভালবাসার পরিচায়ক ব'লে মনে করে। তার কারণ, inferiority (হীনম্মণ্যতা) থাকে। তাই অহংকে পোষণ ক'রে চলতে চায়। তখন ভালবাসাটা এতখানি সত্য নয়, যা' সমস্ত হীনম্মণ্যতাকে অতিক্রম ক'রে থাকে। তুমি যদি কিছু না চাও। তোমার প্রেষ্ঠকে পরিপূরণ ক'রে চল তোমার বৃত্তি-প্রবৃত্তি দিয়ে। গাঁজার নেশার মতো পেয়ে বসে এটা। তখন সেই কাশীতে বিশ্বেশ্বর বাস করবেন। আর, তার পিছনে অন্নপূর্ণা তো আছেনই। দীয়তাং ভুজ্যতাং চলবে। এ যে খুব কঠিন কিছু তা' নয়। খুব তপেও হয় না, কঠোরতায়ও হয় না, গাম্ভীর্য্যেও হয় না, পাতলামিতেও হয় না, কিছুতে হয় না। আবার, যার মন চায়, তার লহমাতেই হয়। তুমি আমার, একান্তই আমার—এই বোধটা হ'লে হয়। সেটা শুধু কথায় নয়, বোধে সত্য হ'য়ে জাগা চাই। মানুষ যখন কয়, একাকী বোধ করি বা আমার কেউ নেই, বুঝতে হবে তখনও সে কাউকে ভালবাসেনি। কাউকে ভালবাসলে তার বুক ভরা থাকে। বলতে ইচ্ছা হয়, 'আপনার জন দূরে সরে গেল, মোরে পিছে ফেলে সবাই, তুমি দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই।'

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাঠে এসে বসেছেন। উপস্থিত ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলাকালীন হঠাৎ তিনি শ্যামামায়ের নৃত্যের ভঙ্গি দেখালেন। সকলেই তা' দেখে পুলকিত হ'য়ে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবাল্য যেসব অত্যাচার ভোগ করেছেন, সেই সম্বন্ধে বলছিলেন।

প্রফুল্ল—এত অত্যাচারে তো মানুষ নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আপনার মধ্যে তো শুধু ভালবাসাই দেখতে পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কারণ, আমি প্রাণের মমতা বুঝি। ভাবি, আমার মতো ব্যথা কাউকে যেন পেতে না হয়।

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১২। ৩। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় ভ্রাতুষ্পুত্রী অর্চ্চনা দেবীর কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

অর্চ্চনা,

তোমার পত্র পেয়ে খুশী হলাম খুব।

তুমি এখন কেমন আছ জানিও। তোমার বাবা ভাল আছেন তো? তোমার পিসীমার শরীর কেমন? শান্তু, কানু, কল্পনা, তোতা, মঞ্জু, শরবিন্দু প্রভৃতির কুশল জানলে সুখী হব।

শ্বশুরবাড়ীতে তোমার বৈশিষ্ট্যশীল আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, সেবা-যত্ন দিয়ে সকলকে সুস্থ-স্বস্থ, তৃপ্ত, দীপ্ত, নন্দিত ক'রে তোল—শ্রেয়ার্থ সন্দীপনায়,—এই আমার অন্তরের কামনা।

আমার শরীর ভাল নয়। আর সবাই মোটামুটি একপ্রকার আছে।

আমার আন্তরিক স্নেহল 'রাস্বা' জেনো!

ইতি—
আঃ
তোমারই
দীন
'জ্যাঠামশাই'

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ১৩। ৩। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে তাঁবুতে বসে পূজনীয়া পিসীমার কাছে চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

খুকী!

তোমার চিঠি পেয়ে সব অবগত হলাম। তোমার শরীর মোটেই ভাল থাকে না জেনে বড়ই উদ্বেগ বোধ করি। বহুদর্শী অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নির্দ্দেশমতো নিয়মিত বেশ কিছুদিন ওষুধপত্র খেয়ে, নিয়মমতো চ'লে, সুস্থ হ'য়ে ওঠো। মঞ্জুর জ্বর সেরেছে তো? খেপুর শরীর এখন কেমন? শান্তু, কানু, কল্পনা, কল্পনার ছেলেমেয়ে, অর্চ্চনা, তোতা, শরবিন্দু প্রভৃতি কেমন আছে জানলে সুখী হব। আকু ভাল আছে তো? শান্তুর কৃতকার্য্যতার খবর পেলে আনন্দিত হব।

কোলকাতায় চারিদিকে Pox (বসন্ত), খুব সাবধানে থেকো। আশাকরি সবাই

টিকে নিয়েছে। কারও বাকী থাকলে এখনই নেবার ব্যবস্থা করা ভাল। আর রোজ সকালে খালি পেটে হোমিওপ্যাথিক ড্রপারের এক ফোঁটা ইউক্যালিপ্ট্যাস তেল ঠাণ্ডা জলসহ খাওয়া বিশেষ উপকারী ব'লে শুনেছি। ব্যবহার ক'রে দেখা মন্দ নয়। লিখেছ যার যা' ভাল লাগে তাই করাই ভাল। কিন্তু আমার মনে হয়, যার যাই ভাল লাগুক না কেন, তা' যদি সত্তা, ধর্ম্ম, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেয়ার্থ পরিপোষণী না হয়, সে ভাললাগা মাফিক চলন আপদ-আমন্ত্রকই হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ।

আমার শরীর ভাল নয়। হরিদাস ও বাদলের বাড়ীর সব ভাল আছে। আর সবাই মোটামুটি একভাবে চলছে।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি—
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

হরিপদদা (সাহা), অজয়দা (গাঙ্গুলী), হাউজারম্যানদা প্রমুখ ছিলেন।

কথা উঠলো, আগে এই অঞ্চলে যে-সব পাখি দেখা যেত না, এখন দেখা যায়। শিয়ালের ডাক আগে শোনা যেত না, এখন শোনা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে বোঝা যায়, মানুষের সাথে কত জীবজন্তুর যে সংস্রব আছে, তার ঠিক নেই। মানুষ এবং জীবজন্তুর অস্তিত্বের পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তা আছে।

১লা চৈত্র, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১৫। ৩। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ভাণ্ডারীদা প্রমুখ উপস্থিত।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি সুরু হয়। কথাটির মানে এই যে, প্রবৃত্তিগুলি যতখানি ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠে, অচ্যুত অনুরাগে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে, ততই মানুষ ভক্তির অধিকারী হয়। তখন মন পিণ্ড থেকে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে। তারপর উচ্চতর লোকে এগিয়ে চলে।

ভাণ্ডারীদা—ত্রিকুটী থেকে ভক্তির সুরু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তার আগে পর্য্যন্ত প্রত্যাশাপীড়িত অনুরাগ থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—অনেকে বলে আধিভৌতিকের সঙ্গে আধ্যাত্মিকের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আধিভৌতিক যত আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সার্থকভাবে বিন্যস্ত হ'তে থাকে, অর্থাৎ আধিভৌতিক উন্নতিটা যতই শ্রেয়ার্থে বিন্যস্ত হ'য়ে সার্থক হ'য়ে চলে, ততই আমরা আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হই, ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করতে থাকি। দুটো আলাদা না। আলাদা ভাবলে অনিয়ন্ত্রিত থেকে যায়। কিন্তু সবটা ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে একে সার্থক হ'য়ে ওঠা চাই। আর, ব্রাহ্মীজ্ঞান সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ইষ্টার্থ-পরায়ণ হ'য়ে common factor (উপাদান সামান্য)-এ যত একীভূত হয়, ততই দয়াল-দেশে প্রবেশের পথ খুলে যায়।

কেষ্টদা—শুধু নামধ্যান-ভজনের ভিতর-দিয়েই কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' কিছু করি, যদি তাঁর সেবার জন্য করি, তাঁকে profitable (উপচয়ী) করার জন্য করি, তবে কাটা-কাটা unadjusted (অনিয়ন্ত্রিত) যা'-কিছু সবই adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'তে থাকে। তাঁর সেবার জন্য যা'-কিছু করণীয় করতে হবে। ব্রহ্মাণ্ডী মনে যখন যাই, তখন স্বাভাবিকভাবে ভজন করি, তাঁর জন্য ভাবি, তাঁর জন্য করি। তন-মন-ধন সবই তাঁর কাজে, তাঁর সেবায় লাগাতে পারি। অনুরাগ হ'ল আসল কথা। সত্যিকার অনুরাগ আসলে তখন তা' অন্তরে ব'সে যায়, চরিত্রের ভিতর-দিয়ে ফুটে বেরোয়। চরিত্রের ভিতর-দিয়ে ফুটে বেরোয়নি, অথচ পাঁচ ঘটি কাঁদছে, তার মধ্যে কিছু নেই।

ভাণ্ডারীদা—অনামী পুরুষ ও 'রাধাস্বামী'র তফাৎ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'রাধাস্বামী' নামটাই অনামী নাম। এটা mere mechanism of vibration (স্পন্দনের মরকোচ মাত্র)। অনামী নাম electricity (বিদ্যুৎ)-এর মত। কোন শব্দ করে না। Electricity (বিদ্যুৎ)-কে feel (অনুভব) করা যায় মাত্র। অবশ্য রেডিও, টেলিফোনে electricity (বিদ্যুৎ)-এর প্রভাবে শব্দ শোনা যায়। অনামী পুরুষ হ'লো সর্ব্বোচ্চ ধামের অধিষ্ঠাতা দেবতা।

ভাণ্ডারীদা—অগম, অলখ, অনামী আলাদা বলা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এগুলি সত্যলোকের বিভিন্ন প্রকাশ। এর যে কত রকমারি আছে ব'লে শেষ করা যায় না। তিনটে বললেও কূল খায় না। আবার, ওগুলি একটাতেই অনুস্যূত। একটারই radiation (দ্যুতি)। 'রাধাস্বামী' শব্দ নয়, শুধু অনুভব করা যায় মাত্র। ওঁ, ক্লীং, হ্রীং, রং—এগুলি শব্দ।

কেষ্টদা—শব্দ নিরন্তর হচ্ছে, এ-কথার মানে কী? এটা তো ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতি মাত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও ব্যাপারটা আছেই। ধরুন, আমগাছের পাতা বিশেষ একভাবে সূর্য্যরশ্মি আত্মসাৎ করে। সেটা হয়তো একজন বোধ করেছে। এই যে ব্যাপারটা, এটা কিন্তু চিরন্তন।

কেষ্টদা—অনেকের ধারণা, ত্রিকুটী যিনি পার হয়েছেন, তাঁর ছেলেপিলে হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে কিছু যায় আসে না। আর, সবসময় তো ত্রিকুটীতে থাকা যায় না। ত্রিকুটীতে থাকলে এ-সব কথাও বলা যায় না। তবে সেটা তার আয়ত্তেই থাকে। তিনি প্রয়োজন মতো আনাগোনা করেন। আপনি হয়তো বিলাত গেছেন, সেখানে এক-ভাবে থেকেছেন, সেখানকার সব ছাপগুলি আপনার মাথায় আছে। কিন্তু সেইজন্য যে এখানে ভাত রান্না ক'রে খেতে পারবেন না, তা নয়।

ভাণ্ডারীদা—স্বামীজী মহারাজ নাকি তিন-চারশ বছর আগে চায়নায় এসেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে মৌজ হয়, সেখানেই যান।

কেষ্টদা—মহাপুরুষও নাকি সকলের আকুতির ফলে আসেন, কিন্তু আসলে তো তারা ধরে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্টের ভিতর-দিয়ে একটা সাধারণ আগ্রহ জাগে। তিনি যখন আসেন, বহুলোক প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়ে আসে। বাঁচতে চায়, উদ্ধার পেতে চায়, কিন্তু ভাল-বাসার টানে আসে কম।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—দয়ালবাগ-স্বামীবাগের মধ্যেও তো শুনি দা-কুড়োল সম্পর্ক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দা-কুড়োল সম্পর্ক যেখানে, বুঝতে হবে তারা পুরয়মাণ নয়। ভারতবর্ষে যদি একজন থাকে, সিসিলি দ্বীপে যদি একজন থাকে, তাদের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি থাকবে, তারা পরস্পর স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠবে আত্ম-অভিব্যক্তি নিয়ে। বিয়াস সৎসঙ্গ ও সিসিলি সৎসঙ্গ যদি একেরই অভিব্যক্তি হয়, twin seeds (যমজ বীজ) যদি হয়, তবে এর মাথা ধরলে ওর মাথা ধরবে, উভয়ের যেন এক দেহ। পরস্পর একাঙ্গীবোধ নিয়ে পরস্পরের সাহায্যে আপ্রাণ হবে।

কেষ্টদা—একজন বলছিল বাংলাদেশে নাকি সন্ত আসতে পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর কাছে কি বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, ইংরেজ, আমেরিকান, রাশিয়ান ব'লে কিছু আছে? তিনি তো সবারই। বিস্তার ও সংহতিই হ'ল ভাগবত চরিত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর গল্পচ্ছলে বললেন—আমি একবার চোদ্দ-পনের বছরের সময় মার সঙ্গে

এলাহাবাদে গিয়েছিলাম। ওখানে সবাই আমাকে খুব ভালবাসত। আমাকে গোলাপ বাগে নিয়ে যেত। সেখানে বসবার জায়গা ছিল। আমি বসতাম, বহুলোক জমে যেত। পঞ্চাশ, ষাট, একশ, এমনকি ততোধিক লোক জড় হ'ত। আমার কাছে কত কথা জিজ্ঞাসা করত। যা' বলতাম শুনত। ক্রমে ভীড় বেড়ে যেতে লাগল। মা ওখান থেকে আগ্রা গেলেন। ওরা আমাকে মা'র সঙ্গে যেতে দিল না। মা আগ্রা থেকে ঘুরে আসেন। ফেরার পথে মা আমাকে নিয়ে আসলেন। আমরা কাশীতে নামলাম। মহারাজ সাহেব তখন গত হয়েছেন। সবারই মধ্যে কেমন একটা তরতরে ভাব। পরমপিতার কথা বলতে সবারই চোখে জল আসে। আর, কেমন সক্রিয় সেবাপরায়ণ। আমাকে যেন আপন ঘরের লোকের মতো ক'রে নিল।

আর একবার কাশীতে গিয়েছিলাম মা'র সঙ্গে। তখন গোলকপুরার রাণী (মার পিসীমা) ওখানে ছিলেন।

গোঁসাইদা বললেন—সেটা বোধহয় ১৩২২ সালের আশ্বিন মাসে।

ভাণ্ডারীদা—হুজুর মহারাজের কাছ থেকে মা কি সরাসরি দীক্ষা নিয়েছিলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা গিয়েছিলেন ওখানে বোধ হয়। সে আমার জন্মের আগে। হুজুর মহারাজের বহু চিঠি ছিল মার কাছে।

ভাণ্ডারীদা—সদ্‌গুরু নাকি দয়া ক'রে পবিত্র আধারদের লহমায় সব ধাম দেখিয়ে দেন এবং পরে ভজন ক'রে নিজের মতো ক'রে উপলব্ধি করতে বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্তরের অনুরাগই দয়াকে আকর্ষণ করে।

ভাণ্ডারীদা—যে একবার রাধাস্বামী ধামে পেঁছিছে, তার আর ভজনের দরকার কি ? সে তো যখন খুশী উঠতে পারে সেখানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই হোক, ঐ ভজনই পথ, ওঠানামার সিঁড়ি। সেটা ভজনের formal posture (আনুষ্ঠানিক রকম)-এ হোক বা না হোক। সেই সিঁড়ি বেয়ে সে উপরে উঠতেও পারে, আবার নামতেও পারে। তবে অনেক সময় হয় যে, ব্রহ্মাণ্ডে উঠে মন যদি পিণ্ডে নেমে আসে তা'হলে আবার ব্রহ্মাণ্ডে ওঠা হয়তো কণ্টকর হ'য়ে ওঠে। তবে প্রথমবারের থেকে সহজ হয়। বারবার ওঠানামা করতে-করতে সড়গড় হয়। তবে একবার উচ্চস্তরে উঠলে, নেমে গেলেও, ঐ holy impression (পবিত্র ছাপ) goad (চালনা) করে। ভজন করতে-করতে অনেক সময় ছিটকে ফেলে দেয়। এমন ঊর্ধ্ব টান হয় যে লিঙ্গ-অণ্ডকোষ পেটের মধ্যে ঢুকে যায়। এতে প্রাণায়াম আপনি হয়। জোর ক'রে প্রাণায়াম করতে গিয়ে অনেক সময় বিপদ হয়। মূল জিনিস অনুরাগ। তাঁতে অনুরাগ নিয়ে অগ্রসর হও—তাঁর মৌজে সব হবে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনেকে শুধু আধ্যাত্মিক অনুভূতি নিয়ে কাটিয়েছেন। কিন্তু তাই ব'লে যে তাঁরা দুনিয়াদারী বোঝেন না, জানেন না, তা' নয়। তাঁরা পারেন সব। যেমন ক্রাইস্ট দুনিয়াদারীকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে। সন্তদের মধ্যেও অনেকে প্রধানতঃ শুধু আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে ব'লে গেছেন। আবার, অনেকে দুনিয়াদারীকে তাঁর অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করার কথাও বলেছেন। যাঁরা বলেননি, তাঁরাও জানেন। কেউই প্রকৃতপক্ষে এটা উপেক্ষা করেননি। সংক্ষেপে বলেছেন। যেমন তন-মন-ধন দিয়ে গুরুসেবার কথা বলা আছে। তার মানে সবটাই কাজে লাগাবার কথা আছে। আমার আধ্যাত্মিক বিকাশ যদি হয়, আমার জাগতিক নিয়ন্ত্রণও ততখানি উন্নত হবে। অধ্যাত্ম-জগতের লোক কর্ম্মবিমুখ হ'ন না। আমি যদি আমার ইষ্টার্থে সবদিক দিয়ে উন্নত হ'তে চাই, সেটাকে এমন ক'রে নিয়ন্ত্রিত করব, যাতে সব নিয়ে উপচয়ী তাৎপর্য্যে আমি ইষ্টার্থী হ'য়ে উঠতে পারি। সাধু কথার মানেই হ'ল নিষ্পন্নকারী অর্থাৎ যে নিষ্পন্ন করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—এই সবগুলি হ'য়ে গেলে ভেবেছি ভক্তিমূলক জিনিস নিয়ে বসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), অজয়দা (গাঙ্গুলী), প্যারীদা (নন্দী), খগেনদা (তপাদার) প্রমুখ উপস্থিত।

জনৈক ভাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমার মন বড় চঞ্চল, কিছুতেই মন বসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাখ চঞ্চলই হোক, তাতে কিছু এসে-যায় না, যা' করবে তা' ইষ্টার্থ-পোষণী হওয়া চাই। তাহ'লে চঞ্চলতাই হয়তো ভাল ফল দেবে। পুরোপুরি ইষ্টার্থ-পরায়ণ হ'তে হবে। ঐ হবে ফন্দি। আর কোন ফন্দি থাকবে না—তা' তুমি চাকরী-বাকরীই কর, আর রাজরাজেশ্বরই হও, আর জুতোর মালা গলায় প'রেই ঘোর। সুকেন্দ্রিক হও, সেইটে ঠিক থাকলে আর কোন ভাবনা নেই। ইষ্টার্থহারা কাটা-কাটা, আলাদা-আলাদা উদ্দেশ্য হ'লেই মুশকিল। কোনটা দানা বেঁধে ওঠে না তাতে। যা' কর যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি কাঁটায়-কাঁটায় ক'রে যাবে।

চরিত্রকে এমন শ্রদ্ধার্হ ক'রে তুলবে, সম্ভ্রমাত্মক ক'রে তুলবে, যাতে মানুষ তোমার দ্বারা চালিত হয়ে সুখী হয়। এমন ক'রে চলা চাই যাতে যে অঞ্চলে আছ, ওখানকার বেশীরভাগ মানুষকে ইষ্টে সংহত ও অনুপ্রাণিত ক'রে তুলে সকলের মনের রাজা হয়ে থাকতে পার।

২রা চৈত্র, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১৬। ৩। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি আশ্রমে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ভান্ডারীদা, হরিদাসদা (সিংহ) প্রমুখ কাছে আছেন।

কেষ্টদা—জানার আকাঙ্ক্ষা—অবশ্য তা' যদি ভক্তি-অনুগ না হয়, তা তো বাধা সৃষ্টি করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি হ'লে জানাটা আপনি আসে। জানার আকাঙ্ক্ষা থেকে তেমন আসে না। প্রীণন-প্রবৃত্তি থেকে যে সন্ধিৎসা, জ্ঞান, বোধ, বিবেচনা আসে, তাই স্বাভাবিক। অন্যভাবে যে জানা, সে-জানায় জানাও হয় না।

কেষ্টদা—বিষ্ণু ইত্যাদি যদি রূপক হয়, তবে দেখলেন কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কোন তত্ত্বের একটা তাহা আছে। আপনি যে একজন, তার পিছনে একটা তত্ত্ব আছে।

ভাণ্ডারীদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেতন অভিব্যক্তি যেখানে যত বেশী, সেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের খেলা তত বেশী। পাথরের বেলায় তা' বুঝতে পারি না, অভিব্যক্তি কম। আমরা যদি আগের মত রূপক ব্যাখ্যা নিয়ে চলতে চাই, তাহ'লে হবে না। এখন যা'-কিছু, তাকে বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক ব্যাখ্যার উপর দাঁড়াতে হবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সোহহং পুরুষে যত ঢোকে, শব্দটা তত স্বরূপ হ'য়ে ওঠে। ওখান থেকে উপরে গেলে সত্যলোক। ওখান থেকে টান দিলে শব্দ ও জ্যোতি যেন শব্দ ও জ্যোতির মত থাকে না। অস্তিত্বের ভাব আস্তে-আস্তে যেন ওর ভিতর মিশে যায়। সেইজন্য অলখ-অগম ইত্যাদি নাম দিয়েছে। অলখ-অগমের উপর যেন মানুষ গুলিয়ে যায়। এটা লয় নয়, চৈতন্য যেন নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায়। দ্বন্দ্ব না থাকলে তো চৈতন্য থাকে না।

কেষ্টদা—দ্বন্দ্ব না থাকলে চেতন থাকে না, আবার অচেতনেরও যে চেতনা থাকে না, এ দু'য়ের তফাৎ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাচেতন সমুত্থান যাকে কই, সেখানে দ্বন্দ্ব খুব কম থাকে। ওখানে গেলে সংশ্লেষণাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা প্রতিভাত হয়। আর একটা যেন ঘুম। ঘুম আর সমাধির ফল এক হয় না। সমাধির থেকে একটা জ্ঞান নিয়ে ফিরে আসে। সেইজন্য কয় সমাধি, সম্যক ধারণ।

ভাণ্ডারীদা—কলিযুগেই তো রাধাস্বামী দয়াল প্রকট হ'লেন। শব্দযোগের প্রবর্ত্তন তো অধুনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যযুগের অনেক সন্ত ছিলেন। পরমসন্তের দরকার হয় কলিযুগে, যাঁরা সৎলোককে মানুষের মাথায় জাগিয়ে রাখেন। শব্দযোগ বরাবরই ছিল। অবশ্য, শব্দের রীতি কী, তা আগে এতখানি জানানো দরকার হয়নি। সৃষ্টি যত জটিল হয়ে ওঠে, তার উপাদান-উপকরণও তত জটিল হ'য়ে ওঠে। তার বিন্যাসের রীতিও তদনুপাতিক চলে।

একদিন তোমার জামার বোতামের প্রয়োজন ছিল না। একদিন বোতামের প্রয়োজন হ'ল। তখন কল, উপাদান, উপকরণগুলিও সংগ্রহ ও উদ্ভাবন করা হ'ল। বৈষ্ণবরা বলে, ধন্য ধন্য কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।

প্রফুল্ল—স্বামীজী রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বলেছেন 'এবার পতনও যত গভীর, অভ্যুত্থানও তত বিরাট।'

কেষ্টদা—তাই তো হয়। যেখানে Leprosy (কুষ্ঠ), সেখানে সজনে গাছ। সজনের নাকি অশেষ গুণ আজকাল বের হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরাই প্রথম সজনে নিয়ে কাজ আরম্ভ করি।

কেষ্টদা—হ্যাঁ! সেই কতদিন আগে টিঞ্চার মরিঙ্গা ইত্যাদি করা হয়েছিল।

ভাণ্ডারীদা—দীক্ষা না নিয়ে যদি এই সৎনাম জপ করে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামের ফল হবেই, তবে পদ্ধতি জানলে আরও ভাল হয়। আদত কথা, সুকেন্দ্রিক না হ'লে হয় না, ছড়িয়ে পড়ে। আর সুকেন্দ্রিক হওয়ার জন্যই গুরু দরকার।

ভান্ডারীদা সৎনামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' কই শোনেন। আমি করেছি, ক'রে দেখেছি, এটা fact (বাস্তব)—এইরকম বোধ করা যায়। যত কথা যাই থাক্ বা না থাক্, নাম করলে তা' বোধ করা যায়। এর একটা গভীর তাৎপর্য্য আছে। এটা বাস্তব। যা' যা' উপলব্ধি হয়, তা' তো বলেছিই, করলেই ঠিক পাবে।

ভাণ্ডারীদা—আমাদের বিয়াস সৎসঙ্গে শব্দযোগের পাঁচটা গোপন নাম জপ করতে দেওয়া হয়। রাধাস্বামীকে গন্তব্য ব'লে ধরা হয়, তা' জপ করা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যাই হোক, 'রাধাস্বামী' নাম ক'রে দেখলেই বোঝা যায়।

কেষ্টদা—আপনিও তো আগে বিভিন্ন নাম জপ করতে বলতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যাই হোক, এইটেই হলো basic principle of all names (সমস্ত নামের মূল তত্ত্ব)। এটা করা খুব ভাল। শিখরা কী নাম করে?

ভাণ্ডারীদা—তারা জপজী সাহেব পাঠ করে রোজ সকালে। কিন্তু কোন মন্ত্র জপ করে না। দীক্ষিত যারা, তারা পাঁচটা বড় কবিতা পাঠ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি হিন্দী বইও পড়িনি, বিশেষ সাধুসঙ্গও করিনি। আমার জীবনে তা' জুটে ওঠেনি। কিন্তু একেবারে ছেলেবেলা থেকেই এই নামই করতাম, আর পৈতের ঘরেই তো ভজন পেয়েছিলাম।

ভাণ্ডারীদা—মা এই নাম করতেন, তা থেকেই কি জানতে পারেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা এই নামের কথা বলতেনই না।

কেষ্টদা—কখন নাম পেলেন মনে নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম বরাবর করতাম। ভজনের কথা মনে আছে—পৈতের ঘরে শুয়ে আছি গেরুয়া কাপড় পরে, স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম হুজুর মহারাজ আমাকে উঠিয়ে বালিশে ঠেস দিয়ে বসিয়ে ভজনের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। সাথে-সাথে আরম্ভ করলাম, আর চোঁ ক'রে মন টেনে নিল।

নাম জপ করি, নামের তাৎপর্য্য মতন cell (কোষ)-গুলি সেইরকম কাঁপতে থাকে। Fine thrill (সূক্ষ্ম স্পন্দন) আসে। এই নাম জপ করলে ওগুলি আপনা-আপনি আসে, যেমন বলেছি। আমি মৌলিক কতকগুলি দিয়েছি, আরও যে কতরকমের হয়, তা' বলা যায় না। মোটামুটি দিয়েছি।

ভাণ্ডারীদা—হিন্দী গ্রন্থে সন্তদের অনুভূতি সম্বন্ধে যেসব কথা আছে তা কি আপনি মার কাছ থেকে শুনেছিলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা বলতেনই না, আর আমি তো হিন্দী জানতামই না।

গা'র মধ্যে কাঁপত। সবসময়ই তো ঐ করতাম। একদিন কাদার মধ্যে মাথা গেড়ে প'ড়ে গেলাম স্কুলে যাবার সময়। সকলে বলে স্কুলে যাবে না ব'লে ঐ করেছে। কী যে অশৈলী জীবন গেছে। মা ঐসব কথা শুনে ভয় পেয়ে যেতেন।

আমি হুজুর মহারাজকে কখনও দেখিনি, ছবিতে ছাড়া। কিন্তু যখন স্বপ্নে দেখলাম, তখন এত জীবন্ত, গায়ে এমন একটা গন্ধ ছিল, প্রাণ উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। মা ওখানে জানানোতে নাম দেবার নির্দ্দেশ আসলো। তখন মা নাম দিলেন। কিন্তু তার আগে থেকেই ঐ করি। ওর পরে স্বপ্নে ভজন পাই। যখন ভজন-টজন করতাম তখন মা একবার সরকার সাহেবের কাছে চিঠি লেখেন। তিনি ভজনের অঙ্গুলি-বিন্যাসের অন্যরকম জানালেন। কিন্তু আমি বরাবর স্বপ্নে দেখামত করতাম।

কেষ্টদা—ঠাকুরের এরকম অনুভব হ'তো যে সর্ব্বত্র সরকার সাহেবের মূর্ত্তি দেখতেন —লতায়-পাতায়, ঘাসের ফুলে, শিশিরের উপর, সর্ব্বত্র যেন সরকার সাহেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা মাথার ছাপের দরুন। 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' দর্শন কিন্তু ওটা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। পূজনীয় বড়দা কাছে ছিলেন। তাছাড়া কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হরিপদদা (সাহা), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত।

বড়দা—শিশিরবাবু অমিয় নিমাই চরিতে বলেছেন, যাদের পেটে খুব বায়ু হয়, তাদের ভক্তি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বায়ু সকলেরই থাকে, ওটার বৃদ্ধি হ'লেই অসুবিধা হয়। পেটে বায়ু বৃদ্ধি হ'লে মেজাজ খিটখিটে হয় এবং চিত্তবিক্ষেপ হয়। একাগ্রতা ঠিকমত হতে পারে না।

পরে ভারত-বিভাগ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সি. আর. দাশ থাকলে এটা হ'তে দিতেন না। আমার মনে হয়, আমার ক্ষমতা থাকলে ঘুরে ঘুরে দেখতাম।

৩রা চৈত্র, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ১৭।৩।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রবোধদা (মিত্র), প্যারীদা (নন্দী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিদাসদা (সিংহ) প্রমুখ উপস্থিত।

পশুবধ-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও আমার ভাল লাগে না। ওদের আমার মতোই মনে হয়।

কেষ্টদা—লিভার এক্সট্রাক্ট করতেও তো পশু-বধের দরকার হয়, তাতেও তো বহু-লোক বেঁচে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেগুলি করা হয়, উপায় নেই ব'লে। কিন্তু আরও উন্নত জিনিস—অন্যভাবে উদ্ভাবন করা যেতে পারে হয়তো।

কেষ্টদা—অহিংসা তো ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের তো হিংসা প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে হনন করতে আসছে, যাকে প্রতিরোধ না করলে আমি ও গণসমূহ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে পারি, তাকে প্রতিরোধ না করা পাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে।

পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কেমন জানি একটা রকম। সহজেই identified (একীভূত) হ'য়ে পড়ি। পশুবলি দেয়, কিন্তু পাঁঠাটাকে মনে হয় যেন আমি। গাছপালা সবকিছুকেই অমনি মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—আমি যা' কইছি, যা' লিখে দিয়ে গেলাম, তার মধ্যে ভেজাল কিছু নেই।

৪ঠা চৈত্র, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ১৮। ৩। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) রামচরিত মানসের বাংলা অনুবাদ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে বাল্মিকী রামায়ণ ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের পার্থক্যের কথা উঠল।

প্রবোধদা (মিত্র)—মূল বাল্মীকির রামায়ণ না পড়লে একটা সত্যিকার ধারণাই হয় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর দুটি বাণী দিলেন।

বিরূপ স্ত্রীর প্রভাবে স্বামীর যে আয়ু ক'মে যায়, তার মধ্যে সেই কথা ছিল।

লেখা দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আয়ু যে কমায়ে দেয় এটা ঠিক। সত্তার উপর বিরুদ্ধ সংঘাত দিতে থাকে। তার ফলে পুরুষের শরীর-মনের উপর দিয়ে যেন একটা ভূমিকম্পের মতো চলতে থাকে। Nerve (স্নায়ু), muscle (পেশী) এ-সব শিথিল হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট।

পূজনীয় বড়দা, হাউজারম্যানদা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), মণিদা (ভাদুড়ী), সরোজিনীমা প্রমুখ উপস্থিত।

হাউজারম্যানদা—আমেরিকানরা খুব active (সক্রিয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Activity (সক্রিয়তা) যতই থাকুক না কেন, যদি তা ইষ্টার্থপরায়ণ না হয়, প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হ'য়ে যত কর্ম্মই করি না কেন, তাতে লাভ হয় না। আমার চালক হওয়া চাই ইষ্টার্থপরায়ণতা। ঐটা যত পেয়ে বসে, তত analysis (বিশ্লেষণ) আসে। আস্তে-আস্তে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয় ও চরিত্র গঠিত হতে থাকে। ইষ্টার্থী হয়ে কাজকর্ম্ম ও ধ্যান একই সঙ্গে চালান লাগে। খুব বেশী বিশ্লেষণ আবার ভাল না। ভালবাসার টান থাকলে মানুষের চলার মধ্যে একটা সহজ রকম আসে। আবেগের সঙ্গে প্রিয়ের পরিপূরণ চলে। তার বিরোধী যা', তা' স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হয়। To do or not to do (করব কি করব না) ব'লে দ্বন্দ্বদোলায় দোলে না।

৫ই চৈত্র, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১৯ । ৩ । ১৯৫১)

সৎসঙ্গ অধিবেশন পরিচালনা সম্বন্ধে কথা উঠল। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তখন যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ অনেকেই পরমদয়ালের সান্নিধ্যে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎসঙ্গ যদি এমন মানুষ পরিচালনা করে, যার চরিত্রের সংহতি ফুটে ওঠেনি, সেক্ষেত্রে সাধারণের মধ্যে যতটুকু সংহতি থাকে তাও নষ্ট হয়। কতকগুলি নিখুঁত চরিত্রের মানুষ না হ'লে কাজ হবে না। তাদের হওয়া চাই চৈতন্যদেবের মতো কঠোর সন্ন্যাসী।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে। পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ কাছে আছেন। ভক্তি-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হনুমানের মতো ভক্ত দেখা যায় না। সে রামচন্দ্রকে বহন করেছে, তাঁর ভার হয়নি বরং ভার হরণ করেছে।

বড়দা—কেবল সমস্যার সমাধান যে চায়, তার আর হ'য়ে ওঠে না। মিনিটে-মিনিটে নূতন সমস্যা জাগতে থাকে, আর তাই নিয়ে সে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তার মন যদি একাগ্র হয়, তার নিজের সমস্যার সমাধান তো হয়ই, আরও কতজনের সমস্যার সমাধান যে দিতে পারে, তার ঠিক নেই।

৬ই চৈত্র, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২০ । ৩ । ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রবোধদা (মিত্র), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

প্রবোধদা—গণতন্ত্রে সকলকে চিন্তা, কর্ম্ম, বাক্যের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ লোক যেখানে অনিয়ন্ত্রিত, সেখানে স্বাধীনতার সুবিধা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ সৎ-এ স্বাধীন, কিন্তু অসৎ কাজ করবার স্বাধীনতার অর্থ হয় না। কারণ, মানুষ মরতে চায় না।

বেলা দশটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর গোল-তাঁবুতে আসীন। চারিদিকে ভক্তমণ্ডলী আছেন।

প্রসঙ্গত শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লেখাগুলি যখন আসে তখন টেলিফোনে কথা আসার আগে যেমন ঘণ্টা বাজে ঐরকম ঘণ্টার মতো যেন মনে হয়। আগে দুটো-একটা কথা

আসে, তারপর ঝরঝর ক'রে বেরিয়ে আসে।

নন্দদার (ঘোষ) শরীর অসুস্থ, তিনি পুত্রশোকাতুর।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—ওষুধ-টষুধ খা, শরীর সারিয়ে তোল। পরমপিতার দান এই জীবন, যতদিন পারিস উপভোগ কর।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধীর বিশ্বাসদাকে বললেন—চরিত্রটি এমন করা চাই যে টিকটিকিটা পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা করবে—এমনতর চাল, এমনতর চলন, এমনতর চরিত্র, এমনতর ব্যবহার হওয়া চাই। নামধ্যান রীতিমত করবে অন্ততঃ ঊষানিশায়। তোমার আবির্ভাবই যেন যাজন হয়, তাতে যেন ধর্ম্মমুগ্ধ হ'য়ে ওঠে মানুষ।

৭ই চৈত্র, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ২১। ৩। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা, ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্টার্থপরায়ণ কথাটা যে বলি, পুরোপুরি তা' না হ'লে, যার যত গুণই থাক, কিছুতে কিছু হবার জো নেই। কিছুটা ইষ্টার্থপরায়ণ, কিছুটা প্রবৃত্তিপরায়ণ হ'লে চলবে না। সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকেই ক'রে তোলা চাই ইষ্টার্থ-পরায়ণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর চাকদহের জনৈক ভাইকে বললেন—ঋত্বিক-অধিবেশনে আসবি, ওতে অনেখানি কাজ হয়। যত বেশী লোক আসে, তত একটা পরিবারের মতো গ'ড়ে ওঠে।

উক্ত ভাই—একটা অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গিয়ে বড় অশান্তিতে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভালই হয়েছে। না হয় একটু অশান্তিই ভোগ করলি, তাতেই বা কী হ'ল ? দশজনের যদি শান্তি হয়, তোর না হয় একটু অশান্তিই হ'ল। তবে যথাসম্ভব দ্রোহ সৃষ্টি না ক'রে যাতে অন্যায়কে নিরোধ করা যায়, তাই করা লাগে। তা' যদি সম্ভব হয় তো খুব ভাল। নচেৎ অন্যায়কে তো নিরোধ করাই লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরের বিছানায় ব'সে বললেন—বৈধী চলন যে ভক্তির পরিচায়ক, তা নয়। তখনও ভক্তি হয়নি। কিন্তু ওর ভিতর-দিয়েই একসময় ভক্তি খুলে যায়।

কাশীদা (রায়চৌধুরী)—অনুরাগের পথে চলতে-চলতে বিচ্যুতি আসে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিগুলি তদনুধ্যায়ী যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকেই। গর্ব্বেপ্সা চলে স্বার্থসংক্ষুব্ধ প্রেরণা নিয়ে। আর, প্রীতি চলে শ্রেয়ার্থী উদ্গতি নিয়ে।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিভিন্ন ঘটনার পারম্পর্য্য যদি না থাকত, কিংবা যুগপৎ যদি সব ঘটনা ঘটত, তাহলে কালের বোধ বদলে যেত।

৮ই চৈত্র, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২২।৩।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

আজ কদিন থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে ব্যথা। কাল থেকে বেড়েছে। রাত্রে কিছু খাননি। সকালে শরীরের যন্ত্রণায় মাঝে-মাঝে কোঁকাচ্ছেন।

হরেরামদা (চক্রবর্ত্তী) ও লালমোহনদা (মুখার্জী) এসেছেন। উভয়ে প্রণাম করলেন।

হরেরামদা বললেন—কাল ওর আসার কিছু ঠিক ছিল না, বলল আজই যাব। কতদিন থেকে আমরা আসার কথা ভাবছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমনি ক'রেই আসা লাগে। ভাল কাজে একটা রোখ না থাকলে হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সম্মুখের বাণী নিক তোরে টানি পশ্চাতের কোলাহল হতে, অতল আঁধারে অকূল আলোতে।' শুভ কাজে অমনি রোখ চাই।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার এখানকার জন্য একজন ভাল ডাক্তার জোগাড় করতে চেষ্টা করিস। অবশ্য সৎসঙ্গী হ'লে ভাল হয়। না হ'লে এখানে সুখ পাবে না। বানরের দলে বানর থাকে, গরুর দলে গরু থাকে, কুকুরের দলে কুকুর থাকে, পাখীর দলে পাখী থাকে। ঝগড়া করুক, যাই করুক, তবু ঐ ছাড়া তার চলে না। এই হ'ল জীবের প্রকৃতি। নচেৎ তেলজলের মতো থাকে, মিশ খায় না।

কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এসেছিস যে খুব ভাল করেছিস, মধ্যে-মধ্যে প্রবৃত্তি টানের বাঁধন ছিঁড়তে হয়। রামকৃষ্ণ ঠাকুর ভক্তদের বলতেন—ফাঁক পেলেই ছুটে আসতে হয়।

হরেরামদা একটি ছেলের কথা বললেন—সে খুব ভক্তিমান, আপনার ফটো দেখলে সেখান থেকে নড়তে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের বংশের ধারাই ঐ-রকম। তাই ঐ-রকম সুন্দর জৈবী-সংস্থিতি নিয়ে এসেছে।

আজ দুপুরের পর ওয়েস্ট এণ্ড হাউসে ভাঁড়ার ঘরে আগুন লেগে বহু টাকার জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যায়। দরজা-জানালা-দালানও পুড়ে যায়। তাছাড়া বহু প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও নষ্ট হয়।

গোঁসাইমা ওয়েস্ট এণ্ডের দিকে আসতে রাস্তায় মোটরের ধাক্কা খেয়ে গুরুতরভাবে আহত হন। আগুন নেভাতে গিয়েও অনেকে আহত হন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই ব্যাপার নিয়ে দুঃখ ক'রে বললেন—প্রবৃত্তিমুখিনতার দরুন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিথিল-প্রযত্ন হই ব'লেই এ-সব বিভ্রাট ঘটে।

সুধীরদা (বসু) এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দরজা-জানালা-দালান তাড়া-তাড়ি ঠিক ক'রে ফেল।

একটু পরে কেষ্টদা আসলেন।

তিনি প্রফুল্লকে বললেন—তুমি রান্নাঘরের পাশে ঐসব খাতাপত্র রেখেছ, এটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে লাখ টাকা, সোয়া লাখ টাকার জিনিস যদি যেয়ে থাকে, তার হয়তো পার আছে। কিন্তু তোমার ঐগুলি গেলে কোটি-কোটি টাকা দিলেও মিলবে না। সাবধান!

পরে একটা ফায়ার প্রুফ স্টীল ট্রাঙ্ক কিংবা লোহার সিন্দুকে ঐ খাতাপত্র রাখার কথা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে নতুন তাঁবুতে এসে বসলেন। লালমোহনদা, হরেরামদা প্রমুখ আসলেন। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাংলার কী দুর্ভাগ্য, পর-পর কত রত্ন চলে গেল। সি. আর. দাশ চ'লে গেল। আমার গোপালও ছিল চাণক্য ধরনের মানুষ।

হরেরামদা—লালমোহনও খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলকে একসাথে ইষ্টসূত্রে বেঁধে তোলা লাগবে। আজ চাই প্রকৃত Leader (নেতা)। তথাকথিত নেতা হ'লে চলবে না। চাই ইষ্টার্থী সন্ন্যাসী।... গোপাল ছিল magician-এর (যাদুকরের) মতো। মানুষকে কেমন ক'রে মুগ্ধ ক'রে ফেলত।

১১ই চৈত্র, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ২৫।৩।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজও ভাল নয়। আজ ভোরে গোঁসাইমা হাসপাতালে মারা গেলেন। এই কদিনে যমে-মানুষে টানাটানি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা সফল হলো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় সংবাদটি শুনে খুবই ব্যথিত হলেন এবং গোঁসাইদার কথা চিন্তা ক'রে দারুণ ভাবিত হয়ে পড়লেন।

১২ই চৈত্র, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২৬।৩।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় শুয়ে আছেন।

স্পেন্সারদা এসে নিজের একটি দুর্ব্বলতার কথা প্রকাশ ক'রে বললেন—আমি ষোল মাস ধরে struggle (সংগ্রাম) করছি তবু দেখছি এর থেকে নিস্তার নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কপটতা থাকলে মানুষ struggle (সংগ্রাম) করতে পারে না। এই যে ষোল মাস ধরে struggle (সংগ্রাম) করছ, তাতেই বোঝা যায়, তোমার অন্তরে আমার প্রতি ভালবাসা আছে। ভালবাসা না থাকলে তুমি মার্গারেটকে নিয়ে এখানে আসতে না, কিংবা মার্গারেট চ'লে যাওয়া সত্ত্বেও এখানে থাকতে না।

স্পেন্সারদা—আমার জন্য পৃথিবীতে আর কোন জায়গা নেই ব'লে এখানে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই জায়গাকে যে তুমি একমাত্র জায়গা ব'লে নির্বাচন করেছ, এতেও ঐ ভালবাসার কথাই বোঝা যায়। এ-সবই হ'ল ভালবাসার সাক্ষী।

স্পেন্সারদা—অন্যত্র যাবার শক্তি নেই, তাই এখানে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্তরে টান আছে ব'লেই অন্যত্র যাবার শক্তি নেই। না হলে পৃথিবীতে এত জায়গা আছে…।

স্পেন্সারদা—এই জোড়াতালি আমার ভাল লাগে না। আমি যেন একটা পুরনো দড়ির উপর ভর ক'রে চলছি। সকালে জোড়া লাগাই তো দুপুরে আবার ছিঁড়ে যায়। এভাবে আর পারা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেঁড়া-জোড়া লাগার ভিতর-দিয়ে পরমপিতার দয়ায় নতুন দড়ি হাতে এসে যাবে। আর, এই সব দেখে আমার মনে হয়, পরমপিতা বোধহয় তোমাকে একজন Shepherd (মেষপালক) অর্থাৎ leading man (চালক) ক'রে তৈরি ক'রে নেবেন। তাই তিনি এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য-দিয়ে নিচ্ছেন, যাতে তোমার অভিজ্ঞতা দিয়ে তুমি বহু মানুষের উপকার করতে পার।

স্পেন্সারদা—তাই যেন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও তো সেই চাই, সেই আমার প্রার্থনা।

স্পেন্সারদা—মাঝে-মাঝে আমি যেন কষ্টে ডুবে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি চাও অতলতলে ডুবে প্রবৃত্তির মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে। তাই এত কষ্ট। ইষ্টের প্রতি টান থাকায় তুমি প্রবৃত্তিকে একতিলও প্রশ্রয় দিতে চাও না।

স্পেন্সারদা—কোথা থেকে খাঁটি টানটুকু পাব, জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছেই, তাঁর দয়ায় আরও বেড়ে যাবে। আমি কিন্তু দেখি, লক্ষ্য করি এবং খুব enjoy করি (উপভোগ করি)।

স্পেন্সারদা—আমি যে কেঁদে মরি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই ভাল। আমি এর ভিতর-দিয়ে দেখতে পাই—তুমিও ভালবাস তাঁকে, তিনিও ভালবাসেন তোমাকে। কাঁদ, কষ্ট পাও, আবার মিষ্টিও লাগে।

স্পেন্সারদার চোখ ছলছল করে উঠল। তারপর তিনি প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখ, কেমন সুন্দর। চাণক্য যেমন ক্ষেতের কুশ উপড়ে ফেলেছিলেন, ও তেমনি এতটুকু দুর্ব্বলতাকে খাতির করতে, প্রশ্রয় দিতে চায় না। কত গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করে।

এরপর স্পেন্সারদাকে ডেকে পাঠালেন।

স্পেন্সারদা আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ভজন কর তো?

স্পেন্সারদা—করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা ভাল ক'রে ক'রো।

১৭ই চৈত্র, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ৩১। ৩। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

কাল রাত্রে দিল্লি থেকে শ্রীযুক্ত সহায়রামবাবু (বসু) এসেছেন। সকালে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন।

অতুলদা (বসু) সম্বন্ধে কথা উঠল। তাঁর উপরওয়ালাদের সঙ্গে বিরোধ চলছে।

প্রফুল্ল—মানুষের যোগ্যতা থাকলেও উপরওয়ালারা খুশী না থাকলে অসুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু কাজ দিয়ে মানুষকে খুশী করা যায় না, যদি ব্যবহার জানা না থাকে। অনেকে আছে শুধু মোসাহেবী ক'রে কাজ বাগায়। চাণক্যের কাছে ও খাটতো না। তিনি খতিয়ে দেখতেন, তোমার কাজে কথায় মিল কেমন। শুধু কথায় ভুলতে নেই। বিসমার্কের কথা শুনেছি, তিনি খুব কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন।

সহায়রামবাবু—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভারতের মধ্যে এমন কূটনীতিজ্ঞ কেউ ছিল না যে ভারতের ভাগকে নিরোধ করতে পারে।

হাউজারম্যানদার একটা কথার পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভেদ যদি সংহতি আনে, তা'হলেই সেই ভেদের মানে হয়।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের একটা দোষ আছে, কৃষ্টির প্রতি নিষ্ঠা নেই, পূর্ব্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। তাই ছেলেপেলেদের শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারি না।

গাছের বাকল না থাকলে গাছ বাড়তে পারে না। নিষ্ঠা না থাকলে ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে ওঠে না, চরিত্র অব্যবস্থ হয়। বাংলাই আগে সব ব্যাপারে সামনের দিকে থাকত। রবীন্দ্রনাথ যাবার পরে, যেন যবনিকা পড়ে গেছে। গোখেল বলেছেন 'What Bengal thinks today, India thinks to-morrow' (বাংলা আজ যা' চিন্তা করে, ভারতবর্ষ কাল তা' করে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর সহায়রামবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন আপনাদের কি খুব ভাল ছাত্র আছে ?

সহায়রামবাবু—এখন খুব শিথিল রকম চলছে। পরের generation (পুরুষ) হয়তো ভাল হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা generation (পুরুষ) নষ্ট হওয়া কি কম কথা !

কেষ্টদা—ইউরোপের কথাও শোনা যায় যে, সেখানেও প্রতিভাবান ছাত্রদের সংখ্যা পরপর ক'মে যাচ্ছে। ভাল মানুষ যাতে জন্মায় তার ব্যবস্থা চাই। আগে আমাদের দেশে ঘটকরা ছিল, তারা এই ব্যাপারটা বুঝত। ধান, গরু, আলু যা' কিছুর চাষ করি, মানুষের চাষ ভাল না করলে হবে না। যে চাষ করবে সেই যদি ঠিক না হয়, তবে কে চাষ করবে ?

সহায়রামবাবু—এটা একটা সময়ের হাওয়া। স্থির পরিস্থিতি হ'লে ঠিক হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা স্থিতিরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে, চলারও বৈশিষ্ট্য আছে। চলাটা যখন শ্লথ বা নিম্নাভিমুখী হ'য়ে চলে, তখনই কাল খারাপ হয়ে যায়।

কেষ্টদা সহায়রামবাবুর কাছে তাঁর ওষুধের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

সহায়রামবাবু—ওটা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন।

কেষ্টদা—Genetic (প্রজনন) সম্বন্ধে ভাল কাজ হচ্ছে না ?

সহায়রামবাবু—সে লোকই নেই। ওটা কোয়েম্বাটুরে কিছু-কিছু হয়েছিল, আখ ইত্যাদি নিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা গাছের পুরুষ ও স্ত্রী পুষ্প এক হ'লে ভাল হয় না কেন ?

সহায়রামবাবু—নূতন জিনিস পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমবিপরীত সত্তা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সমবিপরীত সত্তার আর একটা কী কথা আছে তো ?

কেষ্টদা—তুল্য-অসমান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সগোত্র বিয়ে ভাল নয়।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কায়স্থদের মধ্যে মৌলিকরা কুলীনের ঘরের মেয়ে নেয়, এটা ভাল নয়। তাই বাংলায় এখন কায়স্থ পাওয়া কঠিন। কায়স্থ বেঁচে থাকলে ভারত বিভাগ ঘটতে দিত কিনা কওয়া যায় না।

সহায়রামবাবুর এক ছেলে সম্প্রতি মারা গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আপনার পাওনাই ছিল ঐ পর্য্যন্ত। কিন্তু তবুও মন মানে না। নিজস্ব জিনিস, চ'লে গেলে তো লাগবেই। একটা কলম হারিয়ে গেলে মানুষের কতখানি লাগে। জোর ক'রে নিজেকে চাপতে যাবেন না। কাঁদতে ইচ্ছে করলে কাঁদবেন, হাসতে ইচ্ছে করলে হাসবেন।

১৮ই চৈত্র, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ১।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নূতন তাঁবুতে উপবিষ্ট।

সহায়রামবাবু (বসু) এসে বসলেন। অজয়দা (গাঙ্গুলী), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহায়রামবাবুকে বললেন—আপনার শরীর এই দুইদিনে একটু যেন ফিরেছে।

প্রফুল্ল—বিশ্রামে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ চুপ ক'রে থাকলেই যে বিশ্রাম হয়, তা নয়। অনেক সময় সোডা ওয়াটারের বোতলের মত ফুপাড়ি কাটে, বরং বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকলে বিশ্রাম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহায়রামবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার কেমন লাগছে ?

সহায়রামবাবু—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের চাপটা কম থাকলেই শরীর একটু ভাল ব'লে মনে হয়।

এরপর চাকরী-বাকরী সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কত মাইনে পেতিস ?

অজয়দা—৫৫০ টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইটা ভাল লাগত, না এই বাওরা জীবন ভাল লাগে ?

অজয়দা—আমার মনের গঠনটাই যেন এর জন্য তৈরী ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাপ-ঠাকুর্দ্দা চাকরী করলে ছেলেপেলে কেমন ক'রে জানি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে-ফিরে চাকরীর মধ্যে গিয়ে পড়ে। গোলামজিগরী এসে পড়ে, সেবাজিগরী হয় না। সেবার প্রসাদে আত্মপ্রসাদ থাকে।

নিখিল—স্বাধীন দেশে এখন তো আর গোলামী নয়, এখন সবটাই সেবা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবা করেছেন চাণক্য। অতবড় রাজ্য যার অঙ্গুলি হেলনে চলত, খুদ-কুঁড়ো খাওয়া তাঁর ঘোচেনি। যিনি ইচ্ছা করলে কতবড় রাজ-অট্টালিকায় থাকতে পারতেন, তিনি থাকতেন একটা পর্ণকুটিরে দীনভাবে। আর, কতখানি দক্ষতা ছিল। সমগ্র জনমণ্ডলী কত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকত। দেশে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি ছিল না।

অজয়দা—অতখানি হিংসা নিয়ে চলেছেন, ওটা কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নন্দ বোধ হয় অত্যাচারী ছিল। তবে মারা ভাল না, বরং মৃত্যুকে মারা ভাল। যে-জীবন আমি দিতে পারি না, সে-জীবন আমি নেব কি ক'রে? আয়ু বাড়াবার জন্য শারীরিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক—তিন ধরনের সদাচার পালন করা লাগে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—প্রতিলোম সন্তানরা কখনও বিশ্বস্ত হয় না। বিয়েথাওয়া ঠিকমত দেওয়া খুব প্রয়োজন।

পরে অন্য প্রসঙ্গে বললেন—আমাদের সমাজতন্ত্র যে কী ছিল তার তুলনা হয় না। বৃত্তি-বিভাগ ছিল, তাই বেকার সমস্যা বলে কিছু ছিল না, ছোট-বড় ব'লে কথা ছিল না। সকলেই তার-তার স্থানে বড়। আর, ব্রাহ্মণত্ব লাভের অধিকার সকলেরই ছিল।

সরোজিনীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের কাছে পিকদানীটা ধরলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি তো বলিনি, ও দেখেই ঠিক পেয়েছে আমার সুপারি ফেলা দরকার। অতটা পর্য্যবেক্ষণ লাগে, অনুসন্ধিৎসা লাগে। 'না বলিতে কাজ বুঝিয়া যে ক'রে, সেই সে সেবক নাম। সেবক হইয়া কহিলে না করে তাহার করম বাম।' সেবা মানে পরিপোষণ, পরিরক্ষণ, পরিপূরণ—শরীরে, মনে, আত্মায়। সেই জন্য বলে শ্রদ্ধার কথা। আরুণি-উপমন্যু কি-রকম! আজকাল যে শিক্ষা দিচ্ছি তাতে বিচ্ছিন্ন শ্লথ-ব্যক্তিত্ব হ'য়ে পড়ছে, meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হচ্ছে না, কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা গজাচ্ছে না। কৃষ্টি মানেই বুঝি না, ধর্ম্ম মানি না। আমাদের যে কত-বড় কৃষ্টি ছিল, তা' আমরা ভাবি না। আমাদের ভুল শিখিয়ে অশ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে। নিজেদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টির উপর দাঁড়িয়ে যা কিছু শিখি, তাতে ক্ষতি নেই। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।'

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—গীতা পড়েছিস?

উক্ত ভাই—পড়েছি একটু একটু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এসব পড়তে হয়, সংস্কৃতটা ভাল করে শিখতে হয়।

১৯শে চৈত্র, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২। ৪। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে প্রথমে দুটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

খুকি !

কিছুদিন আগে তোমার চিঠি পেয়েছি। গত পনের দিন যাবৎ আমার শরীর খুব খারাপ ছিল। তারপর গেস্ট হাউসের ভাঁড়ার ঘরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের বিপর্য্যয় গেল। লক্ষাধিক টাকার জিনিস পুড়ে গেল। এইসব নানা ঝামেলার মধ্যে প'ড়ে তোমাকে আগে চিঠি লিখতে পারিনি।

তোমার মোকদ্দমার কী হলো জানিও। কল্পনার ছেলেমেয়ের অসুখ এখন কেমন ?

শান্তু এবারও পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি শুনে দুঃখিত হলাম। আশা করি নূতন ক'রে পড়াশুনা শুরু করেছে।

আমার ইচ্ছা, তুমি ডাক্তার গণপতি পাঁজাকে দেখিয়ে তাঁর চিকিৎসাধীনে থাক। আমি কেষ্টদাকে এই মর্ম্মে চিঠি দিলাম। কেষ্টদা কোলকাতায় বদ্রিদাসের বাড়ীতে আছেন। তাঁর ওখানে কাউকে পাঠিয়ে খবর নিতে চেষ্টা ক'রো।

শান্তু, কানু, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা, কল্পনা প্রভৃতি কেমন আছে ? আকু ভাল আছে তো ?

খেপু এখানে নির্ব্বিঘ্নে পোঁছেছে ও ভাল আছে। বাদলের বাড়ীর সব ও হরিদাস ভাল আছে। এদিকে মুকুলের হামজ্বর। আর সবাই একপ্রকার আছে।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো ও আর আর সকলকে দিও।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

কল্যাণীয়াসু,

অর্চ্চনা !

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। শারীরিক অসুস্থতা, এখানকার অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে প'ড়ে উত্তর দিতে দেরী হলো।

তোমরা এখন কেমন আছ জানিও। কল্পনার ছেলেমেয়ের অসুখের কথা শুনে চিন্তিত আছি। তাদের আরোগ্য সংবাদ পেলে সুখী হব। যখন যেখানে থাক

মাঝে-মাঝে খোঁজখবর দিও এবং সবদিকে লক্ষ্য রেখে সাবধানে চ'লো।

এখানে মুকুলের হামজ্বর। আর সবাই এক প্রকার আছে।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
জ্যাঠামশাই

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গোলতাঁবুতে আসলেন।

পাবনা থেকে আওলাত এসেছে। তার কাছে আশ্রম ও আশপাশের নানা ব্যক্তি,, বিষয়, জিনিসপত্র, বাড়ীঘর, গাছপালা, নদনদী, রাস্তাঘাট সম্পর্কে খুঁটিনাটি খবর নিচ্ছেন। আওলাতও ছোটখাট অনেক খবরই দিচ্ছে। অগণিত স্মৃতিভরা সেই জন্মভূমির খবর শুনে যেন তাঁর আশ মিটছে না। একের পর এক খবর জিজ্ঞাসা করছেন। একবার বললেন—গাঁয়ের কথা যখন মনে হয় কেমন যে লাগে……।

সহায়রামবাবু এসে বসলেন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যখন নাম করি, সাধনা করি তখন বহুকিছু আমাদের কাছে ধরা পড়ে। আমাদের নার্ভের চাই sensitiveness (সাড়াশীলতা), receptivity (গ্রহণক্ষমতা), elasticity (স্থিতিস্থাপকতা)। সব-কিছু বোধ করা চাই। কিন্তু তাতে ডুবে গেলে চলবে না, তার ঊর্ধ্বে থাকা চাই।

২০শে চৈত্র, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ৩।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে আমগাছতলায় চেয়ারে ব'সে থাকাকালীন এক মা পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চেয়েছিলেন। তাতে বাধা পেয়ে তিনি মনে খুব ব্যথিত হ'য়ে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঐ মার দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কোথা থেকে এসেছিস ? প্রণাম করতে পারিসনি ব'লে তোর দুঃখ হ'য়েছে ?

মা-টি এই কথায় কেঁদে ফেললেন।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর দরদ-ভরা কণ্ঠে বললেন—দুঃখ করিস না মা আমার ! লক্ষ্মী আমার। সোনা আমার ! ঐ দ্যাখ মা হ'য়ে তুই দুঃখ করছিস, সে কি ভাল ?

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাঁর খেয়ালে চলা লাগবে আমার, আমার খেয়াল

বলি দিয়ে। সে মহাখেয়ালী, আমার খেয়াল ব'লে কিছু থাকলে তাকে আর পাওয়া যাবে না।

উক্ত মা—আমার দুঃখ কাটবে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাটানো লাগে, সেটা তো তোর উপর।

উক্ত মা—কাটাবেন তো আপনি, আমি কি পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করণীয় ক'রে ও পরমপিতার নাম করেই মানুষ যা'-কিছু কাটায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর মাঠে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত আছেন।

বুদ্ধদেবদা (চট্টোপাধ্যায়)—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কি একই সময়ে একাধিক থাকতে পারেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

বুদ্ধদেবদা—মহাপুরুষদের এত উপদেশ সত্ত্বেও মানুষের পরিবর্ত্তন হয় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁদের অনুসরণ করা চাই। তাঁদের অনুসরণ করার নামে যদি মানুষ প্রবৃত্তির পথে চলে, তাহলে কাজ হয় না।

বুদ্ধদেবদা—পৃথিবীতে এত বৈচিত্র্য কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনিও যেমন এক এবং অদ্বিতীয়, সৃষ্টির মধ্যেও তেমনি এক-একটা এক-একরকম।

বুদ্ধদেবদা—ইষ্টপ্রতিষ্ঠা করা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তোমার নাচের মধ্য-দিয়েই ইষ্টপ্রতিষ্ঠা করতে পার। মূল উদ্দেশ্য নিয়ে কথা।

২১শে চৈত্র, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ৪।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। ওখান থেকে পূজনীয় খেপুদার খোঁজ নিতে রঙ্গনভিলায় গেলেন। সেখান থেকে এসে আমতলায় কিছুক্ষণ বসে গোল-তাঁবুতে এসে বসলেন।

অনেকেই কাছে আছেন।

রমণদার (সাহা) মাকে দেখে বললেন—কি রামপিয়ারী !

রমণদার মা—আমাকে অনেকে মিথ্যা অপবাদ দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'সত্যমিথ্যা ঘুচোয়ে দেও মা, আনন্দে ভাসাও।'—তা যে তুমি পার না, আর তোমাকে ক'য়ে না হয় মানুষে সুখই ক'রে নিল, তাতে তুমি চটো কেন ? যে যা'

কোক, তুমি তোমার আনন্দে থাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুকুমারভাইকে বললেন—নৌকা যেমন গুণে টেনে নিয়ে যায়, ইষ্টভৃতিও তেমনি মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। একটা সুকেন্দ্রিক ধান্দা লেগে থাকে, ওতেই মানুষ ঠিক থাকে। অবশ্য, চাঁদার মতো করে করলে হয় না। মাথায় একটা চাপ লেগে থাকা চাই। আর সব-কিছুর মধ্য-দিয়ে তাঁকে উপচয়ী করার বুদ্ধি চাই। তাহ'লেই মানুষ উপচয়ী হয়। নিজে উপচয়ী হবার বুদ্ধি থাকলে ঐ প্রবৃত্তিটাই বড় হয়, প্রত্যাশাবিধুর হ'য়ে থাকে। তাতে মানুষের নিয়ন্ত্রণও হয় না, বিকাশও হয় না, তাই উপচয়ীও হয়ে ওঠে না।

শ্রেষ্ঠদের মধ্যে যাজন-সম্বন্ধে সুকুমারভাই বললেন—Self-confidence (আত্ম-বিশ্বাস) না থাকলে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Self-confidence (আত্মবিশ্বাস) কি এমনি হয়? করতে-করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর অশথগাছের কাছাকাছি চৌকিতে বসেছেন। অনেকে আছেন চারিদিক ঘিরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মাকে বললেন—বৈশ্য তো দান করে, তুমি একটা গরু দান কর না।

হরেনদা (বসু)—মা হয়তো বলবেন, পরমপিতা যদি ব্যবস্থা ক'রে দেন, তাহ'লে হয়তো পারি।

সকলেই হেসে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—প্রাণের গোপন কথা কাঠি দিয়ে বের ক'রে ফেলেছে।

সেই কথা শুনে সবাই হাসতে লাগলেন।

২৩শে চৈত্র, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ৬।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে সমাসীন।

রমণদার মার কয়েকটি টাকা প্রয়োজন থাকায় প্রফুল্ল চ্যাটার্জীদা পাঁচটি টাকা এনে দিলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আচ্ছা, মানুষের টাকার প্রতি লোভ হয়, কিন্তু যাতে টাকা হয়, তাতে লোভ হয় না কেন? আবার, অনেক মেয়েদের ছেলের লোভ থাকে, কিন্তু যাকে দিয়ে ছেলে পায়, তার প্রতি লোভ থাকে না। অবশ্য, অনেকের স্বামীর

প্রতিই মুখ্য লোভ থাকে, এবং স্বামীরই সন্তান হিসাবে সন্তানের প্রতি টান থাকে। তাদের সন্তান তেমন হয়ে ওঠে তাজা।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী), বুদ্ধদেবদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রমুখ ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন —বাইবেল, কোরান ইত্যাদির এত অপব্যাখ্যা পরিবেশন করেছে যে তা' ব'লে শেষ করা যায় না। এইসব ভুল ব্যাখ্যায় দুনিয়ার অনেক ক্ষতি হয়েছে।

বুদ্ধদেবদা—এখনকার দিনে যদি বেদ, উপনিষদ পড়ে, শাস্ত্র চর্চ্চা ক'রে, সেটা কি দোষের ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি ইষ্টার্থপরায়ণ না হ'য়ে কেবল ঐসব পড়, তাতে অপব্যাখ্যাই করবে। সেইজন্য শাস্ত্রে দেওয়াই আছে আচার্য্য গ্রহণ না ক'রে শাস্ত্র চর্চ্চা করতে যাবে না।

বুদ্ধদেবদা—পূর্ব্বকালীন মন্দির ও তদগাত্রে শিল্পকলার অর্থ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্দির মানে temple of love (ভালবাসার মন্দির)। আর temple of love (ভালবাসার মন্দির) ব্যক্ত করেছে message of love (ভালবাসার বাণী)।

বুদ্ধদেবদা—বিস্তারিত জানতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফেলাও, বিশদ সব এসে যাবে। যেমন তুমি মানুষ, temple of life (জীবনের মন্দির)।

বুদ্ধদেবদা—কোথায় কী করণীয়, বোঝা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love will dictate the process (ভালবাসা পদ্ধতি ব'লে দেবে)।

বুদ্ধদেবদা—মন্দিরগুলি ছুঁচোল করে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছুঁচোল করার মানে ভালবাসা তোমাকে সূক্ষ্মাগ্র ও বৃদ্ধিমুখী ক'রে তুলবে।

বুদ্ধদেবদা—মন্দিরগাত্রে মিথুনদৃশ্য কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৃষ্টির গোড়ায় আছে ঐ প্রক্রিয়া। ঐ ভালবাসা যখন ভগবানের উপর যায়, তখন হয় প্রেম। যেমন আমরা শিবলিঙ্গ পূজা করি। ভগবানের উপর অমনি টান চাই, যাতে তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উদগ্র হই। মন্দির ক'য়ে দেয়, স্তোতক, তুমি ঊর্দ্ধে অবাধ হও। মানুষ যদি ইষ্টময় হ'তে না পারে, তাহ'লে সে প্রবৃত্তির জ্বালা থেকে নিস্তার পায় না।

বুদ্ধদেবদা—শরীর থাকতে প্রকৃতির উপরে কি যাওয়া সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যত সূক্ষ্ম দিকে এগোয়, ততই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সম্ভাব্যতা

উদ্ঘাটিত হয়। মানুষ যত তদর্থপরায়ণ হয়, তত পরাপ্রকৃতির কোলে যায়। বিজ্ঞানের চর্চার ভিতর-দিয়ে মানুষ আমেরিকার শব্দ এখন এখানে ব'সেই টের পায়। এটা ঐ সূক্ষ্ম প্রকৃতি ধরার ফলে। আমি কই, শালা কর্—'মাতিয়ে দে মা আনন্দময়ী। আমি জন্মের মত মেতে যাই।' 'তুমি আনন্দঘনশ্যাম, আমি প্রেম-পাগলিনী রাধা।'

বুদ্ধদেবদা—রাসমণ্ডলের ব্যাপ্তি ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই মণ্ডল বেড়ে-বেড়ে যাবে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগের ভিতর-দিয়ে। তবে যদি পরমের সঙ্গে, কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ না থাকে, তাঁতে সংহিত যদি না হয়, তবে বেড়ে গিয়েও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে। কেন্দ্র ধ'রে চললে আরও-আরও হয়। বীজ যেমন দুইদিকে বাড়ে, ভিতরে শিকড়মুখী, বাইরে ঊর্ধ্বমুখী। একটা সৃষ্টিমুখী, আর একটা উৎসমুখী।

বুদ্ধদেবদা—তিনি তো ইচ্ছা করলে সবাইকে টানতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইদিন যে বলেছিলাম যে জগন্নাথ টুণ্ডু, পা আছে, হাত নেই। তুমি যদি ধর তিনি চালিয়ে নিতে পারেন। বাবা-মাও তেমনি ছেলের কাছে টুণ্ডু। ছেলে-পেলে যদি বাপ-মাকে ভালবাসে, অনুসরণ করে, তাহ'লেই উপকৃত হ'তে পারে।

প্রেমরাজদা—মানুষ বড়-বড় কথা বোঝে, ছোট কথা বোঝে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়-বড় কথা বুঝতে পারে কিন্তু করে না তেমন। বড়-বড় বলা ও বড়-বড় করা যদি একসঙ্গে চলে, তবে ছোট ব্যাপারটা তারা নিশ্চয়ই বোঝে।

২৪শে চৈত্র, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ৭।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল ন'টার পর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে ব'সে কেষ্টদাকে বলছিলেন—সৎসঙ্গ মন্দির, সৎসঙ্গ বিহার বিভিন্ন স্থানে করতে হয়। আর ঋত্বিকদের training (শিক্ষা)-এর জন্য কলেজ করতে হয়; চার বছরের course (পাঠক্রম) করতে হয়। তাতে physiology (শরীরবিদ্যা), physics (পদার্থবিদ্যা), chemistry (রসায়ন শাস্ত্র), experimental psychology (ফলিত মনোবিজ্ঞান), psychoanalysis (মনো-বিশ্লেষণ), agriculture (কৃষি), industry (শিল্প), medicine (আরোগ্য বিদ্যা), genetics (জনন), biology (জীব-বিজ্ঞান), history (ইতিহাস), economics (অর্থনীতি), political science (রাষ্ট্র-বিজ্ঞান), sociology (সমাজ-বিজ্ঞান), comparative studies of literature of different prophets shastras (বিভিন্ন মহাপুরুষ এবং শাস্ত্রীয় সাহিত্যের তুলনামূলক পাঠ), এক কথায়, যাবতীয় যা'-কিছু সব শেখানোর ব্যবস্থা রাখা লাগে।

আর philosophy (দর্শন)-টাও পড়তে হয় শেষের দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে practical (বাস্তব) কাজকর্ম্ম শিখাতে হয়। অভ্যাস-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, সাধন-ভজন ইত্যাদিও ভাল ক'রে করাতে হয়।

২৫শে চৈত্র, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৮।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাস করলেন—ফ্রয়েড তো বলেছেন, মানুষ যে যাই করুক, তার মূলে আছে sex (কাম), সবই sex (কাম)। ঐ প্রবৃত্তি নিয়েই যখন সব, তখন কাউকে ভাল বলি কি-ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই তো sex (কাম), কিন্তু 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলে কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম।' Sex (কাম)-ও sex (কাম), love (ভালবাসা)-ও sex (কাম), কিন্তু love (ভালবাসা) ও sex (কাম)-এ অনেক তফাৎ।

সুমতি-মা ছাগল পোষেন, তার একটা বাচ্চা তিনি আজ একজন স্থানীয় লোকের কাছে বিক্রী করেন। ছাগলটা বাচ্চাহারা হ'য়ে ছটফট করতে থাকে। সেটা বার বার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছাকাছি এসে করুণভাবে ডাকতে লাগে। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে ওর বাচ্চা বিক্রী করা হয়েছে। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়েন। তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তখনই লোক পাঠানো হয়, বাচ্চাটা যার কাছে বিক্রী করা হয়েছিল, টাকা ফেরত দিয়ে সেখান থেকে বাচ্চাটা নিয়ে আসবার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ঘুমাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ছাগলটার আর্ত্তনাদ শুনে তাঁর ঘুম আর হয় না। যা হোক, পরে বিক্রী-করা ছাগলের বাচ্চাটা নিয়ে আসা হয়।

বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—আজ আমার ঘুম হয়নি, ছাগলটা আর্ত্তনাদ ক'রে ডাকছিল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমারও বুকের মধ্যে ওর মতো ব্যথা মোচড় কেটে উঠছিল, তাই ঘুমোতে আর পারিনি।

২৬শে চৈত্র, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ৯।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

জনৈক মা'র সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সে আমার সেবা করে, আমার হয়তো একটা প্রয়োজন, কিন্তু ও যে কাজ করছে তা' না সারা পর্য্যন্ত তার ব্যবস্থা করবে না। অথচ অন্য কেউ যদি আমার প্রয়োজনের সময় সেটা করে, তাতেও তার উপর চ'টে যায়।

এটা একটা সেবা-অপরাধ।

পরে প্রবোধদার (মিত্র) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষ যদি শ্রেয়কেন্দ্রিক না হয়, তবে তার আত্মীয়তাও টেকে না। আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হ'ল গুরুজনদের প্রীত করা। ও থেকে সংহতিতে গেঁথে ওঠে পরিবার। ছোট যারা, তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি-সেবা না থাকলে বড়দেরও প্রীতি শুকিয়ে আসতে থাকে। তাতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে পরিবার।

এরপর অনুকার কাছে চিঠি লেখালেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

কল্যাণীয়াসু,

অনুকা !

লক্ষ্মী মা আমার !

তোমার সুন্দর চিঠিখানা পেয়ে আমি খুব খুশী হয়েছি।

শরীর ভাল না লিখেছ—তোমার কী অসুখ এবং এখন কেমন আছ জানিও। ওষুধ-পত্র খেয়ে সাবধানে চ'লে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ। আমাদের এই শরীর যে পরমপিতারই আসন, তাই তাকে সুস্থ ও নির্ম্মল রাখা পুণ্য কর্ম্মেরই অন্তর্গত।

তুমি ভাল ছবি আঁকতে শিখেছ এবং তোমার আঁকা ছবি প্রদর্শনীতে দেওয়া হয়েছে শুনে আমি খুবই আনন্দিত হলাম।

পড়াশুনা ও ছবি আঁকা ইত্যাদির সঙ্গে গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মও কিছু-কিছু শেখা ভাল। কার কী প্রয়োজন লক্ষ্য ক'রে গুরুজনদের সেবা যদি কর, ওতেও খুব আনন্দ পাবে এবং শিক্ষাও লাভ করবে প্রচুর। তুমি খুব ভাল হও, ভাল থাক, পরম-পিতাকে প্রাণভরে ভালবাস, সকলের প্রীতি অর্জ্জন কর—এমনতরই দেখতে ইচ্ছে করে তোমাকে।

তোমার দাদু, দিদিমা, মামা, মামী, মা ইত্যাদি ভাল আছেন তো ?

আমার শরীর ভাল নয়—ক্রমাগতই ভুগছি।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ-প্রীতি ও রাধাস্বামী জেনো।

ইতি—

তোমারই

বুড়ো বাচ্চা

"আমি"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় বড়দার বাড়ীতে (নড়াইল ভবন) গেলেন।

সেখানে গিয়ে প্রথমটা চেয়ারে বসলেন, তারপর ফিলানথ্রপী অফিসের ঘরগুলি (ঐ বাড়ীতে অবস্থিত) ঘুরে দেখলেন। উপরে স্পেন্সারদা ইত্যাদির ঘরও ঘুরে দেখলেন। আবার নীচে এসে চেয়ারে বসে পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীবড়মাও গিয়েছিলেন। তিনিও সব-কিছু ঘুরে-ঘুরে দেখলেন। খানিকটা বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিনী রোডের পাশে মাঠে এসে বসলেন।

বেশ সুন্দর হাওয়া বইছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—ইচ্ছা করে, আপনি আর আমি সারারাত এখানে শুয়ে থাকি।

একটু থেমে আবার কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—গাড়ীতে চড়তে আপনার কেমন লাগে ?

কেষ্টদা—ভাল লাগে, বিশেষ ক'রে খুব জোরে যখন গাড়ী চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ভাল লাগে, কিন্তু এখন কতকগুলি ভয় ঢুকে গেছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর খোঁজ ক'রে-ক'রে শুনতে লাগলেন, হাওড়া স্টেশন, দিল্লী স্টেশন, পাটনা স্টেশন, পাঞ্জাবের স্টেশনগুলির চেহারা এখন কেমন ? পাঞ্জাবের সেচপ্রথা, দামোদর প্রকল্প, হীরাপুর প্রকল্প, মুসৌরীর দৃশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধেও প্রসঙ্গ তুললেন। বিহারের নানা বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রে শুনলেন।

২৮শে চৈত্র, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ১১।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

সুশীলদা (বসু) এসেছেন কাল রাত্রে দিল্লী থেকে। তিনি ওখানকার খবরাখবর বলছিলেন।

জনৈক দাদা—আমার কাছে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করছিলেন, দেশবন্ধু যখন দীক্ষা নিতে চাইলেন, আপনি মা'র কাছে কেন পাঠালেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো বড় দীক্ষা-টীক্ষা দিতাম না, খুব কম লোককেই দীক্ষা দিয়েছি। মা-ই তখন দীক্ষা দিতেন। দাসদা মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মা না-থাকায় মা'র জন্য একটা ক্ষুধা ছিল। তাই মাকে খুব ভালবেসে ফেলেন।

উক্ত দাদা—আপনি দীক্ষা দিতেন না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নানা কাজের ঝামেলায় থাকতাম, আর ভার দিলেই হয় ব'লে নিজে আর বিশেষ দিতাম না।

৩০শে চৈত্র, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১৩।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

গতকালের লেখাগুলি পড়া হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার হয় কি, লেখা আসার আগে যেন মাথার মধ্যে চট-চট করে। ছোটবেলায় ঘুড়ি উড়াতাম তখন চট-চট করত। Nerve-এর (স্নায়ুর) মধ্যে অমনি হ'তে থাকে। মাথার মধ্যে ঘণ্টার মতো শব্দ হয়।

১লা বৈশাখ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১৫।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

যতি-আশ্রমের বেড়ার পাশ দিয়ে বড়াল-বাংলোর মাঠে সহস্র-সহস্র আবালবৃদ্ধ নরনারী সমবেত হলেন। অনেক সকাল থেকেই ভক্ত-সমাগম এবং প্রণাম নিবেদন শুরু হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর সাতটায় সমবেত প্রার্থনাদি শুরু হল। সহস্র-সহস্র নরনারীর সেই ভক্তিবিগলিত বিপুল উদ্বেলিত আকুলতার এমন সংহত দৃশ্য সত্যিই মনকে পূতপবিত্র ও উদ্দীপিত ক'রে তোলে।

যতি-আশ্রমের বারান্দায় একটি চৌকি পেতে দেওয়া হয়েছিল। চৌকির উপর পূতশুভ্র শয্যায় বেড়ার গায়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এত বিশাল জনতার ভক্তিনম্র হৃদয়াবেগের স্পর্শে তাঁর মুখশ্রী এক অপূর্ব্ব দিব্য আভা ধারণ করল। সেই দেবদেহের অনুপম কান্তি দেখে মানুষের যেন আশ মেটে না। যতই দেখে ততই দেখতে ইচ্ছে করে—সকলের প্রাণ যেন এখন ভাবে বিভোর।

প্রার্থনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ নববৎসরের প্রথম দিন। যে দিন যায়, সেদিন আর আসে না। আজ এই দিনে আমার ইষ্টদেবতাকে এবং মা-বাবাকে প্রণাম ক'রে প্রার্থনা করি—তোমরা সবাই সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে সুস্থ-স্বস্থ-সুসংহিত হ'য়ে ওঠ, পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠ, সম্পদ হ'য়ে ওঠ।

স্মরণ রাখতে হবে আমার পরিস্থিতির কেউ যদি হীন থাকে, দুর্ব্বল থাকে, ইতর থাকে, অসুস্থ থাকে, আমাকেও ত্যাগ করবে না তা', আমাকেও ছাড়বে না তা'। তাই আমাদের পরিবেশের কেউ যেন হীন না থাকে, দুর্ব্বল বা অসুস্থ না থাকে। তোমরা সবদিক দিয়ে সম্বর্দ্ধিত হও—সদাচার-পরিপালনে তৎপর থাক—তা শরীরে, মনে ও আধ্যাত্মিকতায়। আর, সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধির পথে চল। এই সমৃদ্ধির পথে চলা যেন

প্রত্যেকের মধ্যে চারিয়ে দিতে পারি। আমার এই দৃষ্টান্তে, আমার চলন-চরিত্রে, আমার বাক্য-প্রেরণায় তারাও যেন সেই পথের পথিক হ'তে পারে—এই আমার প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

হাওড়ার স্বস্তিসেবক দল uniform (পোষাক) প'রে ব্যাণ্ড বাজিয়ে শোনাল শ্রীশ্রীঠাকুরকে। ওদের বাদ্য শেষ হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুব ভাল নমুনা।

ওরা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

তোমাদের নমুনা আমাকে বড়ই তৃপ্তি দিয়েছে,
তোমরা ইষ্টার্থপরায়ণ আত্মনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
লোকরক্ষায়
বীর্য্যবান সুসংহতির প্রাচুর্য্যে
বিস্তারলাভ কর—
স্মিত-বিদ্যুল্লসিত দীপনায় ;—
পরমপিতার চরণে
এই আমার আন্তরিক নিবেদন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে জনার্দ্দনদাকে (মুখোপাধ্যায়) বললেন—পেছটানে যে কাবু হয়, বুঝতে হবে তার বুকের টান কম।

বৈদ্যনাথদা (শীল) একজনকে যাজনে উদ্বুদ্ধ করতে চান। সেই ব্যক্তির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলির কথা ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—তার সঙ্গে কিভাবে অগ্রসর হব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেতার বাজনা হাত টিপে-টিপে শিখতে হয়, মুখে কি ব'লে দেওয়া যায় ? মোটপর তুমি যত দরদী হবে তার প্রতি, সেও তত তোমার হবে। এমন করা চাই যাতে সে আগ্রহ ক'রে দীক্ষা নেয়। তার মঙ্গলের জন্য তাকে তাড়াতাড়ি এ পথ ধরাতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদাকে (দাস) বললেন—শিক্ষকদের দিয়ে এমন ক'রে বই লেখান লাগে যাতে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ পর্য্যন্ত তিন বছরে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে যেতে পারে।

কেশবভাই (দাস) বেশ যাজনশীল অথচ ব্যক্তিগত কিছু-কিছু দুর্ব্বলতা আছে, সেগুলি কাটিয়ে উঠতে পারছে না। সে-কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলায় তিনি বললেন—কাটবি তো একটু-একটু ক'রে কেন, কাটবি তো এক কোপে। এখন কি আর দেরী করার সময় আছে ? দেখিস না, মানুষগুলি কেমন অসহায়, অনাথ, বোধ নেই, বিবেক নেই,

বল নেই, ভরসা নেই। এদের দিকে চেয়ে কি মমতা হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমে লোক আনার কথা খুব জোর দিয়ে বললেন। এই সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাণ্ডারা যেমন মানুষকে তীর্থপ্রাণ ক'রে তুলে তীর্থে নিয়ে আসে, সেভাবে মানুষের ভিতর ইষ্টতীর্থে আসার আগ্রহ সঞ্চারিত ক'রে তুলতে হবে। আজ কর্ম্মী চাই। চাষের জমি রয়েছে, অথচ কিষাণ নেই। অন্যদিকে ফসল পেকেছে, ঘরে তোলার লোক নেই। মেষ আছে, মেষপালক নেই।

কেশবভাই কয়েকজন যুবক সম্বন্ধে বলছিল—মাছ খায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' করে করুক। সেই সঙ্গে নাম করুক, আপনিই ছেড়ে যাবে। ছাড়লে বোঝা যায় কী খেতাম। নিতাইবাবুর লেনে মেসে পেঁয়াজ দেওয়া খিচুড়ি খেয়ে আমার পাঁচ ডিগ্রী জ্বর হয়ে গেল। পায়খানা হয় না, গা দিয়ে গন্ধ বেরোতে লাগল, একেবারে ঘুঘু দেখিয়ে দিল। অতখানি উত্তেজনার সৃষ্টি করে। রসুল ব'লে গেছেন, পেঁয়াজ খেয়ে প্রার্থনা গৃহে ঢোকা নিষেধ।

পূজনীয় কাজলভাই এসে বললেন—সবাই আইসক্রীম খাচ্ছে, আমি কি একটা খাব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' সবাই খায়, সবাই করে, তা' সবসময় যে ভাল তা' না। ওর মধ্যে অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া থাকে। ঘরে তৈরি করে খেতে পার। আর, সেইদিন গলাব্যথা হ'য়ে গেল, এখন কি ঐ খাওয়া ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর জনৈক ভাইকে বললেন—তোমাদের অভিব্যক্তিই যেন লোকপালী হয়। লক্ষ্মী আমার, ক্লীবের মতো থেকো না তোমরা।

২রা বৈশাখ, ১৩৫৮, সোমবার (১৬।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

যতিবৃন্দ, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), অনিলদা (সরকার) প্রমুখ অনেকে উপস্থিত আছেন।

জনার্দ্দনদা—জন্মগত সংস্কার যখন মানুষের জীবনের একটা মুখ্য ব্যাপার, সেখানে যাদের সংস্কার খারাপ, তাদের নিয়ন্ত্রণ করা তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদত কথা হ'ল, adherence (টান)। সেই টানটার মোড় ফেরাতে হয়। দেখ না একটা টানের দরুন একটা কুকুরও কেমন নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ সম্বলটুকু না থাকলে মুশকিল। শুধু কুকুর কেন, পাখি, ঘোড়া, অন্যান্য ইতর জন্তুও ঐ টানের দরুন শিক্ষিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বঙ্গবাসী কলেজের একদল ছাত্রকে বললেন—এখন থেকেই leader

(নেতা) হবার জন্য প্রস্তুত হও। মনে কর, আছে কতকগুলি দুঃস্থ মানুষ, যারা অসহায়, যাদের কোন পথ নেই, আশা নেই, আলো নেই, যারা কেবল কষ্টে ধুঁকছে। তোমরা ছাড়া যাদের কেউ নেই,—তাদের বাঁচাবার দায়িত্ব কিন্তু তোমাদেরই উপর। এ কাজ করতে গিয়ে ভাল কিছু পাবে না। কষ্ট, দুঃখ, নির্য্যাতন, অনাহার, অত্যাচার —এই হবে তোমাদের সম্বল। এ নিয়েও এদের মঙ্গলের জন্য যা' করণীয় ক'রে চলতে হবে। তার জন্য কতখানি ইষ্টপ্রাণ হওয়া লাগবে ভেবে দেখ! প্রত্যেকটি চাল-চলন ইষ্টার্থপর ক'রে তোলা লাগবে। তাই নিজেদের প্রস্তুত ক'রে তোল সর্ব্বতোভাবে। যারা ভাল বুঝেও পেছপাও খায়, তারা বুদ্ধিমান হ'তে পারে, কিন্তু উদ্দীপনা কম। তোমাদের ভিতর সেই উদ্দীপনা থাকা চাই, যা' বাস্তব কাজে ফুটে বেরোয়।

অন্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সংহতি একটা বড় জিনিস। আজ সহায়সম্বল-হীন সৎসঙ্গীদের প্রাণে পর্য্যন্ত কতখানি ভরসার সৃষ্টি হয়েছে। আজ প্রত্যেকেই মনে করে আমার পিছনে এতজন ভাই আছে, তাই কতখানি বল বোধ করে। যে কেউ যে কারও কাছে গিয়ে উঠতে পারে, জানাতে পারে তার দুঃখের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর লালমোহনদাকে (দাস) বললেন—আমাদের ভাবধারার সমর্থন খুঁজে বের করার জন্য পড়াশুনা খুব করা লাগে। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন, নিজেকে মারতে গেলে নরুণ-দিয়ে মারা যায়। অন্যকে মারতে গেলে ঢাল-তরোয়াল দুইই চাই।

জগজ্জ্যোতিদা (সেনশর্ম্মা), কমলদা (মণ্ডল), অনিলদা (সরকার) প্রমুখকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমরা জনার্দ্দনের জন্য কর, এটা খুব ভাল। কিন্তু আমি চাই না যে জনার্দ্দন তা' চায়। জনার্দ্দন যদি তোমাদিগেতে interested (স্বার্থান্বিত) না হয়, তবে কী হ'ল। জনার্দ্দন তোমাদের প্রীতিপ্রত্যাশী হোক, কিন্তু তোমাদের প্রতি যেন স্বার্থপ্রত্যাশী না হয়। জনার্দ্দন স্বেচ্ছায় নেমে গেছে এইসব কাজকর্ম্ম করার জন্য। তোমরা যে তাকে দেখ, এটা ভাল। তবে তোমরা কর বা না কর, জনার্দ্দনের যেন স্বার্থ হও তোমরা। তোমাদের যেন ও একচুলও নামতে না দেয়,—কি শরীরে, কি মনে, কি সম্পদে, কি সুখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। সমস্তিপুরের দাদাদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

জনার্দ্দনদা—আমার মনে হয় বিহারে এমন সমস্ত সুন্দর মানুষ আছে, যাদের দিয়ে বিহার জেগে উঠবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিহারও তোমার, বাংলাও তোমার। বাংলা বিহারের, বিহার বাংলার।

সারা ভারত তোমার। বিহার জাগুক, বাংলা জাগুক, ভারতের প্রত্যেকটি প্রান্ত জাগুক। প্রত্যেকে প্রত্যেকের হোক।

উমাশঙ্করদা (চরণ)—আমার স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত চুরি গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিক্ষা করে তোলা লাগে। আর, চুরি যাওয়াটাই একটা insulting (অপমানজনক) ব্যাপার। আমি এতখানি অসাবধান কেন হব, যাতে এটা হ'তে পারে। আমাদের মস্তিষ্ক ও প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় এতখানি তীক্ষ্ণ, সজাগ ও সচেতন রাখা লাগে, যাতে কিছুতেই এ-সব না ঘটে। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি এই ক্ষমতা এনে দেয়।

আমি হয়তো দশ ঘণ্টা পড়ি, হয় না। Concentration (একাগ্রতা) এতখানি বাড়ানো লাগবে যাতে দশ ঘণ্টায় যা' না হয়, তা আধ ঘণ্টায় করতে পারি। ঠিক-ঠিক ভাবে চলতে পারলে, কয়েক পুরুষের মধ্যেই আমরা দেবজাতিতে পরিণত হব। জগৎ পূজা করবে আমাদের। আমাদের রক্তের মধ্যে তা' আছে। শুধু চাই বিহিত প্রণালীতে উস্কে দেওয়া।

শিক্ষা-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সবচেয়ে বড় কথা হল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না থাকলে গিলিয়ে খাওয়ালেও কেউ কিছু পায় না।

জগদীশদা (রায়)—এখন ছাত্র শিক্ষককে ধরে মারে, শ্রদ্ধা কিভাবে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষককে মারা মানে, নিজের মার খাওয়ার পথ প্রস্তুত ক'রে রাখা। সেটা বোধের মধ্যে এনে দিতে পারলে আর মারে না। আর, শিক্ষকের হওয়া চাই শ্রদ্ধার্হ চরিত্রসম্পন্ন।

জনৈক ভাই—আপনাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পারব কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসার উপায় ভালবাসা। ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে অনুশীলন করা লাগে। যত actively (সক্রিয়ভাবে) করবে, ততই জেগে যাবে।

এর পর প্রার্থনাদির হিন্দি অনুবাদ ও স্বরচিত অন্যান্য হিন্দী কবিতা দোঁহা ক'রে পড়ে শোনালেন জনৈক দাদা। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে খুব খুশী হলেন। বাইরে তখন বেশ ভীড় জমে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ যদি একবার যাজনের স্বাদ পায়, তবে তা' আর ছাড়তে পারে না। নতুন leader (নেতা) গজিয়ে তোলা লাগবে—কৃষ্টি-নেতা। সেই-রকমের সংস্কারের মানুষ জোগাড় করতে হয়। আর, বাচ্চাদের তৈরী করতে হয় এমন-ভাবে, যাতে কোনদিন নেতৃস্থানীয় লোকের অভাব না হয়।

উমাশঙ্করদা (চরণ)—ফ্রয়েড বলেছেন, ইচ্ছার অবদমনে মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Normal man (সহজ মানুষ) অর্থাৎ চিত্তবিশ্লেষকের উপর যত অনুরাগ হয়, তত ওগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। নিরোধ (suppression) জিনিসটাই নানা গোলমাল সৃষ্টি করে। হয়তো একজায়গায় ঘৃণা সহকারে খুঁত খুঁত ক'রে জোর ক'রে বারবার খেলাম। তাই হয়তো রোগ-আকারে রূপ নিল। Unhealthy sex suppression (অস্বাস্থ্যকর যৌন অবদমন)-এ impotancy (নপুংসকতা) পর্য্যন্ত আসে। কিন্তু কোন আদর্শের প্রতি টান যদি থাকে, আর তাঁর পরিপন্থী যা', তা' পরিহার ক'রে চলে, অনুকূল যা' তাই গ্রহণ করে, সেখানে বোধ ফুটে ওঠে, suppression (অবদমন) হয় না। বলতে হয় আমি তোমায় ভালবাসি। ইষ্টের পথে চলতে গিয়ে অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তিগুলি জেগে ওঠে, সেগুলি বাধা সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু ভক্ত সেগুলিকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। একটি মেয়ের কাছে গিয়ে পূর্ব্বাভ্যাসবশে কাম জেগে উঠলো, কিন্তু তখনই সে বলবে আমি কামিনী চাই না, আমি মা চাই, আমার ঠাকুর তাই বলেন। মস্তিষ্ক-লেখাগুলি এইভাবে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। তাই বলে আত্মারাম অর্থাৎ ইষ্টকেই ভালবেসে সুখ পায়। তার পক্ষে profitable (উপচয়ী) যা', তাই করে। অন্য কোন উপভোগ তাকে আকর্ষণ করতে পারে না।

জনৈক ভাই—ধ্যানের সময় মূর্ত্তিটা সবসময় আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ক'রে যাব। তুমি এই বলেছ করতে, তাতে যা' আসে আসুক। করতে-করতে ঠিক হয়ে যাবে। ধ্যান মানে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামূলক চিন্তা।

জনৈক ভাই আত্মসমর্পণ-সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ও-সব কথা ভাবতে যেও না। বল, আমি তোমার, আর করতেও থাক সেইভাবে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ উপস্থিত আছেন।

প্রফুল্ল—বার্নাড শ বলেছেন, 'Common sense is the most uncommon thing in the world' (সাধারণ বুদ্ধি জগতে খুব অসাধারণ ব্যাপার)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একাদর্শপ্রাণতা যাদের নেই, তাদের মধ্যে এটা (common sense) কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সমক্ষে কর্ম্মী বৈঠক হ'ল। বহু কর্ম্মী উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সংহতি হ'ল বড় জিনিস। সবাই গুচ্ছ বেঁধে চলা চাই। একানুরক্তি থেকেই আসে ঐক্য। ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য তখন সমষ্টি-ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। এর জন্য চাই ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়া। নিজের স্বার্থ বা অর্থ অবজ্ঞা ক'রেও ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। এতে প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। তার ভিতর-দিয়ে আসে ইষ্টানুবর্ত্তিতা। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি এমনতর দোয়ামনা ভাব রাখলে চলবে না। উন্নতির কীলক হল অচ্যুত ইষ্টপ্রাণতা। কথাবার্ত্তা, কাজ, ব্যবহারের ভিতর দিয়ে ইষ্টপ্রাণতার জেল্লা ফুটে ওঠা চাই। আমাদের জীবনে আলো, আঁধার, মেঘ চলতে থাকে, সংশয়, অবসাদ আসে। ইষ্টার্থই স্বার্থ হ'য়ে উঠলে কাম ফরসা।

মন্মথদার (দে) দিকে চেয়ে বললেন—প্রত্যাশাপীড়িত হ'লে হবে না। উকিল হিসাবেই যদি ভাল উকিল হতে চান তাহলে লোকস্বার্থী স্বভাব চাই। মানুষের সেবার জন্য কত জায়গায় যাবেন, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হবে, তারা আপনার আপন করা ব্যবহারে মুগ্ধ হবে, আর চমৎকার লোক ব'লে তারিফ করবে। মানুষের উর্দ্ধাতা হ'ল শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা। মানুষকে উপেক্ষা করলে তুমি তোমার নিজের কপাল ভাঙলে। সেবায় কখনও লোকসান হয় না। পরার্থপর না হ'য়ে স্বার্থ চাইলে স্বার্থে পদাঘাত করা হয়।

নিজ বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিলে হবে না। আমার আচার-ব্যবহার, চাল-চলন যেন মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। নিষ্ঠায় অটুট না থাকলে মানুষ আকৃষ্ট হয় না। নচেৎ ঋত্বিকতা খোঁড়া হ'য়ে চলে। 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগ রে সকল দেশ।' তোমাদের চরিত্র এমনতর হওয়া চাই। কিশোরী, অনন্ত ওরা পঞ্চানন তর্করত্নের মতো পণ্ডিত লোকের কাছে গিয়ে যাজন করত। তাঁরা স্নেহল চক্ষুতে দেখতেন ওদের, ওরা তো মূর্খ মানুষ।

আমরা যা' করব, তা' সমস্ত অন্তর দিয়ে করব। তোমরা ইষ্টার্থপরায়ণ হও। সমগ্রভাবে হ'লে কী যে করতে পার, তার ইয়ত্তা নেই। বউ ছেলের উপর তোমাদের টানটা কেমন করে হ'ল, সেইভাবে করলেই হয়। এই তো হ'ল আসল জিনিস। এমনতর হোক যে সর্ব্বস্ব ইষ্টার্থে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে যাক, সন্ন্যাস হোক তাঁতে।

সংহতি জমায়েত না হ'লে বলও বাড়বে না, বীর্য্যও বাড়বে না। গুচ্ছগুলি ঐক্যবদ্ধ ক'রে তোলা লাগে। সংহতিতে ঢিল থাকলে প্রত্যেকে suffer করে (কষ্ট পায়)। সংহতিতে খাঁকতি থাকলে বুঝতে হবে ইষ্টার্থপ্রাণতায় গলদ আছে। কাম, ক্রোধ, লোভ—এই তিনটেই সংহতির প্রধান অন্তরায়।

বিভীষণ একমাত্র ছেলেকে বিসর্জ্জন দিল আদর্শের জন্য। কতখানি ইষ্টার্থপরায়ণ

ভেবে দেখ।

দীক্ষা যাতে বাড়ে, তা' করা লাগবে। বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে দীক্ষা বিস্তারলাভ করা চাই, যাতে পাঁচজন পঁচিশ হাজারে পরিণত হ'য়ে উঠতে পারে। একজন যজমানও যেন প'ড়ে না যায়। কৃষ্টিবান্ধব চাইই। তোমাদের হৃদয়মন্দির সুগঠিত হোক, সর্বদিক দিয়ে প্রাচুর্য্যে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ, তবে আমার মন্দির আপনিই হবে।

ইষ্টভৃতি যার যেমন ক্ষমতা, তেমনভাবে যদি করি, তা আমার জীবন বেঁধে রাখবে। আপদবিপদের মধ্য-দিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে চলবে।

Conference (অধিবেশন) এইভাবেই হবে। গুচ্ছে-গুচ্ছে মিলিত হ'য়ে প্রত্যেককে শিক্ষিত ক'রে তোলা লাগবে। বক্তৃতায় বলতে হয় আর আলোচনায় মাথায় এঁকে দিতে হয়।

চরিত্রগঠনের জন্য হয়তো 'অষ্টানুচর্য্যা' দিয়ে শুরু করলে, তিন মাস পরে দেখলে এগুলি চরিত্রে কতখানি গাঁথল।

Progress reports (কর্ম্মোন্নতির বিবরণ), facts and figures (তথ্য এবং সংখ্যা) জানবার জন্য অধিবেশনে একটা সময় রাখলে হয়।

এক-অদ্বিতীয় যিনি তাঁকে কই আমরা ঈশ্বর। তাঁকে তো পাই না, তাঁরই রক্তমাংসসঙ্কুল রূপ হ'লেন ইষ্ট। তাঁকে অবলম্বন ক'রে আমরা যত চলতে পারব, তাঁর নীতি-নির্দ্দেশ যত আমরা মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারব, ততই আমরা সার্থক হব।

আজ রাত্রে রঙ্গনভিলায় পূজনীয় ছোড়দার পরিচালনায় 'কারাগার' নাটক অভিনীত হলো। সেখানে বসে নাটক দেখতে-দেখতে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি বাণী দিলেন।

৩রা বৈশাখ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১৭। ৪। ১৯৫১)

সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে পুনরায় কর্ম্মীরা সমবেত হয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দীক্ষা বাড়াতে হবে, সংহতি সৃষ্টি করতে হবে, জায়গায়-জায়গায় সৎসঙ্গ-বিহার বা মন্দির গ'ড়ে তুলতে হবে, কর্ম্মী সংগ্রহ করতে হবে। এমনভাবে চলতে হবে যাতে দ্রোহের সৃষ্টি না হয়। সারা বাংলাকে সৎসঙ্গের ভাবধারায় ভাবিত ক'রে তুলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশকেও। প্রত্যেককেই যজন-যাজন-ইষ্টভৃতিপরায়ণ ক'রে তোলা লাগবে। সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় চারিয়ে দিতে হবে। মানুষে-মানুষে পার্থক্য থাকেই। প্রত্যেকেরই প্রত্যেককে যে ভাললাগে তা' হয় না। কিন্তু আদর্শপরায়ণতা যদি থাকে, তাহলে স্বভাবতই মিল আসে। চোখ,

নাক, কান প্রত্যেকটা আলাদা হয়েও প্রত্যেকের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। চোখে ব্যথা হলে নাক দিয়ে জল পড়ে, কানে ব্যথা হলে নাকেও তা' টের পায়। প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে প্রত্যেক অঙ্গের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

ইষ্টভৃতি ঠিকমত করা চাই। নিজ হাতে গুরুসেবা করতে হবে। যারাই বড় হয়, তারাই এটা করে। অন্যকে দিয়ে করালে শৈথিল্য আসে। নিজের ইষ্টভৃতি যথাসম্ভব নিজেই পোস্ট অফিসে গিয়ে পাঠান ভাল। অশক্ত হ'লে অন্য কথা। ভ্রাতৃভোজ্য ঠিকমত দেবার প্রথা চারান দরকার। ইষ্টভৃতি করার সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশের সেবার জন্যও কিছু রেখে দেওয়া ভাল। তা' দিয়ে অনেক কিছু হতে পারে। ছেলেপেলেদের পিতৃভৃতি ও মাতৃভৃতি পালনে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে পারলে ভাল হয়।

কর্ম্মীদের বিভিন্ন গুচ্ছ পরস্পর পরিপূরণী হওয়া চাই। যেমন ইলেকট্রন-প্রোটন-সমন্বিত এ্যাটমগুলির সমাবেশে গঠিত অণুগুলির মধ্যে থাকে একটা cohesive element (সংশক্তি)। এরা প্রত্যেকেই স্বাধীন, কিন্তু পরস্পর সম্বদ্ধ। আমরা যেন অমনতরভাবেই সংহত হ'তে পারি।

কোনও ঋত্বিক কোথাও গিয়ে দীক্ষা দিলে স্থানীয় ঋত্বিককে সংবাদ দেবে। প্রত্যেক ঋত্বিকের কথা যেন সৎসঙ্গীরা সশ্রদ্ধভাবে শোনে। কাউকে যেন উপেক্ষা না করে। সংহতি যেন নষ্ট না হয়। নিষ্ঠা নষ্ট না হয় এমনভাবে চলতে হবে।

প্রত্যেক পরিবার সংহত না হ'লে ঐক্য আসবে না। পিতৃভৃতি, মাতৃভৃতি অনুষ্ঠান, গুরুজন ও অভিভাবকদের প্রতি শ্রদ্ধা, তেমনতর চালচলন, পারিবারিক যাজন ইত্যাদি চাই। ছেলেপেলেদের দীক্ষার বয়স হ'লে দীক্ষা দেওয়া দরকার। তারা ঐভাবে ভাবিত না হলে পারিবারিক সংহতি ভেঙে যাবে। এগুলি করতে হবে বাপ, মা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। পরিবারের চাকর-বাকরের সঙ্গে পর্য্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক থাকা চাই। কেউ যেন মনে করতে না পারে তার কেউ নেই। মানুষের ভিতর পিতৃত্ব আছে। তাই পিতৃহারা যেন পিতাকে পায় তোমাদের অন্তর্নিহিত পিতৃত্বের প্রসাদে। আমরা সবাই মিলে যেন একটা পরিবারের মতো গ'ড়ে উঠি।

নিজেদের কষ্টসহিষ্ণু হতে হবে, মানুষকেও কষ্টসহিষ্ণু করে তুলতে হবে। ইষ্ট ও পরিবেশের জন্য আমরা যত কষ্ট করতে শিখব, ক্লেশসুখপ্রিয়তা আমাদের যত বেড়ে যাবে, আমরা তত আত্মপ্রসাদ লাভ করব।

তোমরা যজমান বা জনসাধারণের শোষক হতে যেও না। নন্দিত আত্মোৎসর্গী প্রীতি-অবদান এবং দক্ষিণা—এই তোমাদের প্রাপ্য। যতি যারা তাদের খুব কঠোরভাবে নিয়ম-নিষ্ঠা পালন ক'রে চলতে হবে।

তোমরা কেউ প্রত্যাশাপীড়িত হবে না। সম্পদ হবে মানুষ, টাকা নয়। নারায়ণকে বাদ দিয়ে লক্ষ্মী-উপাসনা হয় না। মানুষই সম্পদের স্রষ্টা।

আমরা যদি ঋত্বিকীর উপর দাঁড়াই, তবে বেশ হয়। পিতামাতা সন্তানকে মানুষ করার বেলায় যেমন অপরের জন্য কিছু করছে বলে মনে করে না, ঋত্বিককেও তেমনি ভরণ করা উচিত সবার—স্বেচ্ছায়, আনন্দে। ঋত্বিকদেরও আবার লোকপালী হওয়া চাই।

কৃষ্টিবান্ধব বাড়িয়ে তোলা চাই। মুখে এবং কাগজের ভিতর দিয়ে যুগপৎ যাজন চালিয়ে একটা ধর্ম্মকৃষ্টিমুখী জনমত জাগিয়ে তোলা চাই সাধারণের মধ্যে।

প্রত্যেক ঋত্বিকেরই সহকর্ম্মী তৈরী করা চাই। আমাদের সহকর্ম্মী যত থাকবে, কাজে যোগ্যতাও তত বাড়বে। একলপ্তে জমি না হওয়া পর্য্যন্ত রানাঘাটে কিছু করা মুশকিল। হেমদা বলেছে পারবে। ওখানে না হলে অন্য জায়গায় করতে হবে।

পূর্ব্ববঙ্গেও কাজকর্ম্ম চালিয়ে যেতে হবে।

তোমরা এমন অবস্থায় দাঁড়াও যে বউ-ছেলেমেয়েকে যে এত ভালবাস, ইষ্ট কাজের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাদেরও যে-কোন মুহূর্তে যেন sacrifice (উৎসর্গ) করতে পার। অমনতর হলে তারাও জ্যোতিষ্কের মতো ফুটে উঠবে।

নিজেদের ভিতর যে জঞ্জাল আছে তা যদি ভেদ করতে না পারি তবে মানুষের ভিতরের জঞ্জাল ঘুচাব কিভাবে?

হনুমান যেমন রামচন্দ্রের জন্য যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করেছিল তোমাদেরও সেইভাবে ব্রতী হ'তে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বড়াল-বাংলোর মাঠে বর্দ্ধমান জেলার কর্ম্মীদের বললেন—এমনভাবে চল যাতে বর্দ্ধমান বর্দ্ধমান হ'য়েই চলে। প্রথম জিনিস ইষ্টার্থপরায়ণতা, আর তেমনতর চরিত্র। কথায়-কাজে মিল চাই। আর, পরার্থপরতাতেই স্বার্থপর হ'য়ে উঠতে হয়।

সংহতি যেন কিছুতেই না ভাঙে। চোর থাক, বদমাইশ থাক, যে যেমনই থাক, তাদের যদি শাসন করতে হয়, তোমরাই করবে। বাইরের কেউ যেন দাঁত বসাতে না পারে তোমাদের উপর। যদি দুজনের সাথে ঝগড়া বাধে, তাহলে পরমুহূর্ত্তেই মিল হ'য়ে যাওয়া চাই। যেমন জলের ভিতর থেকে এক ঘটি জল তুলে নিলে পরমুহূর্ত্তেই মিলিয়ে যায়। আর, এমন করা চাই যে এক কোণায় ঢেউ তুললে সব জায়গায় তা পেঁছে যাবে তখনই। একটা সুর বা ধুয়ো তুললে সব জায়গায়ই ছড়িয়ে যাবে তা। এমনতর অবস্থারই সৃষ্টি করতে হবে তোমাদের।

৪ঠা বৈশাখ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ১৮। ৪। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

আজ জনার্দ্দনদার (মুখোপাধ্যায়) কীর্ত্তনে খুব অভিভূত হয়ে পড়ার কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা পাগল হব, কিন্তু balanced (সাম্যভাবাপন্ন) থাকব। চলব ঝড়ের মতো কিন্তু স্থির গতিসম্পন্ন হব। ঝড়ের মতো চলব to rule the storm (ঝড়ের উপর আধিপত্য করতে)।

আমরা আর্য্যসন্তান, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম নিজেদের। আমাদের স্মরণ যেন থাকে আমাদের জন্মই হ'ল বিরুদ্ধতাকে জয় করার জন্য। ঝড়-ঝাপটা আসবেই, বাধাবিপত্তি আসবেই, ওগুলি যেন আমরা খেলার সামগ্রী ব'লে মনে করি। আর, সব-কিছুকে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় যেন প্রতিষ্ঠিত করতে পারি—ওকে অতিক্রম ক'রে জীবন-চেতনায় স্থিত হ'তে হবে। দুঃখ, দৈন্য, বাধা, ক্লেশ, রোগ, শোক সবকে জয় ক'রে মরণকে তাড়িয়ে চিরন্তন জীবনে নিরন্তর হ'তে হবে। একে বলে অমৃতলাভ। মরণের ভাবে ভাবিত হওয়া আমাদের সত্তার পক্ষে অপমানজনক।

এরপর হাউজারম্যানদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাইবেলে আছে—যখন বর আসে, তখন নিয়মকানুনের বালাই থাকে না, বিভোর হ'য়ে আনন্দ করে মানুষ। তোমরাও পাগল হও, আনন্দ-মাতাল হও, কিন্তু unbalanced (সাম্যহারা) হয়ো না। মানুষ unbalanced (সাম্যহারা) হয় তখনই যখনই অনুরাগও থাকে, সঙ্গে-সঙ্গে প্রবৃত্তিও থাকে। কিন্তু সব প্রবৃত্তিই যখন ইষ্টমুখী হয়, তখন unbalanced (সাম্যহারা) হয় না। সব সময় concentric (সুকেন্দ্রিক) থাকে। আর একটা আছে সুকেন্দ্রিক ভাবাভিভূতি। তাতে শরীরের ভিতর কেমন যেন করে।

৫ই বৈশাখ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ১৯। ৪। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে সমাসীন।

অনেকে এসে পরপর নানা কথা ব'লে গেলেন।

খগেনদাকে (তপাদার) শ্রীশ্রীঠাকুর একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিতে গিয়ে বললেন—বহু মানুষ আছে যারা কাজ করে না। সেই জন্য যারা করে তাদের উপরই কাজ না করা লোকগুলির কাজের চাপ এসে পড়ে। কিন্তু প্রত্যেকে নিজেরটা এবং পরস্পরের জন্য যদি করে তাহলে কারও অসুবিধা হয় না। যে করতে চায় তার energy (শক্তি) অযথা taxed (ক্ষয়) হয় না। সে আরও বেশী করতে পারে।

মানুষের রকম এমন, একজনকে যদি দুটো টাকা দেও, সে আবার তোমার কাছে এসেই চাইবে। নিজের উপর যে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, তা' আর করে না। মানুষ করে না বটে, কিন্তু তার লোভ কমে না। সে অন্যের সঙ্গে সমানতালে চলতে চায়। হীনম্মন্যতা থাকে। তাই না করেও যত পাক না কেন, সুখী হয় না। রমণের মাকে যদি নূরজাহান ক'রে দেও, তাতেও তার তৃপ্তি হবে না। কারণ, ওটা হওয়া নয়তো, ক'রে দেওয়া।

হাউজারম্যানদা, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), কেষ্টদা (সাউ) প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য হাডসন গাড়ী কেনার চেষ্টা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমাকে যদি ঐ গাড়ীতে বসাও এবং তোমরা যদি জোনাকী হ'য়ে থাক তবে আমাকে খাটো করা হবে। আমাকে যদি রাজপ্রাসাদে বসাও, আর তোমরা নগণ্য হয়ে থাক, তাতে আমার কোন লাভ নেই। তাতে আমাকে ছোটই করা হবে। আমার তো কোন মানে নেই, দাম নেই। আমি মানে তো তোমরা। তোমরা খুব বড় হও, লোকনায়ক হও। 'হায় সে কি সুখ, হাতে লয়ে জয়তুরী, জনতার মাঝে ঝাঁপায়ে পড়িতে, রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে, অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।'—এমনতর হ'লে আমার এ বৃদ্ধ বয়সেও আবার আমি নবীন হ'য়ে উঠব, আবার আমি নতুন বল পাব।

কাজ গাড়ী করায় সে ভাল, কিন্তু কাজের জন্য গাড়ী করা ভাল নয়।

কয়েকটা সেট যদি ট্র্যানসিভার থাকে বদ্রীদাসের বাড়ীতে, দিল্লীতে ও অন্যান্য জায়গায়, তাহলে direct touch (প্রত্যক্ষ যোগ) থাকে, বেশ হয়। হয়তো ডাকলাম, জনার্দ্দন!

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চাণক্যের মাতৃভক্তির মতো অমনতর দরদভরা টান না থাকলে হবে না। আবার, চন্দ্রগুপ্তের মত অতখানি গুরুভক্তি না থাকলেও হবে না। চাণক্যের সঙ্গে একটা কথা বলার জন্য চন্দ্রগুপ্ত তার কুটির প্রাঙ্গণে হাঁটুগেড়ে হাত জোড় ক'রে ব'সে থাকতেন।

আগে ব্রাহ্মণরা নিজেদের এতখানি শাস্তি দিত যে তারা রাজদণ্ডের বহির্ভূত ছিল। ব্রাহ্মণরা রাজার কাছ থেকে অর্থ নিত না। অর্থ নিলে অন্নদাস হ'য়ে পাছে আদর্শ বা কৃষ্টিকে বিসর্জ্জন দেয়।

জনার্দ্দনদা—পূর্ব্বের স্মৃতি মনে হ'লে মনের মধ্যে কেমন জানি লাগে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই পূর্ব্বগৌরবের কথা স্মরণ ক'রে যার প্রাণ উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠে না, বুঝতে হবে তাদের ভিতরে গোল আছে।

হনুমানের সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তার অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু রামচন্দ্রের সাহচর্য্যে সে-সব নষ্ট হ'য়ে গেল। তার নায়কবৃত্তি যে ভাল, তা' বোঝা যায় ওতে। হনুমানের মতো কেউ পাশে থাকলে ক্রাইস্টের ও-দশা হ'ত না। আমার মনে হয়, খ্রীস্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার মূলে মেরী ম্যাকডিলিনীর অবদান অনেকখানি। ক্রাইস্ট ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর সে যেন পাগল হয়ে গেল। খায় না, লয় না, চুলগুলি উস্কখুস্ক, ঝরঝর ক'রে কাঁদে, উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে সকলের কাছে তাঁর কথা কয়, মানুষকে সচেতন করে দেয়, পাহাড়ের উপরে গিয়ে দাঁড়ায়, উন্মত্ত ব্যাকুলতায় মানুষকে শোনায় তাঁর কথা। তখন মানুষ তাকে ঘিরে দাঁড়াল। ক্রাইস্টের কথা শুনতে লাগল। এরপর অন্যান্য শিষ্যরাও যোগ দিল। কেউ হয়তো তাঁর রুমাল নিয়ে আসল, কেউ জুতো এনে দেখায়, কেউ খাতা-পুঁথি এনে হাজির করে, এইভাবে পরে দিন-দিন প্রচার বেড়ে গেল।

এইদিক দিয়ে ভাগ্যবান হলেন রামচন্দ্র। তিনি হনুমানকে পেয়েছিলেন। আর রসুল পেয়েছিলেন আলি, ওমর, ওসমান, আবুবকরকে। রামচন্দ্র বা রসুল তাঁদের শত্রুকে ক্ষমা করতে চাইলেও ওরা ক্ষমা করে না। হনুমানের তো কোন তুলনাই হয় না।

সীতার পাতালপ্রবেশ-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয় স্বাভাবিক মৃত্যুকে ঐ-রকম রূপকভাবে বলা হয়েছে।

সমস্তিপুরের একটি ভাই বললেন—ফুল তো জীবন্ত, তাকে কেন তুলব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যেমন চুল কাটি, এতে চুল বাড়ার পথ বন্ধ হয় না, বরং কাটার পর তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। ধান যখন পাকে, আপনা থেকেই গাছ থেকে প'ড়ে যেতে চায়। গাছও বাঁচে না। তাই, ধান সংগ্রহ করা মানেই ধানকে রক্ষা করা।

উক্ত ভাই—খারাপ জন্মগত সংস্কার জয় করা যাবে কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একমাত্র পথ ইষ্টার্থপরায়ণতা। যার যে প্রবৃত্তিই থাক, তা ঐ দিকে লাগালেই হলো।

পারিবারিক জীবন-সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পারিবারিক সংহতি চাই। ইষ্টপ্রাণতা সবার মধ্যে সঞ্চারিত করা চাই। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি আমাদের নিত্য করণীয়। আমি যদি সুখী হতে চাই, অন্যকে সুখী করা লাগবে। নচেৎ আমার সুখ আমাকে ঠাট্টা করবে। এমন চরিত্রচর্য্যা চাই যাতে সবাইকে সেবা দিতে পারি। শরীরটাকে সুস্থ রাখা লাগবে। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সদাচার সুসমন্বিত হলেই ঠিক-ঠিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ আসে। ইষ্টস্বার্থ, ইষ্টপ্রতিষ্ঠা, দুটোর সঙগতি চাই।

এটা ভবসমুদ্রে কম্পাসের দুটো কাঁটা। ইষ্টের জন্যই আমার যা কিছু, এটা ঠিক থাকা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় উপবিষ্ট।

একটি ছোট্ট ছেলে সম্বন্ধে বললেন—ওর রকম এমন যেন মানুষের মমতাকে ধ'রে টান মারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিদের সঙ্গে রামদাস-শিবাজীর প্রসঙ্গ উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কী গৌরব এই দেশের। আর, সেই দেশের আজ এই অবস্থা! কী দুর্দ্দশা, কী দুর্দ্দৈব, কী মহাপাপ, যার ফলে এমন হ'ল! এমন সমস্ত মহতের লীলা এই দেশের বুকের উপর দিয়ে ব'য়ে গেছে। আর, আজ আমরা কোথায়? কেন এমন হ'ল? আমরা এর প্রতিকার কেন করি না?

হাউজারম্যানদা—আমরা যা-কিছু করি, তার ভিতর দিয়ে ইষ্টকে পাওয়ার প্রত্যাশা যদি রাখি, সেটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Libido (সুরত) একটা জায়গায় যুক্ত হবে তো! তা না হলে সে concentric (সুকেন্দ্রিক) থাকতে পারে না। তাই যদিও ওটা প্রত্যাশা, তাহলেও সেটা প্রত্যাশার মধ্যে নয়।

হাউজারম্যানদা—ছেলেপেলে মাকে ভালবাসে তাকে কি পাওয়ার জন্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা ছেলের interest (স্বার্থ) হয় এবং সে তাতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে ওঠে।

এরপর ঝড় উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরের মধ্যে এসে বসলেন।

একটি নবাগতা মা জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেপেলেদের শাসন করতে হয়, মানুষ করতে হয় কেমনভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেমেয়েদের মারা ভাল না। তাদের সঙ্গে মায়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কঠোর শাসনে সেই সম্বন্ধ আলগা হয়, সে ভাল না। এই কর, এই করো না বলাই যথেষ্ট নয়। নিজেদের আচার-আচরণ তেমনতর হওয়া চাই। আসল কথা, ছেলের ভালমন্দ মা'র প্রতি শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে। আর, ছেলেপেলেকে দিয়ে মা-বাবাকে দেবার অভ্যাস করাতে হয়। এইগুলি করলে ছেলেপেলের ভাল হয়, মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও নেশা বাড়ে।

উক্ত মা—ধর্ম্ম কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম বলতে আমি এই বুঝি যাতে উদ্বর্দ্ধনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় আমাদের। সেটা শুধু একজনকে নয়, পরিবেশসহ সবাইকে। আমাদের আহরণের ক্ষেত্র পারিপার্শ্বিক। তাদের সুস্থ, স্বস্থ ও উন্নত রাখতে পারাই আমাদের স্বার্থ। অন্যকে নিজের মতো ক'রে দেখা ও তার ভাল করা, সেটাও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। আর, এই করতে গেলে চাই ইষ্টে সম্বন্ধ হওয়া।

উক্ত মা—আবার আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসিস। আমি কত সময় লুট হয়ে যাই। আমাকে যদি নাও পাস, দুঃখিত হ'স না।

উক্ত মা—আপনার সান্নিধ্য আমাদের মতো মানুষ কি যখন-তখন লাভ করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুড়ো হলেও মা'র প্রতি লোভ থাকে, মা তুই আসবি। মার সঙ্গে কথা কইতে তো ভালই লাগে। মা'র কাছে ছেলে বুড়ো হলেও শিশু।

উক্ত মা—মনে যেন শান্তি পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন চঞ্চল, তবে সব চঞ্চলতা নিয়েও আদর্শে স্থির-চঞ্চল হ'লেই আসে শান্তি। ভগবানে ভালবাসা যত হয়, ততই শান্তি এগিয়ে আসে।

মা-টি বিদায় নিলেন।

এরপর নানা কথার মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবানকে ভালবাস, প্রাণভরে নাম কর।

জনার্দ্দনদাকে বললেন—পিছটানে যাদের আটকায়, তারা কখনও leader (নেতা) হতে পারে না, ঐ একটা মস্ত test (পরীক্ষা)।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ছাত্র সমাজের মধ্যে যাজন করার কথা বিশেষ জোর দিয়ে বললেন।

৬ই বৈশাখ, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ২০।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। সমস্তিপুরের দাদারা আজ ফিরে যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—যাবার আগে ওদের খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে তো?

শৈলেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—জলখাবারের ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঃ! আগে থেকে ব্যবস্থা করলে দুটো খেয়ে যেতে পারত, রাস্তায় কষ্ট হবে।

এরপর তাদের একজনের একটা কাজের প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গোলমাল তো আছেই, তা ভেদ করে যাওয়া লাগবে। তেমনতর ব্যবস্থা করেই কাজ করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—সামনের conference (অধিবেশন) কবে?

কেষ্টদা—জুলাই মাসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই তিন মাসে আমরা যেন সব দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে পারি—যোগ্যতায়, ব্যবহারে, চরিত্রে। নিজেরা educated (শিক্ষিত) হ'য়ে অন্যকেও শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারি।

উমাশঙ্করদার (চরণ) প্যারাটাইফয়েডের মতো হয়েছে। তাঁর সঙ্গীরা সব চলে গেলেন। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বীরেনদা (পণ্ডা) ও কিরণদাকে (মুখোপাধ্যায়) ডেকে বললেন—দেখ, উমার কাছে সবসময় থাকবি, গল্পটল্প করবি, ওষুধপত্র, পথ্যটথ্য খাওয়ান, যা' যা' করা লাগে করবি। ও যেন নিজেকে friendless (বন্ধুহীন) ব'লে মনে না করে। ভাবতে পারে যেন আমার এত আছে এখানে। ওর যেন কোন কষ্ট না হয়। ওকে সুস্থ ক'রে তুলে তোদের বাইরে যাওয়া লাগে।

৭ই বৈশাখ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ২১।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

সুশীলদা (বসু) বললেন—Government (সরকার) আমাদের সাহায্য করতে রাজী, কিন্তু ওরা ওদের scheme (পরিকল্পনা) অনুযায়ী করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের যদি সাহায্য করে, তবে আমাদের বৈশিষ্টানুপাতিক করাই ভাল, যাতে আমাদের হারানো আশ্রম আবার গ'ড়ে তুলতে পারি। আমাদের কাজের সূত্রপাত অসহযোগ আন্দোলনেরও আগে থেকে। এক কথায় সি. আর. দাশও আমাদেরই একজন। আমাদের কর্ম্ম, বৈশিষ্ট্য, রেজিস্টার্ড সোসাইটির গঠন, কত লোক এর সভ্য, কারা-কারা পাবনায় গেছেন সবই খুলে বলা লাগে।

যতীনদা (দাস)—তপোবনের জন্য যারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে, অনেক সময় তাদের হাতে টাকা থাকে না, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে জুটে যায়, আর পাঠায়ও তারা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা যাদের মধ্যে উদাত্ত আছেন, তাদের অমনি সুযোগ জুটে যায়।

যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত) ও লক্ষ্মীদা (দলুই) তপোবনের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের বললেন—তোমরা যদি দেও, তাহলে নিজেদের সামর্থ্য থেকে দিও। খাবি খেয়ে দেও, তা' চাই না। তোমাদের efficiency-ই (যোগ্যতাই) আমার বল। তোমরা ম'রে দেও, ন্যাংড়া হ'য়ে দেও, তা আমি চাই না। এমনি দিতে পার, তাতে আমি খুব খুশী।

যজ্ঞেশ্বরদা মহিষাদলে জনসভা করার কথা বলছিলেন।

শরৎদা (হালদার)—স্থানীয় পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সভা করতে গেলে প্রথমে একটা আবেদনপত্র লিখে সব দলের বিশিষ্ট লোকদের স্বাক্ষর নিয়ে তা ছাপিয়ে ফেলা লাগে। তারপর যতীনদা ওখানে যাবে। ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে আরও interested (উৎসাহী) ক'রে তুলবে। যতীনদা যাবার আগে এমন ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে রাখা লাগে যাতে সবাই তাকে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করে। এমনভাবে করা লাগে, স্থানীয় লোকেরাই যেন নিজেদের দিক থেকে এগিয়ে এসে meeting-টা (সভাটা) করছে। তারপর meeting (সভা) হবে, meeting-এর (সভার) পর আবার যাজন চলবে।

আদিত্যভাই (মুখোপাধ্যায়) এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আদিত্য! তুমি থিয়েটারের বই লিখতে পার?

আদিত্য—চেষ্টা করিনি। একবার গিরীশ ঘোষের পার্ট করেছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা কর, গিরীশ ঘোষকেও যাতে fulfil (পরিপূরণ) করতে পার, আর Biology (জীববিদ্যা) ও Physiology (শারীরবিদ্যা)-টা প'ড়ে ফেল।

আদিত্য—নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়তে গেলে তো ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে পড়তে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, পড়, mastery (আধিপত্য) চাই, সব দিক দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠ, বড় হয়ে ওঠ। মনে যেন থাকে You are born to rule the storm (ঝড়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্যই তোমার জন্ম)। কি বল, রাজী তো?

আদিত্য—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বাচ্চা! জয় গুরু। আদিত্য যদি অদূর ভবিষ্যতে এমন কৃতী হয়ে ওঠে, যাতে এক কোণা থেকে আর এক কোণা পর্য্যন্ত আদিত্য নাম বললেই লোকে মাথা নত করে, তাহলেই হয়। আর, আমি যদি নাও থাকি, আমার কথাগুলি তো থাকবে।

Atom breaking-এর (পরমাণু বিভাজনের) experiment (পরীক্ষা) যখন পৃথিবীর কোথাও হয়নি, সেই সময় ওর বাবা গোপাল, বঙ্কিম ওরা তা' করেছিল।

সেইজন্য আমি বললাম ওকে ঐটা পড়তে। ও পড়লে যে কি করতে পারবে… !

একটু পরে আদিত্যকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এ্যাসিড লেগে যে পুড়ে গেল, ওটা তো ভাল না। ওর মানে অসাবধানতা। সব সময় এমন হুঁশিয়ার থাকা লাগে যে সব-কিছু manipulate (পরিচালনা) করব। কিন্তু যত অসুবিধাজনকই যা হোক না কেন—সে কোন বস্তু, পরিস্থিতি, পরিবেশ বা মানুষ যাই হোক, আমি সব সময় unaffected (অক্ষত) থাকব।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর যতীনদা (দাস)-কে বললেন—মনে যেন থাকে শিক্ষকদের দিয়ে three years course-এর (তিন বছরের পাঠ্য) বই লেখানো লাগে। বইগুলি এমন ছোট-ছোট এবং এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া চাই যেন সব ছাত্রই বুঝতে পারে এবং বোঝাটাও thorough (সম্যক) হয়।

শরৎদা (হালদার)—ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদের খেয়াল থাকে না কেন ? জেনে শুনেও আমরা বেহুঁশ হই কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা মেয়েছেলে যে স্বামীর ঘরে যায়, তার সঙ্গে তার আগে কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু সেখানে গিয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী, দেওর, ননদ, স্বামী—সবাইকে দেখতে-দেখতে কেমন আপন ক'রে নেয়। তারপর সেই বাড়ি ও সেই বাড়ির সব হয় তার নিজস্ব। সেইটাই হয় তার স্বার্থ। তার কোথাও একটু আঘাত করলে সে আর ছাড়ে না। পানের থেকে চুনটুকু খসতে দেয় না। এই তো এত সহজ ব্যাপার। ইষ্টকে নিয়ে পুরুষের এইটুকু হলেই তো হলো। আমি বলি, মেয়েছেলেরাও যা পারে, আমরা তা পারব না কেন ? আমরা তো তাদেরই পেটে জন্মেছি।

আমি ধর্ম্মের অনুসরণ করি, তা যদি চরিত্রের ভিতর-দিয়ে যোগ্যতায় ফুটন্ত হয়ে না উঠল, আমার কিছু হলো না। তা' আমি পাঁচ ঘটি কাঁদিই, আমার ভাবই হোক, সমাধি হোক, যাই হোক। যাই কিছু করি concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া চাই, ইষ্টার্থ-পরায়ণ হওয়া চাই। কঠিন কিছু নয়, অন্যরকম নিয়ে থাকি, তাই সহজটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমরা জানি না কিভাবে আমাদের নিজেদের স্বার্থ পূরণ করতে হয়।

এরপর কমলভাই হারমোনিয়াম নিয়ে এলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আইছিস ! এবার একটা গান কর।

গান শুরু হল 'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারী…'

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অনিলদা (গাঙ্গুলি), কেষ্টদা (দাস), প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়), প্রিয়নাথদা (সেনশর্ম্মা), অজিতভাই (গঙ্গোপাধ্যায়), জগদীশভাই (রায়) প্রমুখ আলিপুরদুয়ারের কর্ম্মীদের নিয়ে ব'সে প্রসঙ্গক্রমে বললেন—প্রথম কথা ইষ্টার্থপরায়ণ

হওয়া চাই সর্ব্বতোভাবে। সংহতি এমন শক্ত, প্রবল ও প্রভূত হওয়া চাই যে, বজ্র মারলেও তা ভাঙবে না। কারও বাড়িতে আশ্রম না ক'রে কেষ্ট দাসের দেওয়া জায়গায় আশ্রম কর। সেইটাই জাঁকিয়ে তোল। প্রবৃত্তি মানুষের থাকেই। বৈধ উপায়ে ছাড়া ভোগ ক'রো না। মেয়েছেলে সম্বন্ধে অসমীচীন কোথাও কিছু হয়, ভাল না। বিহিত বহুবিবাহ ভাল, কিন্তু ব্যভিচার ভাল না। টাকাপয়সা নিয়ে ধাওড়ামি, জোচ্চুরি, স্বস্বীবৃত্তি ঠিক না। তোমরা মানুষ হও। তোমরা এক-একটা prince (রাজপুত্র)। তোমরা কেউ কাউকে নীচু করতে চেও না, হেয় প্রতিপন্ন করতে চেও না। এটা ঠিক জেনো—মানুষকে নীচু করতে চাইলে নীচু হতেই হবে তোমাকে তার reaction-এ (প্রতিক্রিয়ায়)। কেষ্ট দাস যাই হোক, ওর একটা সলীল ইষ্টপ্রাণতা আছে। যতদিন ওর তা' থাকবে, ওকে ঠেকায় কে ? প্রীতিপ্রত্যাশা সকলেরই থাকে, কেষ্ট দাসেরও আছে। সে তোমাদের ফেলেনি, সে চায় তোমরা তাকে একটু ভালবাস।

ওখানকার আশ্রমের নাম দিলে হয় সৎসঙ্গ মন্দির। সাধনঘর, নামধ্যান-ভজন ইত্যাদির ঘর, পাঠ, আলোচনা ইত্যাদির জন্য একটা ঘর, দীক্ষাঘর ইত্যাদি করা লাগে। Motto (বাণী) ইত্যাদি দিয়ে এমনভাবে মন্দিরটা সাজান লাগে যে জায়গাটা ঘুরে দেখলেই যাজন হয়ে যায়।

এখানে লোক ক্রমাগত পাঠাতে হয়। সংহতি বেড়ে-বেড়ে যাক আরও, আরও। পারিবারিক সংহতি যেন খুব ভালভাবে দানা বেঁধে ওঠে। পিতৃভূতি, মাতৃভূতি চারান চাই। পারিবারিক যাজন করবে গৃহের পুরুষরা। তোমরা যথাসম্ভব মেয়েদের সঙ্গে মিশবে না, মিশলেও সম্মানযোগ্য দূরত্ব বজায় থাকা চাই, যাতে শ্রদ্ধা বজায় থাকে। ফলকথা, আগে চরিত্র। কথাবার্ত্তা, চাউনি, ব্যবহার, দাঁড়ান, হাসি সব ঠিক করা লাগবে। শুধু মুখের কথায় হবে না, তা চরিত্রে ফুটে ওঠা চাই। নিজেরা মানুষ হ'লে সকলকে পাগল ক'রে দেওয়া যায়। প্রত্যেককে নিয়ে আমরা প্রত্যেকে। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' কাউকে আমরা পড়তে দেব না। যদি কেউ তেমন হয় তাকে বাড়তির দিকে তুলে ধরব।

কেউ যদি রাগের বশে গাল পাড়ে, তারপর যদি তার কাছে গিয়ে আপনভাবে মিশতে না পারি, তাহলে হলো কী ? আপন লোক হিসেবে আপন লোকের উপর মানুষের একটা দাবী থাকে না ? অবশ্য, কাউকে গাল পাড়তে গেলেও প্রীতির সঙ্গে করবে তা। তুমি যে ব্যবহার প্রত্যাশা কর না, সে ব্যবহার কারও সঙ্গে করো না।

আর, নিজের প্রত্যেকটা অন্যায়ের জন্য নিজেকে যদি কঠোরভাবে শাসন করতে না পার, তবে তুমি তীর্থ হয়ে উঠতে পারবে না। তীর্থ অর্থাৎ মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠতে

পারবে না। সকলের কথাই শুনবে। যে-কথাই শোন না কেন মিলিয়ে দেখবে। দোষ থাকলে সংশোধন করবে, অবশ্য বাইরে ঢেকে রাখবে। অসৎ যা, নিরোধ করবে, তবে যথাসম্ভব বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে। কোনও মানুষকে যথাসম্ভব ত্যাগ করবে না।

পরমপিতারই স্ফুলিঙ্গ তুমি। তাঁতেই বিধৃত হ'য়ে আছে সব। তুমি যদি তাঁর মহান প্রকৃতি হ'তে বঞ্চিত হও, তাহলে তোমার জীবন ফুটবে না। তিনি প্রেমময়, প্রাণময়। তুমিও তাই হও। তাঁর সন্তান তুমি।

ভগবানের জয় মানে, তুমি যত লোকের হৃদয় তাঁর জন্য জয় করতে পারবে, তত তাঁর জয় হবে। তাঁর জয় ঘোষণা কর।

অভাব মানে ভাবের অভাব। তাঁকে নিয়ে কী তৃপ্তি, কী সুখ, কী আনন্দ! মিলনেও আনন্দ, বিরহেও আনন্দ! আনন্দের ফোয়ারা বয়ে যায়—এইভাবে চল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

শিবাজী সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামদাসই একটা সার্থকতাময় আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। রাজপুতদের কেমন একটা বিহ্বল রকম—'মরণ-আহবে চল রে আজিকে চল।' মরণটাই যেন একটা পরমার্থ। কিন্তু মরণকে ভেদ ক'রে কেমন ক'রে জীবনে দাঁড়াতে হবে, তা বুঝত না।

শিবাজী ছিল অদ্ভুত কৌশলী। কিন্তু রামদাস ও শিবাজীতে অনুরক্ত উপযুক্ত লোক না থাকাতে সংগঠনটা ভেঙে গেল।

৮ই বৈশাখ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২২।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে যতি-আশ্রমে উপস্থিত।

যতিবৃন্দ এবং আসামের কতিপয় দাদা কাছে আছেন।

আসামের বাঙালী-বিরোধী মনোবৃত্তি সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমরা যাবে কৃষ্টি নিয়ে। ঈশ্বরের কাছে কি বাঙালী-অসমীয়া বলে তফাৎ আছে? তোমাদের সনাতন কৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে চল। সকলে যাতে উন্নতিশীল ও সংহতিপ্রবণ হয়, তাই কর। এমন সংহতি চাই যাতে লাখো বজ্রও তা' ভাঙতে না পারে। আমরা কেউ কাউকে বাদ দিয়ে নই।

মেয়েরাও যাতে সদনুবর্ত্তী হয় আচারে, ব্যবহারে সব দিক দিয়ে, তাই করা লাগে। মাটি ভাল না হ'লে কি ফসল ভাল হয়? মায়ের জাতিকে ঠিক করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানের আগে গোলতাঁবুতে বসেছিলেন। যখন উঠলেন, তখন বেশ গরম পড়েছে। চাদরটা বিছানায় পড়েছিল। রেনুমা চাদরটা নিয়ে যেতে চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'না আমাকে দে, নইলে অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে, চাদর ফেলে যাব।' এই বলে চাদরটা বোগলদাবা করে নিয়ে গেলেন।

আজ প্রয়াত প্রমথদার (দে) মেয়ে সানুর সাথে বিমলের (সরকার) এবং কালুদার (আইচ) বড় মেয়ের সঙ্গে অক্ষয়দার ছেলে কালিপদর বিবাহ হ'ল। সন্ধ্যার পর গোলতাঁবুর পাশে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে উভয়ের মালাবদল হ'ল।

৯ই বৈশাখ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ২৩। ৪। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

শরৎদা (হালদার), কালিদাসদা (মজুমদার), নরেনদা (মিত্র), সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রমুখ আছেন।

আসামের দাদারা বিদায় নেবার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটি টিকটিকিও যেন দীক্ষিত হ'তে বাকী না থাকে। সংহতিও হওয়া চাই প্রবল। সহযোগিতা এমন চাই যে, একজন যদি না খেয়ে থাকে, আর একজন যদি ভিক্ষা ক'রে পাঁচমুঠ চাল এনে থাকে, তা' থেকে একমুঠ দিলেও দেবে। কৃষ্টির ঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে চল তোমরা। খুব ক'রে কাম কর। এমন ক'রে কাজ করবে যে এখানে বসেই যেন ঠিক পাই।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্রাহ্মীপ্রজ্ঞা বাদ দিয়ে যে politics (রাজনীতি), তাতে politics-এর (রাজনীতির) 'প'ও থাকে না। Politics (রাজনীতি) মানে পূর্ত্তনীতি। ব্রাহ্মীপ্রজ্ঞার মূলে আছে ইষ্টার্থপরায়ণতা। তা' আবার হওয়া চাই বৈশিষ্ট্যপালী। সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোল। তা' যেমন ক'রে পার।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর রোহিনী রোডের পাশে মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট।

পূজনীয় খেপুদা, কিশোরীদা (চৌধুরী), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), কেষ্টদা (সাউ), বুদ্ধদেবদা (চট্টোপাধ্যায়), আদিত্যভাই (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ কাছে আছেন।

নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যার ভিতর গতি যত কম, তা' তত স্বল্প চেতন।

পাথরের থেকে গাছপালায় চেতনা বেশী।

আদিত্য—গতি যত কম, তত শক্ত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Nil (শূন্য) হলেই dead (মৃত্যু) হ'য়ে গেল। তখন disintegration (অসংহতি) আরম্ভ হ'য়ে গেল। মরা মানুষেরও cell (কোষ) living (জীবন্ত) থাকে। কিন্তু co-hesive urge (সংশক্তির আকূতি) নষ্ট হওয়ায় সংহতি থাকে না। তাই ধীরে ধীরে cell (কোষ)-গুলিও নিষ্প্রাণ হ'য়ে যায়। বাঙ্গালীর যেমন আজ হয়েছে—co-hesive urge (সংশক্তির আকূতি) নেই, disintegrated (বিশ্লিষ্ট)। Central affinity (কেন্দ্রীয় টান) ও urge (আকূতি) নষ্ট হলেই এটা নষ্ট হয়। যাকে কেন্দ্র ক'রে সব চলে তা' হ'ল ঐ ইষ্টার্থপরায়ণতা।

বুদ্ধদেবদা—ব্রহ্মাকে চতুর্ম্মুখ কেন বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চতুর্ম্মুখ মানে চারদিকে মুখ আছে যার। সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে যা', তাই ব্রহ্মা।

১০ই বৈশাখ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ২৪।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

যতিবৃন্দ এবং আরও অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জনার্দ্দনদাকে (মুখোপাধ্যায়) বললেন কর্ম্মী সংগ্রহের কথা।

যতীনদা (দাস) বললেন—আমাদের একজন রান্নার লোক যোগাড় করা তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'এক রাজা চলে যাবে, অন্য রাজা হবে, ভারতের সিংহাসন শূন্য নাহি র'বে।' আমাদের তা' হয় না। আমাদের একজন গেলে সিংহাসন খালি থেকে যায়।

তারপর হঠাৎ বললেন—মানুষের দুঃখ-কষ্টে অনেকে ইংরাজী কায়দায় formal sympathy (লৌকিক সহানুভূতি) দেখায়, বাস্তবে কিছু করে না, সেটা ভাল নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদার কাছে একজনকে দেবার জন্য দু'হাজার টাকা চাইলেন।

প্রফুল্ল—টাকা-পয়সা দেবার ব্যাপারে আর একটু strict (কড়া) হ'লে কি-রকম হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এদিকে strict (কড়া) আছি। আমি ইচ্ছে করলেই জনার্দ্দনকে ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি, কিন্তু কখনও তা' ইচ্ছা হয় না। তোমরা দেও তা' ভাল

লাগে। জানি, আমি যদি দিই তাহ'লে ওর ক্ষতি করা হবে। কিন্তু ও যদি আমাকে যোগাড় ক'রে দেবার তালে থাকে, ওর বুদ্ধি, বিবেচনা, যোগ্যতা এমন alert (সচেতন) হয়ে উঠবে যে ওর সঙ্গে কেউ পেরে উঠবে না। মানুষের যদি সত্যি প্রীতি থাকে এবং তা' প্রত্যাশাপীড়িত না হয়, ক্লেশসুখপ্রিয়তা তার থাকবেই। আর, যোগ্যতা হাত বাড়াবেই। তাতে ব্যক্তিত্বও ফুটে উঠবে। আর সে ব্যক্তিত্ব magnetised (চুম্বকীকৃত) হ'য়ে উঠবে। লক্ষ্মীও তখন তার থলি নিয়ে এগিয়ে আসবে, বলবে—এই দেখ আমি তোমার জন্য ব'সে আছি। জনার্দ্দনের জন্য তোমাদের যেভাবে করার কথা বলছিলাম, অমন ক'রে করলে পারস্পরিক সহৃদয়ী সহযোগিতা দানা বেঁধে ওঠে।

ওখান থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। অনেকে এসে জড় হলেন। কালুদা (আইচ) এসে দাঁড়ালেন। সম্প্রতি কালুদার মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—কাজ তো ভালভাবেই হ'য়ে গেল, এবার পাতলাও হয়েছে খানিকটা। এখন গল্পসল্পের ভিতর দিয়ে মেয়েকে শেখান লাগে যাতে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করে, মানুষের মুখ দেখেই কার কী প্রয়োজন বুঝে সেবা দিতে অভ্যস্ত হয়, পতিব্রতা হ'য়ে ওঠে, সদাচার পালন ক'রে চলে।

জনৈক দাদা তার সমস্যার কথা জানিয়ে সমাধান চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম জিনিস হ'ল ঈশ্বরকে ভালবাসা—ইষ্টপরায়ণ হ'য়ে। আর, তোমার সেই ইষ্টপ্রাণতা যেন প্রত্যেকটি বাক্য, ব্যবহার ও চালচলনের ভিতর-দিয়ে এমনভাবে বিচ্ছুরিত হ'য়ে ওঠে যাতে মানুষ তোমাকে শ্রদ্ধা করে। এর 'পর দাঁড়িয়ে আর যা' করার কর। আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মফল আছে, তাই দেরী হয় ততদিন, যতদিন পর্য্যন্ত যাবতীয় যা'-কিছু ইষ্টার্থে বিন্যস্ত না হ'য়ে ওঠে।

বুদ্ধদেবদার (চট্টোপাধ্যায়) উপবীত নেই, সেই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসীমাকে দিয়ে পৈতে আনিয়ে তা' পরতে বললেন।

বুদ্ধদেবদা ননীদাকে (চক্রবর্ত্তী) দিয়ে গ্রন্থি দিয়ে সেই পৈতে প'রে খালি গায়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঃ, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! কি বলিস, ভাল লাগছে না।

বুদ্ধদেবদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—পৈতেটা একটু জলে ভিজিয়ে নে।

পৈতেটা জলে ভিজিয়ে গলায় পরে বুদ্ধদেবদা জামা গায়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন জামা গায়ে দিস না, খালি গায়ে থাক, আমার সামনে এসে বয়।

বুদ্ধদেবদা জামা খুলে খালি গায়ে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কমলদা ও বুদ্ধদেবদাকে গান গাইতে বললেন। তাঁরা একটা ক'রে গান গাইলেন।

এরপর উত্তরপাড়ার কেষ্টদা (রায়চৌধুরী) আসলেন। তারও পৈতে নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর তার জন্যও একটা পৈতে আনালেন। এরপর ননীদাকে দিয়ে গ্রন্থি দিয়ে কেষ্টদা সেটা পরলেন।

জনার্দ্দনদা—বুদ্ধদেব আমাদের সংস্কৃতির যাজন করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! 'লাগ, লাগ, সরস্বতী মোর কণ্ঠে লাগ, যাবৎ জীবন তাবৎ থাক।'

—সবাই হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ছোটবেলা থেকেই দুটো পৈতে রাখতাম। ভাবতাম, একটা পৈতে যদি কোনভাবে ছিঁড়ে যায়, আর একটা পৈতে তো থাকবে। আবার মনে হত, কেউ যদি ঠেসেঠুসে ধরে, একটা পৈতে দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলব।

জনার্দ্দনদা—বুদ্ধদেব ও কমলের যে হাতিয়ার আছে, তা' দিয়ে যথেষ্ট কাজ করতে পারে। ওরা কেমন গান ক'রে আমাদের পাগল ক'রে দেয়। আমাদের সে-শক্তি নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা কথায় পাগল ক'রে দেবে—আচারে, ব্যবহারে, চলনে, চরিত্রে, তপস্যায়। আর, ওরা তো তোমাদের আছেই। সেই তুমিই তো এত রূপে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছ—অভাব তোমার সংহতির, সেই কৃষ্টিদাঁড়ার। সকলকে সংহত ক'রে তুলতে পারলে অভাব তোমার কিছুরই নেই। সেই দিন নাচে বোল বলছিল—ধা ধী, তার মানে আগে ধর। তার থেকেই ধী-এর উদয় হয়, তারপর তেরে-কাটে-নারে আর যা' কিছু বল। ধা-এ আরম্ভ আর ধা-তেই শেষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বুদ্ধদেবদাকে কয়েকটা বোল শোনাতে বললেন। বুদ্ধদেবদা ভাবভঙ্গি সহকারে ব'লে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেদই কও, তন্ত্রই কও, বিজ্ঞানই কও, সবটারই মূল কথা—ঐ ইষ্টার্থ-পরায়ণতা—ইষ্টকে ধারণ-পালন বহন। গীতায় কী আছে—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। শরণং ব্রজ মানে আমাকে রক্ষা ক'রে চল।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এইসব পাতলা নাচের মধ্যে বেশীর ভাগ থাকে কামকলা, তাও পাতলা রকমের। তার মধ্যে-দিয়ে ধাঁজ এগিয়ে দিতে পারিস কিনা, তাই দেখ্। 'ধা' যদি জাগিয়ে দিতে পারিস 'ধী' আপনিই আসবে।…প্রবৃত্তিগুলি যদি শিবসন্দীপী না হয়, ইষ্টার্থপরায়ণ না হয় তবে ভূতের নাচন হয়।

যতীনদা (দাস) আসতে বুদ্ধদেবদাকে আর একটা গান গেয়ে শোনাতে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

বুদ্ধদেবদা গাইলেন—'সুন্দর ঘনশ্যাম যমুনাতটপর খেলত হোলি / নাচত রঙ্গে গোপিজন সঙ্গে / মদন মনোহর রসরাজ ঘন / দেখত সব ভকত পুলকিত অন্তর, মুখমে করত হরিগুণগান।'

বুদ্ধদেবদা—আমি গান জানি না। আমার দাদা ফৈয়জ খাঁর শিষ্য। তাঁর গানে পাগল ক'রে দেয়, তাঁর গান আপনাকে শোনাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে তাঁর দরবারের গাইয়ে ক'রে তুলতে পারিস, তাহ'লে হয়।

এরপর বুদ্ধদেবদা তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর গানের প্রভাব সম্বন্ধে একটা গল্প বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গানের সঙ্গে-সঙ্গে চরিত্র যদি তেমন অন্বিত হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে সেই গান মানুষের প্রাণে জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। যেমন হয় রামপ্রসাদের গানে।

কেষ্টদা (রায়চৌধুরী) পৈতে প'রে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে খুশী হ'য়ে বললেন—ব্যস্!

আন্দোলনের জন্য অর্থসংগ্রহের পন্থা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বদেশী আমলে যে ডাকাতি করত, ওতে মানুষ উৎপীড়িত হ'ত। তাদের প্রাণে ভয় এসে গেল। এতে ক'রে সংহতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। আমি কিন্তু চাই মানুষ প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করুক। সেইজন্য যোগার্ঘ্য করেছিলাম—ওতে সংহতি, যোগ্যতা ইত্যাদি বেড়ে যায়।

ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে উপবিষ্ট।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ যখন কল্কে পায় না, তখনই নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বৈশ্য ও শূদ্রেরই প্রাধান্য বাড়ছে। ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যও ক'মে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিমুনিদের মধ্যে গুহা-গহ্বরের মানুষ কমই ছিলেন। তাঁরা সাধন-ভজন করেছেন, হাতে-কলমে কাজ করেছেন, আর তার মধ্য-দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছেন নিজেকে,—যেমন ছিলেন ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি। শুনতে পাই গুহা-গহ্বরের ব্যাপার এসেছে বুদ্ধদেব ও শঙ্করের পর থেকে।

প্রফুল্ল—মানুষের একটা অবস্থায় নির্জ্জন সাধনের প্রয়োজন হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টসঙ্গ, নির্জ্জন-সাধন, বৃহত্তর পরিবেশের সেবা, পারিবারিক সঙ্গ—এই চারটে পাশাপাশি চালিয়ে যেতে হয়। তাছাড়া আলাদা প্রয়োজন হয় না। ক্লান্তি যখন আসে, তখন মন শুধু নির্জ্জনতা চায়। কিন্তু নির্জ্জন সাধনের সঙ্গে-সঙ্গে জোর ক'রে কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকতে হয়। তা' না হ'লে সাধনও ঠিকমত হয় না। আমার এমন হয়েছে, হাঁটতে-হাঁটতে যাচ্ছি—নাম চলছে, কোথাও দাঁড়িয়ে গেছি। আবার কাজ-কর্ম্মের মধ্যেই কোন-কোনদিন হয়তো নাম ক'রে চলতে-চলতে পটলক্ষেতে বা বেতবনে ঢুকে গেলাম। ছয় মাস তো দিনরাত ঘুমাইনি। তারপর প্রথম যখন ঘুমাতে যাই, তখন চোখ বুঁজলে এক জগৎ আর চোখ মেললে এই জগৎ। আর, তখন কেমন ক্ষিপ্রভাবে চলতাম, কাজকর্ম্ম করতাম। বাইশ মিনিটে তিন মাইল পথ হেঁটে গেলাম। এত জোরে হাঁটতাম, মনে হ'তো হঠাৎ যদি থামি, ধম ক'রে পড়ে যাব। ক্ষেতগুলি যেন আমার সামনে দিয়ে দৌড়াত।

এক-এক সময় এক-একটা যুগ গেছে। কীর্ত্তনের যুগ, তত্ত্বালোচনার যুগ, বিজ্ঞান-চর্চ্চার যুগ, শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনার যুগ, কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়ার যুগ। সেইসব সময়কার সব নোট যদি থাকত তাহ'লে খুব ভাল হ'ত।

আগে আমি কারও কোন সেবা নিতাম না। কেউ আমার কিছু করবে সে সুযোগই দিতাম না। নিজের কাপড়-চোপড় তো কাচতামই, আরও কতজনের কাপড়চোপড় কেচে দিতাম। একবার একজন এসে আমার কাপড় কাচবেই। কিছুতেই শোনে না, কাঁদতে লাগল। কাঁদা কি, একেবারে ভেবড়ি ছেড়ে কাঁদা। তখন আমি আর করি কী? বললাম—কাচ্। এমনি ক'রে এইভাবে জোর ক'রে মানুষ আমাকে এমন অবস্থায় এনেছে।

কাজকর্ম্ম ছাড়া শুধু নির্জ্জন সাধনা ক'রে কারও কিছু হয় না। তবে ঐ চার ধরনের জীবন বজায় রাখা ভাল। আর একটা কথা এই যে, তুমি যত যাই কর না কেন, সবকিছু ইষ্টার্থে উপচয়ী হওয়া চাই। তোমার যদি প্রতিষ্ঠা হয়, অথচ সে প্রতিষ্ঠায় যদি ইষ্ট প্রতিষ্ঠা না হয়, জানবে সে প্রতিষ্ঠার কোন দাম নেই।

১১ই বৈশাখ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২৮।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। অনেকেই কাছে আছেন।

বুদ্ধদেবদা (চট্টোপাধ্যায়)—শুনেছি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এর দুটো রূপ আছে। একটা ব্যবহারিক, আর একটা পারমার্থিক। এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা আছে, প্রবৃত্তিপরিচর্য্যী রূপ, আর একটা পারমার্থিক রূপ।

প্রবৃত্তিপরিচর্য্যী রূপে সত্তা সার্থক হয় না, সত্তা exploited (শোষিত) হয়। আর, প্রবৃত্তিকে জয় ক'রে এ যদি সত্তার্থী হ'য়ে ওঠে, তবে পারমার্থিক হ'ল। পকেটে তুমি পাঁচ আনা পয়সা নিয়ে ঘুরছ সিগারেট কিনে খাবার জন্য। সে এক জিনিস। আবার হয়তো পাঁচ আনা পয়সা সঙ্গে নিয়ে ভাবছ, কেউ যদি না খেয়ে থাকে, তাকে দুটো মুড়ি কিনে দিতে পারব। তাতে ঐ পাঁচ আনার রূপ বদলে যাবে। তোমার মত অমনি পাঁচ আনা পকেটে ফেলে যদি সকলে ঘোরে, ব্যাপার গুরুতর হয়ে যাবে।

বুদ্ধদেবদা—মুক্তিবাঞ্ছাও কৈতবপ্রধান—এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুক্তি বা মোক্ষের জন্য কৃষ্ণবাঞ্ছা। মানে মোক্ষপ্রত্যাশাপীড়িত তুমি। তাতে কৃষ্ণ তোমার চাওয়ার জিনিস থাকেন না। ভালবাসা ওখানে যায় না। মোক্ষের প্রতি প্রীতি হয়। আমি বলি, ও দিয়ে কী হবে ? তাঁকে ভালবাস। তাতে মোক্ষই হোক, ধর্ম্মই হোক বা যা' হোক বা না হোক, তাতে তোমার কী ?

কমলদা—মায়া থেকেই তো মোহ আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়া মানে যা' পরিমাপিত করে। আমি টাকা চাই। কেন চাই তার ঠিক নেই। তার মানে ঐ আকাঙ্ক্ষায় আমি পরিমাপিত।

কমলদা—যোগমায়া মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগমায়া মানে যা' unify (মিলিত) করে। তুমি স্ত্রীতে মিলিত হলে, তার মধ্যে দিয়ে সন্তান হ'ল। ঐটে ঐ যোগমায়াকে আশ্রয় ক'রে। মহামায়া মানে materialiser the great (পরম বাস্তবায়নী শক্তি)।

বুদ্ধদেবদা—আবার, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বলেছে, তার মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মানে তুমি ছিলে না, তোমাকে ঘটিয়েছে, অঘটনটাকে ঘটিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় বসে আছেন। বেলা আন্দাজ চারটে। ঘরের মধ্যে ও বাইরে অনেকে আছেন।

অরুণভাই (জোয়ার্দ্দার) বলল তার মা সামান্য জ্বর সত্ত্বেও আজ ভাত খেয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাত খাওয়া ঠিক হয়নি। ভাল থেকে আমাকে একটু নিশ্চিন্ত রাখার জন্য প্রবৃত্তিগুলিকে যতটুকু নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তাও করার ইচ্ছা মানুষের নেই। এটা অবশ্য নিজেরই ভালর জন্য। কিন্তু অন্যকে খুশী না রাখলে নিজে কিছুতেই খুশী থাকতে পারে না। সে-বোধটা মানুষ হারিয়ে ফেলে দেয়। নিজেকে খুশী করতে চায়। কোন কেউ যদি কারও কেউ না হয়, তার কেউ থাকে না।

কিরণ ঘোষদা এবং আরও কয়েকজন বিদায় নিতে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সহকর্ম্মী যোগাড় কর। আর তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে চ'লে সংহতির সৃষ্টি কর। একজন ঋত্বিকের পিছনে অন্ততঃ তিনজন সহকর্ম্মী চাই-ই। এটা বলছি কমপক্ষে আরও বেশী হ'লে ভাল হয়।

টিকারামদা (শর্ম্মা সুবেদী)—বাইরে তো ভগবানকে পেলাম, ভিতরে তো পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান ভিতরে যত ফুটে উঠবেন আচারে, বিচারে, ব্যবহারে, চরিত্রে, চিন্তায়, ততই হবে। খুব নাম করবি।

টিকারামদা—একজনের সদ্‌গুরু লাভ হ'লে নাকি চৌদ্দপুরুষ ও সারা দেশ ধন্য হয়, তা কই হচ্ছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর চরিত্রে যত ফুটে উঠবে, ততই হবে। বাতির থেকে বাতি জ্বালায় যেমন, তেমনি তোর থেকে সকলে পাবে।

যতীনদা (দাস) বললেন—যে দু হাজার টাকা সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল, তা' দুজনের কাছ থেকেই পেয়ে যাব আশা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর দাঁড়িয়ে ছিলেন। জুতো পরতে পরতে সুর করে গাইলেন—'তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।'

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিণী রোডের মাঠে।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) বললেন—মাঝে-মাঝে আমার মনটা যেন ফাঁকা ও অবসন্ন হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও হ'ত। যা হোক, খুব নাম করা লাগে। মা যতদিন ছিলেন, দুনিয়াটাকে একটা মোহন কামশ্রীর মতো মনে হ'ত। যেন একটা enchanting becoming (মনোমোহন বিবর্দ্ধন) ব'লে মনে হ'ত। গাছপালা যা'-কিছুকে অমন লাগত। মেসিনপত্রকেও ঐ চোখে দেখতাম। বিশ্ববিজ্ঞানের যন্ত্রপাতিকে দেখতাম যেন এক-একটা সোনার রানী।

১২ই বৈশাখ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ২৬।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

আদিত্য (মুখোপাধ্যায়) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর আদরের সুরে বললেন—আদিত্য সোনা, আদিত্য সোনা!

পরে বললেন—আদিত্য আমার কবে বড় হবে ?

এই প্রসঙ্গে বললেন—বিজ্ঞান পড়তে গেলে খুব অনুসন্ধিৎসু ও সজাগ থাকা লাগে। এইটে সাধারণ ধাঁজ ক'রে নেওয়া লাগে। আর, খুব sharp (তীক্ষ্ণ) ও efficient (দক্ষ) হতে হয়। সেইজন্য বিজ্ঞানীরা ভাল দার্শনিক হ'তে পারে। অবশ্য, যদি সুদক্ষ সঙ্গতিসমন্বিত সুষ্ঠুতার সঙ্গে অগ্রসর হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

ভূপেনদার (দাশগুপ্ত) সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

জনার্দ্দনদা—ওর সঙ্গে কেমন একটা লোক থাকে। তার ওর উপরে খুব প্রভাব। সে লোকটাকে ভাল লাগল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাম থাক, শ্যাম থাক, যেই থাক, নিষ্ঠা তো আমার, ব্যক্তিত্ব তো আমার, আগ্রহ তো আমার। আমি যদি কারও দ্বারা অন্যভাবে প্রভাবিত হই, সে দয়াতেই হোক, দাক্ষিণ্যেই হোক, ভালবাসায়ই হোক বা প্রবৃত্তিপরবশাতায়েই হোক, তাহ'লে আমি কী ?

যতীনদা (দাস)—ভূপেনদা খুব emotional (ভাবপ্রবণ) আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Emotional (ভাবপ্রবণ) যদি হয়, আর নিষ্ঠা যদি না থাকে, সে তো আরও খারাপ। যে-কোন দিকে carried (চালিত) হ'য়ে যেতে পারে।

সুধীরদা (বসু) সম্বন্ধে বললেন—Meekly brave, eversweet (বিনীতভাবে সাহসী, সর্ব্বদা মিষ্ট)।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

শরৎদা (হালদার)—আমাদের আন্দোলনে মন্দিরের উপযোগিতা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্দির কথাটার মানে, যেখানে স্তুতি করে, জপ-ধ্যান-পাঠ ইত্যাদি করে। সৎসঙ্গ বিহার নাম দিলে হয়।

যতীনদা—মন্দির করতে গিয়ে দেখা যায়, মানুষ ওতেই যেন বেশী ঝুঁকে পড়ে, কেমন আলাদা হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলাদা হবে, যদি সংহত না করতে পারেন।

উৎসব-সম্বন্ধে আমার idea (ধারণা) ছিল—উৎসবে বক্তৃতা হবে, হোম হবে। হোতা, অধ্বর্য্যু-উদ্গাতা ইত্যাদি থাকবে। আপনারা এক-এক দল এক-এক জায়গায় বসবেন। আলাপ-আলোচনা করবেন। লোকসমাগম হবে। Educational exhibition (শিক্ষামূলক প্রদর্শনী) হবে, শিক্ষামূলক সিনেমা হবে। যে কয়দিন **উৎসব** করবেন তাতে মানুষ educated (শিক্ষিত) হবে। মানুষকে উচ্ছল চলনে

শিক্ষিত ক'রে তোলাই উৎসবের উদ্দেশ্য। উৎসব মানুষকে উৎসমুখী উৎসৃজনের দিকে নিয়ে যাবে। আপনারা এক একজনে উৎসবের হোতা হবেন।

হোমে ঘি পোড়াবার কথা কই এইজন্য যে ওতে বাতাসটা পবিত্র হয়। বহু রোগজীবাণু নষ্ট হয়।...শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞেশ্বর কয়, তার মানে বর্দ্ধনার প্রধান কীলক তিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে রোহিণী রোডের পাশে মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কেষ্টদা যদি প্রশ্ন করে, তবে ইস্‌লাম প্রসঙ্গের মত ইমাম প্রসঙ্গে একটা বই করা যায়।

কেষ্টদা—একজন মহাপুরুষ আসলে তো দেশের চেহারা বদলে যায়। রামকৃষ্ণদেব আসলেন, তারপর তো দেশের দুর্দ্দশা কমল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দয়াল মানুষটা, ভাগবত মানুষটা, পাগলা মানুষটা যদি দক্ষিণেশ্বরে আস্তানা না গাড়তেন, তবে আজ আমি যা বলছি, তাতে কোন পাত্তা পাওয়া যেত না। শুধু আসলেই তো হবে না, ধরা-করা লাগবে তো।

১৩ই বৈশাখ, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ২৭। ৪। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট।

কালিদাসদা (মজুমদার), যতীনদা (দাস), নরেনদা (মিত্র), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যত দোষই মানুষের থাকুক, সবচাইতে বদমাল ঐ go-betwεen (দ্বন্দ্বীবৃত্তি)। ও একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে আছেন।

মায়েদের মধ্যে কয়েকজন আছেন। প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেবামাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর নাম শ্যামা হ'লে কেমন হ'ত ?

সেবামা—ভালই হ'ত...। সেবা নাম কি খারাপ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলে ভাল। 'না বলিতে কাজ বুঝিয়া করিবে সেই সে সেবক নাম। সেবক হইয়া কহিলে না করে তাহার করম বাম।'

শ্রীশ্রীঠাকুর বিনয়দার জন্য মায়া মাসিমা, সেবামা, চন্দ্রনাথদার স্ত্রী, কাশীদা (রায়চৌধুরী), ননীদি, রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), গহিনদা, প্যারীদা, সুবোধের মা,

প্রফুল্ল, ব্রজেনদা (দে) প্রমথের কাছ থেকে দশ টাকা ক'রে সংগ্রহ ক'রে তাঁকে দিলেন। তারপর বললেন—তাই দেখ, দুনিয়ায় টাকার অভাব নেই। তোমার যদি মানুষ থাকে, তবে টাকা কোন কথা নয়। টাকা সব জায়গায় ছড়ান আছে। তবে মানুষের পোষক না হ'য়ে যদি শোষক হও, তবে তোমাকে কেউ দেবেও না, পুছবেও না। যারা দিল তোমাকে, তাদের প্রয়োজন মতো তুমি যদি সর্ব্বপ্রকারে না কর, শুধু টাকা পয়সা দিয়ে নয়, সর্ব্বভাবে তাদের প্রয়োজন যদি না মেটাও তোমার সাধ্যমতো, তাহ'লে কিন্তু তুমি অপরাধী হবে, নিজেরই ক্ষতি করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—এ দুনিয়াটাকে কিছু নয় ধরলে পাগল হ'য়ে যাবে। কিছুর মধ্যে আরও দেখতে চেষ্টা করো। জানবে অসীমেরই সীমায়িত অভিব্যক্তি নানারকমে আমাদের সামনে প্রকট হয়েছে।

১৪ই বৈশাখ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ২৮।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে আসীন।

পূজনীয় বড়দা কাল রাত্রে কোলকাতা থেকে ফিরেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছে সব খবরাখবর শুনলেন।

আজ কয়েকদিন ধ'রে তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের খালি কাশি হয়। কারণ, নূতন যে তামাক এসেছে তা' ভাল নয়। কলকাতা ও অন্যত্র ভাল তামাক আনতে দেওয়া হয়েছে। কাশি এড়াবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সকাল থেকে স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট খাচ্ছেন। সিগারেট খাবার সময় কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে উপস্থিত সবাই বেশ দৃশ্যটাকে উপভোগ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

যতিবৃন্দের সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কৌটিল্য বলেছেন, আত্মজিৎ না হ'লে সে কখনও রাজতক্তে বসতে পারবে না। কিন্তু আজ নেতৃবর্গের মধ্যে সে আদর্শ কোথায়? যতদিন পর্য্যন্ত ঐ জিনিসের প্রবর্ত্তন না হবে, ততদিন অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে না। আর, এই যে তারা আত্মজিৎ হ'ত, চিত্তজয়ী হ'ত, ইন্দ্রিয়জয়ী হ'ত, তার মূল ভিত্তি ছিল ভক্তি—আচার্য্য-অনুরাগ। ভক্তি স্বতঃজিৎ। সে তার উল্টোটাকে আমল দেয় না। এইটের

উপর পূর্ত্তনীতি (Politics) সহজেই তাদের মধ্যে গজিয়ে উঠত। নিজের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে conflict (দ্বন্দ্ব), analysis (বিশ্লেষণ) ও adjustment (নিয়ন্ত্রণ) তাদের হ'ত তার ভিতর-দিয়ে তারা দেশ ও দশের মঙ্গলামঙ্গলের দাঁড়াটা ঠিক পেত।

কালিদাসদা—আমাদের যে এমন একটা সুষ্ঠু বিধান ছিল, তা আপনি ধরিয়ে না দিলে, তা' বুঝতে পারতাম না। চারিদিকে দেখেশুনে তো কিছু টের পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টের পাবে কী? বিয়ে-থাওয়ার গোলমালে মানুষেরই অপকর্ষ হয়েছে। তা' না হ'লে দেখতে সমাজের চেহারা কী হত। কুলীনের মেয়ে মৌলিকের ঘরে যাওয়াতে কায়স্থ সমাজের কি কম ক্ষতি হয়েছে?

১৫ই বৈশাখ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২৭।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যতীনদা (দাস), নরেনদা (মিত্র), কালিদাসদা (মজুমদার), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), কিশোরীদা (চৌধুরী) প্রমুখ কাছে আছেন।

নানারকম কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কিশোরীদার মতো সর্ব্বগুণসম্পন্ন লোক দেখিনি। অনেকের আছে একদিক ঠিক থাকে তো আর একদিক ঠিক থাকে না। কিন্তু কিশোরীদার তা নয়, তবে একটা দোষ আছে। কিশোরীদা হয়তো কোথাও রওনা হয়েছে, মাঝ-রাস্তায় হঠাৎ তিন ঘণ্টা আটকে রাখা যায়। সামনের পরে যেটা এসে পড়ে, তার একটা ব্যবস্থা তখন-তখনই না করতে পারলে ক্ষতি বিবেচনা করে। আমার কিছু করতে গেলে কিছু লোকসান হবেই। যেমন, খেতে যে সময়টা যায়, সেই সময়টা হাতে থাকলে হয়তো ঝাঁট দেওয়া যায়। কিন্তু তা' ব'লে না খেলে চলে না। তাই লোকসান যাতে কম হয়, সেটাই দেখতে হয়। আমি হয়তো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বা ইষ্টকাজে কোথাও রওনা হয়েছি, মাঝখানে একজনের দুঃখ দেখে অভিভূত হয়ে মূল কাজ ভুলে তার সেবা দিতে লেগে গেলাম। তা কিন্তু ঠিক নয়। কোন অনুকম্পা, কোন দয়া, কোন সদ্‌গুণ, যা নাকি ইষ্টার্থ পরিপোষণ করে না, তাও অগুণ-হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় পরে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

হেমদা (রায়চৌধুরী), যোগেনদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), শিবরামদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত।

শৈলেনদা—এত মহাপুরুষ এলেন, গেলেন কিন্তু তার প্রভাব তো বোঝা যায় না। ধর্ম্মের একটা পূর্ণাঙ্গ, সুসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাও তো সব জায়গায় মেলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না থাকলে আমরা টিকলাম কি ক'রে? কিন্তু আমরা সে বিষয়ে চেতন নই। আজ এই দুঃসময়ের ভিতর রামকৃষ্ণ ঠাকুরের বাণী ভেসে বেড়াচ্ছে। তোমাদের মাথায় তা' আছে ব'লে এই ঝড়ের মধ্যে এখনও অস্তিত্ব বজায় আছে। রামকৃষ্ণ ঠাকুর কি কম ঠেকাইছেন? নানা ব্যত্যয়ী অভিযানের স্রোত তিনি ফিরিয়েছেন।

যোগেনদা—আপনার এ জিনিস কতদিন চলতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার জিনিস কী? সকলের জিনিস, আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি মাত্র। এটা কতদিন থাকবে সে আপনাদের উপর নির্ভর করবে। যতদিন আপনারা শ্রেয়পন্থী থাকবেন, ততদিন ঠিক থাকবে। শ্রেয়পন্থী না থাকলে ভেঙে যাবে।

প্যারীদার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর হীরেনদাকে (ঘোষ) একটা সাইকেল আনার কথা বলেছিলেন। আজ সেই সাইকেল এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য ভাল তামাকও এলো।

১৬ই বৈশাখ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ৩০।৪।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—বেশীর ভাগ মানুষের বুদ্ধি, বিবেচনা, মন, প্রাণ, অন্তর আজ অবসন্ন, বিভ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ, বিড়ম্বিত। তারা যেন বলছে, রক্ষা কর দয়াময়। আমরা কতটুকুই বা কী করেছি। কিন্তু তাতেই দেখছ কেমন দানা বেঁধে উঠেছে। সর্ব্বত্র যদি এইভাবে করত, তাহ'লে কী হত ভেবে দেখ। আমরা তো নূতন কিছু করিনি, আমাদের রক্তে যা আছে, তার উপর দাঁড়িয়ে একটু নড়াচড়া করেছি মাত্র।

উত্তরপাড়ার অজয়দার (গাঙ্গুলী) বাড়ী থেকে দক্ষিণেশ্বরের দেবমন্দির দেখা যায় শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জীয়ন্ত বিগ্রহ দক্ষিণেশ্বরে জীবিত থাকতে তাঁকে উপভোগ করল কম মানুষই।

সন্ধ্যায় জনার্দ্দনদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে যতি-আশ্রমে ব'সে বললেন—অনেকে বলেন আমরা কিছু করি আর না করি মানুষের পরিবর্ত্তন হবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল breeding (জন্ম) চাই, active (সক্রিয়) করে তোলা চাই, সুকেন্দ্রিক ও যোগ্য ক'রে তোলা চাই, তা' না হ'লে হবে না। আমাদের কানের কতকগুলি পর্দ্দা আছে, সেগুলির ব্যবহার না হলে সক্রিয় থাকে না, নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ওঠে। সুপ্রজনন ও সুশিক্ষা না হ'লেও অমনি হয়।

অর্থনীতির কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মোট কথা আগে মানুষ, তারপর অর্থনীতি।

আর, মানুষের জন্যই টাকা। Money standard না ক'রে man standard কর (অর্থকে মানদণ্ড না ক'রে, মানুষকে মানদণ্ড কর)। বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষের উদ্বর্দ্ধন যাতে হয়, তেমনভাবেই অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত কর।

১৭ই বৈশাখ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

হরিদাসদা (ভদ্র) শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য একটি ভাল টেবল ক্লক ও দশ ফাইল টেরামাইসিন নিয়ে আসলেন। কোলকাতা থেকে পূজনীয় পণ্টাই ভাইয়ের জন্য একটি সাইকেল এলো।

যতীনদা (দাস) ও কালিদাসদা (মজুমদার) বাইরে যাবার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের বললেন—যে-কাজই করবেন সেটা পুরোপুরি করা চাই। একটা ধরলাম সেটা শেষ করলাম না, আর একটা ধরলাম। এমনতর রকমে চললে profitable (লাভজনক) হয় না, habit (অভ্যাস) খারাপ হয়ে যায়। হাজার কাজই করা চলে, কিন্তু তা শেষ করা চাই এবং সময়মতো। ততগুলি কাজ ধরাই ভাল, যতগুলি শেষ করা যায়। আর, প্রয়োজনের আগেই প্রস্তুতির কথা বলি, সে অভ্যাস থাকলে গাঁথনিটা শক্ত হতে-হতে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে যতিদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—জানি, মানুষ মরে, মরবেও, কিন্তু তবু মনে হয় মরণটা যদি স্বীকৃতির মধ্যে থাকে, তাহ'লে যেন মরণকে overcome (অতিক্রম) করার zeal (উৎসাহ)-টা ক'মে যায়। গীতায় আছে, হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্ জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।—হত হব কেন? জীয়ন্তেই স্বর্গকে উপভোগ করব, দুনিয়াকে উপভোগ করব—সবকিছু তাঁতেই সার্থক করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—দুনিয়াটাকে সব সময় যেন বিদেশ-বিদেশ মনে হয়।

নরেনদা—এটা কি এখনও মনে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বরাবরই। বিদেশে যেমন মা-বাপ থাকলে বিদেশ ব'লে মনে হয় না, তবে একটা বোধ থাকে, আগে তেমনি ছিল।

প্রফুল্ল—আপনি তো organisation (সংগঠন) ইত্যাদির কথা বলেন। আপনি বলেন তাই, তা' না হ'লে আমার মনে হয়, আপনাকে নিয়ে ডুবে থাকি। সেই তো ভাল,

অতশত দিয়ে কাজ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Organisation-এর (সংগঠনের) কথা যে বলি, সে সত্তার জন্যই। সত্তার জন্যই অতখানি লাগে। উপনিষদে যে বলে অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতম অশ্নুতে' (অপরাবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু পার হয়ে বিদ্যা দ্বারা অমৃত উপভোগ করে।)—ওটা আমার ভাল লাগে।

প্রফুল্ল—মনে আমার রোজ এ প্রার্থনা লেগেই আছে যে বারবার যেন যাওয়া-আসা না করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসা মানে তো একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ নেওয়া। সবই তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা আবার বিধিনিঃসৃত। তাই বিধি-পরিচর্য্যায় চলাই ভাল। তার ভিতর-দিয়ে তাঁর দয়া নেমে আসে।

প্রফুল্ল—মানুষ যে এত ভূতের বেগার খাটে, তার কোন মানে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেসব কর্ম্ম আমার ইষ্টার্থকে সার্থক ক'রে তোলে না, তাই ভূতের বেগার খাটা।

১৯শে বৈশাখ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ৩। ৫। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে আছেন। নরেনদা (মিত্র), উমাদা (বাগচী), পরেশদা (দত্তগুপ্ত) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন। সেই বাণী অবলম্বন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা কাজ যাতে কিছুতেই নিষ্ফল না হয়, তার জন্য যতরকমের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা রাখতে হয়, তা আমি রেখে চলি। আমি বরাবরই এইভাবে কই। আপনারা যদি এই আকূতি নিয়ে চলতেন, করতেন, তাহ'লে দেখতেন কী হত। এতে ক্ষমতাও বেড়ে যায়, আর কখনও ঠেকে না। খুব স্বচ্ছন্দে চলা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে মাঠে অজয়দাকে (গাঙ্গুলী) পাহারা দেবার জন্য লোকজন ঠিক করতে বললেন। সঙ্গে-সঙ্গে বললেন—Alert (সতর্ক), inquisitive (অনুসন্ধিৎসু) ও tactful (কৌশলী) হবার মহড়া যত হয়, ততই ভাল। মাঝে-মাঝে এইরকম মহড়া দিতে হয়, ওতে ঐ-সব ক্ষমতাগুলি বাড়ে।

অন্য একটি কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখানে বেশীর ভাগ কাজ আমাকে করা লাগে। মানুষের প্রীতি উৎপাদন ক'রে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে জানে না। তাই আমার উপর নির্ভর করে। মানুষের প্রতি তুমি যদি interested (স্বার্থান্বিত) না হও, তবে মানুষ তোমাতে interested (স্বার্থান্বিত) হবে কেন ? অনেকে আবার

আমার ক্ষতি ক'রে মানুষের প্রতি দরদ দেখাতে যায়, সেও ঠিক নয়।

হাউজারম্যানদা, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখের শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য গাড়ী কেনা সম্পর্কে তিনি বললেন—আমি গাড়ী দিয়ে কী করব ? তবে ওরা যে সাহস করে এই কাজে নেমেছে, এটাই বড় কথা। এই কাজে যদি ওরা successful (কৃতকার্য্য) হয়, সেইটাই আমার asset (সম্পদ)।

২১শে বৈশাখ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ৫। ৫। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এমনসময় মেণ্টুভাই (বসু) আসলেন।

মেণ্টুভাই—জীবনের উদ্দেশ্য তো সুখী হওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো হ'ল না ! তুমি দুঃখীও হতে পার। Goal (গন্তব্য) হ'ল God (ঈশ্বর)। ঈশ্বরকে তো দেখতে পাই না, তাঁকে পাই ইষ্টের মধ্যে। যেমন fatherhood (পিতৃত্ব)-কে পাই father-এর (পিতার) মধ্যে। তদর্থী যা'-কিছু তাই করব, তাতে অশেষ দুঃখও আসতে পারে, আবার সুখও আসতে পারে, মৃত্যুও আসতে পারে, আবার অনন্ত জীবনও পেতে পার।

মেণ্টুভাই—এই পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ থাকলে, থাকে ক্লেশসুখপ্রিয়তা। হয়তো তুমি তিরিশ মাইল হেঁটে এসেছ, গা-হাত-পা ব্যথা হয়ে গেছে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবুও আনন্দে বুকের মধ্যে গুরগুর করছে। গা টিপে দিলে যেমন সুখ হয়, তেমন আরামবোধ হচ্ছে। লঙ্কা দহন করতে গিয়ে হনুমানের মুখ পুড়ে গেল, কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই। একটা কাজ হাসিল হয়েছে, তাতেই আনন্দে মাতোয়ারা।

মেণ্টুভাই—খারাপ চিন্তা আসে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপ চিন্তাও যদি আসে, তার মধ্যেও দেখতে হয়, কেমন ক'রে তাকে ইষ্টার্থপোষণী করা যায়।

মেণ্টুভাই—আমরা তো তাঁর সৃষ্টি, তবে evil (অন্যায়) এলো কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ভিতর evil (খারাপ)-ও আছে good (ভাল)-ও আছে। কিন্তু যাকেই ইষ্টার্থে নিয়োগ করব, তাই ভাল হয়ে দাঁড়াবে। Evil (খারাপ) বলতে আমি বুঝি, যা সত্তায় ব্যতিক্রম নিয়ে আসে, তেমনতর প্রবৃত্তি-অনুরতি। যা'হোক, ইষ্টসেবায় নিয়োজিত হ'লে খারাপ আর খারাপ থাকে না। হনুমান যেমন রাবণের মৃত্যুবান চুরি করল। এটা চৌর্য্য হলেও চৌর্য্য নয়।...মানুষ যদি সত্যিকার ইষ্টার্থ-

পরায়ণ হয়, তার নাক, চোখ, মুখ, চাল-চলন, সবটার ভিতর-দিয়ে তা' ফুটে বেরোয়। তার personality (ব্যক্তিত্ব) magnetised (চুম্বকীকৃত) হ'য়ে ওঠে। মানুষ তাকে দেখে মুগ্ধ হয়। সে অন্যকে তার ভাবে ভাবিত ক'রে তোলে। কিন্তু অন্যের আওতায় নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয় না।

২২শে বৈশাখ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ৬। ৫। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। মিহিজাম থেকে কয়েকজন এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে দুজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক এসেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনেকে বলে ধর্ম্ম একটা অন্তরের জিনিস, এর সঙ্গে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সম্পর্ক কী? কিন্তু যদি অন্তরের জিনিস হয়, বাইরে তা' আনুষ্ঠানিক exposition (অভিব্যক্তি) পাবেই। আবার, ঐ exposition (অভিব্যক্তি) ভিতরের জিনিসকেই বাড়িয়ে তোলে। তাই ব'লে ইষ্টানুরাগহারা প্রাণহীন নামকোওয়াস্তে লোক-দেখানো অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম নয়। আগ্রহপূর্ণ আকূতি নিয়ে অন্তর ও বাহিরের সমন্বয় চাই।

চক্রপাণিদা (দাস) দাদাদের বললেন প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে।

একজন বললেন—জিজ্ঞাসা করার কিছুই নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের জিজ্ঞাসা করার কিছু থাক বা না থাক, করার বহু আছে, চলার আছে। আমাদের বাঁচতে হবে, আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, অমৃতের সন্ধান আমরা ছাড়তে পারি না।

মিঃ পাত্র ব'লে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—সাংসারিক জীবনে আধ্যাত্মিকতা কেমন ক'রে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ইষ্ট ব'লে যদি কেউ থাকেন এবং তাঁকে ভালবেসে তাঁর জন্যই যদি যা'-কিছু করি, তাহ'লে সেইটেই আধ্যাত্মিক জীবন হয়ে দাঁড়ায়। ইষ্টানুরাগ না থাকলে জঙ্গলে যেয়েও আধ্যাত্মিকতা হয় না।

মিঃ পাত্র—সেই অনুরাগের বোধ আসবে কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা জিনিসটা আমাদের ভিতর আছেই। একে scattered (বিক্ষিপ্ত) না ক'রে concentric (সুকেন্দ্রিক) করতে হবে। তার জন্য পূরয়মাণ আদর্শ চাই। তাঁকে যে ভালবাসে, তার হয়।

মিঃ পাত্র—আমরা একটা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ করতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার গোড়ায়ও চাই ইষ্ট ও পুরুষোত্তমকে ভালবাসা। সপারিপার্শ্বিক

তাঁর পথে চলা চাই। তাতে আমরা পরস্পর স্বার্থান্বিত হই এবং সকলেরই বাঁচাবাড়ার পথ উন্মুক্ত হয়। তাতে আসে শক্তি, তৃপ্তি, শান্তি। একজন প্রকৃত ভক্ত বহু লোকের উদ্ধাতা হয়ে দাঁড়ায়। ভক্ত চায় চিরকাল ভগবানকে সেবা করতে। ভক্ত নিত্য ইষ্টদাস। ভক্তকে দেখে মানুষের ভিতর ভক্তির সঞ্চার হয়। ইষ্টকে ধ'রে জীবনের পথে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা খারাপ হ'য়ে আমাদেরই যে শুধু খারাপ করি, তা নয়, পরিবেশেও তা' চারিয়ে যায়। 'কয়লা কি ময়লা ছোড়ে যব আগ করে পরবেশ'। সদ্গুরুতে অনুরাগ হ'লে কোন ময়লা বাসা বাঁধতে পারে না অন্তরে।

মাদ্রাজী দাদা বললেন—আমি কয়েকদিন আগে রাত্রে স্বপ্ন দেখি, দুজন লোক আমার কাছে 'মেসেজ' ব'লে একখানি বই নিয়ে এসেছে এবং ঠিক তার পরদিন সকালেই আপনাদের দুজন আমার কাছে এই বই নিয়ে যায়। ঐ বইয়ের ভিতর আমার জীবনের Goal (গন্তব্য) পেয়ে গেছি—যা' আমি তিরিশ বছর ধ'রে সন্ধান করেও পাইনি। এখন আমার করণীয় কী বলুন। আমার বলার কিছু নেই, আমি আদিষ্ট হ'য়ে করতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি পরমপিতাই 'মেসেজ' পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তুমি ধর, কর। দুনিয়া আজ বিধ্বস্ত। সকলের কাছে 'মেসেজ' আজ পৌঁছে দেও, দুনিয়াকে বাঁচাও, তুমি নিজে বাঁচ। যদি ইচ্ছা হয় দীক্ষা নেও। যা করণীয় কর।

এরপর দুজন মাদ্রাজী দাদাই দীক্ষা নেবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

মিঃ পাত্র—আমাদের এ turmoil (গোলমাল) কবে যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যত ঠিক হব, ততই এটা যাবে। আমরা যত তাঁকে ভালবাসব, সেই ভালবাসা যত জীবনের ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুবে, সেই আলোতে আর সকলেও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে।

এই প্রসঙ্গে একটা বাণী পড়া হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারপর বললেন—আমি বুঝব তিনি আমার অন্তরে এসেছেন, যখন আমার প্রতি মানুষ আপ্রাণ সশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠবে। আমাদের দেহ তাঁরই মন্দির। এই মন্দিরের প্রতি মানুষ যদি ভক্তিমান না হ'য়ে ওঠে, তবে তাদের আমি তাঁতে ভক্তিমান ক'রে তুলতে পারব না।

চিত্তরঞ্জনে সবাই যদি initiated ও inter interested (দীক্ষিত ও পরস্পর স্বার্থান্বিত) হ'য়ে ওঠে, তবে দ্বন্দ্ব-কলহ থাকবে না, কাজ না করার বুদ্ধিও থাকবে না, ধর্ম্মঘটও হবে না। সকলের প্রতি সকলে মিলে স্বার্থান্বিত হ'য়ে সকলের সুখ-দুঃখের ভাগী হ'য়ে উন্নতির পথে এগিয়ে চলবে ইষ্টকে অবলম্বন করে। তখনই ঐ মুক্তির পথ

খুলে যাবে।

মিঃ রাঘবন—আমি যেন বিভ্রান্ত না হই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ থাকলে বিভ্রান্ত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের গুরু তাঁকে বলেছিলেন 'অচ্যুতোভব'।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

ইছাপুরের কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) আরও দশ-বারোজন সহ আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে শুরু করলেন—আমরা করিনি। না-করার কর্ম্মফল অতিক্রম করা লাগবে। তাই ক'রে দাঁড়ান লাগবে। তখন আমাদের হাতে এসে যাবে অনেক কিছু। তোমরা যদি সংহত হও, government (সরকার)-ও ভুল করতে পারবে না।

কিরণদা—আমরা গণ্ডীর ভিতর থেকে কী করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাবণ সীতাকে আটকে রেখেছিল গণ্ডীর মধ্যে। তিনি তার মধ্যে থেকেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। আবার, পরে উদ্ধারও পেয়েছিলেন। তোমরাও তেমনি গণ্ডীর মধ্যে থেকে সত্তাসম্বর্দ্ধনী ও শুভসন্দীপী যা' পার, কর। এই করতে-করতে বাধা উড়ে যাবে।

আমরা পরস্পর এমন স্বার্থান্বিত হব যে, কারও যদি কোনও সমস্যা থাকে, সেটাকে নিজের সমস্যা ব'লে মনে করব। ধর, তোমার মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল। একজনের মেয়ে অবিবাহিতা থাকল, তুমি তখন মনে করবে, আমার কন্যাদায় ঘোচেনি। সকলেরটা নিজের করে ভাবতে হবে।

করায় গাফিলতি করলে চলবে না। এমনভাবে আমাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে হবে, যাতে আমাদের হাত দিয়ে সারা দুনিয়াকে আপন ক'রে ধরতে পারি—মঙ্গলের আলিঙ্গনে। করা ছাড়া এই যোগ্যতা বাড়ে না।

কিরণদা—এত অসুখ-বিসুখের কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহুদিন থেকে আমাদের চলার রকম নষ্ট হ'য়ে গেছে। মুসলমান আমল, ইংরেজ আমল, সব আমলেই আমরা আমাদের জীবনবর্দ্ধনী আচার-আচরণ অনেকখানি হারিয়েছি। তার ফলে প্রতিরোধ-ক্ষমতা ক'মে গেছে। আবার সদাচারে চলা লাগবে। সমস্ত সংস্কারগুলি জাগিয়ে তোলা লাগবে।

কিরণদা—অবসাদ আসে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঢেউ-এর উঁচু-নীচু আছেই। উঁচু আর নীচু এই নিয়েই ঢেউ। অবসাদে

কিছু এসে যায় না, চলার স্রোতটা ঠিক রাখলেই হ'লো।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমরা সবাই ইঞ্জিনীয়ার। তোমাদের কাছে আমার একটা কথা বলা রইল। তোমরা বিশেষভাবে মাথা খাটাও, যাতে পারিবারিক শিল্পের জন্য নানা রকম যন্ত্র তৈরী করতে পার। বৃহৎ যন্ত্রগুলি ভেঙে যথাসম্ভব পারিবারিক যন্ত্র করতে হয়। প্রত্যেকেই যেন ধনী হ'য়ে ওঠে। পারিবারিক শিল্প বাড়লে উৎপাদন সস্তা হবে। এতে প্রতিপ্রত্যেকটা পরিবারই যোগ্য হ'য়ে উঠবে। মহাযন্ত্র সৃষ্টি করা মানে লোকগুলিকে চাকর বানান। আর যাই কর, আদর্শকে সঞ্চারিত করা চাই-ই। আমাদের বৈশিষ্ট্য মতো চলা লাগবে। তোমাদের হাতে তৈরী মসলিন একসময় বিদেশে যেত। তারা তাই পরে গৌরব করত। এখন কি তা' তোমরা চোখে দেখ? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর দাঁড়িয়ে আবার তোমরা বেড়ে ওঠ।

আজকাল election (নির্বাচন) করে। আমার মনে হয় এমন যদি হয়, কেউ প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াবে না। মানুষ নিজে থেকে ভোট দেবে। তাহলে সত্যিকার সৎ ও যোগ্য যারা, তারাই নির্বাচিত হবে। আগে রাজাকে সমগ্র জনমণ্ডলী আবাহন করত। রাজা যদি ঠিকমত না চলত, তাকে সিংহাসন ত্যাগ করিয়ে জনগণের নির্ব্বাচিত উপযুক্ত লোককে রাজতক্তে বসাত। একটা সাধারণ মানুষও রাজার কাছে কৈফিয়ত তলব করতে পারত।

জনৈক দাদা—শ্রমিকশ্রেণীকে পরিচালনা করা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি একসময়ে কুলির কাজ করেছিলাম। কুলিদের সঙ্গে খুব মিশতাম। তখন মিশে এইটুকু বুঝেছিলাম, ওদের ভাষায় যদি কথা না বলা যায় ওদের সঙ্গে, তবে হয় না। তাই ওদের রকমে মিশতে হয়, কথা বলতে হয়। এমন করা যায় যে, না খাইয়েও ওদের দিয়ে কাজ করান যায়। কিন্তু দরদী হ'য়ে ওদের প্রাণে হাত দেওয়া চাই। ওদের সঙ্গে মেশার কৌশল জানা চাই। আর, শুধু মিষ্টি কথা বললেই যে হয়, তা নয়। কেউ মিষ্টি চায়, কেউ টক চায়, কেউ টক-মিষ্টি চায়। তাই প্রকৃতি বুঝে শাসন, তোষণ ও সেবা নিয়ে চলতে হয়। দেখতে হয়, আমার কথার ভিতর-দিয়ে ওরা exalted (উন্নীত) হচ্ছে কিনা। তাদের interest-এর (স্বার্থের) জন্য তাদের গাল পাড়লেও খুশী হয়। নিজের interest-এর (স্বার্থের) জন্য গাল পাড়লে হয় না।

কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) কয়েকজন দাদার কথা বললেন যারা dramatic club-এর (নাট্য সমিতির) মধ্য-দিয়ে কাজ করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিমন্ত্রণের বাড়ীতে লুচি, তরকারী, ডাল, ডালনা, চচ্চড়ি, মিষ্টি,

সবরকম রাখা লাগে। যার যেমন রুচি, সে সেইটেই পরিতোষ সহকারে খায়। শুধু একরকমে সকলের তৃপ্তি হয় না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমরা নিজেদের ভিতর থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে তার সাহায্যে লোকদের যদি দাঁড় করিয়ে দিতে পার, তাহলে ভাল হয়। কাউকে হয়তো একটা ব্যবসা ক'রে দিলে, তার পিছনে লেগে থাকা লাগে। টাকাটা দিতে হয় ধার হিসেবে, সে দাঁড়িয়ে ফেরত দেবে। অনেকে আবার মেরে দেয়। গোপাল একবার চেষ্টা করেছিল। এইটে এড়িয়ে যদি করতে পার, তাহলে ভাল হয়। টাকাটা যদি সে মারতে পারে, তাতে যে শুধু তোমারই ক্ষতি তা' নয়, তারও ক্ষতি। তার যোগ্যতা বাড়বে না। অসাধুতা উৎসাহিত হবে। এই সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যদি এটা করতে পার তবে খুব ভাল হয়। অনেকে দাঁড়িয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় বড়দাকে তপোবনের জন্য কতকগুলি রসিদ বই ছাপাতে বললেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শ্রীশদার মেয়ের জন্য একটা ভাল ছেলে জোগাড় করে দিও, এটা আমাদের করণীয়।

নাটক সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নতুন ক'রে বই লেখা লাগে। গিরীশ ঘোষের মতো বই দেখা যায় না। ওর পরেই ডি এল রায়ের বই। নাটক লিখতে হয় এমনভাবে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে, যাতে মানুষ ঠিক পায়, কেমনভাবে নানা বাধা-বিঘ্ন-বিরুদ্ধতার পাহাড় অতিক্রম ক'রে কুশল-কৌশলে, দক্ষ প্রচেষ্টায় কৃতী হতে হয়।

ডিটেকটিভ বই পড়ার একটা advantage (সুবিধা) আছে, ওতে বিপদের মধ্য-দিয়ে পথ ক'রে নিয়ে কেটে বেরিয়ে যাবার বুদ্ধি আসে।

কিরণদা—ক্লাবগুলি কিভাবে চালনা করা ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বরাহনগরের কেশব আছে, ওর ভাল ক্লাব আছে। ওর সঙ্গে জোগাযোগ করা ভাল। আর, ক্লাবগুলি যদি united (একতাবদ্ধ) হয়, বেশ হয়।

কিরণদা একজনকে দেখিয়ে বললেন—এ সিভিল ইঞ্জিনীয়ারীং পরীক্ষা দিয়েছে, কী করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সঙ্গতি না থাকলে কিছুদিন চাকরী করতে হয়। আমার চাকরী পছন্দ হয় না। চাকরী করা ভাল না। ওটা নিতান্ত আপদ্‌ ধর্ম্ম হিসেবে করা চলে। নিজে বড় হ'য়ে অন্যকে বড় করার চেষ্টা করতে হয়। সে সমষ্টি জীবনকে বোধ করে, ভাবে আমি এদের ছাড়া নই, এদের না হলে আমার চলে না, আমার whole body (সমগ্র

শরীর) টাই যেন এরা। অহং তো যায় না, তাকে বিস্তার করাই তো ভাল। এই যে sublimated (ভূমায়িত) করার কথা বলছি, সবটার মূল কিন্তু concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া। তা' না হ'লে পরমার্থ হয় না। সূর্য্যের কিরণ সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলে, কিন্তু সে একটা কেন্দ্র আছে বলে। সূর্য্যের কিরণকে আবার একটা আতস পাথরে concentrate (কেন্দ্রীভূত) করলে, সে এমন শক্তি সংহত ক'রে তুলবে, যে তা থেকে আগুন ধরান যাবে।

জনৈক দাদা—নিষ্কাম কর্ম্ম কেমন ক'রে সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার প্রবৃত্তির খোরাক জোটায়ে যখন কাজ কর, তখন সকাম হয়। সবটা নিয়ে ইষ্টার্থ-সাধন যখন কর, তাঁর স্বার্থকে যখন নিজের স্বার্থ ভাব, তখন হয় নিষ্কাম। ইষ্টের জন্য সব-কিছু হ'লেই সেগুলি সার্থকতায় উন্নীত হ'য়ে উন্নীত ক'রে তুলবে তোমাকে। আর, তাকেই বলে পরমার্থ। যাকে বলে meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস)।

মেয়েদের educated (শিক্ষিত) ক'রে তুলতে হয় ঠিকমতো। শুধু literated (লেখাপড়ায়) নয়। ওদের হাতেই জীবন, ওদের মধ্যে সৎশিক্ষা ঢোকানো লাগে।

২৩শে বৈশাখ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ৭।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও তাঁর সঙ্গীরা আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শ্রমিকদের দীক্ষিত ক'রে তাদের দানা বেঁধে তুলতে হয়। তাহ'লে তাদের মধ্যে প্রকৃত সংহতি আসে। ইষ্টপ্রতিষ্ঠার জন্য না ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কোন দল গড়তে গেলে সে দলে ভাঙন ধরবেই, কিছুতেই টেকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও তাঁর সঙ্গীদের শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রীতিবোধে পরস্পরের জন্য করাটাই হ'ল সংহতির প্রধান উপাদান। ঐটে হ'ল সংহতির আগমনী।

২৪শে বৈশাখ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ৮।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে ব'সে প্রফুল্লকে বললেন—আমি বলছি,—খেপুর কাছে চিঠিটা লেখ্।

খেপু,

তোমার চিঠি পেয়ে ওখানকার অসুখবিসুখের সংবাদ জেনে আতঙ্কপীড়িত হ'য়ে দিন কাটাচ্ছি। কল্পনা, অর্চ্চনা, তোতা প্রভৃতি সেরে উঠল কিনা সত্বর জানলে একটু নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। মঞ্জুর জ্বর হয়েছিল লিখেছিল, সে এখন কেমন আছে?

আমার মনে হয় প্রতিষেধী আচারে না চলার দরুন এমনভাবে পর-পর সকলে ভুগছে। সংক্রমণ-নিরোধের সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাই যথারীতি করতে হয়। আর, রোজ সকালে খালিপেটে হোমিওপ্যাথি ড্রপারের এক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল যদি জলসহ তোমরা প্রত্যেকে খাও, সেটা বিশেষ ফলপ্রসূ হ'তে পারে।

তোমার শরীর এখন কেমন? খুকী, শান্তু, কানু, শরদিন্দু প্রভৃতি ভাল আছে তো?

এখানকার সব মোটামুটি একপ্রকার। আমার শরীর আগের মতই।

তুমি আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি—
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ৯। ৫। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট।

অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অখিলদাকে (গাঙ্গুলী) বললেন,—যাদুকরের মতো নেমে পড়, আর উপযুক্ত কর্ম্মী সংগ্রহ কর। 'যাদুকরের ছেলের মত শ্যাম কত রঙ্গ জানে।'

প্রকাশদার (বসু) একটা জিনিস নিয়ে আসবার কথা ছিল, কিন্তু আসেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদা (বসু)-কে বললেন—Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) যাদের থাকে, তারা কোন কাজেই সিদ্ধ হয় না। তারা সুযোগ হারাবেই কি হারাবে। সারা বছর ভূতানন্দী খাটুনি খেটে শেষ মুহূর্ত্তে চালে ভুল ক'রে বসবে।

২৬শে বৈশাখ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ১০। ৫। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখকে বললেন—

চিয়াং কাইশেক সরকার যতদিন দেশকে চরম বিপর্য্যয়ের উপকূলে নিয়ে ছেড়ে দেয়নি, ততদিন পর্য্যন্ত মাও-সে-তুং-এর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। যখন ওরা স'রে দাঁড়াল, তখন বোঝা গেল মাও-সে-তুং কতখানি শক্তিধর। তার নেতৃত্বে চায়না কম পরাক্রম ও সংগঠনের পরিচয় দেয়নি। সারা চায়না তাকে আজ দেবতার মতো পূজো করে। কোনদিন ভারতেও এমন লোক বেরোতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় অখিলদাকে (গাঙ্গুলী) বললেন— একটা নাড়া দিয়ে সব জঞ্জাল ঢেলে ফেলে দুনিয়াটাকে একেবারে চাঁদের আলোর মতো অমৃতময় ক'রে তুলতে হবে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে সে অমৃতের সন্তান। কওয়ার সাথে করার পূর্ণ সঙ্গতি চাই। মানুষ তোমার দিকে চেয়ে দেখবে তুমি যা' বলছ, তার মূর্ত্তি তোমার মধ্যে ফুটে উঠেছে। মহানদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রেই আমাদের চলা লাগবে। খুব ভাল ক'রে বক্তৃতা দেওয়া শেখা লাগে, একটা টিকটিকিও যেন মুগ্ধ হ'য়ে যায়। এ্যাণ্টনির বক্তৃতার ধাঁচ যেমনতর, ঐভাবে বক্তৃতা শেখা লাগে। এমন tactful (কৌশলী) ও diplomatic (কূটনৈতিক) বক্তৃতা হবে, যেমন পরম বিরুদ্ধ-পন্থী যারা, তারাও মোহিত হ'য়ে যাবে। ভারত সম্বন্ধে বিদেশে কত জায়গায় আজ অপপ্রচার হচ্ছে। তোমরা বিদেশে গিয়ে বড়-বড় দু চারটে জায়গায় এমন বক্তৃতা করবে যে মানুষের ভুল ভেঙে যাবে। তারপর মানুষ তোমাদের সম্বন্ধে বিকৃত কথা বলতে গিয়ে পাত্তা পাবে না। এই কাজ করতে গেলে সবসময় পরীক্ষার্থীর মত alert ও equipped (সচেতন ও প্রস্তুত) হ'য়ে থাকা লাগে যাতে যে-কোন অবস্থার সম্মুখীন হ'তে পার।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিণী রোডের মাঠে চক্রপাণিদাকে (দাস) পারিবারিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বললেন—আগে গোড়া ঠিক ক'রে তারপরে ডালপালার দিকে যেতে হয়। গোড়ায় nurture (পোষণ) না দিয়ে শাখায় জড়িয়ে পড়তে নেই। প্রথমেই বুদ্ধি করা লাগে কাজকর্ম্ম মাংনা (বিনা খরচে) কিভাবে করব। কারণ, out of nothing (শূন্যের উপর) তো আমাদের করা লাগছে। নাছোড়বান্দা না হ'লে কাজ হয় না। কথা কইবার সময় লক্ষ্য রাখা লাগে, আজেবাজে যত কথাই কই, তা' যেন আমাদের উদ্দেশ্যকে পূরণ করে। উদ্দেশ্যে স্থিরতা যদি না থাকে এবং তোমার যাবতীয় যা'-কিছু যদি তাকে পূরণ না করে, তবে তুমি নেতা হ'তে পারবে না। উদ্দেশ্যবিহীন চলনায় চললে মানুষের কাছে তুমি উপাদেয় হ'তে পার, উপকারী হ'তে

পার, কিন্তু নেতা হ'তে পারবে না। তার জন্য চাই thoroughly commanded হওয়া (সম্যক নীত হওয়া)।

২৭শে বৈশাখ, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ১১।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খেলা যদি আমাদের জীবনের ব্যাপারে serious (দায়িত্বশীল) ক'রে তোলে তাহ'লে সেই খেলাই সার্থক। নচেৎ উদ্দেশ্যবিহীন খেলা মানুষকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে। খেলা যদিও enjoyment (উপভোগ)-এর জন্য, তার মধ্যেও যদি seriousness (গুরুত্বভাব) না থাকে, তবে enjoyment (উপভোগ) থাকে না। ওর মধ্যে-দিয়ে যে বুদ্ধিবৃত্তি ও শক্তির বিকাশ ঘটে, সেটা যদি জীবনে প্রয়োগ না করি, তবে কাজ হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)-কে বললেন—একজন ধনীর বাড়ী ডাকাতি ক'রে হয়তো টাকা নিলে, কিন্তু তার চিত্ত বিনোদন ক'রে তাকে আপন ক'রে নিতে পার না, এটা কিন্তু ভাল নয়। এতে তোমার যোগ্যতা বাড়ল না।

জনৈক দাদা—আমি যদি একজন ধনীর গালে দুটো চড় মেরে টাকা নিতে পারি, তাতেও তো আমার যোগ্যতা বাড়ান লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে তোমার ঐ যোগ্যতাই বাড়ল, ওর ফলে তুমি অন্যের কাছেও চড় খাবে। আর, তুমি যেমন মানুষের চিত্ত বিনোদন করবে, মানুষও তেমনি তোমার চিত্ত বিনোদন করবে।

উক্ত দাদা—আমি যদি এমনতর ব্যূহ সৃষ্টি করতে পারি, যাতে আমি কেবল চড় মারব, অথচ কেউ আমাকে মারতে পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয় না, বিশ্ববিধানে সব ঠিক আছে। তুমি যা' করবে, তা' তোমার কাছে ঘুরে আসবেই। সে যে কোন্ দিক দিয়ে কার কাছ থেকে আসবে তার ঠিক নেই। তুমি হয়তো বহু মানুষকে সাহায্য কর, তারা হয়তো তোমার জন্য কিছু করে না। কিন্তু যাদের জন্য কোনদিন কিছু করনি, তারা হয়তো এমন অনাহূতভাবে তোমাকে সাহায্য করবে যে তুমি তার কারণই খুঁজে পাবে না।

লোভদমন-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—তোমার রসগোল্লা খাবার লোভ হ'ল। নিজে খেলে না, অজয়কে খাওয়ালে, এতে লোভ দমন হ'তে পারে।

দান-সম্পর্কে কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে চক্রপাণিদাকে বললেন—এমন দান করা ভাল

যা' নাকি তোমাকে দৈন্যপীড়িত ও বিপন্ন ক'রে না তোলে, কিংবা তোমার ইষ্টার্থ-পোষণে ব্যাঘাত না আনে।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কী আশ্চর্য্য কথা! চৈতন্যদেব ও শঙ্করদেব, দুজনের একই কথা। অথচ দেখাও হয়নি, যুক্তি-বুদ্ধিও করেননি, এক স্কুলের ছাত্রও নন,—সেইজন্য একে বিজ্ঞান কয়।

২৮শে বৈশাখ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ১২।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট। জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), কেশবদা (রায়), বিশুভাই (মুখোপাধ্যায়), জগৎদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ এসেছেন।

গাড়ী আনা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার একটা ভয় আছে। তোমরা একটা বড় কাজে হাত দিয়েছ, এতে যদি কৃতকার্য্য হও খুব ভাল। কিন্তু অকৃতকার্য্য হ'লে মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে ক্ষতি হবে।

একটু পরে কথাপ্রসঙ্গে আবার বললেন—পূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ এলে যারা ভাগ্যবান, যারা কৃতী, যারা দেবতা, যারা নেতা, তারাই তাঁকে ধরতে পারে।

২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১৩।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট। সুশীলদা (বসু), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), কেষ্টদা (সাউ), কেষ্টদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যারা leader (নেতা) হবে, তাদের চরিত্র মায়ের মতো হওয়া লাগে, দেবতার মতো হওয়া লাগে। দোষ দেখলে চলবে না। দোষ দেখলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে, মানুষ অনুরক্ত হয় না। তাই ব'লে দোষের প্রশ্রয় দেওয়াও ঠিক নয়। তার নিরাকরণ করা লাগে কুশলকৌশলে। মা যেমন নিজে না খেয়েও সন্তানকে খাওয়ায়, নেতারও তেমন করা চাই। তবেই মানুষ তার আপন হয়। অবশ্য, শিবাজীর প্রতি রামদাস অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সেও তাকে মানুষ করবার জন্য। ভিতরে-ভিতরে অতখানি ভালবাসতেন ব'লেই। আর, শিবাজীও অতখানি অনুরক্ত ছিল বলেই, রামদাস ঐভাবে শাসন করতে পারতেন। নেতার দেখা লাগে, কেমনভাবে প্রত্যেকটি মানুষ যোগ্য হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্ট রায়চৌধুরীদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—যদি কর্ম্মী হ'তে চাও,

তাহ'লে নিজের প্রতি কঠোর হ'তে হবে। তুমি হয়তো কণ্ট ক'রে চলছ, অথচ তোমার একজন সহকর্ম্মী হয়তো প'চিশ টাকা দিয়ে ট্যাক্সি ক'রে সেণ্ট মেখে তোমার সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতে তোমার যেন এতটুকুও ক্ষোভ না হয়। তোমার হয়তো এক জায়গায় যাওয়া লাগবে, হে'টে যাবার মতই ব্যবস্থা করবে। তুমি হয়তো না খেয়ে আছ। তোমার সামনে একজন হয়তো চব্বর্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আরাম ক'রে খাচ্ছে। তুমি তাতে এতটুকুও দুঃখিত হবে না, বরং খুশী হবে। অন্য কেউ যদি না খেয়ে থাকে বড়জোর তার জন্য কিছু চাইতে পার। বলতে পার, তোমার যদি অসুবিধা না হয়, অমুককে দু'খানি লুচি দিও। নিজের জন্য চাইতে যেও না তা' যোগাড় ক'রো অন্য জায়গা থেকে। মনে কর চুনী আর তুমি কোলকাতায় গেছ। চুনী দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে আছে। তুমি হয়তো একখানা ছে'ড়া ছালা কোনরকমে যোগাড় করলে, তাতে শুয়েই তৃপ্ত থাকবে। তুমি যে ভাল কিছু পাওনি, তার জন্য তোমার দুঃখ তো হবেই না, বরং চুনীর জন্য অমনতর সুব্যবস্থা হয়েছে, তার জন্য খুশী হবে এই ভেবে যে আমারই ওর জন্য এই ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। পরমপিতার দয়ায় যে তা' হ'য়েছে, সে আমার ভাগ্য। ও যে উপভোগ করতে পারছে, সেটা আমারই উপভোগ। অবশ্য, এই যে করতে বলছি, সবসময় লক্ষ্য রাখা লাগবে, যাই করি না কেন স্বাস্থ্যটি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সবচেয়ে কম খরচার মধ্যে আমি হয়তো এমন ব্যবস্থা ক'রে নেব যাতে অসুস্থ হ'য়ে না পড়ি। একসময় আমার দৈনিক আহার ছিল মাত্র তিন পয়সা। ও দিয়ে শুকনো নারকেল ও চাঁপা কলা কিনে খেতাম। কখনও-কখনও ঐ পয়সার ভিতরে মুড়িও খেতাম। কোনভাবে শরীরটা টিকিয়ে রাখতাম। ঐভাবে তুমি যদি সব অবস্থায় খুশী থাক, তোমার দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর অন্যের ঐশ্বর্য্য ও উপভোগ দেখে ঈর্ষ্যান্বিত না হ'য়ে বরং সুখী হও, তখন লক্ষ্মীই তোমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে তোমাকে ভরে দেবে। সে দেখবে—এর সঙ্গে তো পারা মুশকিল, কিছুতেই এ দুঃখ পায় না, সব অবস্থাতেই এ রাজী। আর মানুষের প্রতি এর আত্মবোধ, শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতির অন্ত নেই। একে অযথা কণ্ট দিয়ে লাভ কী? সুখৈশ্বর্য্যই এর প্রাপ্য। তারই যোগ্য এ। তাঁর দয়ায় তুমি যখন আবার পাবে, তাও আবার দশজনকে দেবে। প্রয়োজনপীড়িতদের মধ্যে বণ্টন করবে—তরমুজ, লিচু, টাকা-পয়সা, খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড়, কত কী জুটে যাবে। সব দিতে থাকবে। তাতে তোমার পাওয়ার পথ আরও খুলে যাবে। লক্ষ্মী বলবে,—এ তো আমায় পাগল করে দিল, এর যে গুণের অন্ত নেই। একে সব দিয়েও তো মনের সাধ মেটে না।

৩০শে বৈশাখ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১৪।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে বসেছিলেন। অনেকেই কাছে ছিলেন।

বর্দ্ধমানের নারায়ণদা (কর্ম্মকার) এসে বললেন—আমার বাড়ীতে ডাকাতি হ'য়ে বহু ক্ষতি হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন ক'রে চলবে যে, দেশে আর ডাকাত ব'লে কিছু থাকবে না। তোমার জীবনের ভিতর-দিয়ে তোমার ইষ্ট ফুটে বেরোন চাই। তোমার কথা, চাল-চলন, চাউনি সবটা এমন হওয়া চাই যে, চোর, ডাকাত, বদমাইশ সবাই যেন তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তোমাকে ভালবেসে জীবনের পথ পেয়ে যায়। তাদের দূষমণি ঘুচে যায় চিরতরে।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিণী রোডের মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট।

কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের কাঙাল যাঁরা তাঁদের মতো বড়লোক আজ ক'জন। রামকৃষ্ণদেব, চৈতন্যদেব, ক্রাইস্ট, পল—এঁদের মতো বড়লোক ক'জন! কতজন এঁদের নাম ভাঙিয়ে বড়লোক হ'য়ে যাচ্ছে।

গণেশীলাল ছিল—সে হাওড়া স্টেশনে ঘুটের ছাই, দাঁতন ইত্যাদি সরবরাহ ক'রে কত টাকার মালিক হয়েছিল। তারপর বাবুদের সাহায্যে স্টেশনে স্টল দিয়ে কত টাকা করল।

আর একজন লোক খেতে পেত না। সে নিড়ান কিনে নিয়ে ঘাস কেটে ছালা ভরে ঘাস বিক্রী করত; এই ক'রে সে কত পয়সা রোজগার করেছিল।

অর্জ্জনপটুতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চারিদিকের অবস্থা যত চেপে ধরে তত সেগুলি অতিক্রম করার বুদ্ধি বাড়াতে হয়, এৎফাঁক করতে হয়, বুদ্ধি খাটাতে হয়। এর ভিতর-দিয়ে পথ বেরিয়ে যায়।

৩১শে বৈশাখ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১৫।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। তাঁর গড়গড়াটায় একটু গোলমাল হয়েছে। তিনি বললেন—ঐ গড়গড়াটা বোধহয় অনন্ত দিয়েছিল। আমার ঠিক মনে নেই, যে দিয়েছিল, তার আগ্রহ দেখে তাকে বলেছিলাম, আজীবন এই গড়গড়ায় তামাক খাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট।

বীরুদার (রায়) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যুক্তি মানে তো একটা আজগুবি

নয়। যা' যা' করতে যা'-যা' লাগে তারই যোজনা।

জনার্দ্দনদার (মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেকটা মানুষের একটা জ্যোতি আছে। তপস্যা যত করে মানুষের ঐ জ্যোতি তত বেড়ে যায়।

ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বললেন—প্রত্যেকের মধ্যে characteristics (বৈশিষ্ট্য) আছে। দুজনের characteristics (বৈশিষ্ট্য) similar (সদৃশ) হ'তে পারে, same (এক) হয় না।

জনার্দ্দনদা—ইচ্ছা করে সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে এখানে ব'সে থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে ব'সে থাকতে ভালই লাগে, আরামই লাগে, কিন্তু যা' না হ'লে বাঁচি না, সেইগুলি ঠিক-ঠাক ক'রে ব'সে থাকা যায়, তাহ'লে সবাই মিলে খুব মাতলামি করা যায়।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার হয়তো আধ সের দুধ হজম করার যোগ্যতা আছে, তুমি যদি দেড় সের খাও, শরীর থেকে নিয়ে বেরোবে তা'। সুতরাং সব ব্যাপারেই যোগ্যতা এবং ক্ষমতা বাড়ান চাই। এর জন্য প্রধান প্রয়োজন সাধনা।

কিছুক্ষণ পর আবার বললেন—আমাদের শাস্ত্রে আছে "সর্ব্ব দেবময়ো গুরুঃ।" আগে গুরুপূজা ও গণেশের পূজা।

প্রফুল্ল—গুরুই তো গণেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! গণেশের বাহন কিন্তু ইঁদুর। গুরুমুখী হ'লে ইঁদুর এমন কাজ করে যাতে মঙ্গল হয়।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ১৬।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। গোঁসাইদা, সুশীলদা (বসু), বীরুদা (রায়) প্রমুখ ছিলেন।

বীরুদা—মদর্থে কোন্‌টা, তদর্থে কোন্‌টা, এই নিয়ে ফ্যাসাদে প'ড়ে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'মৎ' যদি 'তৎ' হয়ে যায়, তাহ'লেই হয়। তদর্থে মানে তাতে গমন করে যা'। আপনি হয়তো পান্তাভাতের একটু জল খেলে ভাল থাকেন, শরীরটা একটু সুস্থ থাকে। শরীর সুস্থ থাকলে ইষ্ট কাজ ভালভাবে করতে পারেন। সেইজন্যে রোজ হয়তো তাই সংগ্রহ ক'রে খান। সেটা মদর্থ হ'লেও তদর্থ। হয়তো দেখেছেন, একটা শিশুর হয়তো অসুখ করলো। ডাক্তার তার মাকে ব'লে গেল, এই-এই খাবেন না, তাতে ছেলের এই-এই উপসর্গ বাড়তে পারে। তখন মা কিছুতেই খাবে না, সে

সবের প্রতি হাজার ঝোঁক থাকলেও। এই রকমই হয়।

বীরুদা—মৃত্যু যখন অবধারিত, বৈজ্ঞানিকভাবে মানুষের মৃত্যু ঘটানই তো ভাল, যখন সে সৎ চিন্তা নিয়ে দেহত্যাগ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মরে লাভ কী, বাঁচার চেষ্টা করাই তো ভাল।

বীরুদা—যখন জীবনের কাজ ফুরিয়ে গেল, বেঁচে থেকে শুধু শরীরের ক্লেশ ভোগ করতে হয়, তখন অন্যের গলগ্রহ হ'য়ে বাঁচার প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবন যদি থাকে, কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ glow (জেল্লা) নিয়ে জেগে ওঠে, তার ঠিক কি? সে সম্ভাব্যতা সব সময়ই আছে। মানুষ তো থাকে না, চ'লে যায়। তবু দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে সে হয়তো মানুষের কল্যাণকর কিছু ক'রে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

অনেকেই আছেন।

হর্ষোৎফুল্লদা (বসু)—রাগটা ঠিক করতে পারি না, মাঝে মাঝে মেজাজ খারাপ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন মেজাজ খারাপ হয়, তখন-তখনই সেটা ধ'রে ঠিক করা লাগে, উল্টো ব্যবহার করা লাগে। যেখানে হয়তো একটা রূঢ় কথা মুখ দিয়ে বেরুতে চাচ্ছে, সেখানে জোর ক'রে মিষ্টি কথা বলা লাগে। রাগে যদি আমি বেহাতি হ'য়ে না যাই, সেটা যদি আয়ত্তে থাকে, তবে রাগটা আর রাগ থাকে না, সেটা তেজ হ'য়ে ফুটে ওঠে, তখন মানুষ আকৃষ্ট হয়।

হর্ষোৎফুল্লদা—আপনা থেকে রাগ এসে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা ক'রে অক্রোধী ব্যবহারকে আয়ত্ত ক'রে ফেলতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে রোহিণী রোডের মাঠে কেষ্টদাকে (রায়চৌধুরী) বললেন—একটা কুকুরের কথা শুনেছি। তার গলায় লেখা থাকত, 'help my blind master' (আমার অন্ধ প্রভুকে সাহায্য কর)। কুকুরটা প্রভুর জন্য কত পয়সা জোগাড় করত। একটা কুকুরে পারে আর আমরা পারব না?

হর্ষোৎফুল্লদা—দৈনন্দিন আহার-অনুপাতে তো ইষ্টকে দেওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের যোগ্যতা বাড়িয়ে সুখে থেকে যদি দাও, সেই আমার ভাল লাগবে। পেটের উপর বাণিজ্য ক'রে দিলে আমার ভাল লাগে না। ইষ্টভৃতি করাটা খুব ভাল, ওটা আমাদের পরম মঙ্গলদায়ক।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ১৭।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়) যতি-আশ্রমের বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওঁর মেয়ে-জামাই ওঁর সঙ্গে এসেছেন। তারা চলে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লদাকে ডেকে বললেন—দেখ্, এর মধ্যে ওদের কেমন ভাব হয়ে গেছে। উভয়ের স্বার্থ আর আলাদা নয়, উভয়ের স্বার্থ উভয়ের। কিন্তু তোর তো আমার সঙ্গে এতদিনেও ভাব হ'লো না।

প্রফুল্লদা লজ্জিত হ'য়ে চুপ ক'রে রইলেন।

বেলা গোটা দশেকের পর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট।

বরাহনগরের কতিপয় যুবক এবং সুধীরদা (দাস) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বাঁচার আকূতি সকলেরই আছে। কিন্তু সেটা যদি বাঁচিয়ে বাঁচার আকূতি না হয়ে, মানুষকে ঠকিয়ে, মেরে, বাঁচার আকূতি হয়, সে আকূতি রুগ্ন। আজ হোক, কাল হোক, তা' পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবেই। পরিবেশ আমার অঙ্গ, তার স্বার্থের অপলাপ ক'রে আমার স্বার্থ যতখানি দেখতে চাইব, ততখানি ক্ষতিগ্রস্ত হব।

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অবতার মানে যিনি অবতরণ করেন—তথাগত। আর এক অর্থ, বাঁচাকে যিনি ত্রাণ করেন। পুরুষোত্তম মানে fulfiller the best (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূরণকারী)। সদ্গুরু মানে বাঁচাবাড়ার উপদেশ যিনি দেন নিজ উপলব্ধির উপর দাঁড়িয়ে। ঋত্বিক মানে vanguard of prosperity (উন্নতির অগ্রদূত)।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে বসে বলছিলেন—আমরা অনেকরকম জয়ন্তী করি, কিন্তু অস্তি-জয়ন্তী করার কথা ভাবি না।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ১৮।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা গোটা দশেকের সময় গোলতাঁবুতে বসে পূজনীয় খেপুদার কাছে একখানি চিঠি লেখালেন।

খেপু,

তোমার চিঠি পেলাম। তোতার অসুখের কথা শুনে বড়ই ভাবিত আছি। ডাঃ

গুপ্তকে দেখিয়েছিলে কিনা এবং তিনি কী বললেন জানিও। তোতা-মঞ্জুকে নিয়ে তুমি এখানে আসবে শুনে সুখী হলাম। তোমাদের আসবার জন্য ১২৫ টাকা পাঠান হ'ল, পুরো ২০০ টাকা পাঠান সম্ভব হ'ল না। যদি আস, আশা করি এর ভিতরেই manage (ব্যবস্থা) করতে পারবে। কি নাগাদ আসবে জানিও।

ব্যবসায়ের জন্য তুমি যে টাকা চেয়েছিলে, তা' এখনও সংগ্রহ করতে পারিনি। সংগ্রহ হ'লে পাঠাতে চেষ্টা করব। কিন্তু কতদিনে হবে, সবই অনিশ্চিত। যা' হোক, চেষ্টায় থাকলাম। এখন পরমপিতার দয়া।

তোমার শরীর কেমন? খুকী, শান্তু, কানু, কল্পনা, অৰ্চ্চনা, মঞ্জু, কল্পনার ছেলেমেয়ে, শরদিন্দু প্রভৃতি কেমন আছে জানিও।

শান্তু আবার পড়াশুনা আরম্ভ করেছে কিনা লিখো।

বড়খোকার স্ত্রী বুলু ছেলেপেলে সহ কোলকাতায় গেছে চিকিৎসার জন্য। বড়খোকার শরীর ভাল নয়। এদিককার আর সব একপ্রকার। হরিদাস ও বাদলের বাড়ীর সব ভাল আছে।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি—
আশীৰ্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ১৯।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। কথাচ্ছলে প্রফুল্ল বলল— অনেকসময় আমি মানুষের নিন্দা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কতসময় নিন্দা করি না? সেটা নিন্দার জন্য নিন্দা নয়, মমতার তাড়নায় এটা করি। বাপ যেমন ছাওয়ালকে বলে। কারণ, তোমাদের কোন দোষ থাকলে আমারই ক্ষতি, আমারই লোকসান।

প্রফুল্ল—বন্ধন থেকে পার যেন পাই। বারবার এভাবে আসাযাওয়া যেন না করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পার তো পেয়েছিসই, সে তো হয়েই গেছে। এর পরে যদি আসিস, যা' করছিস, এই করবি।

সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের মাঠে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখের সঙ্গে আলোচনাচ্ছলে বললেন—কোন একটা বিষয়ে যাদের আগ্রহ আছে, তার সবদিক বিবেচনা করাকে বলে মন্ত্রণা। সেই সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে তা' বাস্তবায়িত করার যে কৌশল আবিষ্কার করা হয়, তাকে বলে মন্ত্র এবং যারা এই মন্ত্রণা করে, তাদের বলে মন্ত্রী। বেশী লোকের সঙ্গে মন্ত্রণা করা ভাল না। এই মন্ত্রণাকে কাজে পরিণত করতে হয় কোষবল, জনবল ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে। সেটা আবার হওয়া চাই বিবেকপ্রবুদ্ধ ও উপযুক্ত সময়ে।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২০। ৫। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে ব'সে পূজনীয় পিসীমার কাছে চিঠি লেখালেন।

খুকি,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার জ্বরের কথা লিখেছিলে, এখন কেমন আছ জানিও। ডাঃ পাঞ্জাকে যখন দেখিয়েছ, তখন সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ প্রণালীতে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া ভাল।

শান্তু, কানু, কল্পনা, অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু, কল্পনার ছেলেমেয়ে কেমন আছে জানিও। খেপু ভাল আছে তো? শান্তু পুনরায় পড়াশুনা আরম্ভ করেছে কিনা জানিও। ওখানকার কোন নতুন খবর থাকে তো লিখ। খেপু কি নাগাদ আসবে জানিও।

এখানকার সব মোটামুটি একপ্রকার।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি—
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট।

হাউজারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন—ইষ্টকে মাঝে-মাঝে ভুল হ'য়ে যায় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগই মানুষকে conscious (সচেতন) রাখে। সেটা যত বিপথে চলে যায়, তত ভুল হয়। যাই করি, উদ্দেশ্য যদি থাকে ইষ্টার্থকে পূরণ করব, তখন ভুল হয় কম।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ২২ । ৫ । ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে রোহিণী রোডের মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট।

পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), অজয়দা (গাঙ্গুলী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), পরমেশ্বর ভাই (পাল) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—মানুষ আলো তখনই চায়, যখনই সে দুনিয়ায় ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে চায়। আর, অন্ধকারের প্রয়োজন তখনই হ'য়ে ওঠে, যখন সে গা ঢাকা দিয়ে চলতে চায়।

কেষ্টদা—অন্ধকারের মধ্যে গভীরতা বেশী ব'লে আগে বলতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ভেবে বলতাম—অন্ধকার রাত্রি যেন আলোর ফোয়ারার স্রষ্টা।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—আমি অনেক সময় খামাকা মানুষের কাছে চাই। ভাবি, অভ্যাসটা যাতে বজায় থাকে। এক ফকির এক বাড়ীতে গিয়ে বার-বার বিরক্ত করছিল ভিক্ষার জন্য। শেষটা সেই বাড়ীর গৃহিণী রাগ করে বলল—'তোমাকে ছাই দেব'। সে তখন বলল—'মা ঠাকরুন, হাত আসুক।'

গল্পচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর নানাকথা কইতে গিয়ে বললেন—আমি যে কী বললাম, কী করলাম, কেমনভাবে কী বললাম, করলাম, নিজেই যেন ঠিক পাই না। সবটাই যেন ভূতের ব্যাপার ব'লে মনে হয়—কে যেন আমাকে দিয়ে এ-সব করিয়ে নিচ্ছে।

পরে আবার বললেন—আমার সবসময় মনে হ'ত বিদেশে আছি, এখনও মনে হয় তেমনি। মা থাকতে মনে হ'ত, বিদেশে থাকলেও যেন একটা আশ্রয়ে আছি, তাতে আলম্বিত হ'য়ে আছি।

মা থাকতে এলাহাবাদে গিয়েছিলাম। মা ছিলেন, মহারাজ ছিল, একটু শীত-শীত ছিল। লেপের মত কি গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলাম আকাশের নীচে। শোয়ার সুবিধা না হ'লেও একটা সুখের স্মৃতি যেন আজও মনে আছে।

আর একবার একটা জায়গায় শুয়ে ছিলাম, ব্যাঙ ডাকছিল, মনে হচ্ছিল যেন সামগান।

বড়দার বাড়ীর অনিল নামে ছেলেটি রাস্তা দিয়ে গান করতে-করতে যাচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—বাঃ, বেশ তো গায়, আনন্দে আছে।

হাউজারম্যানদা—কে পাগল, কে পাগল নয়, বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে balanced (সাম্যভাবাপন্ন), কখনও ইষ্ট, কখনও প্রবৃত্তি এমনভাবে দোয়ামনা না করে, concentric (সুকেন্দ্রিক), সে যদি পাগলও হয় তাও ভাল। আর, যার এটা নেই, সে পাগল না হলেও পাগল।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২৩।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট। সুশীলদা (বসু), স্পেন্সারদা, অজয়দা (গাঙ্গুলী), কেষ্টদা (রায়চৌধুরী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাঠিয়াবাবার কঠোর শাসনের গল্প করলেন। পরে বললেন—আমিও ছেলেবেলা থেকে কম মার খাইনি। একদিন মাথায় কাপড় বেঁধে বিল পেরিয়ে কিশোরীদের বাড়ী গিয়েছি। গিয়ে 'কিশোরী' ব'লে ডাকতেই পেছন থেকে ধম্ ক'রে পিঠের উপর বাড়ি। আমি তাড়াতাড়ি ওখান থেকে ছুটে গিয়ে নদীতে প'ড়ে এক ডুবে ভাঙ্গীদের ঘাটে গিয়ে উঠলাম। মা তখন এদিক-ওদিক চেয়ে-চেয়ে খুঁজতে লাগলেন।

আর একবার স্কুল থেকে আসছি। একটা ফকির ঝড়ের মধ্যে প'ড়ে গিয়ে 'আল্লা-আল্লা' ক'রে ডাকছে। আমি গিয়ে তাকে ধরে তুলতেই সে বলে 'তুমি আমার আল্লা।' আমি বললাম—'আমি আল্লা না, আমি স্কুলের ছেলে।' সে আমাকে এমনভাবে চেপে ধরল, কিছুতেই ছাড়ে না, আমি যাই আর কি! সে বলে 'তুমি আল্লা, না হ'লে এ অসময়ে তুমি ডাক শুনে কেন এলে?' অনেক বুঝিয়ে বলতে সে বলল—'তাহ'লে আল্লা তোমাকে পাঠিয়েছেন।' পরে তাকে সুস্থ ক'রে তোলবার ব্যবস্থা করি। এর পর ঝড়ের মধ্যে ফিরছি। একটা বাজ বেঘোরে প'ড়ে আমার কাঁধের উপর এসে বসল। আমি তখন নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ, বাজটা একটা গাছ মনে ক'রেই কাঁধে এসে বসেছে। আমি যদি নড়ি, সে আশ্রয়চ্যুত হ'য়ে আরও অসহায় হ'য়ে পড়বে। তাই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। নড়িও না, চড়িও না। এইসব কারণে বাড়ীতে আসতে দেরী হ'ল। তাতে বাড়ীতে সে কি গঞ্জনা! অথচ সব কথা সে-সময় খুলে বলার জো ছিল না।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ২৪।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছিলেন। ওখান থেকে একটু পরে উঠে শ্রীশ্রীবড়মাকে ডেকে নিয়ে পূজনীয় বড়দার বাড়ীতে (নড়ালে আসলেন। সঙ্গে ছিলেন ননীদা চক্রবর্ত্তী, হরিদাসদা (সিংহ), প্রফুল্ল প্রমুখ। বড়দার বাড়ীতে আসার পর সামনের বারান্দায় চেয়ার পেতে দেওয়া হ'ল। পূজনীয় বড়দা এবং অফিসের সকলে এসে জড়ো হ'লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নানা কথা আলোচনা করতে লাগলেন।

মানুষের স্বাস্থ্য দিনদিন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে সেই প্রসঙ্গে বললেন—আমাদের আগে কতকগুলি সদাচার এবং সুজনন-নীতি মানার ব্যাপার ছিল। সেগুলি পালন করার

বালাই আজ আমাদের নেই। তাই দিন-দিন রোগনিরোধী শক্তি আমাদের ক'মে যাচ্ছে। আমরা রুগ্ন ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছি। আমাদের সুপ্রজনন শক্তিও ক'মে যাচ্ছে। পঞ্জিকায় যেমন বিশেষ-বিশেষ তিথিতে লেখা আছে—স্ত্রী, তৈল, মৎস্য-সম্ভোগ নিষেধ। আজকাল আমরা ও-সব মানি না। অনেককিছু না মানার ফলে আজ আমাদের এমন হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা দশটার পর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন।

হাজারীবাগ থেকে বৈকুণ্ঠদা (সিংহ) সপরিবারে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সঙ্গে টুকটাক কথা বললেন। শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) সেগুলি হিন্দিতে ওদের বুঝিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি মুখ্যু মানুষ, ভাল বাংলা জানি না, হিন্দিও জানি না, ইংরাজীও তেমন জানি না।

বৈকুণ্ঠদার ছেলে বিনোদ ও প্রমোদ ইংরাজী ও হিন্দিতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আবৃত্তি ক'রে শোনাল।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ২৬।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। অনেকেই উপস্থিত আছেন।

কায়স্থদের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরশুরাম যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন, তখন গর্ভবতী ক্ষত্রিয়া মেয়েদের নাকি মারেননি। পরে তাদের গর্ভে যে সন্তান হয়, তারা কায়স্থ বলে পরিচিত।

মণি চট্টোপাধ্যায়দা এসে দাঁড়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবান যেন ওকে সুখী ক'রেই সৃষ্টি করেছেন। অন্তরের ঐশ্বর্য্য যার থাকে, সেই সুখী হয়। কথাও কয় তেমনি, চলেও তেমনি। মানুষকে ভালওবাসতে জানে।

ভূপেনদা (বসু) দৈববল সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের জন্মের থেকে আছে অনুরাগ। পিতা ও মাতার যে সম্মিলনী আবেগের দরুন শরীর সৃষ্টি হয়, তাকেই কয় অনুরাগ। সেইটে প্রবৃত্তির পথে চালিয়ে খিন্ন করি। যখন ঐ নিয়ে ইষ্টার্থপরায়ণ হই, তখন ভালমন্দের নবীন ধারায় বিন্যাস হয়। অন্তরের ঐ প্রেরণায় আমরা যখন আত্মজিৎ হই, লোকজিৎ হই, যাজনজৈত্র হই, তখন আমরা সত্তানুকুল কথা বলতে শিখি, ব্যবহার করতে জানি, তাই লোক মুগ্ধ হয়। মানুষ বাঁচার জন্যই যা'-কিছু করে, ভোগও ঐজন্য। পাঁচ সের রসগোল্লা খেয়ে পেট-

খারাপ করল, সেটা হ'ল দুর্ভোগ। কিন্তু পাঁচটা রসগোল্লা খেয়ে হজম করতে পারলে সেটাকে বলে সত্তাপোষণী ভোগ। মানুষ যত ইষ্টানুগ চলনে চলে, ততই প্রকৃত ভোগের অধিকারী হয়।

প্রফুল্ল—মানুষের পূর্ব্ব কর্ম্ম তাকে ছাড়ে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যদি ইষ্টপ্রাণ হয়, তবে তার খারাপগুলিও কাজে লাগাতে পারে। সেইগুলি তার ভিতর এমন বোধ সৃষ্টি করে যা' দিয়ে হয়তো লোকের উপকার করতে পারে। খারাপটাও সুফলপ্রসূ ক'রে তুলতে পারে। যেমন বিল্বমঙ্গল তার আগের জীবনে কত অপকর্ম্ম করেছিল, পরে ঐগুলির কেন্দ্রায়িত বিন্যস্ত সমাবেশই তার হাতিয়ার হ'য়ে উঠল।

এক মা এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোর শাশুড়িকে যত্ন করিস্ না কেন ?

উক্ত মা—যতটা পারি, ততটাই তো করি। কিভাবে যত্ন করলে ঠিক হয়, আমাকে একটু ব'লে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেটাকে যেমন করিস, তেমনি করবি ভক্তি রেখে—সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে। কত ফ্যাচ-ফ্যাচ করবে, সব সহ্য করা লাগবে। যতই বিরূপ ব্যবহার করুক ধৈর্য্য নিয়ে চলতে হয়। আর, অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকতে হয় তার তুষ্টি সাধনে। এটা একটা তপস্যা তো। তুমি যদি অমনতর কর, তোমার ছেলেপেলেও এমন হবে যে তোমার বৃদ্ধ বয়সে তুমি যখন নিজের বেহাতি হয়ে যাবে, তখন তারা তোমাকে অমনতর যত্ন করবে। সহ্য করবে। আর, নিজে যদি এখন এই না কর, তখন ওরা কি করবে, বুঝতেই পারছ। তোমার স্বামীভক্তি ঠিক-ঠিক হয়েছে কিনা, তার পরখ হচ্ছে, তুমি তার গুরুজন ও আপনজন যারা তাদের সইতে-বইতে পার কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুশীলদা (বসু), হরিদাসদা (সিংহ), হরিপদদা (সাহা) প্রমুখ আছেন।

প্রফুল্ল—মানুষ যে অসুখ-বিসুখের সময় ভগবানকে ডাকে, তাতে কিছু ফল হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাকে মানে যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, তবে তার ভিতর দিয়ে vitally exalted (প্রাণশক্তিতে উন্নীত) হয়। ওতেই curative force (আরোগ্যশক্তি) বেড়ে যায়। তাতেই তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে। কিন্তু অনেকে আছে ডাকলেও concentric (সুকেন্দ্রিক) হয় না, আস্থার সৃষ্টি হয় না তাদের ভিতর।

তাদের সে ডাকে কাজ হয় না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—অনেক সময় এমন হয় যে হয়তো জল খেতে ইচ্ছা হ'ল। তখনই একজন বলল—'জল খাবেন ?' তামাক খেতে ইচ্ছে হ'ল সেই মুহূর্তে একজন তামাক দিলেন। নরেনদা দেখেছি অনেক সময় অমনি দেয়। খানিকটা tuning (একতানতা) হ'লে অমন হয়। সেইবার যেমন ব'সে আছি, চারিদিকে মেঘ জমে আসল, মেঘের দিকে চেয়েই ভাবলাম, মেঘটা সরে যাক। তারপর আশপাশ সব জায়গায় বৃষ্টি হ'ল ; কিন্তু ওখানে কিছু হ'ল না। এইসব যে হয়, তা' কেন, কী ক'রে হয়, সেইটে যদি আয়ত্তে আনা যায় এবং প্রয়োজনমত বিনিয়োগ করা যায়, তবে তাকে বলা যায় বিভূতি। কিশোরী, গোঁসাই এ-সব খুব করত। আমি কোনদিন বড় করিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের পাশে মাঠে এসে বসলেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বৈকুণ্ঠদাকে (সিংহ) স্বস্তিবাহিনী ও বিশিষ্ট দেড়লক্ষ দীক্ষিত সংগ্রহ করার কথা বললেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাল কিছুই ছাড়া লাগে না, ছাড়া লাগে মন্দ যা'। মন্দ তাই, যা' সত্তা-সম্বর্ধনায় ব্যাঘাত হানে। কতকগুলি উপযুক্ত ঋত্বিক যোগাড় করতে হয়। ঋত্বিক যত মজবুত হবে, লোক তত উন্নত হবে। আর, কতকগুলি লোক যোগাড় করা লাগবে, বইগুলি হিন্দিতে অনুবাদ করার জন্য। আমার কাছে যদি থাকে, তবে আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আমার দেখাশুনাও করতে পারে ও কাজকামও করতে পারে।

প্রফুল্ল—মানুষ যদি সিদ্ধাই লাভ ক'রে সেটা ইষ্টার্থে নিয়োগ করে, তাতে কি খারাপ হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে বড় হ'য়ে ওঠে না। ওটা করতে গেলে বারবার চেষ্টা করতে হয়, ঐদিকে মনযোগ দিতে হয়। তাতে ঝোঁক আসে, মানুষ আসক্ত হ'য়ে পড়ে, তখন ওতেই ফেঁসে যায়। ইষ্টার্থে প্রয়োগ করার বুদ্ধি আর থাকে না। সেইজন্য রামকেষ্ট ঠাকুর সিদ্ধাইকে অত নিন্দা করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বৈকুণ্ঠদাকে বললেন—আমি যা' বলছি, আমি থাকতে-থাকতে যদি তা' করতে পার, তাহ'লে খুব ভাল হয়। আর, আমি যদি নাও থাকি, তবু তোমরা এমন নিষ্ঠা নিয়ে থাকবে, এতখানি উদ্যম ও সঙ্কল্প নিয়ে চলবে যাতে এই mission (উদ্দেশ্য) অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বৈকুণ্ঠদা—আমার রাগ বড় বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-সব নিয়ন্ত্রিত হয় ইষ্টার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে। কঠিন কিছু না, একটু মোড় ঘুরিয়ে দিলেই হয়। মনোভাবটা একটু বদল ক'রে দিতে হয়। কারও কাছে গেলে, তার কথায় রাগ হ'তে চাইছে। তখন হয়তো দেখলে, তুমি যদি বিনয়ী ব্যবহার কর তাতে তোমার ইষ্টকাজের সহায়ক হ'চ্ছে, তখন-তখনই তাই করলে। এইভাবে বুঝেশুনে ঠিকভাবে করলেই হয়।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ২৮। ৫। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে গিয়ে অল্প কিছু সময় বসেছিলেন। সেখান থেকে উঠে কিছুটা সাগু খেয়ে পূজনীয় বড়দার বাড়ীতে আসলেন এবং বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসলেন। বড়দা এবং বাড়ীর অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কাল রাত্রে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, তাই গরম তত প্রবল নয়, একটু ঠাণ্ডা ভাব আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি বাণী প'ড়ে শোনান হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর কুথুনভাই সম্বন্ধে বললেন—ওর খুব সন্ধানী দৃষ্টি আছে, ভাল ক'রে science (বিজ্ঞান) যদি পড়ে তো বেশ হয়।

পণ্ডিতভাই—বাবা মাছ খেয়েছেন, তা' সত্ত্বেও দেখি বাবার মনের জোর আমাদের থেকে অনেক বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেও ছেলেপেলে বাপের থেকে আরও এক ধাপ বড় হয়, সেই তো চাই। বংশপরম্পরায় এইভাবে বেড়ে চলাটাই কাম্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—ওর কান দেখে মনে হয়, ওর জন্মই হয়েছিল এই কাজের জন্য। ভবিষ্যতে মানুষ হয়তো ব্যাস-ট্যাস কবে।

যোগভ্রষ্ট মানুষ-সম্বন্ধে কথা তুললেন চুনীদা (রায়চৌধুরী)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যোগভ্রষ্ট হয় প্রবৃত্তির দরুন। কিন্তু যোগভ্রষ্ট হলেও মাথায় একটা ছাপ থাকে। কষ্টের সময় সেটা আরও বেশী করে মনে জাগে। অনুকূল পোষণ পেলে আবার সেই অনুরাগ জেগে ওঠে।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ২৯। ৫। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে।

বনবিহারীদা (ঘোষ), প্রভাসদা (সরকার), অজয়দা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ অনেকে উপস্থিত।

বনবিহারীদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ডাক্তারের confidence (আত্মবিশ্বাস) জিনিসটা খুব দরকার, নচেৎ রোগীরও তার প্রতি আস্থা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Unadjusted experience (অবিন্যস্ত অভিজ্ঞতা) হ'লে confidence (আত্মবিশ্বাস) হয় না, judicious (বিচক্ষণ) হয় না। নির্ভুল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিন্যস্ত হয়ে হয় বিজ্ঞতা, আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, বিচক্ষণ চিকিৎসক হয়। নচেৎ দোলায়মান ভাব থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। বনবিহারীদা (ঘোষ), প্রভাসদা (সরকার), পরমেশ্বর ভাই (পাল) প্রমুখ অনেকে উপস্থিত।

যতি-আশ্রমের বারান্দায় টিনের বেড়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের হেলান দিয়ে বসতে কষ্ট হয়, তাই অজয়দা স্বতঃঅনুসন্ধিৎসায় টিনের বেড়ার সঙ্গে একটা প্যাড লাগিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই সম্পর্কে বললেন—অনুমান ক'রে আবিষ্কার করেছে, অমনি করেই মানুষ তাজা হ'য়ে যায়, বোধিবিজ্ঞ হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রভাসদাকে দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি, নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী-সংগ্রহ, স্বস্তি-সেবক সংগ্রহ, সংহতি সৃষ্টি, আর্য্যকৃষ্টির জাগরণ ইত্যাদির উপর জোর দিয়ে কাজ করতে বললেন।

প্রভাসদা যোগবাণীতে স্টেশন মাস্টার। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমরা border-এ (সীমান্তে) ভাল জায়গায় আছ। ওখানেই সংহতি সৃষ্টি ক'রে তোল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের মাঠে। অনেকে আছেন।

বনবিহারীদা—অনেকে বলেন, রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হলেন। আবার অনেকে বলেন, অমনতর ভাণ্ডই রামকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাণ্ডও চাই, যা'কে ধরবে তাকেও চাই।

বনবিহারীদা—আমাদেরটায় করার উপর জোর, অন্য জায়গায় তাঁর দয়ার উপর জোর!

শ্রীশ্রীঠাকুর—করা ছাড়া মানুষের উপায় নেই। তিনিই করিয়ে নেন। আমার জৈবী-সংস্থিতি তাঁর আশীর্ব্বাদ, তাই দিয়েই করি। যত করি, তত তাঁর দয়া ও কৃপা অনুভব করি। না করলে বোধ করা যায় না।

অর্জ্জুন ও হনুমানের তুলনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কখনও-কখনও অর্জ্জুনকে বওয়া লেগেছে কেষ্ট ঠাকুরের। হনুমান রামচন্দ্রের ভার লাঘব করা ছাড়া তাঁর বোঝা হতে চায়নি। সে একাই সবকিছু organise (সংগঠিত) করেছে। সুগ্রীব বেহাতি

হ'য়ে গিয়েছিল, তাকে কেমনভাবে ব'কে কাজে লাগাল। কাগজে পড়েছিলাম, গরু বাঘ মেরে ফেলেছিল বাছুরকে ধরতে এসেছিল ব'লে। ভালবাসায় অমনি পরাক্রম আসে।

বনবিহারীদার সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেখানে পরাজয় স্বীকারই শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী, যেখানে পরাজয়ই লাভ, পরাজয়ই স্বীকার করা ভাল সেখানে। যেখানে জয় করাই শ্রেয়ার্থসন্দীপী সেখানে জয় করবেই at any cost (যে-কোন প্রকারে)। কোন ব্যাপারে অযথা অনমনীয় হ'তে নেই।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ৩০।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে পূজনীয় বড়দার বাড়ীতে এসে বসেছেন। অনেকেই সঙ্গে এসেছেন।

প্রসঙ্গত 'লা মিসারেবল'-এর ঘটনা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একজন অপরাধী চার্চ থেকে আলোকদান চুরি করেছিল, তাকে ধ'রে যখন পুলিশেরা পাদ্রী সাহেবের কাছে নিয়ে আসল, পাদ্রী সাহেব বললেন—'আমি ওকে এ জিনিস দিয়েছি।' পাদ্রী সাহেবের এই প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার থেকেই তার জীবনের পরিবর্ত্তন এসে গেল, এইরকম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর পূজনীয় বড়দার বাড়ী থেকে এসে গোলতাঁবুতে বসলেন।

রমণদার মা বললেন—চাল নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর মতি কবিরাজদাকে বললেন—মতি আধ সের চাল আন তো।

মতিদা সঙ্গে-সঙ্গে চাল আনতে গেলেন।

রমণদার মা—মানুষটা গরীব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কাছে কেউ গরীব না। আমার কাছে গরীবও বড়লোক, কোন-কোন বড়লোক হয়তো গরীব। আমি বললাম, ও কেমন খুশী মনে চ'লে গেল চাল আনতে। তুমি ঐভাবে বললেই পার, তাহলে মানুষ তৃপ্তির সঙ্গে দেয়। তোমার তো আরও ভাল ক'রে বলার কথা।

বনবিহারীদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মুশকিল হয়েছে, মূর্খ হয়ে বোধ দিয়ে ছাড়া ইচ্ছা ক'রে, বুদ্ধি ক'রে বলতে পারি না। তবে যা' বলেছি তা' ঠিক। যেমন দেখেছি তেমন বলেছি।

'আর্য্য ভারতবর্ষ" গানটা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কি যেন একটা vast active effulgence (বিশাল কর্ম্মময় দ্যুতি) নিয়ে আসে, অথচ sonorous (সঙ্গীতময়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দেবার পর বললেন—সৃষ্টির যা'-কিছুই সেই আদি কারণের বিবর্ত্তন।

বনবিহারীদা বললেন—আমার স্ত্রীর কঠিন ব্যাধি, জলপড়ায় আরাম হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে, যা বিধিমাফিক করার ভিতর-দিয়ে একটা psychological effect (মনোবৈজ্ঞানিক ফল) হয়। তাতে curative force (আরোগ্য শক্তি) বেড়ে যায়। এমনি ক'রে সারে। অনুষ্ঠান ঐ ধরনে না করলে হয় না। Psychological moment-এ (মনোবৈজ্ঞানিক মুহূর্ত্তে) psychic urge (মানসিক আকুতি)-কে ধাক্কা দিয়ে দিতে পারলে vital flow (জীবন প্রবাহ) বেড়ে যায়। ওতে সারে। জীবনী-শক্তিটাই মূল কথা। তার উপর দাঁড়িয়েই সব। অনেক সময় একটা বিশ্বাস বা ধারণা মানুষের শরীর-মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তা' মানুষকে সুস্থ ক'রে তোলে।

বনবিহারীদা—মানুষ নিজের চেষ্টায় বাঁচতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল কিছু করতে গেলে অ-ভালটা সঙ্গে আছে। বিবেচনার চক্ষু দিয়ে দেখে যে তা' যত সামাল দিয়ে চলতে পারে, সে তত পারে। যেমন স্টিমারে চড়, সেটা হয়তো এমন ব্যবস্থা করা যায় যে কিছুতেই স্টিমারের accident (দুর্ঘটনা) হবে না। অনেক সময় intuitive faculty (অন্তর্দৃষ্টি) এমন বেড়ে যায় যে মানুষ বিপদ-আপদের পূর্ব্বাহ্নেই ঠিক পেয়ে সাবধান হয়। অনেক পাখী আছে যে বম্বেতে যদি ঝড় ওঠে এখানে ব'সেই ঠিক পেয়ে যায়।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ৩১।৫।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় সমাসীন।

প্রফুল্ল—রামকৃষ্ণদেব যে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা বলেছেন, সেই খুব ভাল। নচেৎ সবদিক সামাল দিতে গেলে নানা আবিল্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একলা কোনভাবে বাঁচা যায়, কিন্তু জাতের প্রতি যদি দরদ থাকে, তবে ঝামেলা সত্ত্বেও সব কিছু সুনিয়ন্ত্রিত না ক'রে উপায় নেই। এজন্য diplomacy (কূটনীতি)-ও চাই। শয়তানকে যদি কাবেজে আনতে হয়, তবে সবসময় সোজা পথে হয় না, শয়তানের বুদ্ধির উপর বুদ্ধি খাটান লাগে।

শরৎ কর্ম্মকারদা কয়েকবছর পর আসলেন। তিনি বললেন যে, এর মধ্যে বহু বিপর্য্যয় গেছে তাঁর উপর দিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা কোনভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, না হ'লে গোষ্ঠিসুদ্ধ সাবাড়

হ'য়ে যেত। তবে আমি জানতাম, মরবে না। কারণ, ভিতরে বীজ তো আছে, সে শক্ত বীজ।

শরৎদা—আমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, ভিতর থেকে যেন আটকে রাখত, আসতে দিত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ধারণা রাখা লাগে ইষ্টার্থপরায়ণতাই আমার সম্পত্তি এবং যে বা যা' আমার এই ইষ্টার্থপরায়ণতার পোষক ও সহায়ক, সেই আমার আত্মীয় বা আপন। তাছাড়া আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, টাকা-পয়সা, চাকরী-বাকরী কিছুই কিছু নয়। এক লহমায় ছেড়ে দিতে পারি। চরিত্রে এমনতর লওয়াজিমা মজুত রেখে চলতে হয় সবসময়। মূঢ় মোহ ধর্ম্মার্থ পূরণ করতে দেয় না।

শরৎদা নিজের ভুলের জন্য দুঃখ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজরাজেশ্বরের বাচ্চা তুমি, অনুরক্ত থাকলে কিছুতেই আর ঠেকাতে পারবে না। তুমি পথের ফকির হলেও দেবদূত। নিরখ-পরখ করতে হয়—প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জনা কেমনভাবে বেড়াজালে আটকে ফেলল, পিছটান কতখানি ছিল, কিজন্য এই দুর্ভোগ হ'ল। এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে বোধিটা পাকা ক'রে ফেলতে হয়। তখন সেই অভিজ্ঞতার কথা মানুষের কাছে বললে কত মানুষ উপকৃত হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের পাশে মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বনবিহারীদা (ঘোষ), পরমেশ্বরভাই (পাল), সরোজিনীমা প্রমুখ কাছে আছেন।

সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গণের মধ্যে ডাকাতি করে গণসংঘ করব, তা' হয় না। নিজেদের মধ্যে মেরে নিজেরা সংহতি লাভ করব, তা' হয় না। শিবাজী মারাঠীদের মধ্যে ডাকাতি করেনি, কিন্তু সুরাট লুণ্ঠন করেছে। অর্থাৎ বাইরের শোষকদের উপর উপদ্রব করেছে।

বনবিহারীদা—আমরা যে element (বস্তু), তা তো জানেন। এ দিয়ে যা' করার ক'রে নিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এলিমেণ্ট-টেলিমেণ্ট বুঝি না। যার দরুন নষ্ট পেয়েছি, সেটা যদি বুঝে থাকি, তবে তা' ত্যাগ ক'রে ভীষণভাবে রুখে দাঁড়ান লাগবে। সেই জিনিসই গজিয়ে তুলতে হবে যাতে জয়ী হতে পারি। আর আমাদের ভিতর আছেও তা'।

মানুষ পেলাম না। তা' না হলে দেশ বাঁচত, জাত বাঁচত, সমাজ বাঁচত, ইজ্জত

বাঁচত। হয় আমাদের সংহত হ'য়ে দাঁড়ান লাগবে, নচেৎ যারা সংহত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের খোরাক হওয়া লাগবে।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ১।৬।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। চল্লিশজন নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী সংগ্রহ সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।

প্রফুল্ল—আপনার চল্লিশজন যারা হবে, তাদের নিজেদেরই তো একটা সন্ধান থাকবে। বহু স্থানেই তো আপনার খবর পেঁছেছে, যাদের আগ্রহ আছে, তারা আসে না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবৃত হ'য়ে আছে। কালের কুটিল পরিবেশন আবৃত ক'রে রেখেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

একটি নবাগত ভাই বললেন—দুনিয়াটা polluted (দূষিত)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুনিয়া polluted (দূষিত)। কিন্তু আমার আচার, ব্যবহার, চাল-চলন, ভাব, ভাষা, চাউনি, হাসি সবই এমন concentric (সুকেন্দ্রিক) ক'রে তুলব যাতে আমি একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত হ'য়ে উঠতে পারি মানুষের কাছে। তখন আমার প্রতি আকৃষ্ট এবং শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে তাদের পরিবর্ত্তন হবে। এই polluted (দূষিত) দুনিয়াকে ঠিক করতে গেলে নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে polluted (দূষিত) যারা, তাদের adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগবে সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে। মানুষ খারাপ হ'তে পারে, কিন্তু বাঁচতে চায় সবাই। তোমার কাছে এসে মানুষ যদি তৃপ্তি পায়, শান্তি পায়, আশা পায়, ভরসা পায়, তাহ'লে মানুষ তোমাকে ছাড়তে চাইবে না। তোমার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসার ভিতর-দিয়ে মানুষ হ'য়ে উঠবে।

উক্ত ভাই—শান্তি পাই না, মন চঞ্চল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি মানে তুমি থেমে যাবে তা নয়। মানে তুমি well-balanced (সু-সমভাবাপন্ন) থাকবে সব অবস্থায়। তোমার মন আরও চঞ্চল হোক, তাতে ক্ষতি নেই, যদি তোমার অবলম্বন ঠিক থাকে, তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ থাক।

উক্ত ভাই—জীবিকার জন্য কিছু করা দরকার, কিন্তু সৎপথে পয়সা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎপথেই তো পয়সা বেশী। তুমি যদি মানুষের পোষক হও, তারাও তোমাকে পোষণ করবে। তবে শয়তান যাতে তোমার সততার সুযোগ নিয়ে তোমাকে ঘায়েল করতে না পারে, তেমন বুদ্ধিমত্তা থাকা চাই তোমার। তোমার বই তুমি নিজে ও তোমার জীবন। আর, দুনিয়া ও পরিস্থিতি রয়েছে তোমার সামনে। নিজেকে

পড়বে, আয়ত্ত করবে, আর সকলকেও অমনি ক'রে নিয়ন্ত্রিত করবে। তুমি যদি নিজে দাঁড়াও, তোমাকে ধ'রে কতজন বাঁচবে। তুমি হবে বাহাদুরি কাঠের মত।

উক্ত ভাই শরীরের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন যত উন্নত হবে, শরীরও সেইভাবে ঠিক হ'য়ে উঠবে।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ২।৬।১৯৫১)

সকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট।

পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), হরিদাসদা (সিংহ), নরেনদা (মিত্র) প্রমুখ কাছে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ কিছুক্ষণ কাশলেন। পরে বললেন—আমাদের এখানে একটা কুকুর ছিল, সে এমনি ক'রে কাশত। যখন কাশত, তখন আমার মনে খুব কষ্ট হ'ত। ভাবতাম, আমারও তো অমন হ'তে পারে। সেই কুকুরটার কাশি কিছুতেই সারান গেল না, মরে গেল। আমারও সেই থেকে কাশি।

গল্পচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার সেই ছোটবেলার চেহারা মনে পড়ে। আমার মাথার সঙ্গে ঝুলান টিকলি ছিল, গলায় তক্তি ছিল। হামাগুড়ির কথা আমার এখনও মনে আছে। একটা ছোট লাঠি আমার কাছে থাকতই। প্রায়ই হাতে থাকত। লাঠি হাতে ক'রে হামাগুড়ি দিতাম, দাঁড়াবার সময় ফেলে দিতাম। দাঁড়ান শেখা একটা কম কথা না। একটা সাত্ত্বিক বাহাদুরী থাকে ওর মধ্যে। সেই জন্য দাঁড়াতে শিখলেই বাচ্চারা খুশি হয়ে হাসে।

ছেলেবেলায় মারও খেয়েছি খুব। বাড়ীতে তো মার খেতামই। আর গ্রামশুদ্ধ লোক অভিভাবক ছিল। সকলেই শাসন করত। আর, পড়াশুনা পারতাম না, স্কুলেও মার খেতাম। প্রশ্ন করতে গিয়েও কত মার খেয়েছি। Conjugation-এর (ধাতু রূপের) কথা শুনলে এখনও মাথা ঘুরে যায়। সেবার মাঠে ব'সে বড় খোকার কাছ থেকে ডেসিমেলের অঙ্ক ভাল ক'রে শিখলাম। কিন্তু ডেসিম্যাল ব'লে বললে এখনও ভয় পেয়ে যাই, পারি না। অথচ না জেনে হয়তো কত ডেসিম্যাল করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী), নরেনদা (মিত্র), মতিদা (চট্টোপাধ্যায়), পরমেশ্বরভাই (পাল) প্রমুখ আছেন। ওড়িশা থেকে এক নবদীক্ষিত ভাই এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—দৈনন্দিন কষ্ট থেকে বাঁচব কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার চরিত্রবল, সত্তাবল ও ব্যক্তিত্বের বল যত বেড়ে যাবে, ততই অতিক্রম করতে পারবে ওগুলি।

উক্ত ভাই—আমি কিছুতেই তৃপ্তি পাই না। যেখানেই তৃপ্তির জন্য যাই, সেখানেই ব্যাহত হই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থপরায়ণতা ছাড়া অন্য কিছুতেই তৃপ্তি খুঁজতে যেও না। যত ঐ পথে চলবে, তোমার চরিত্রের দীপ্তি তোমাকে তৃপ্তি দেবে।

উক্ত ভাই—শান্তি পাই না, নানা অশান্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অশান্তির দিকে মন দিতে যেও না। সব অশান্তিকে overcome (অতিক্রম) করাই জীবন।

উক্ত ভাই—পারছি না ঠিকমত নিজেকে চালাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারছি না, পারছি না ক'রো না। পারতেই হবে। পারার একমাত্র পথ ইষ্টার্থপরায়ণতা।

উক্ত ভাই—ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, Our life is nothing, but a sleep and forgetting (নিদ্রা এবং ভুলে থাকা ছাড়া আমাদের জীবন কিছুই না)। এটা কি ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করা লাগবে। ঠিক এর উল্টো। আমার জীবন চিরজাগ্রত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, এমন হওয়া লাগবে।

উক্ত ভাই—আমি emotion (আবেগ) ছাড়া কাজ করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Emotion (আবেগ) থাকা ভাল, কিন্তু তা' যেন আদর্শে সুসংগত থাকে।

উক্ত ভাই—অনেকে বলে ভগবান unconditioned (নিঃসর্ত্ত)। তাঁকে চিন্তা করা মানে তো তাঁকে খাটো করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার চিন্তা যতই concentric (সুকেন্দ্রিক) হবে, ততই sublimation হবে অর্থাৎ ভূমাবোধির আবির্ভাব হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন।

প্রফুল্ল—আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যে অনেককে দেখা যায়, তাদের আগে যে যোগ্যতা ছিল, এখন তা নেই। এতে সমাজের লাভ হ'ল, না ক্ষতি হ'ল ? যোগ্যতা বাড়াই তো উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Gear (ঘাট) বদলে যায়। তাই আগে যেভাবে ভাল বা মন্দ

যোগ্যতা ছিল, সেভাবে থাকে না। সে-রকম interest (অনুরাগ) থাকে না। লাভ হয় এইটুকু, সে যেভাবে ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছিল, সেটা বন্ধ হ'য়ে যায়। তবে, এই দিকে যদি সেইভাবে চলে তেমন অনুরাগ নিয়ে তাহ'লে যোগ্যতা কেইসান বেড়ে যায় দেখো।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ৩। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

প্রফুল্ল—মানুষ দীক্ষা নিয়ে যত যাই করুক, সবই যদি কেবল নিজের সুখ-সুবিধের জন্য করে, মনের ঘাট যদি না বদলায়, ইষ্টে স্বার্থান্বিত যদি না হয়, তবে কিছু হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Gear (ঘাট) বদলায়ে ফেললেই হয়। আর, সে এক লহমার কাজ। এটা এমন mechanism (মরকোচ), করলেই হয়। ঘাট বদলে আবার চালু করা চাই। অনেক সময় ঘাট বদলাতে গিয়ে গাড়ী থেমে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের পাশের মাঠে কাশী থেকে আগত এক সন্ন্যাসী মায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। প্রসঙ্গত তিনি বললেন—অহং যত প্রবৃত্তি দ্বারা অভিভূত হয়, তত নানা প্রেরণায় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। চঞ্চল হবেই, না হ'য়ে উপায় নেই। কিন্তু তা' নিয়ন্ত্রণ করতে লাগে আদর্শ। নিজে-নিজে হয় না। তাতে মানুষ কঁচকে যায়। কিন্তু ঐ মানুষকে এমনভাবে ভালবাসা লাগে যে, তিনিই যেন আমার সব, আমার সব-কিছু তাঁতে সার্থক হ'য়ে ওঠা চাই। তখন ইষ্টই সব, এমনতর বোধ এসে যায়। মনে হয়, তিনিই বিশ্বদুনিয়ায় যা'-কিছু সব হ'য়ে আছেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ৪। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে ব'সে বলছিলেন—ছোটবেলায় তখন কাজলের মতো বয়স। কর্ত্তামা পুরী থেকে ফেরার পর তাঁর কাছে শুনেছিলাম ও ছবিও দেখেছিলাম, জগন্নাথের হাত নেই। ঐ জিনিসটা মাথায় একেবারে ঢুকে গেল। আর, শুনেছিলাম সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ। এই দুটো জিনিসই আমার মাথায় গেঁথে আছে।

প্রফুল্ল—আমি যখন এখানে দীক্ষা নিই, তখন একাধারে কষ্ট ও আনন্দ হচ্ছিল, সব বুঝেও মনে হচ্ছিল, আমি বোধহয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও গুরু মহারাজকে হারাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি বোধ করা যায়, ইনিই তিনি—এই আমার ঠাকুর। তখন কষ্ট হয়

না। আর প্রকৃতপক্ষে তা' প্রত্যক্ষ দেখা যায়। মনে যে স্বন্দ্ব হয় সে টেক থাকার দরুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে গোলতাঁবুতে জনৈক ভাইকে বললেন—পারিবারিক যাজন, পারিবারিক বৈঠক ছেলেপেলের বৃদ্ধির পথে যোগান দেয়। ছেলেপেলেদের দিয়ে মা-বাবাকে নিত্য কিছু দেওয়ান এবং গুরুজনদের নিত্য প্রণাম করার অভ্যাস করান ভাল।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ৫।৬।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

মুঙ্গের থেকে বিপিনদা (সেন) এবং ডাঃ বিজয়বাবু (বসু) এসেছেন। ডাক্তারবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্যের খবর নিতে লাগলেন।

প্রফুল্ল—আমাদের আশানুরূপ expansion (বিস্তার) হচ্ছে না কেন? এটা কি কালের প্রভাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, কালই আমাদের আটকে রেখেছে, একদিক দিয়ে সে-কথা বলা চলে। কারণ, আমাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কামনা-বাসনা আমাদের এগুতে দিচ্ছে না। আমরা কম লোকই ঈশ্বরকে ভালবেসে এসেছি। এখানে এসেছি আমাদের প্রবৃত্তি পূরণ করতে। পরমপিতার প্রতি যদি অমন আকুতি হ'ত, তাহ'লে আমাদের আগ্রহ ও সম্বেগ বেড়ে যেত। আমরা সব পারতাম। তখন 'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং'—এমনতর হ'য়ে যেত। যেমন বৈকুণ্ঠ আছে, সুধীর আছে, সেইভাবে যদি লাগে, তবে—'স্তম্ভিত রিপু দল বলে জয় তব হোক জয়'—হ'য়ে দাঁড়াত।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট।

পূজনীয় সুধাংশুদা (মৈত্র) এসেছেন কলকাতা থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—প্রফেসারি করছ, ভাল ক'রে বক্তৃতা দেওয়াটা শিখে ফেল। কোন্ সময়ে কোন্ কাজে লেগে যায়, ঠিক কি! আর, ভাষাটাকে magnetic (চৌম্বক) ক'রে ফেলতে হয়। ভাষা ও ভাবভঙ্গীর সঙ্গতি চাই। Facts, figures, reason ও argument (তথ্য, সংখ্যা, কারণ ও যুক্তি) এমনভাবে বিন্যাস করা চাই যে সবকিছু মিলে আমার উদ্দেশ্য জ্বলন্ত হ'য়ে ওঠে মানুষের কাছে। যারা সম্মোহন শেখে, তারা প্রথমে নাকি বানরের চোখের দিকে তাকিয়ে তাদের সম্মোহিত করতে চেষ্টা করে। বানরের মতো চঞ্চল জীব কম, তা হ'লে আর কোনও মানুষের ক্ষেত্রে আটকায় না। সে-রকম চঞ্চল-স্বভাব ছাত্রদের যদি পুরোপুরি মুগ্ধ করতে পার, তোমার চলন,

চাউনি, বলা যদি এমন হয় যে তাদের মনপ্রাণ কেড়ে নেয়, তাহ'লে সেই শক্তি জনসাধারণের মধ্যে লাগিয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

সুধাংশুদা কথায়-কথায় বললেন—আমরা আগের থেকে নেমে যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে সাত্বত গোঁড়ামি ক'মে গেছে। তোমরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য, আভিজাত্যকে অবজ্ঞা করতে শিখেছ।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১০।৬।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে পূজনীয় বড়দার বাড়ী নড়ালে এসে বসেছেন।

অনেকেই উপস্থিত আছেন।

সিদ্ধাই এবং অন্যের মনের কথা বলা ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনটা vacant (খালি) রেখে কোনও বিষয়ে interested (অনুরক্ত) ক'রে তুললে সে-বিষয়ক ছাপ মনের উপর এসে পড়ে। তখন টের পাওয়া যায়, কে কী করছে, কী কী ভাবছে।

বড়দা—ধ্যানে ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন হলেই তৎসংশ্লিষ্ট অনেককিছুই জাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন সহজে হয় না। অন্য কত কী আসে, কিন্তু ঐ জিনিস আসতে চায় না। ওটা আসতে গেলে বৃত্তি-প্রবৃত্তি সহ সমস্ত মনটাকে ইষ্টস্বার্থপরায়ণ ক'রে তুলতে হবে, তারপর analytically ও synthetically (বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মকভাবে) তাঁকে বোধ করতে হয়। আর, ঐ বোধই ফুটে ওঠে ঐ সংহত মূর্ত্তিতে। এ সহজ কথা নয়। প্রবল অনুরাগ ছাড়া হয় না। আমি অনুভূতির কথা যেমন বলেছি, ঐরকম আসতে থাকে। আমি তো শুধু প্রধান রূপরেখাগুলি ব'লে গেছি। ওর ফাঁকে-ফাঁকে আরও কত কথা আছে যে, ব'লে শেষ করা যায় না।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১১।৬।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন।

কলকাতা থেকে অনিলদা (সরকার) এক দাদাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

সেই দাদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর যাজন-সম্বন্ধে বললেন—যাজন মানে সৎ কথা বলা, মানুষকে concentric (সুকেন্দ্রিক) ক'রে তোলা যাতে তার বাঁচাবাড়ার দিকে একটা লোভ হয়। সে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। শুধু মুখে ঠাকুর-ঠাকুর বলাই যাজন নয়। ঠাকুর-বোধ তোমার কথার মধ্যে-দিয়ে, তোমার সৎনিয়ন্ত্রণের মধ্যে-দিয়ে তার ভিতর জাগিয়ে তোলা চাই। আজ আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কাউতে কেউ স্বার্থান্বিত নই,

মানুষকে শোষণ করে বাঁচতে চাই। নিজেদের মধ্যে সংহতি নেই। কিন্তু এই সংহতির একটা দাঁড়া চাই। সেই দাঁড়া হ'ল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মানে বাঁচাবাড়া। বাঁচতে গেলে পারিপার্শ্বিক চাই। এই পারিপার্শ্বিককে নিয়ে উন্নতি করতে গেলেই চাই একজন আদর্শে সংহিত হওয়া। যাঁর প্রতি অনুরাগে আমাদের সকলের বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও শক্তি ইষ্টার্থে নিয়োজিত হ'য়ে জীবনবৃদ্ধির অনুকূলে এগিয়ে চলে। এমনটি না হ'য়ে ধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আজ কথার কথা। একটা মামলা জিততে চাই বা চুরি করতে যাচ্ছি, বলছি 'যদি কৃতকার্য্য হই, তিনটে পাঁঠাবলি দেব। মা! মা! আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।' ধর্ম্ম তো আজ পর্য্যবসিত হয়েছে এতে।

উক্ত দাদা—মানুষ যদি আর্ত্ত হ'য়ে তার প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁকে ডাকে, সেটা কি খারাপ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'মামেকং শরণং ব্রজ', অর্থাৎ আমাকে রক্ষা ক'রে চল। আমরা যদি তাঁকে রক্ষা ক'রে চলতে চাই, তাঁর তোষণ-পোষণ যদি কাম্য হয়, তবে দেখতে পাব তার ভিতর-দিয়ে আত্মিক শক্তি ও যোগ্যতা বেড়ে যাবে। আমাদের স্পর্শে যারা আসবে, তারাও প্রভাবিত হবে। আমরা যদি ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় নিজেদের সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করি, সবই সহজে আসবে। প্রবৃত্তির পথে চলা মানে ঠকে যাওয়া। তাঁর পথে চলা মানে সত্তাকে পাওয়া। অতি সহজ ব্যাপার, এক লহমায় হয়।

উক্ত দাদা বললেন—উপযাজক হ'য়ে তো যাজন করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজন যে-কোন মানুষকে যে-কোন কথার ভিতর-দিয়ে করা যায়। কারও হয়তো মেয়ের অসুখ, সে হয়তো বলছে মেয়েটি কাতর। তার সঙ্গে হয়তো সেই কথা থেকেই শুরু করলে। যাজনের সঙ্গে আবার যজন চাই। তাতে তোমার কথার একটা গুরুত্ব হয়। কথা ও চরিত্রের যার যত সঙ্গতি থাকে, তার কথা তত প্রভাবশালী হয়। তোমার সব সময় লক্ষ্য থাকবে যাতে তোমার প্রতিটি আচার-আচরণ, চাউনি-চলন মানুষের সত্তাসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে ওঠে। মানুষ যতই তোমার কাছে এই সত্তার খোরাক পাবে, ততই তোমাতে আকৃষ্ট হবে, তোমাকে ভালবাসবে। তুমি একটা বাড়ীতে যাচ্ছ। দূর থেকে ছোট্ট বাচ্চাটা পর্য্যন্ত দেখে চিৎকার ক'রে বলতে থাকবে, 'বাবা! ও বাবা! অমুক দাদা আসছে।' প্রত্যেকে তোমাকে দেখেই যেন আকাশ হাতে পাবে। যে-পথ দিয়ে যাবে, পথের ধূলিটা পর্য্যন্ত সোনা হয়ে যাবে তোমার স্পর্শে। ক'রে দেখ। যাজন করতে-করতে ভিতরটা খুলে যায়। তখন যে-কথা কোনদিন ভাবনি, এমন কত কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাই বলে 'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্‌।'

সন্ধ্যায় মাঠে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানদাকে (চক্রবর্ত্তী) বললেন—পুরুষের বংশ যদি দীর্ঘায়ু হয়, কিন্তু স্ত্রীর পিতৃকুল যদি স্বল্পায়ু হয়, তবে তাদের মিলনে পরবর্ত্তী বংশধরদের অর্থাৎ তাদের সন্তানসন্ততিদের আয়ু ক'মে যায়।

বনবিহারীদা (ঘোষ)—প্রকৃতির মধ্যে তো একটা মিতব্যয়িতা দেখা যায়। যেখানে একটি সন্তান হ'তে একটি শুক্রকীট লাগে, সেখানে লক্ষ-লক্ষ শুক্রকীটের আমদানী হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লক্ষ-লক্ষর মধ্যে স্ত্রীর ডিম্বকোষের সঙ্গে যেটার সঙ্গতি আছে, সেইটাই স্থান পায়। জন্মগ্রহণ করা বড় কঠিন ব্যাপার। আমার মতো লক্ষ-লক্ষ সত্তা ঢু মারছে। কালিঘাটের মন্দিরে ধর, একজন-একজন করে ঢুকতে পারবে, অথচ লক্ষ লোক দাঁড়িয়ে আছে। একজন যদি ঢোকে, আর সবাই যদি বাইরে প'ড়ে থাকে, পাড়াপাড়ি করতে লাগে ঢোকার জন্য, সে অবস্থা কল্পনা করতে পার ? জন্ম নেওয়া ঐ-রকম কঠিন ব্যাপার। প্রত্যেকটা শুক্রকীট জীয়ন্ত। সে তুমিই, তার মধ্যে তোমার সবখানিই আছে। প্রত্যেকটার মধ্যে বিশিষ্ট রকমের একটা ঢুকল, আর একটা শুক্রকীটকে নিয়ে যদি অন্য একটা ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পার, সে আবার একটা বিশিষ্ট মানুষ হ'য়ে উঠবে। দুটো জিনিস যে ঠিক একই রকমের হবে, তা' দেখা যায় না।

আমার থেকে-থেকে মনে হয়, আমি বুঝি মেয়ে হ'য়ে গেছি। তখন খুব ভয়ও হয়। একসময় খুব মা-মা করতাম। পুরুষছেলেরও তো মাই হয়, আমারও ছিল। অন্য সবার থেকে একটু বড় হয়েছিল। টিপলে দুধ বেরুতো।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১২। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে রঙ্গনভিলায় মাঠে ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), চুনীদা (রায়চৌধুরী), প্রবোধদা (মিত্র) প্রমুখ অনেকেই কাছে আছেন।

প্রফুল্ল—আপনি আগে বলেছিলেন, ইষ্টভৃতির উদ্বৃত্তটা জড়ো ক'রে যদি জনহিতকর কার্য্য করা যায়, তাহ'লে অনেক কিছু করা সম্ভব হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে পুরো ইষ্টভৃতিটাই যদি ইষ্টকে দেওয়া সাব্যস্ত হয়, তাহ'লে তো ঐ সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভ্রাতৃভোজ্য ও পারিপার্শ্বিকের সাহায্যের জন্য নিজে থেকেই দেবে। এই পারিপার্শ্বিকের সাহায্যের জন্য যেটা দেবে সেইটা জমিয়ে তা' থেকেই ঐ কাজ করা যায়। এ একটা মস্ত জিনিস। ইষ্টভৃতি পুরোপুরি ইষ্টকে পাঠালেও ভ্রাতৃভোজ্য ও পারিপার্শ্বিকের সেবার জন্য যা' করণীয়, তা' কিন্তু নিজে থেকে করতেই হবে।

প্রবোধদা—পারিপার্শ্বিকের সাহায্যের জন্য যা' রাখা হবে, তা' সাধারণতঃ তখন-তখনই দিয়ে দেওয়া হয়, জমান আর হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ও দিয়ে আর কোন বড় কাজ হবে না।

প্রফুল্ল—বর্ত্তমান অবস্থায় পারিপার্শ্বিকের সেবার জন্য যা' দেয়, তা' কিন্তু সর্ব্বত্র জমানর ব্যবস্থাই করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন সুবিধে তেমনি করলেই হয়। যেখানে ওটা সংগ্রহ ক'রে সংগঠিতভাবে জনহিতকর কাজ করবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে জমাতে হয়। আর, যেখানে তেমন সুবিধা নেই, সেখানে ব্যক্তিগতভাবে পারিপার্শ্বিকের সেবায় দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে সামান্য খেয়েও হজম করতে পারেন না, সে-সম্পর্কে রহস্য ক'রে বলছিলেন—ভগবান কাউকে শোষক হ'তে দেন না। খাটবে না, খাবে, তা হ'তে দেন না।

বনবিহারীদা ও চুনীদা একসঙ্গে বললেন—আপনার এও যদি খাটুনি না হয়, খাটুনি কাকে বলে? তবে কায়িক পরিশ্রম হয় না, এই যা। রোজ খানিকটা ক'রে বেড়ালে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে নড়ালে পূজনীয় বড়দার বাড়ীতে এসে ইজিচেয়ারে বসলেন। পূজনীয় বড়দা, ছোড়দা এবং বাড়ীর আরও অনেকে কাছে এসে বসলেন। ছোটখাট নানা কথা চলতে লাগল সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে।

কথা উঠল, স্পেন্সারদা আর্য্য ভারতবর্ষ সুন্দর গাইতে পারেন। তারপর কমলা দেবী ও স্পেন্সারদা হারমোনিয়াম সহযোগে গানটি গাইলেন।

গান শেষ হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুব ভাল।

স্পেন্সারদা—মন খারাপ থাকলে কেউ যদি গাইতে বলে, তখন কি গাওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাইলে আবার অনেক সময় মন ভাল হয়। আমাদের মন যখন খারাপ থাকে, তখন যদি সুখজনক ভাবভঙ্গি করি, তার মধ্যে দিয়ে মনটাও ভাল হ'য়ে ওঠে। মন যখন ভাল থাকে, তখন তো ভাল ভাব দেখানোই যায়। কিন্তু মন খারাপ থাকা সত্ত্বেও যদি ভাল attitude ও expression (ভাব ও অভিব্যক্তি) করা যায়, তাতে মনেরও পরিবর্ত্তন হয়। তবে মনটাকে বেঁধে রাখলে হয় না, তাকে ভালর দিকে ছেড়ে দিতে হয়। ঐ আগ্রহ নিয়ে বাইরে তদনুকূল ভাবভঙ্গি, রকম, কথাবার্ত্তা চালাতে হয়। মনের ভাব এবং বাহ্যিক অবিব্যক্তি এরা যেন জমজ ভগ্নীর মতো। একটাকে দেখা যায়, আর একটাকে দেখা যায় না। একটার সঙ্গে আর-একটার যোগ রয়েছে। যেটা আমাদের

দেখাশুনা ও ধরাছোঁয়ার আয়ত্তর মধ্যে রয়েছে, সেইটে ধরে অদেখাটাকেও প্রভাবিত করতে পারি।

সাংগঠনিক কিছু কথা বলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—আমার সাধারণতঃ অভ্যাস, কারও কাছ থেকে বিশেষ কোন প্রয়োজনে যদি কিছু নিই, সেটা আলাদা ক'রে রেখে দিই। ভাবি ঐটা ঐজন্যই নিবেদিত। কেউ তোমাকে হয়তো একশ টাকা দিল এখানে দেবার জন্য। সেই একশ টাকাই এখানে দেওয়া উচিত। কারণ, যে দিয়েছে, তার মন দিয়ে ঐ টাকা ঐভাবেই নিবেদিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় ছোড়দাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—অনেক সময় আমাদের হয়তো মনে হয় মা-বাবারই তো আমি। তাদের আর কী দেব ? কিন্তু মা-বাবারই তুমি হলেও তোমারই তো মা-বাবা, তাই তাদের জন্য তোমারও করা লাগে। তাদের যদি না দেও, তবে তোমার ভালবাসা, শ্রদ্ধা, অনুসন্ধিৎসা ভোঁতা হ'য়ে যাবে। তুমি তাদের দিতে থাক, দেখবে ওর ভিতর-দিয়ে তোমার বুদ্ধি কতখানি বেড়ে যাবে। তোমার দাদা তোমাকে কিছু দিক বা না দিক, তুমি দাদাকে কিছু-না-কিছু দিওই। এইভাবে তুমি যদি তোমার গুরুজনের জন্য কর, তোমার ছেলেপেলেরাও দেখো তোমার জন্য অমনি করতে শিখবে।

ছোড়দা—কঠিন। অনেক সময় মনে হবে, আমি দিই, আমাকে দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার খুব সোজা। একবার করতে আরম্ভ করলে দেখা যাবে এতে কত আনন্দ ! তখন আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

শুনেছি পাবনায় একজন মিশনারী সাহেব ছিল। সে একবার একটা জায়গায় ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পায়। তখন একটা অশিক্ষিত কৃষক তাকে এসে ধ'রে তোলে ও সেবা-শুশ্রূষা করে। সেই সাহেব কয়েকবছর পরে আবার ওখানকার জজ হ'য়ে আসে। জজ হ'য়ে এসেই নিজে থেকে সেই গাঁয়ে গিয়ে লোকটিকে খুঁজে বের ক'রে জিজ্ঞাসা করে, তোমার ছেলে আছে ? সে লেখাপড়া কতদূর করেছে, ইংরেজি জানে তো ? সে বলল,—'একটু-একটু জানে, ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়েছে।' তখন সেই জজ সাহেব সেই ছেলেকে নিয়ে এসে সেরেস্তাদার ক'রে দিল। সে অনেক অকাম করত। কাজে ভুল করত। সাহেব জানত সব, কিন্তু কেউ কোন নালিশ করলে বলত, "Still he is a good man" (তবু সে ভাল লোক)। অতখানি কৃতজ্ঞতা ওদের ছিল। যখন বদলি হ'য়ে যায়, তখন আবার বলেছিল—'আমার সঙ্গে চল, অন্য লোক এসে তোমায় তাড়িয়ে দেবে।' অতখানি character (চরিত্র) ছিল, কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। তাই ওরা ভারতীয়দের হৃদয় জয় করতে পেরেছিল। ঐ রকমটা যখন নষ্ট হ'য়ে গেল,

তখন থেকে লোকের মধ্যে অসন্তোষ আসতে লাগল।

এরপর পূজনীয় ছোড়দা বললেন—কান্তি মুদি অসময়ে ওয়ারেন হেস্টিংসকে পান্তাভাত খেতে দেবার জন্য সাহেব তার কতখানি উপকার করেছিলেন।

সুধীরদা (বসু)—সেবা করতে গেলে অনেকখানি সবলতা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Surrender (আত্মসমর্পণ) করাও সবলের লক্ষণ। সকলে পারে না। আত্মসমর্পণ মানে সক্রিয় আত্মসমর্পণ। উপচয়ী সেবা তার প্রাণ। আর, সেবা মানে পরিপোষণ, পরিপালন, পরিরক্ষণ, পরিপূরণ।

বৈকুণ্ঠদা (সিংহ) বললেন—তার ভাগ্নে দীক্ষা নিয়ে ঘাবড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘাবড়ে যাবার তো কথা নয়। মানুষ তো সাধারণতঃ উদ্দীপ্ত হয়। কিন্তু প্রবৃত্তি থাকে, তার উপর ধাক্কা পড়ে। তাতে ঐ-রকম ঘাবড়ে যায়। কিন্তু টান যদি থাকে, আবার দশগুণ এগিয়ে যায়। আত্মসমর্পণ বলতে অনেকে মনে করে, আমার কিছু থাকল না। তা' কিন্তু নয়। আমার ছোট্ট আমিটা আরও বড় হ'য়ে উঠল। বৃহতে সার্থক হ'য়ে উঠল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে কবীর সাহেবের একটা শ্লোকের কথা বললেন। তার অর্থ বুঝাতে গিয়ে বললেন—মানুষ বিয়ে-বিয়ে করে, কিন্তু আমার ও-সম্বন্ধে মনে হয়, ওটা যেন খাটিয়ায় চড়িয়ে বাদ্য বাজিয়ে জেলে নিয়ে যাওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় বড়দার বাড়ী থেকে ফিরে এসে বড়াল-বাংলোয় গোলতাঁবুতে বসলেন। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে গান করলেন—'চন্দন-চর্চ্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমালী··· ।'

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ১৫।৬।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), বনবিহারীদা, পরমেশ্বরভাই (পাল) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঋত্বিক লোকের শুভের অগ্রদূত, মানুষের দরদী সাথীয়া, ধর্ম্ম ও সংহতির জীবনসূত্র। তাই অধিবেশনগুলিতে বিপুল লোকসমাগমের ভিতর-দিয়ে সংহতি যাতে উত্তরোত্তর বেড়ে চলে, সেদিকে ঋত্বিকদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রফুল্ল—রাগ, দ্বেষ, ভাল-মন্দ, নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মনের দাসত্ব করতে হয় প্রতিমুহূর্ত্ত। এমনতর ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্লোরোফর্ম হ'য়ে থাকা তো জীবের ধর্ম্ম নয়। আমি একটা চেতন

মানুষ। কতকগুলি ব্যবহার ও পরিস্থিতিতে আমার মনটা উল্লসিত হবে, আবার, তার উল্টো অবস্থায় মনটা সঙ্কুচিত হবে। এটা তো স্বাভাবিকই। এটা না হওয়াই তো খারাপ। আমার মন যদি সব সাড়া ঠিকমতো না নিতে পারে, তাহ'লে কি হল ? দেখতে হবে রাগ-দ্বেষ বা সুখ-দুঃখে মনটা সেইভাবে অভিভূত ও চালিত হয় কিনা, তাই না হলেই হল।

কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) পাইল্‌স্ অপারেশন হয়েছিল, কিছুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। আজ ভাল হ'য়ে উঠে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

কেষ্টদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড়খোকা সেদিন বলছিল, বনবিহারী বড় সুন্দর গান করে।

এরপরে কেষ্টদার কথামতো বনবিহারীদা একটা গান গাইলেন। গানটা এত ভাব-মধুর কণ্ঠে গাইলেন যে, সকলেরই খুব ভাল লাগল।

পূজনীয় বড়দা এলেন। বিশেষ একটি বাণী পড়া হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—আসল জিনিসটা একমুখী ভক্তি। ভক্তি মানে পা নাচানও না, হাত কাঁপানও না বা চোখের জল ফেলাও না। আবার, এগুলি যে অন্যায় তাও নয়। ভক্তি জিনিসটাই সক্রিয়। প্রিয়কে প্রীত করার আগ্রহসন্দীপ্ত বোধ, বিবেচনা, বিবেক ও কর্ম্ম তার বাক্য, ব্যবহার, চাল-চলন সবটাতেই ফুটে ওঠে। আর, ভক্তি থাকলেই পরাক্রম থাকে। যেখানে বৈশিষ্ট্যমাফিক পরাক্রম বা বিক্রম নেই, সেখানে প্রীতি সন্দেহের।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

অনেকেই উপস্থিত আছেন।

যোগেনদা (হালদার) বললেন—অনেক মুনি, ঋষি, সাধক পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমকে ধরতে পারেন না, তার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোনরকম গাঁট থাকলে মহাপুরুষকে অনুসরণ করার পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। ভীষ্মের যেমন ধারণা ছিল, সে দুর্য্যোধনের অন্নদাস, তার পক্ষ কেমন ক'রে সে ত্যাগ করবে! কিন্তু তার ঐ বোধ যে কতজনকে নিরন্ন ক'রে তুলল, তার ইয়ত্তা নেই। বড় যারা, তারাও পুরুষোত্তমকে ধরতে পারে না। তার কারণ গাঁট। আর, সেটা প্রায়ই প্রবৃত্তির গাঁট।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কথা প্রসঙ্গে বললেন—যাঁরা জীবনবৃদ্ধির যুগোপযোগী বিধান দেন, সেইসব মহাপুরুষরা হলেন বিধায়ক। আর তাঁতে অনুরাগ নিয়ে যাঁরা ঐ বিধায়ক-প্রদত্ত বিধান রূপায়িত ক'রে তোলেন, তাঁরা হচ্ছেন নিয়ামক। এই বিধায়ক ও

নিয়ামকের সুষ্ঠু সংযোগ ও সমাবেশ যখন হয়, তখনই মানব-সমাজ সত্যিকার কল্যাণের অধিকারী হয়। এমনতর বিধায়ক ও নিয়ামকের সমাবেশ হয়েছিল রামচন্দ্র-হনুমান, শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন, বুদ্ধদেব-আনন্দ ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রসুলের প্রতি আমার খুব একটা টান আছে। তাঁর দয়াতেই এটা হয়েছে। কিছু সংখ্যক মুসলমানের বিরূপ ব্যবহার সত্ত্বেও আমার রসুলের প্রতি টান কিছুতেই কমে না।

কেষ্টদা—একবার আপনি এক মৌলবী সাহেবের কাছে রসুলের চেহারার বর্ণনাও তো দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ করে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে বসেছিলেন।

একজন নবদীক্ষিত দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে এসে প্রণাম করার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ফুলে ওঠ, ঠেলে ওঠ, মানুষের মতো মানুষ হও, বাঁচার মতো করে বাঁচ।

১লা আষাঢ়, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ১৬। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ ছিলেন।

কেষ্টদা বললেন—প্রথম যখন এসেছিলাম, বিরাজদা আমাদের বোঝাতেন সন্তের দরবার বড় কঠিন, বড় কঠিন। যা' বোঝাতে চাইতেন, তা' বুঝতে পারতাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন তখনই হয়, যখন প্রিয়স্বার্থী না হ'য়ে প্রবৃত্তিস্বার্থী হই। খুব সহজ, একেবারে সহজ, কৈফিয়ৎশূন্য সহজ। আগে বলতাম, I love, because I love (আমি ভালবাসি। কারণ, আমি ভালবাসি) ঐ হ'লেই হয়। আমি কখনও কঠিন-টঠিন ব'লে আপনাদের কাছে বলিনি। ঐ একটুখানি মোড় ফিরিয়ে দিলেই সব ঠিক হ'য়ে যায়। চরিত্র, পরাক্রম সব এসে যায়। এত কথা যে বলেছি, এত সব লাগে না। জিনিসটা ভালবাসা, interested (স্বার্থান্বিত) হওয়া। মা-বাপ, ভাই-বোন, বৌ-ছেলেকে যেভাবে ভালবাসে, তাদের জন্য যেমন করে, তেমনি ক'রে করলেই হয়। তাত্ত্বিকতার আবরণে পুরুষোত্তম ইত্যাদি কথা আরোপ ক'রে কিছুর জন্য তাঁকে ভালবেসে কিছু হয় না। কিন্তু যে সহজ ভালবাসার মধ্য-দিয়ে অগ্রসর হয়, তার কাছে পুরুষোত্তমের পুরুষোত্তমত্ব আপনিই অগ্রসর হয়। তার মুখে পুরুষোত্তম বলা লাগে না। তখন তার কান দিয়ে তিনি শোনেন, তার চোখ দিয়ে তিনি দেখেন, এমনতর হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

নবদীক্ষিত কয়েকজন বিহারী দাদার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যখন শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন, আমি যদি রামচন্দ্রকে ভালবাসি, তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই দেখতে পাব। হনুমানের যেমন হয়েছিল। তিনি আসেন যুগে যুগে, বিভিন্নরূপে। মানুষ টেকী হ'য়ে পড়ে, তাই বর্ত্তমান পুরুষোত্তমকে বুঝতে পারে না। বৃন্দাবনী দল আর রামাইত দল ঝগড়া করে।

ইষ্টভৃতি-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে রাজা-মহারাজারা পর্য্যন্ত ইষ্টার্ঘ্য নিজে মাথায় ক'রে গুরুর কাছে ব'য়ে এনে দিত, এখন অন্ততঃ নিজে পোস্ট অফিস পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল অনুকল্পে। গুরুসেবা চাকর-বাকর দিয়ে করতে নেই। নিজে হাতে করতে হয়। গঙ্গাধর কবিরাজ ও তাঁর স্ত্রী নিজে হাতে গুরুসেবা করতেন। এইরকম সেবায় শ্রদ্ধার্হ অনুরাগ বাড়ে, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক জীবন বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে। মেয়েদের ছেলেপেলে হ'লে চাকর-বাকরের হাতে ছেড়ে দেয় না। নিজেরাই দেখে। ওতে টান বাড়ে। আবার, স্বামীর প্রতি যেমন টান ও নেশা থাকে, ছেলের প্রতি যত্নশীলও হয় তত। তেমনি পরমপিতার প্রতি যদি টান থাকে, নেশা থাকে, অনুরাগ থাকে, দুনিয়ার প্রতিও অমনি দরদ হয়।

সুধীরদা (বসু)—ভগবান লাভ কাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থকে যত আপন ক'রে নেব, তাঁর যতকিছু যত চরিত্রগত ক'রে নিতে পারব, ঈশিত্বও তত ফুটে উঠবে। যতই তোমার টান বাড়তে থাকবে, ততই তাঁর রূপ ফুটে উঠতে থাকবে তোমার কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের গেটের কাছে এসেছেন, এমন সময় রমণদার (সাহা) মা শারীরিক দুর্ব্বলতার কথা বলতে শুরু করলেন। সেই কথা সাজিয়ে-গুছিয়ে বিস্তারিতভাবে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হঠাৎ বললেন—দিল্লিতে এক রকম তেল বেরিয়েছে, সেই তেল মাখলে সাদা চুল কাঁচা হয়ে যায়, তখন কোন শালাশালির তোমাকে বুড়ি বলার জো নেই।

এই কথা শুনে রমণদার মা হঠাৎ হেসে ফেললেন এবং খুশি মনে চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে সেই কথা সবার কাছে উল্লেখ ক'রে বললেন—জায়গা মতো এক-আধটা কথা কেমন কাজ দেয়, দেখেছ !

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের মাঠে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বনবিহারীদা (ঘোষ), পরমেশ্বরভাই (পাল) প্রমুখ আছেন।

তাঁদের সঙ্গে সুপ্রজনন সম্বন্ধে কথা হ'ল।

কেষ্টদা চরক-সুশ্রুতের গর্ভাধানের বিধান-সম্বন্ধে বললেন। কালিদাসের কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ সম্বন্ধেও আলোচনা হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ত্রীর সঙ্গে রম্য স্থানে বেড়ান খুব ভাল। তখন উপযুক্ত পরিবেশের স্পর্শে মনের অনেক সুন্দর সুন্দর ভাব মুখর হ'য়ে ওঠে।

বৈকুণ্ঠদা—রামায়ণে দেখা যায় রামচন্দ্র মৃগয়া করতেন। তিনি কি মাংস খেতেন ? আর তিনি মৃগয়া করতেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষত্রিয়দের martial spirit (যুদ্ধের মনোভাব) বজায় রাখার জন্য মৃগয়া করার প্রথা ছিল। তিনি মাংস খেতেন কিনা, জানি না। রামায়ণ-টামায়ন আমি পড়িনি কিছু। তবে, তিনি যে-সময় ভগবতী পূজা করেছেন, তখন কোন পশু বলি দিয়েছেন ব'লে শোনা যায় না। বরং নিজের চক্ষু উৎপাটন ক'রে দিতে চেয়েছেন। বলি কথার মানে—বৃদ্ধির পথে যা' অন্তরায়, তাকে হিংসা করা।

২রা আষাঢ়, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১৭। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে অশোক দাসকে বললেন—মানুষ সুখ্যাতি করবে এই লোভে কারও উপকার করতে যাস না। মানুষ যদি সমস্যাপীড়িত হ'য়ে, দুঃখ-কষ্টে প'ড়ে তোর কাছে আসে, তার নিরাকরণের জন্য যা' করতে পারিস, করিস—নিজের সামর্থ্যকে খোঁড়া না ক'রে। তাতে মানুষ তোর সুখ্যাতিই করুক, অখ্যাতিই করুক, সেদিকে লক্ষ্য দিস না। তোর করণীয় যা' ইষ্টে-অটুট হ'য়ে ক'রে যাবি। আর জানবি, শুধু একলা ভাল থাকা যায় না। নিজে ভালয় দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে আর সকলকেও ভালর পথে টানতে হয়। নিজের চরিত্র, চলন, ইষ্টানুগ সেবা ও আচরণ দিয়ে—তাকেই বলে ধর্ম্ম।

৩রা আষাঢ়, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১৮। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোটা দশেকের পর গোলতাঁবুতে বসেছিলেন।

রমণদার (সাহা) মা বললেন—আমাকে অনেকে অকথা-কুকথা বলে, তা' অসহনীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তোমাকে যা' বলি, তার কোনটাই যে তুমি পার না। আমি

তোমাকে বলেছি, যত খারাপ কথা বলুক, আর খারাপ ব্যবহারই করুক, তুমি একেবারে চুপ ক'রে থাকবে। কিংবা ওরা যত খারাপ ব্যবহার করবে, তুমি তত ভাল ব্যবহার করবে। কিংবা জ্যায়সা কি তেইসা। এর কোনটাই যে তুমি কর না।

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১৯। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রকাশদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ আছেন।

কেষ্টদা—জ্যোতিষশাস্ত্রে সব কিছুরই একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা তো পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে যদি উস্‌কে দেন, তবে আমি ঠিক ক'রে বলতে পারি, ভৃগু যেমন বলেছেন, ঐভাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে। স্পেন্সারদা এবং আরও অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ধ্যানের সময়ে কি তুমি ক্রাইস্টের চোখ দেখেছিলে?

স্পেন্সারদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন, খুব সুন্দর, ভালবাসাময়?

স্পেন্সারদা—Very appealing (খুব মর্ম্মস্পর্শী)।

৫ই আষাঢ়, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২০। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে ব'সে সুশীলদাকে (বসু) বলছিলেন—আজ সকালে টাবুকে আর একটা কুকুর এসে মারামারি ক'রে কানের ওখানে ছিঁড়ে দিয়েছে। টাবু আর্তস্বরে চিৎকার করছিল। কাছে কত লোক ছিল। কেউ কিন্তু এগিয়ে গিয়ে ছাড়িয়ে দিল না। কতখানি সহানুভূতিহীন! সহানুভূতি বা দয়াবোধের সাড়াই যেন নেই প্রাণে। একটু এগিয়ে যে তাড়া করবে, সে-বোধই যেন জাগে না, এগুতেই পারে না। একটা কুকুরকে যারা রক্ষা করতে পারে না আর একটা কুকুরের হাত থেকে, একটা মানুষ যদি কাউকে আক্রমণ করে, তখন তো তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। কী যে হয়েছে আমাদের! আমি কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দুটো শালিকও যদি মারামারি করেছে, তাও ছাড়িয়ে না দিয়ে পারিনি।

প্রবোধদা (মিত্র)—আমাদের কারও হাতে লাঠিও থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এত ক'রে বলেছি, তাও যদি না শোনে, কী করব? সবারই লাঠি

হাতে থাকা ভাল, অন্যের যদি কোনও বিপদ হয় তাকে রক্ষা করা যায়। আর, নিজেও বিপদে পড়লে আত্মরক্ষা করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্যারীদা (নন্দী), বনবিহারীদা (ঘোষ) প্রমুখ অনেকে কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দুখানা খাতা করতে হয়। একখানা Collection of specific medicines in specific diseases (বিশেষ-বিশেষ রোগের বিশেষ-বিশেষ ওষুধের তালিকা) আর একখানা Use of specific medicines in specific diseases with results (বিশেষ-বিশেষ অসুখে বিশেষ-বিশেষ ওষুধের ব্যবস্থা ও তার ফল)। গোড়া থেকেই এমনি দুখানি খাতা ক'রে পড়াশুনো ও চিকিৎসার সাথে-সাথে খাতায় যদি লিখে রাখা যায়, তবে মস্ত জিনিস হয়। আমার ছিল।

৬ই আষাঢ়, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ২১। ৫। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে কেষ্টদাকে বলছিলেন—পবিত্র যৌন জীবনের উপর সব পবিত্রতা নির্ভর করে।

এরপর নাটক সম্বন্ধে কথা উঠল।

কেষ্টদা বললেন—আগে আমাদের দেশে রাষ্ট্রনীতির উপর ভিত্তি ক'রে কোন নাটকই লেখা হত না। পরে শুধু প্রেমের কাহিনী নিয়ে লেখা হতে লাগল। আমাদের যে কী জিনিস ছিল, আমরা কিছুই জানি না। ভরতের নাট্যশাস্ত্র জিনিসটা আমি দেখছিলাম, অপূর্ব্ব। ঐ দেখেই নাকি ফ্রান্সের নাট্যঘর ইত্যাদি করেছিল। অথচ ঐ বইয়ের একটা ভাল টীকা আজ পর্য্যন্ত বেরোয়নি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেরও তাই। আমি গোঁড়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীকে দেখে হতাশ হ'য়ে গিয়েছিলাম। এইসব দেখে-শুনে আমি নাস্তিক হ'য়ে পড়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাস্তিক হ'য়ে বেঁচে গিয়েছিলেন। তথাকথিত আস্তিক হলে মুশকিল ছিল।

৭ই আষাঢ়, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ২২। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে ব'সে পূজনীয়া পিসীমার কাছে একটা চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়া খুকি !

তোমার পোস্টকার্ড পেলাম। কিন্তু তার অর্ধেকটা কে যেন ছিঁড়ে ফেলেছে। ঐ অবস্থাতেই চিঠিখানা পোস্ট অফিস থেকে পাওয়া গেছে। তাই তুমি যা' লিখেছ তার প্রধান অংশই বাদ পড়েছে। এর আগে যে একটা চিঠি আসে, তারও একটা পাশ ছিঁড়ে নেওয়া। কিন্তু তুমি আবার লিখেছ, আগে যাদের হাতে চিঠি পোস্ট করতে দিয়েছিলে, তারা তা' পোস্ট করেনি। এমনতর হবার কারণ কী, তা' বোঝা যায় না।

যা হোক, তোমার শরীর এখন কেমন জানিও। গায়ের সেই eruption (ঘা-র মতো) আর হয় না তো ? নির্দ্দিষ্টভাবে না সারা পর্য্যন্ত ডাঃ পাঁজার ওষুধ খেও। শান্তু, কানু কেমন আছে লিখো। তোমার সেই মামলার কী হলো জানিও। আকু কেমন আছে ?

খেপু এখানে আসার পর প্রথমটা তার পেটখারাপ করেছিল। এখন অনেকটা ভাল আছে। তোতা, মঞ্জুও ভাল আছে। শানুর মেয়ে নোটনের অসুখ-বিসুখ লেগে আছে। হরিদাস ও বাদলের বাড়ীর সব ভাল আছে। আর সব মোটামুটি একপ্রকার। বড়খোকা গত পরশু কলকাতায় গেছে।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানের আগে গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট।

একজন নবদীক্ষিত দাদা বললেন—চাকরির জন্য পুনরায় চেষ্টা করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ ! তাছাড়া পরমপিতার চাকরী অর্থাৎ যাজন করা লাগে। ঐ চাকরীর উপরই মানুষের জীবন। ঐ চাকরী যত সুসম্পন্ন হয়, ততই মানুষের জীবন ফুটে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

অনেকে কাছে আছেন।

প্রবোধদা (মিত্র) জিজ্ঞাসা করলেন—অর্থ ভাবনার সঙ্গে নাম না করলে কি কোন

ফল হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থভাবনার সঙ্গে করলে নাম সার্থক হয়। ভাবনা মানে বোধ দিয়ে সেইটা বোঝা। করা দিয়ে সেইটা হওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রশ্ন করলেন—Revelation (প্রত্যাদেশ) কাকে বলে ? একে প্রত্যাদেশ বলে কেন ? নিজে ছাড়া অন্য কেউ ব'লে দেয় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাতঞ্জলে আছে, 'তস্মিন্ নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ব বীজম্'—বিষয়ের মধ্যে পড়লেই সে সেটা জানতে পারে, বুঝতে পারে, বোধ করতে পারে, যেমন আমার হয়। একটা affair (ব্যাপার)-এর মধ্য-দিয়ে যেন কে ব'লে দিয়ে যাচ্ছে, যাকে দৈববাণী বলা যায়, এমন শোনেন নি ? কথাগুলি ঠিক যেন স্পষ্ট শোনা যায়। যে বলছে সে যেন other than me, but in me (আমার থেকে আলাদা, অথচ আমার ভিতর)। এ বিভিন্ন ধরনের আছে। তা আবার বিষয় ও মানুষের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ভাগবত বাণী যাকে বলে, তা' সব যুগে সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য। ভাগবত বাণী মানুষের প্রবৃত্তি দ্বারা রঙ্গিল হয় না।

সুধীরদা (বিশ্বাস)—আমি যেখানে আছি, পারিপার্শ্বিক সেখানে খুব দ্বেষ, ঈর্ষ্যাপরায়ণ। আমার সেখানে কিভাবে চলা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোকে যেন শত্রু-মিত্র সকলেই আপন মনে করতে পারে। মানুষের ভাল বই কারও নিন্দা কারও কাছে করবি না। যার সম্বন্ধে ভাল যা' জানিস, তাই বলবি। মানুষের সাথে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি যাতে বাড়ে, তেমন ব্যবহার করবি। আর সম্মানযোগ্য দূরত্ব বজায় রেখে মানুষের প্রতি স্বার্থান্বিত হ'য়ে তাদের সঙ্গে এমন ক'রে চলবি, যাতে তারা তোকে খুব শ্রদ্ধা করে।

৮ই আষাঢ়, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ২৩। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে স্পেন্সারদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষ যতই লেখাপড়া শিখুক, যতই জানুক, তা' যদি ক্রাইস্টকে, প্রিয়পরমকে পূরণ না করে, তবে তা' কিছুই নয়। সেগুলি সার্থক হয় না, সত্তাপোষণী হয় না।

বিকালে কলকাতা থেকে মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), সুশীল সেনগুপ্ত ব'লে এক দাদা সহ আসলেন।

সুশীলদা—অনেক দিন থেকেই আসব-আসব করি, কিন্তু সংসারী মানুষ, নানা কাজের ঝামেলায় আসতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংসারী-সন্ন্যাসী জবর সন্ন্যাসী। ওর মধ্যে ফাঁকি-জুঁকি খাটে না। মনে ভেবে-ভেবে বড়লোক হওয়া, আর বাস্তবে বড়লোক হওয়া, তফাৎ ঢের। সব মানুষই ভাল যদি প্রলোভনে না পড়ে, ধাক্কায় না পড়ে। সংসারে থাকলে সেগুলি আসেই এবং তা' যে যত এড়িয়ে বা উত্তীর্ণ হ'য়ে চলতে পারে, সে তত বাহাদুর।

সুশীলদা বললেন, তাঁর বাবা, জ্যাঠামশায় প্রমুখ দয়ালবাগে দীক্ষিত এবং খুব একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে খুব খুশী হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে সুশীলদাকে রোহিণী রোডের মাঠে বললেন—স্বার্থপরতায় একটু ঢিলে হ'য়ে পরার্থপরতায় একটু শক্ত হওয়া লাগে। স্বার্থপরতাই স্বার্থের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। আমার স্বার্থ সিদ্ধ হয় পরকে দিয়ে। তাই পরকে যত আপন করতে পারব, পরকে যত বড় করতে পারব, ভাল করতে পারব, ততই আমি ভাল থাকব। স্বার্থপরতার নামে মানুষ বেকুব হয়, স্বল্পদৃষ্টি হয়, কিসে যে নিজের ভাল হয়, নিজেই বোঝে না।

৯ই আষাঢ়, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২৪।৬।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে এসে বসেছেন।

সুশীলদা (সেনগুপ্ত), মন্মথদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং উপস্থিত আর সবাইকে বললেন—ইষ্টার্থপূরণের সক্রিয় ধান্দায় যদি পেয়ে বসে, তার ভিতর-দিয়ে গ্রহদোষও কেটে যায়। কারণ, তখন গ্রহ আর তেমন প্রভাবিত করতে পারে না। সেই জন্য অনেকের উপর অনেক সময় বিশেষ-বিশেষ চাপ দিই। তখন ঐ ব্যাপারটা সমাধা না করা পর্য্যন্ত মনের মধ্যে সাধারণতঃ ঐ চিন্তা ও চেষ্টা লেগেই থাকে। ইষ্টার্থী ধান্দা সবসময় উৎকণ্ঠ আবেগের মতো লেগে থাকা চাই, যেন উদ্ব্যস্ত ক'রে তোলে। তার ফলে উদ্দীপনী আকূতি হয়, brain-cell (মস্তিষ্ক-কোষ) active (সক্রিয়) হ'য়ে ওঠে। ইষ্টভৃতি ঐভাবে না করলে ফল হয় না। রোজ করব, আরও, আরও করব—এই আকুল আগ্রহের ভিতর-দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মবৃত্তি বেড়ে যায় এবং ইষ্টার্থে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সূর্য্য ওঠার আগেই সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে ছাদে উঠে প্রভাতের ডগমগলাল সূর্য্যের আলো খালি গায়ে লাগাতে হয়, আর দূর

দিগন্তের দিকে চেয়ে দেখতে হয়। এতে শরীর ভাল হয় ও দৃষ্টিশক্তি বেড়ে যায়। সকালে একটু বেড়ানও ভাল। আগে বুড়োরা ঐ সব করতেন। ভোরে বেড়াতে-বেড়াতে বাড়ী-বাড়ী খোঁজ খবর নিতেন। 'ঊষা নিশায় মন্ত্রসাধন / চলাফেরায় জপ, যথা সময় ইষ্টনিদেশ / মূর্ত্ত করাই তপ।'

ঋত্বিক অধিবেশনে আসা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে (সেনগুপ্ত) বললেন—অধিবেশনে আসা ভাল, ওতে আত্মীয়তার বন্ধন বেড়ে যায়। সকলে বলবে 'আমার সুশীলদা, আমার সুশীলদা!' তুমিও আবার প্রত্যেককে ভাববে 'আমার অমুকদা! আমার অমুকদা!' এতে মানুষের প্রাণ কতখানি বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমরা এতদিন হনুমান পূজা করেছি, কিন্তু হনুমান আমাদের ভিতর গজিয়ে ওঠেনি। তার কারণ, আমরা প্রত্যাশাকেই পূজা করেছি। তাই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণ আমাদের ভিতর ফুটে ওঠেননি। আমরা নারায়ণ বাদ দিয়ে লক্ষ্মীর উপাসনা করতে চাই। তাই লক্ষ্মীও আমাদের বঞ্চিত করেন। কিন্তু নারায়ণের উপাসনা ঠিকমত করলে, তখন অতুল ঐশ্বর্য্যের উপঢৌকন আমাদের একটু কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য আকুল হ'য়ে ওঠে। আমরা না চাইতেও আমাদের আদেশের প্রতীক্ষায় থাকে। যাতে আমাদের কোনও কাজে লেগে সে ধন্য হ'তে পারে। গীতায় আছে 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম।' সামান্য-সামান্য প্রবৃত্তির টানও আমাদের অনেকখানি ক্ষতি করে।

মন্মথদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—তুমি হয়তো মনে করলে সুশীলের বাড়ী যাবে একটা কাজে। তখন হয়তো একজন একটা সিগারেট এনে দিল বা পান এনে দিল। সেইজন্য সেখানে ব'সে গেলে। তার মানে তোমার যাবার আবেগ ও আগ্রহটা ওখানেই অতটা খরচ হ'য়ে গেল ঐটুকুতেই। এমনি করেই আমাদের শুভসম্বেগ প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষীণ হ'তে থাকে ছোট-বড় আগন্তুক প্রবৃত্তি প্রলোভনের পাল্লায় প'ড়ে।

১১ই আষাঢ়, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ২৬। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোরে ক্যাস্টর ওয়েল খেয়ে সারা সকাল শুয়ে ছিলেন। আজ ডাঃ জে. সি. গুপ্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে আসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে মাঠে কেষ্টদাকে (ভট্টাচার্য্য) বললেন—মানুষের শরীর বুড়ো হ'য়ে যায় বটে, কিন্তু সত্তা বুড়ো হয় না। বেশী বয়স হ'লে বুদ্ধিটুদ্ধিও যে খুব একটা বাড়ে, তা' মনে হয় না।

১২ই আষাঢ়, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২৭। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে তারক মণ্ডলদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ডাল, তরকারী, ভাজা, টক, যাই খাও, তার মধ্যে যদি নুন না থাকে, তবে স্বাদ পাও না। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বামী যার যাই থাক না কেন ঊর্ধ্বে যদি একজন আদর্শ না থাকেন, তবে কাউকে উপভোগ করতে পারি না।

প্রফুল্ল—ইষ্ট আমাদের কাছে গৌণ হ'য়ে থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি যত গৌণ হন, ততই আমরা প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে থাকি। সুখের মধ্যেও সুখ পাই না, দুঃখের মধ্যেও সুখ পাই না। অনুরাগ থাকলে কষ্টের মধ্যেও মনে হয় সুখ।

সন্তান-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দা (গাঙ্গুলী)-কে বললেন—বংশপরম্পরা যেন একই লতার নানা বিস্তার।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের মাঠে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পূজনীয় সুধাংশুদা (মৈত্র) প্রমুখকে বললেন—মানুষের পিছনে লেগে না থাকলে হয় না। নিজে ঠিক থাকা লাগে। আর, মানুষের পিছনে লেগে থাকা লাগে।

পরে আবার বললেন—আমরা যত বিষয় পড়ি, জানি, সবই পরস্পর-সম্বন্ধ। জানাগুলি যখন একসূত্রসঙ্গতি নিয়ে সার্থকতায় দানা বেঁধে ওঠে পারস্পরিক পর্য্যায়-অনুক্রমিক সঙ্গতি ও যুক্তি-যোজনায়, তাকেই বলে ব্রহ্ম-জ্ঞান, বিজ্ঞান বা দর্শন যাই বল।

আমার মনে হয়, physics (পদার্থবিদ্যা) বাদ দিয়ে ভাল chemist (রসায়ন-শাস্ত্রবিদ) হওয়া যায় না। আবার, chemistry (রসায়নশাস্ত্র) বাদ দিয়ে ভাল physicist (পদার্থশাস্ত্রবিদ) হওয়া যায় না। শুধু এই নয়, সব-কিছুর সঙ্গেই সব-কিছু ওতপ্রোত জড়িত।

১৩ই আষাঢ়, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ২৮। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রফুল্ল, স্পেন্সারদা, ননীদা (চক্রবর্ত্তী), নিখিল (ঘোষ), মতিদা (কবিরাজ)-কে পা সোজা ক'রে বুড়ো আঙ্গুল স্পর্শ করতে বললেন। এঁরা সবাই পারলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বার-বার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পেটের স্থূলতার দরুন পারলেন না।

স্পেন্সারদা—স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা কি মাতাপিতার প্রতি ভালবাসার fulfilment (পরিপূরণ)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় তাই। অবশ্য, পুরুষের যদি মা-বাবার প্রতি ভালবাসা না থাকে, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি যদি খুব ঝোঁক দেখা যায়, তবে তাকে ভালবাসা না ব'লে যৌনলিপ্সা বলাই ভাল। কাম তখনই সুন্দর যখন তা' ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে শ্রেয়ানুরাগের ভিত্তির উপর দাম্পত্য প্রেম ও যৌন আবেগ, সেখানেই বিরাট মানুষের আবির্ভাব হয়। মেরী ও জোসেফের ভিতর-দিয়েই জেসাসের আবির্ভাব হ'তে পারে। অমনতর ভালবাসায় প্রবৃত্তিগুলি অনেকখানি সার্থকভাবে সুবিন্যস্ত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

গোলতাঁবুর খানিকটা দূরে একটা জায়গায় একটা কুকুর পায়খানা করল দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত মায়েদের মধ্যে একজনকে বললেন সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখতে যাতে কেউ না মাড়ায়। আবার, আর একজনকে পাঠালেন হেমগোবিন্দদাকে ডাকতে, যাতে তিনি ওটা পরিষ্কার ক'রে ফেলেন। যে মাকে ওখানে দাঁড়াতে বলেছিলেন, তিনি জায়গাটা সঠিক খুঁজে না পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে জানালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—'চল্ আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি'।—এই ব'লে তিনি নিজে উঠে সেই জায়গাটি দেখিয়ে দিলেন।

১৪ই আষাঢ়, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ২৯। ৬। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে ব'সে দীনবন্ধু দত্তদার কথা বললেন—ওর বাড়ীতে তরিতরকারী যাই হোক, সে যত সামান্যই হোক, তাই এনে দেয়। সামান্য জিনিস দিলে কে কী মনে করবে, সে-কথা ভাবে না। তার মানে, ওর দানের অহংকার নেই।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় পূজনীয় সুধাংশুদার (মৈত্র) সঙ্গে সাধনা ও জনন সম্পর্কে বললেন—মন যত সুকেন্দ্রিক হয় যোগ্য পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে, ব্যক্তিত্বও তত বেড়ে যায়। প্রবৃত্তিগুলি সার্থকভাবে সংহিত হ'য়ে ওঠে। সে ও তার সন্তান-সন্ততিও তাতে বিকাশ লাভ করে। এর ভিতর-দিয়ে গতিশীল শক্তিও বেড়ে ওঠে। ওকেই কয় তপঃপ্রভা।

১৭ই আষাঢ়, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ২ । ৭ । ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নতুন তাঁবুতে উপবিষ্ট।

বঙ্কিমদা (রায়) ও কতিপয় মা আছেন।

সমস্তিপুরের হরিনন্দনদা (প্রসাদ) আসলেন।

নন্দদা (ঘোষ)—সম্মানযোগ্য দূরত্বের কি কোন মাপ আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে যেমন খাটে, যাতে শ্রদ্ধা ও প্রীতি বজায় থাকে। বাপের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবধান যতখানি থাকে, শালার সঙ্গে ঠিক ততখানি থাকে না। কিন্তু সেখানেও মাত্রা ছাড়িয়ে হাল্কা হ'লে চলবে না। তোমার প্রতি যদি মানুষের শ্রদ্ধা না থাকে তবে তোমাকে দিয়ে তার উপকার হবে না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শ্রদ্ধা, ভক্তি, টানই মূল জিনিস। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, মায়ের সন্তানের প্রতি টান, সতী স্ত্রীর স্বামীর প্রতি টান, বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান— এই তিন টান একত্র হ'লে যতখানি টান হয়, ইষ্টের প্রতি যদি ততখানি টান হয়, তবে তাঁকে লাভ হয়। তখন প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ হয় স্বতঃই। তাঁর পরিপন্থী কিছুই ভাল লাগে না। ওই টানের উদ্বোধন যদি না হয়, তবে তুমি লাখ শাস্ত্র পড়, বিজ্ঞান পড়, গবেষণা কর, জানো—তার কোনও মানে হয় না, সেগুলি চরিত্রে ফুটে ওঠে না। জানাগুলি যদি ভক্তির ভিতর-দিয়ে, কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে, চরিত্রে মূর্ত্ত হ'য়ে, ইষ্টে সার্থক হ'য়ে না ওঠে—পরস্পর সঙ্গতি নিয়ে—তবে সে-জানার কোন দাম নেই। ওতে বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তির গায়ে হাত পড়ে না। অনুরাগ আসলে লোহাকে সোনা করে। 'কয়লা কি ময়লা ছোড়ে যব আগ করে পরবেশ।'

দেবেন রায়দা এসে বললেন—পটুয়াখালিতে একটা বাজে লোক ঋত্বিক ব'লে পরিচয় দিয়ে দীক্ষা দিয়েছে, লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যে দুষ্টু লোককে চিনতে পারি না, সেজন্য আমরাও কম দায়ী না।

শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—যারা না জেনে দীক্ষা নিল, তাদেরও কি দোষ হ'ল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা অজ্ঞাতবশতঃ যদি দোষ করি, সে দোষও আমাদের ছাড়ে না। দোষ মানেই শাতন।

শৈলেশদা—ভগবানের রাজত্ব যত বিস্তার হ'তে থাকে, শয়তানও কি তত তার পিছু-পিছু চলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাতন মনে করে, আমার রাজ্য তো গেল! ধর ওর গলা টিপে।

আবার, যখন প্রবৃত্তিগুলি সার্থক সমাবেশ-সঙ্গতি নিয়ে ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠে, তখনই শয়তান নরম হ'য়ে পড়ে।

১৮ই আষাঢ়, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ৩।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট। হরিনন্দনদা (প্রসাদ), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), সুধীরদা (বসু), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

হরিনন্দনদা প্রশ্ন করলেন—সগুণ-নির্গুণের সামঞ্জস্য কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর— নির্গুণ যখন প্রকৃতি-অনুধ্যায়ী হ'য়ে ওঠে, তখনই সগুণ হয়। পরমাত্মায় অনুস্যূত আছে পরাপ্রকৃতি। পরমাত্মার পরাপ্রকৃতির অনুধ্যান থেকে সৃষ্টি শুরু হল। আমরা সগুণের ভিতর-দিয়ে গেলেই নির্গুণকে ধরতে পারি। বাপের কাছে যেতে গেলেই মার ভিতর-দিয়ে যাওয়া লাগে। মা চিনায়ে দেবে উনি বাবা, তবে তো !

পার্শ্বনাথদা—সুকর্ম্ম কাকে বলে ? অন্যকে তৃপ্তি দেওয়াকেই কি সুকর্ম্ম বলা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকর্ম্ম তাই, যাতে মানুষের সু হয়। সত্তাপোষণী যা কিছু চিন্তা, ব্যবহার, তাই সুকর্ম্ম। যদি এমন কোন অসৎ কর্ম্ম থাকে, যা দিয়ে লোকের কল্যাণ হয়, তাও সৎকর্ম্ম। সত্য মানেও তাই। সত্যং লোকহিতপ্রোক্তং ন যথার্থাভি ভাষণম্।

কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উদ্ধবের গল্প বলছিলেন। তিনি কত বড় বুদ্ধিমান ভক্ত রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, তা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উদ্ধব, নারদ, বিদুর ইত্যাদিকে এমন ক'রে দেখানো হয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে ধারণা ছোট হ'য়ে গেছে।

কেষ্টদা—ওদের ম্যাদাটে ভক্তি ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি কখনও ম্যাদাটে হয় না। ভক্তি থাকলে পরাক্রম থাকবেই। দেখেন না, ফেচকে পাখী কেমন ক'রে টাবুর পিছনে লেগেছে ! তাকে যতি-আশ্রমে টিকতেই দেবে না। শোনেননি গরু কেমন ক'রে বাঘ মেরে ফেলে।

১৯শে আষাঢ়, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ৪।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), নিখিলকে (ঘোষ) সঙ্গে নিয়ে একটু বেড়াতে বের হন। মিত্র লজের কাছে এসে দেখেন, পাশের রাস্তা দিয়ে স্পেন্সারদা এগিয়ে আসছেন। স্পেনসারদাকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর দাঁড়ালেন। তাই দেখে স্পেন্সারদা দ্রুতপদে এগিয়ে এলেন।

স্পেন্সারদা কাছে আসলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চতুর্ভুজ কিছু মিল্ক কেক এনেছে। আমি তাকে তোমাকে কিছু দিতে বলেছি। এটা খুব বলকারক জিনিস, কিন্তু হজম করা কষ্ট।

এই সব কথা বলতে-বলতে রঙ্গনভিলার কাছে এসে পড়লেন। সেখানে আমগাছের ছায়ায় চেয়ার পেতে দেওয়া হ'ল। আস্তে আস্তে অনেকে এসে জড়ো হলেন। পূজনীয় খেপুদা এসে বসলেন।

খেপুদা বললেন—কাল রাত্রে রাস্তায় একটা সাদা সাপ দেখলাম। টর্চ ধ'রলাম, দাঁড়িয়ে গেল। লাঠি ছিল না, তাই কিছু করা যায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাঠি রাখিস না কেন ?

খেপুদা—এখানে নেই। আর অভ্যাসও নেই। ও এক হাঙ্গামা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাঠি রাখাই ভাল।

তখনই শ্রীশ্রীঠাকুর গোঁসাইদাকে বললেন—খেপাকে একটা লাঠি দেন না, ও গোঁসাইদা !

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে গোঁসাইদা বাজারে গেলেন লাঠি কিনতে।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ), উমাশঙ্করদা (চরণ) প্রমুখ আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে concentric (সুকেন্দ্রিক) থাকে, সে সব কিছুর মধ্যে থাকে, গুঁড়ো-গুঁড়ো হয় না। নইলে যে যতই বড় হোক সংসারের চাকার পেষণে গুঁড়ো হ'য়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। কেষ্টদা সুপ্রজনন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জিনগুলি পারম্পর্য্যানুপাতিক সাজানো থাকে, সেই বিন্যাস যদি বদলে দেওয়া যায়, তবে হয়তো চোখ দুটো বুকে এসে গেল। কানদুটো পাছায় এসে গেল। একটা লিচুকে তরমুজের মতো বড় করতে পার কিন্তু তাকে তরমুজ করতে পার না, যতক্ষণ বীজের জিন পরিবর্ত্তন করতে না পার।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে ব'সে শরৎদার (হালদার) সঙ্গে আলোচনা করছিলেন।

শরৎদা—গোড়ায় তো তিনি একা, তার ভিতর-দিয়ে সৃষ্টি হ'লো কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'স্ব অয়নস্যূত বৃত্ত্যাভিধ্যান তপস্যায় গতি ও অস্তি অধিজাত হইল।' Material world মানে motherial world (বস্তু জগৎ মানে মাতৃক জগৎ)।

যেমন আমি ছিলাম, বড় বৌ-এর ভিতর-দিয়ে বড় খোকা, মণি ইত্যাদিকে পেলাম। এরা হয়েও আমি আমিই আছি, আমি শেষ হয়ে যাইনি। যেমন একটা দীপ থেকে আর একটা দীপ জ্বালিয়ে নেওয়া হয়, তাতে তার কিছুই হয় না।

শরৎদা—আপনি তো অদ্বৈতবাদ মানেন। প্রকৃতি এলো কোথা থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁরই প্রকৃতি, প্রকৃতি তাঁতে অনুস্যূত। বৈষ্ণবরা বলেছে বেশ 'সে যে একলা থাকে না ভাই, যখন যেখানে থাকে সঙ্গে থাকে গো রাই।' শঙ্করের মতো অত জড়ান লাগে না; সহজ কথা।

শরৎদা—শঙ্কর ও বৈষ্ণবদের দুটো আলাদা বাদ হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না জানলে আমরা আলাদা করে ফেলি। যেমন ধর্ম্ম রাজনীতিকে আলাদা করে ফেলে, কিন্তু politics মানেই that which fulfils Dharma (রাজনীতি মানেই যা ধর্ম্মকে পরিপূরণ করে)। যে politics (রাজনীতি) তা' ক'রে না, তা politics নয়, pollutics (রাজনীতি নয় দূষণনীতি)।

শরৎদা বললেন—কোন বাদ একেবারে চলে যায় না। চার্বাককে বেশি লোক গ্রহণ করেনি, তবু তা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ, চার্বাক আমাদের মধ্যে আছে।

পার্শ্বনাথদা—সৃষ্টির পিছনে ব্রহ্মের উদ্দেশ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈষ্ণবরা বলে লীলা। আমি আছি, তুমি না থাকলে উপভোগ হয় না। পরাপ্রকৃতি ঈশ্বরে অনুস্যূত আছে, তাকে অবলম্বন ক'রে এক বহু হলেন।

কেষ্টদা—প্রকৃতির মধ্যে ভালবাসা জিনিসটা যেন ঠিক-ঠিক জাগেনি, পরস্পর পরস্পরকে যেন খেয়ে বাঁচতে চাচ্ছে, দয়া নেই। একটা আলোর কাছে দেখা যাচ্ছে বহুরকম পোকামাকড়, বিড়াল আসছে। একজন আর একজনকে খেতে যাচ্ছে। এর মধ্যে দয়া কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মধ্যে ভালবাসা সেখানে, যেখানে অন্যের প্রতি হিংসা প্রতিরোধ করে। সত্তার প্রীতি থেকে ওটা হয়। ওই সত্তা-প্রীতি যতই উন্নত হয়, ততই অন্যের উপরেও ভালবাসা ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। তখন দয়া, আত্মত্যাগ ইত্যাদি দেখা যায়। সৌরত-সন্দীপনা থেকেই প্রীতির উদয়। ওর ভিতর-দিয়েই আসে প্রীণন-পরিচর্য্যার আকুতি। জন্মের মূল থেকে শেষ পর্য্যন্ত ওই সৌরত সন্দীপনারই লীলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রমুখ কাছে

আছেন।

শিবকালীর তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কালী কালো, negation of all colours (সমস্ত রঙের বিলুপ্তি)। শিব সাদা, combination of all colours (সমস্ত রঙের সমাবেশ)। শিবের বুকে শ্যামা অর্থাৎ কালী। কালী হ'ল negative aspects of existence (সৃষ্টির নেতিবাচক দিক)। সৃষ্টির মূলে আছে কম্পন। এই কম্পনসৃষ্ট শব্দ যখন বলল, আলো হোক, তখন আলোর স্ফুরণ হ'ল। শব্দ জ্যোতিকে আহ্বান করল। আলোর যতখানি স্ফুরণ হবে, অন্ধকার ততখানি স'রে যাবে। এর মধ্যেই আছে সত্য, শিব, সুন্দর। শুভ সাত্ত্বিক যা, তাই সুন্দর। What is good to us is true to us. (যা' আমাদের কাছে শুভ, তাই আমাদের কাছে সত্য)। Beauty is truth, truthis beauty (সৌন্দর্য্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য্য)।

আমাদের চরম উপলব্ধি হয়, যখন আমরা ইষ্টের মধ্যে সব কিছু খুঁজে পাই। আমরা তখন দেখি, তিনিই যা'-কিছু হয়েছেন। এই উপলব্ধির মধ্যে-দিয়েই পৃথিবীর সব-কিছু explained (ব্যাখ্যাত) হয়।

আগে তখন যে কী দিনই গেছে, কী হবে তা' জানি না। কিন্তু একটা দুরাগ্রহ আগ্রহ নিয়ে নাম-ধ্যান, ভজন করেই চলেছি, এগিয়েই চলেছি। আজকাল শরীরের যা' অবস্থা, আগে যদি ওসব কথা না বলতাম, এখন আর বলতে পারতাম কিনা সন্দেহ। তথাকথিত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে অনেক জিনিস মিলত না। কিন্তু যেটাকে বোধ করতাম, সেটাকে সত্য না ব'লে পারতাম না। পরে ধাতুগত অর্থের দিকে নজর প'ড়ে বেঁচে গেলাম। দেখলাম সবই ধরা পড়ে, সবই ঠিক আছে। দরকার মতো নতুন শব্দ ব্যবহার করতে হবে। প্রফুল্লকেও তাই বলি।

কেষ্টদা—শরীরটা ঠিক থাকা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য বলি তো নিরামিষ আহারের কথা। আমিষ আহারে অনেকখানি ক্ষতি করে। যখন অভ্যস্ত থাকা যায়, তখন বোঝা যায় না, কিন্তু ওর প্রভাব হয়ই। বিজ্ঞান যাই বলুক, এটা আমার বোধ করা কথা। আমার মনে হয়, মাছ-টাছ যা' খেয়েছি, তা' যদি না খেতাম তবে শরীরের যে ক্ষতিগুলি হয়েছে, তা হ'ত না। এটা ঠিকই, আমরা যা' খাই, তা' শরীরে গিয়ে জান্তব কোষের উপাদানে পরিণত হয়ই।

কেষ্টদা—পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পর্য্যন্ত মাছ খেয়েও তো অতখানি সূক্ষ্ম অনুভূতি হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি একনাগাড়ে তো খাইনি। খেতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু খেতে পারিনি। ধরেছি, ছেড়েছি। মাছ খেলেই কেমন যেন সব ঝাপসা হ'য়ে যেত, কেটে-কেটে যেত। একদিন মাছ খেয়ে অন্তত চোদ্দ দিন পর্যন্ত তার প্রভাব থাকে। বারবার চেষ্টা ক'রে দেখলাম মাছ খেয়ে পারা যায় না।

২০শে আষাঢ়, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ৫।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসলেন এবং আপন মনে একটা গান গাইতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু গাইতে গিয়ে বুঝলেন গলাটা একটু ধরা আছে, তাই গাইবার আর চেষ্টা করলেন না।

সুরেশ ভাই (রায়) জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের বাড়ীতে শরিকরা ফাঁকি দিচ্ছে, কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্ব্যবহার করিস না, শক্ত থাকিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেশকে একটা গান গাইতে বললেন। সুরেশ 'বন্দেমাতরম্' গানটা গাইল।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—যা, এখনই মাকে গিয়ে প্রণাম ক'রে আয়। 'নমামি তারিনীং, বহুবল ধারিনীং, নমামি মাতরম্।'—এই ব'লে প্রণাম করবি। এখনই যা, এই পায়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে আয়।

২২শে আষাঢ়, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ৭।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

যতিবৃন্দ আছেন।

শরৎদা—চা খাওয়া কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চা খেলে নেশা যে হয়, তা' মনে হয় না। তবে ক্ষিদেটা নষ্ট হয়। ওতে ট্যানিন আছে, তা পেটের অনেক স্বাভাবিক নিঃসরণকে নষ্ট ক'রে দেয়, তাতে শরীরের কিছু ক্ষতি হয়। ওর চাইতে বরং একটু গরম দুধ বা কোকো খাওয়া ভাল।

যতীনদা (দাস)—ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অনেকে চা খায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা কলা খেলে হয়। তাতে শরীরেও আয় দেয়।

যতীনদা—দুধ দিয়ে কাঠবাদামের সরবৎ স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

২৩শে আষাঢ়, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ৮।৭।১৯৫১)

ঋত্বিক-অধিবেশন চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

যতিবৃন্দ ও অনেকে উপস্থিত।

যতি-আশ্রমের চারিপাশ ঘিরে শত শত দাদা ও মায়েরা সমবেত হয়েছেন। তাঁরা সবাই সতৃষ্ণ নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করছেন, দেখে যেন আশ মেটে না, অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন।

কাল টিপু (পূজনীয় কাজলভাইয়ের অ্যালসেসিয়ান কুকুর) মারা গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বারবার বলছেন—আমার মনটা ভাল লাগছে না, আমি ভুলতে পারছি না।

এরই মাঝে সকলের প্রার্থনাক্রমে আশিসবাণীটি দিলেন।

ঠিক সাতটার সময় প্রার্থনাদি শুরু হল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সমক্ষে সমবেত বিপুল জনতা যখন একাগ্র চিত্তে গভীর আবেগে ভক্তিযুত হৃদয়ে প্রার্থনা শুরু করলেন, তখন একটি সুন্দর আবহাওয়ার সৃষ্টি হল, একটা দিব্য অনুপ্রেরণা যেন ঢেউ খেলে যেতে লাগল। সকলেরই প্রাণ ভরপুর, আনন্দে ডগমগ।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) শ্রীশ্রীঠাকুরের আশিসবাণীটি পাঠ করলেন। আশিস-বাণী পাঠ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 'জনগণমন অধিনায়ক' গাওয়া হল।

কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

সেখানেও অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়াল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাদিকে গান গাইতে বললেন। সুধাদি পর-পর তিনখানি গান গাইলেন।

কেশবদা (রায়) জিজ্ঞাসা করলেন—Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) কাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বলতে বললেন।

প্রফুল্ল—আমি একটা সঙ্কল্প করলাম, দায়িত্ব নিলাম বা কথা দিলাম, তার উদ্‌যাপনের মাঝখানে যেটা এসে দাঁড়িয়ে সেই নিষ্পাদনকে ব্যাহত করল, তাই go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বড় বিশ্রী জিনিস। ও থাকলে চরিত্রে ঘুন ধরে যায়, আঁট থাকে না, ব্যক্তিত্ব ঢিলে হয়ে যায়। বহু গুণ আছে, অথচ সেইসঙ্গে যদি go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) থাকে, তা' হ'লে কিছুই করতে পারে না। Psychical consumption (মানসিক ক্ষয়রোগ)-এর মতো হয়। একজনকে হয়ত তুমি ছটা পয়সা দিলে পান

কেনার জন্য। পথে একটা গরিবকে সে পয়সাটা দিয়ে দিল। ভাল কাজে ব্যয় করলেও ওটা go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি)।

প্রফুল্ল—ধার দেওয়া-নেওয়ায় অনেক সময় go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি জীবনে কখনও ধার করিনি। একবার বাকিতে চাল নেওয়া ছাড়া। সেও জোর করে দিয়ে গেল। তাও সে চাইবার আগেই শোধ ক'রে দিয়েছিলাম।

কেশবদা—সংসার করতে গেলে তো ধার করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ধার করার অভ্যাস করেছ বলেই তোমার ধার করা লাগে। যদি এমনি মানুষের কাছ থেকে নিতে, আবার তাদের প্রয়োজনে বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে, দশগুণ করতে, তা' হ'লে ধার করার প্রয়োজন হ'ত না। মানুষই আমাদের সম্পদ। তাদের আপন ক'রে তুলতে পারলে, চাইলেই পাওয়া যায়।

সুরেনদা (বিশ্বাস) ও কেশবদা—তা' তো হয়নি। এ অবস্থায় না করলে কী করা যায়? সন্তান-সন্ততিকে কষ্ট দেওয়া কি উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমটা একটু কষ্ট হবে। তবে নিজে যোগ্য হও, সকলেরই যোগ্যতা বাড়াতে চেষ্টা কর, পরিবেশের মধ্যে বিস্তারলাভ কর।

কেশবদা—যে ধনী, তার তো আর পরের ধার ধারতে হয় না অত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ ছাড়া কারও কিছু করবার জো আছে? যে যত বড়, তার ভাগ্য পরিবেশের সঙ্গে তত জড়িত। তুমি তত বড়লোক, যত বেশি লোককে সেবা দিয়ে যোগ্য ক'রে তুলতে পার তুমি। বামুনের জৈবী-সংস্থিতি অমনতর।

সুধীরদা (চৌধুরী)—বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সেবার রকম তো আলাদা হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকের সেবা করবে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী।

কেশবদা—পুরোহিতের কাজে মানুষ অসম্মান বোধ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরোহিত হ'তে পারনি, তাই অগৌরব মনে কর। পুরোহিত কি কম জিনিস? সকলের হিতই সে ক'রে বেড়ায়, সকলের উন্নতির পথ-প্রদর্শক হ'য়েই চলে সে।

ভাটপাড়ার বলেনদা—তাতে তো অনেক জ্ঞান লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্ঞান কি এমনই আসে; তুমি বসে থাকবে, কেউ এসে ইঞ্জেকশন ক'রে জ্ঞান ঢুকিয়ে দেবে, তা' তো হয় না। ওই আকুতি থেকে খুঁজেপেতে, দেখেশুনে, ক'রে মানুষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলাভ করে।

হঠাৎ কেদারদার (ভট্টাচার্য্য) দিকে লক্ষ্য করে শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত কণ্ঠে বললেন

—কেদারদার মুখে হাসি ফুটে গেছে।

তারপর কেদারদা একটা উদ্ধৃতি প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিভুদা (ব্যানার্জি)-কে বললেন—জীববিদ্যা, জননবিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাল বই জোগাড় করতে হয়।

বিভুদা—করছি, কতকগুলি দিয়েছি।...একটা বইয়ে আছে, পিথাগোরাস, ইউক্লিড এ দেশে এসে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভেবে দেখ, সেই ভারত আর এই ভারত, কতখানি তফাত। আজকাল আমাদের ভারতের কর্ণধার যারা, তারাই জানে না ভারত কী ভারত ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিখিল (ঘোষ)-কে হাউজারম্যানদার খোঁজ নিতে বললেন ফোনে।

অহিভূষণদা (প্রধান)—পরমপিতাকে পেয়েও তেমন উন্নতির পথে চলতে পারি না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাওয়া মানে কী ?

অহিভূষণদা—এই যেমন আপনাকে পেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা মা-বাপ, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র কাউকে পাই না, সে যতক্ষণ আমার অন্তরে আধিপত্য সৃষ্টি না করে, ধান্দা হ'য়ে না ওঠে। তাকে পাওয়ার পথ পেয়েছ, করলেই হয়। গুরুগোবিন্দ বলেছিলেন, 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগ রে সকল দেশ।' আমরাও তেমনি বলব 'তাঁর জীবনে লভিয়া জীবন জাগ রে সকল দেশ।'

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। তিনি বললেন—সবাই বলছে, ছোট-ছোট বৈঠকগুলি খুব ভাল হয়েছে। বড়খোকাও নাকি খুব ভাল বৈঠক করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবছি হাউজারম্যানের কথা। তার গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে আসবার কথা ছিল, আসল না কেন ?

পরে কাপুরদাকে বললেন—তুমি ব'লে কাল খাওনি ? না খাওয়া কিন্তু ভাল নয়, শরীর খারাপ হ'য়ে পড়ে।

বৈকুণ্ঠদা (সিংহ) একটা সুটকেসে ভরে অভ্র এনেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেটা হরিপদদাকে দিতে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিপদদাকে বললেন—এই অভ্র দিয়ে ভস্ম হয়। ওইগুলি রেখে সুটকেসটা ওকে দিয়ে দে।

এখনকার মত সভা ভঙ্গ হলো।

রাত্রে যতি-আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর সমক্ষে কর্ম্মী বৈঠক হ'ল।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—কিভাবে চলব, কী বিশেষ করণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই করতে চাই, ইষ্টার্থপরায়ণ যদি না হই, ইষ্টস্বার্থই যদি আমাদের স্বার্থ না হয়, go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) যদি না যায়, চরিত্রের ভিতর-দিয়ে ইষ্টার্থী জলুস যদি ফুটে না বেরোয়—বাক্যে-ব্যবহারে, চাল-চলনে, তবে কিছুই পারব না। চল্লিশ জন কর্ম্মী চেয়েছিলাম, তা' এতদিনে জোগাড় করতে পারেননি, তার মানে go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি)। চরিত্রের জলুস এখনও তেমনতর দেখা দেয়নি, ইষ্টার্থপরায়ণতাও কাটা-কাটা। তা না হলে পার না কেন? বাংলার দুনিয়া থেকে মানুষ নিঃশেষ হয়ে গেছে, ভাবতে ইচ্ছা করে না।

আমরা পরমপিতাকে ভাঙিয়ে খাই, নিজেদের ভাঙিয়ে তাতে সন্নিবিষ্ট হই না। এভাবে চললে সমাজরাষ্ট্রের ভিতর কিছু ক'রে উঠতে পারব না। ঋত্বিকরা farce (তামাসার পাত্র) হ'য়ে যাবে। লোক-শিক্ষকদের মধ্যে যদি অসঙ্গতি থাকে, তাদের কথা কাজে মূর্ত্ত হয়ে উঠবে না, তাদের গুরুগৌরব ব'লে কিছু থাকবে না। আমাদের স্বার্থ মানুষ, মানুষই আমাদের টাকা, পয়সা, সম্পদ। মানুষের জীবন, মানুষের সুখ, মানুষের স্বস্তি, আয়ু আমাদের সম্পদ। দীক্ষা দিয়ে খোঁজ নিলাম না মরল কি বাঁচল, এতে হয় না। বেমোড়ে যারা আছে, তাদের যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলাম, তা' হ'লে কিছু হল না। ফলকথা পেছটানের প্রতি উদাসীন হতে হবে। মানুষ যে তাঁর দিকে চলতে চায়, সেই চলাটাকে যতটা উস্কে দিতে পারব, ততই আমাদের লাভ।

ঋত্বিকদের চরিত্রের দোষের কথাও অনেক আমার কানেও আসে। সেগুলি শোধরাতে হবে।

মাছ-মাংস যে কর্ম্মীরা খাচ্ছে, প্রকৃতিই তাদের খাবে।

সুরেনদা—ঋত্বিকের দোষ থাকলে সেটা মানুষকে ধরানো কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Harmful (ক্ষতিকর) না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকাশ করবে না, অন্যায় তো অনেকেই করে।

চেষ্টা করবে যাতে কনফারেন্সে বহু লোক সমাগম হয়।

বৈঠক যত বেশি হয়, বিহার বা সৎসঙ্গ যত বেশি হয়, তত ভাল।

মানুষ যদি মানুষকে না পায় আপনার ক'রে, সে যাবে কোথায়?

সুরেনদা—জনসেবার উপর অনেকে জোর দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবা খুব ভাল, সেবার ভিতর-দিয়ে ইষ্ট প্রতিষ্ঠা, আদর্শ প্রতিষ্ঠা না

করলে কাজ হবে না। কর্ম্মীরা নিজেরা যদি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতিপরায়ণ না হয় অন্যকে করাবে কিভাবে?

ঋত্বিক ও কর্ম্মীদের এ জাতীয় অনেক নির্দ্দেশই শ্রীশ্রীঠাকুর দিলেন।

সর্বোপরি শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজেদের জন্য যেমন করি, মানুষের জন্যও তেমন না করলে হবে না।

অহিভূষণদা—বৈঠকের পদ্ধতি কেমন হবে? এখন তো শুধু কীর্ত্তন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈঠকগুলিতে আমাদের করণীয়গুলি সঞ্চারিত করা লাগবে। অনুবর্ত্তন যদি না থাকে, তবে কীর্ত্তন শুধু কি করতে পারে? যেখানে ঋত্বিকদের সবগুলি অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভব না হয়, সেখানে যেগুলি চলছে, সেগুলি বন্ধ না ক'রে অন্যের উপর পরিচালনা করার ভার দিতে হবে।

তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—দীক্ষার ন্যূনতম বয়স কত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাঁচ বছর বয়েস হলে শুধু নাম ও ইষ্টভৃতি দেওয়া যায়। পরে বড় হ'লে পুরো দীক্ষা দিতে হয়। ইষ্টভৃতির মতো পিতৃভৃতি মাতৃভৃতি করান লাগে। তা' না হ'লে পারিবারিক সংহতি হয় না। তাদের মানুষ করতে নিজেরা মানুষ হওয়া লাগে। বিয়ে-থাওয়াগুলি যাতে ঠিকমত হয়, সেদিকে নজর দেওয়া লাগে। ঋত্বিকী যাতে চারায়, তাও দেখতে হয়। কর্ম্মীদের মধ্যে পারস্পরিকতা খুব দরকার।

এইরকম আরও কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্নোত্তরের পর সান্ধ্য-বৈঠক সমাপ্ত হলো।

২৪শে আষাঢ়, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ৯।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

শরৎদা—কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে যদি নির্ভর করা যায়, তবে সবই তো পূর্ব্বনির্দ্ধারিত বলা চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ভিতর বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধি দিয়ে সে অনেক কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করতে পারে। উড়োজাহাজ ছিল না। পাখি উড়তো, তাই দেখে বোঝা গেল ওড়ার যন্ত্রও ওইভাবে আবিষ্কার করা যায়। মানুষ তাই করল। বুদ্ধির প্রয়োগ নানাভাবে করতে লাগল। তাই সম্ভাব্যতা অফুরন্ত।

ভোলানাথদা (সরকার) ও পাঁচুগোপালদা (মুখোপাধ্যায়) আসলেন।

পাঁচুগোপালদা বললেল—এমনি বেশ থাকি, হঠাৎ মাঝে-মাঝে খুব বিষাদ আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের অসঙ্গত প্রবৃত্তির দরুন depression (অবসাদ) আসে, ওতে গা ঢেলে দিতে নেই। যা'-কিছু অসঙ্গতি আছে, তাকে ইষ্টার্থে সঙ্গত ক'রে

তোলাই এর প্রতিকার। আমারও কত অমন হয়েছে। যখন অমন হয়, তখন ভাবতে হয়, আমার ত্রুটি কোথায়? আর, তা খুঁজে বের ক'রে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ফেলতে হয়। এমনি ক'রে বিজ্ঞতা আসে, প্রজ্ঞা আসে, sublimation (ভূমায়িতি) আসে। প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য অমনি ক'রে দেখা যায় এবং সবগুলি একসূত্রে সংগত হ'য়ে ওঠে।

পাঁচুগোপালদা—আমাদের সংগঠনের একটা ধারা থাকা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি ঋত্বিক চাই যারা এইভাবে ভাবিত হবে। সর্ব্বত্র যুগপৎ কাজ করা চাই। শিক্ষা এমন ক'রে দিতে হবে যা' সত্তাসংগত হয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ চাই যারা রাষ্ট্র বা শাসনসংস্থার দাস হবে না। চাণক্যের মতো লোক চাই। পূর্ব্বতন মহাপুরুষদের মানা চাই। দীক্ষা এন্তার বাড়ান চাই। চাই কর্ম্মী, চাই লোকসংগ্রহ।

এরপর কেদারদা (ভট্টাচার্য্য) সুপ্রজনন সম্বন্ধে কয়েকটা উদ্ধৃতি প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা অনেকসময় মনে করি যে, প্রজনন-ব্যাপারে জীবজন্তুর বেলায় যে জিনিসটা খাটে, মানুষের বেলায় তা' খাটবে কেন? কিন্তু এটা বুঝি না যে, মানুষও তো একটা জীব। তাই বিভিন্ন জীবজন্তুর প্রজননে এতখানি উৎকর্ষ সাধন ক'রেও মানুষের ক্ষেত্রে তা' করতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে বললেন—আমরা যদি বিপদের থেকে উদ্ধার পেতে চাই তাহ'লে মুখে-মুখে, কাগজের ভিতর-দিয়ে, সিনেমা-নাটক-নভেলের ভিতর-দিয়ে যাজন চালান লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে রোহিণী রোডের পাশে মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট। হরিনন্দনদা (প্রসাদ), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), সুধীরদা (চৌধুরী), অখিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়), অজয়দা (গঙ্গোপাধ্যায়), অনিলদা (সরকার), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), লালমোহনদা (দাস), পরমেশ্বর ভাই (পাল) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দিন তো চলে যাচ্ছে, এখনও চল্লিশ জন জোগাড় হ'ল না। নূতন যে ধরনের কর্ম্মীই পাওয়া যাক, তাদের তৈরি করতে হবে। তথাকথিত নামজাদা লোক দিয়ে হবে না। সুষ্ঠু কুলসংস্কৃতি চাই। তোমরা যদি ঠিক হও, তাহ'লে তোমরাই অনেক কিছু পার। শুধু ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশই নয়, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে এ সব ছড়িয়ে দিতে হবে। পিছটান থাকলে চলবে না। সারা দুনিয়ার আজ দুর্দ্দিন, তার নিরাকরণ করতে হবে। সংকল্প নিয়ে লাগা লাগে এই term-এর (তিনমাসের) মধ্যেই চল্লিশ জন জোগাড় করব। তোমরা পড়াশুনা ভাল ক'রে করবে যাতে সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে তোমাদের ভাবধারার সমর্থন সংগ্রহ করতে

পার। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার ধান্দা সব সময় লেগে থাকা চাই।

২৫শে আষাঢ়, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১০।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে কিছুসময় যতি-আশ্রমে ছিলেন। সেখান থেকে পূজনীয় বড়দার বাড়ী নড়ালে আসলেন। তাঁর আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে বহু মানুষেরই সমাবেশ হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সংকল্পবন্ধ কর্ম্ম-সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন। তারপর প্রকাশদাকে (বসু) বললেন—করবি তো এইভাবে? চলবি এইভাবে? যদি তাই এসে থাকে, তবে পয়সাকড়ি পাবে না, এখনই আধ ঘণ্টার মধ্যে রমণের মার জন্য পঁচিশটা ভাল আম নিয়ে আস।

প্রকাশদা—আধ ঘণ্টার মধ্যে বাজার থেকে কিনে ফেরাই তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তার মানে উদ্দেশ্য আছে, ইচ্ছা নেই।

টাটানগরের সতীশদা (সরকার) যাবার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গেলেই হবে। যত সময় থাকা যায়, সেই তো ভাল। এই ব'লে গান ধরলেন—'মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখবাঁধা বলদের মতো।' আসছেন, চ'রে-ব'রে খান, তারপর একান্ত যখন যাওয়াই লাগে, যাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলমা ও রমণদার মা সম্বন্ধে বললেন—ঐ রকম Clown (ভাঁড়) দুই-একজন থাকা মন্দ নয়। ঝগড়া-টগড়া করে, একটু বেশ তামাশা মতো হয়।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—আপনি তো বলেন এভাবে ব্যস্ত রাখা একটা চিকিৎসা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তাও বটে, দুই-ই। রমণের মা যদি এই সব না করত, তবে হেগে মরত।

সকলে বললেন—হ্যাঁ! ওই শরীর খুব ভাল হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে ফিরে এসে বড়াল-বাংলোর গোলতাঁবুতে বসলেন।

কাপুরদার সঙ্গে কথা হচ্ছিল কেমন ক'রে ইষ্টপ্রাণতা বাড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আদর ক'রে তার চিবুক স্পর্শ ক'রে বললেন—লক্ষ্মী যত করবে, তত হবে!

সেই স্নেহস্পর্শে কাপুরদা যেন আবেগে ভেঙে পড়লেন। উপুড় হ'য়ে পড়ে কেবল কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগলেন—দয়া করুন! দয়া করুন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তা তো আছেই। Rise up and roll on (ওঠ, এগিয়ে চল)।

এরপর নবদ্বীপের সন্তোষদা (মুখোপাধ্যায়) পাঞ্জা নিতে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি পুরনো মানুষ, ভাল ক'রে লাগ, প্লাবন এনে দাও। আর, ঋত্বিক-মানুষ, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, কথা-বার্ত্তা, চরিত্র সব ঠিক করা লাগে—যাতে তোমাদের জলুসে মানুষ আলোকিত হ'য়ে ওঠে। কতজনে হয়তো টাকা-পয়সা রাখতে দেবে বিশ্বাস ক'রে, কত মেয়েছেলে আসবে তোমাদের কাছে, খুব সাবধান! বামুনের ছেলে, বামুন কাকে বলে, চরিত্র দিয়ে দেখান লাগে। খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার হ'তে হয়। সদাচার মেনে চলতে হয়।

রমণদার মা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নানা লোকের বিরুদ্ধে নানা অনুযোগ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই করুক, তোমার শরীর কিন্তু খুব ভাল হয়েছে।

রমণদার মা—অনেকে বলে, আমার শরীর দুর্ব্বল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিসের দুর্ব্বল, আম আনতে দিয়েছি পঁচিশটা।

মায়া মাসিমা বললেন—শৈল রমণের মার সাথে পারেই না, ওর কী শক্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-কথা শুনে আমি খুব খুশী হ'লাম।

রমণদার মা হেসে-হেসে নিজের বীরত্বের কথা বলতে লাগলেন।

হরিনন্দনদাকে (প্রসাদ) একটা লেখা প'ড়ে শোনান হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বললেন—কৃপাসিদ্ধ, স্বপ্নসিদ্ধ ইত্যাদি বলে। তার মানে কোনও সক্রিয় ভাব ও মেজাজটা আসলে সহজেই লহমাতে তা' রপ্ত হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বললেন—পঁচাত্তর লক্ষ স্বস্তিসেবক জোগাড় করতে পারলে দেশ ও দুনিয়ার হাল ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর নলিনীদাকে (মিত্র) হরিনন্দনদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নলিনীদা—আগে যেমন সহজ বল-বিশ্বাস ছিল, এখন তেমন আসে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েদের অনেকের যেমন আলাপাতায় অভ্যাস থাকে, না পেলে যেন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগে। একবার কেউ যজন-যাজন মুখর হ'য়ে ছেড়ে দিলে অমনি হয়। Concentric (সুকেন্দ্রিক) চলনাকে ছাড়তে নেই।

নলিনীদা—মানুষের আত্মার ক্ষুধা আছে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জলের মধ্যে প'ড়ে যখন জীবনের ভয়ে পালাচ্ছিলে দাঙ্গার সময়, তখন তো আত্মার ক্ষুধা জেগেছিল। এখন তো আর তেমন গরজ নেই, তাই বৃত্তির ক্ষুধা জেগেছে।

প্রফুল্ল অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে প'ড়ে শোনাল আগামী একশো বছরে বিজ্ঞানের উন্নতি কতদূর হবার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো ঠিক, কিন্তু আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততির ভিতর-দিয়ে

নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে থাকব কিনা, তাই ভাবি।

রতনদা (সাহা) রমণদার মার জন্য পঁচিশটা বড় ফজলি আম নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লাসভরে ব'লে উঠলেন—জয়গুরু, মহেশ্বর। তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়।

আমের ঝুড়ি ধ'রে রমণদার মাকে দেওয়া হল। সকলে খুব আনন্দ করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে উঠে স্নান করতে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় ব'সে জনার্দ্দনদাকে (মুখোপাধ্যায়) বললেন—ভাবসিদ্ধ হওয়া লাগে, তাহ'লে ভাল বক্তা হওয়া যায়। ধর, তুমি একটা বিপর্য্যয়ের চিত্র আঁকছ। তখন-তখনই তোমার কথা, চেহারার ভিতর-দিয়ে সেই ছবি ফুটে ওঠা চাই। বিষাদের কথা বলছ, তখন-তখনই সেই ভাব ফুটে ওঠা চাই। কথা, চাউনি, রকম ভাবটাকে অভিব্যক্ত করা চাই। ভাবটা না আসলে সে-জাতীয় কথাই বেরোয় না। নীলদর্পণে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর পার্ট দেখে বিদ্যাসাগর নাকি চটি ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

শরৎদা (হালদার)—সিসারোর বক্তৃতা শুনে সবাই বলত, কি সুন্দর! কি সুন্দর! আর, ডেমোসথেনিস-এর বক্তৃতা শুনে সবাই বলত আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। আমরা যদি নিজেদের চাপাতে চাই, তাহ'লে পারব না। কিন্তু বক্তব্য বিষয়টা যদি সঞ্চারিত করতে চাই তবে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে যায়, তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু যারা ইষ্টপ্রতিষ্ঠা করতে যায়, ইষ্টপ্রতিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে সহজেই তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় এবং তাতে ঝুঁকি থাকে না।

তপোবনের শিক্ষকদের শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছাত্রকে শেখাতে গেলে নিজেদের হওয়া লাগে। নিজেদের শ্রদ্ধা, সুকেন্দ্রিক ভাব ছাত্রদের মধ্যে যত সঞ্চারিত হয়, ততই শিক্ষার বনিয়াদ ঠিক হয়। শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়েই চারিত্রিক সঙ্গতি আসে। যা' [illegible]খছি, তার তাৎপর্য্য কী, তা' কেমন ক'রে সত্তাপোষণী ক'রে তোলা যায়, আদর্শ, [illegible]র্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠায় লাগান যায়, সেটা দেখাতে হয়। তাহ'লে ছাত্রদের আমরা পাব, দেশও পাবে তাদের। সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখেও এমনতর মিষ্টি অথচ শ্রদ্ধার্হ হ'তে হয় যাতে বাপ-মা থেকেও পছন্দ করে শিক্ষককে। হাতে-কলমে ধ'রে অভ্যাস গঠন করান লাগে। নিজে না করলে হয় না। আদর্শ বা পিতামাতার কথা বলতে-বলতে আমার ভাবানুকম্পিতা বা ভাববিহ্বলতা আসল না, তাতে তাদের প্রাণ স্পর্শ

করতে পারব না।

আমাদের পড়ার বই লেখা লাগে তিনবছরে ম্যাট্রিক দেবার উপযোগী ক'রে। তার ভাষা সেইরকম করা লাগে। সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক course (পাঠক্রম) হওয়া চাই।

হেমদা (রায়চৌধুরী)—এখন পাঠক্রম বড়, তিন বছরে পারা যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে তো পারা গেছে। যাহোক, বইগুলি আমার কাছে নিয়ে এস, আমি দেখব।

গল্পগুলি ও সাহিত্যের কতকগুলি উপকরণ আছে, ওগুলি সংক্ষিপ্ত ক'রে নিয়ে আসা যায়। আমি ইংরেজি গ্রামারের একটা map (মানচিত্র) করেছিলাম। Noun (বিশেষ্য) ক'লাম কেন, adjective (বিশেষণ) জিনিসটা কী, সব বোঝা যেত।

আগে ছেলেরা পায়খানা সাফ করত, বাসন মাজত, টিউবওয়েল করত, সুরকি ভাঙগত। মোগল যুগের ইতিহাস হয়তো সুরকি ভাঙগার সময় গান গাইতে-গাইতে শিখত। বাগান করত, নিজেদের কাজ নিজেরা করত, খাওয়া-দাওয়া সরল ছিল। কাজের ভিতর-দিয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখত। ম্যালেরিয়া তো প্রায় চ'লেই গিয়েছিল। একজন নামকরা শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছেলেদের কৃচ্ছ্রতা পছন্দ করতেন না। আমিও ছেড়ে দিলাম। তাতে পাশের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক দাঁড়াল। শিক্ষা জিনিসটা হ'ল শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আচার-আচরণ-অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে বোধ, বিবেচনা ও চরিত্রে এনে দেওয়া।

রমণদার মাকে দূর থেকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহভরে ডেকে বললেন—আম খাইছ ?

রমণদার মা—না খাইনি, বেশীর ভাগ ডাব আম। একটা বেছে রেখে এসেছি, রাত্রে খাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই তো ভাল, কিছুদিন রেখে খেতে পারবে।

এরপর রমণদার মাকে নিয়ে কিছুক্ষণ রহস্যালাপ চলল।

২৬শে আষাঢ়, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ১১।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নড়ালের বাড়ি আসলেন। দিনটা মেঘলা-মেঘলা। রোদ ওঠেনি। কাল বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। ঠাণ্ডা আবহাওয়া। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতি শান্ত। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বারান্দায় চেয়ারে বসলেন। শ্রীশ্রীবড়মা ওপাশে আর একখানা চেয়ারে বসলেন। পূজনীয় বড়দা, হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য) সহ কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ উপস্থিত। সবাই চুপচাপ ব'সে। অনেকেই কতকটা ধ্যানরত। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে এক-আধটা কথা বলছিলেন। কিরণদা (মুখোপাধ্যায়)

আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—কিরণ, ঐ গানটা গা তো।

কিরণদা—কোন্‌টা ?

কেষ্টদা—'একলা চল রে।'

কিরণদা গাইতে শুরু করলেন। একপদ গেয়ে ঠেকে গেলেন, অন্যপদগুলি মনে ছিল না, তাই গান থেমে গেল।

কেষ্টদা—আমার মনে হয়েছিল না দেখে পারবে কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও তাই মনে হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বড়দাকে বললেন—সেই বন্দুকটা তো দেখালি না ?

পূজনীয় বড়দা বন্দুকটা এনে ফিট ক'রে কিভাবে ছুঁড়তে হয় দেখালেন।

এরপর কিরণদা বই এনে বই দেখে গানটা গাইলেন।

গানটা গাইবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সানন্দে শুনলেন। গাওয়ার পর বললেন—গান খুব ভাল, কিন্তু গোল করলি।

কেষ্টদা মোর্জার্ট-এর কনসার্ট-এর কথা বললেন। সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—জাতির উন্নতির জন্য ঐ ধরনের music (সঙ্গীত)-এর কি প্রয়োজন আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী যে প্রয়োজন নেই, তাই তো বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে এসে বড়াল-বাংলোয় গোলতাঁবুতে বসলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হিন্দুঘরে প্রথা আছে, মেয়েদের নেশা-ভাং, পেঁয়াজ-রশুন, মাছ, মাংস, বিশেষ ক'রে মাংস খেতে দেওয়া হয় না। তাতে progney (সন্তান-সন্ততি) খারাপ হবার সম্ভাবনা আছে। আর তাদের সব সময় engaged (নিযুক্ত) রাখা লাগতো বার মাসে তের পার্ব্বণের ভিতর-দিয়ে।

শৈলেশদার (বন্দ্যোপাধ্যায়) ছেলে—ঠাকুর ! আমার গুরু হয়তো আমাকে একটা কাজ দিলেন এবং ব'লে দিলেন, পথে কোথাও দেরী না ক'রতে। কিন্তু আমি রাস্তায় যদি দেখি যে একজন জলে ডুবে মরছে, সেখানে আমি তাকে বাঁচাব, না চ'লে যাব। বাঁচাতে গেলে তো গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করা হয়। আবার, না বাঁচালে তো সে ম'রে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা জীবন-সংশয় ব্যাপার। ওখানে তুমি তাকে আগে বাঁচাবে, তারপর গুরুর কথা পালন করবে। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে জীবন যেখানে বিধ্বস্ত হয়নি, সেখানে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন ক'রবে না। আর ধর, একটা যুদ্ধ বেধেছে, সেখানে

তোমার গুরু পাঠালেন একটা কাজে, পথে দেখলে যে একটা লোক মারা যাচ্ছে, তখন তুমি তাকে বাঁচাতে গেলে, তার ফলে হয়তো একটা বিরাট কাজের ক্ষতি হ'য়ে গেল। বহুলোকের মৃত্যুর কারণ হ'য়ে গেল তোমার ঐ একজনকে বাঁচাতে যাওয়ার দরুন বিলম্বে। সেখানে তা ক'রতে যাওয়া কিন্তু ঠিক নয়।

২৭শে আষাঢ়, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ১২। ৭। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

মেদিনীপুরের পরমেশ্বরভাই (পাল) বলছিলেন যে, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ভিতর আমি বাস ক'রতে চাই। তুমি আমাকে বুঝবে, নেবে, তোমার জীবন আমাকে ফুটিয়ে তুলবে—এই তো চাই। তুমি evolve কর (বিবর্ত্তিত হও), concentric (সুকেন্দ্রিক) হও। তোমার জীবন সকলকে আলোকিত ক'রে তুলুক। তুমি বীর্য্যবান হও। তুমি মাহিষ্যের সন্তান। তোমার ইষ্টার্থপ্রাণতা তোমার আভিজাত্য ও বীর্য্যবত্তাকে dazzling (জ্বলজ্বলে) ক'রে তুলুক—তা' না হ'লে আমার সুখ কিসে?

পরমেশ্বরভাই—আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ কি? আশীর্ব্বাদ তো বাইরের জিনিস, আমার অন্তরের আকূতি।

তোমার প্রকৃত স্বার্থ ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে পরিবেশকে যোগ্য ক'রে তুলে, উন্নত ক'রে তুলে, সংহত ক'রে তুলে, concentric (সুকেন্দ্রিক) ক'রে তুলে, তার ভিতর-দিয়েই তা' সিদ্ধ হবে। তোমার ব্যক্তিত্ব প্রসার লাভ করবে। 'হায় সে কি সুখ……জনতার মাঝে ঝাঁপায়ে পড়িতে, রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে, অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ন ছুরি।'

প্রত্যেক মানুষের বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গতে নেই। যে ধান তৈরী করে, fountain pen করে, ব্যবসা করে, প্রত্যেকের service (সেবা)-ই তুমি পাচ্ছ। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে সংহত ক'রে সমাজকে যদি adjust (নিয়ন্ত্রণ) কর বর্ণাশ্রমের ভিত্তির উপর, সকলেই বাঁচবে।

প্রত্যেকের সৎস্বার্থকে তোমার মতো ক'রে দেখবে। সত্তাপোষণী স্বার্থ। কেউ হয়তো মেয়েছেলে বের করার ধান্দায় থাকে, তার স্বার্থ দেখতে গেলে চলবে না। পরাক্রমের সঙ্গে সেখানে তোমার অসৎ নিরোধ করা চাই।

পরমেশ্বরভাই—আমার খুব সর্দ্দি-কাশি হয়। মাঝে-মাঝে ভয় হয়, মরে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মরে যাবে কেন সাধারণ সর্দ্দি-কাশি যদি হয়, তবে পুদিনা, শুলপো ও ধনে পাতার চাটনী ক'রে খেলে হয়।

শরৎদা (হালদার)—প্রতিলোম জাতকের ভাল হ'তে পারে কি না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—'চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ'। ভাবি সৌরত সন্দীপনা যদি জাগান যায়। সৌরভ-সন্দীপনার অসাধ্য কোন কাজ নেই। সৌরত সন্দীপনাই exception (অসাধারণ)-এর সৃষ্টি করে। Concentric (কেন্দ্রায়িত) সৌরত সন্দীপনা অকামও ক'রতে পারে, ভাল কাজও ক'রতে পারে। সেটা কেন্দ্রের উপর নির্ভর।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদা (হালদার), কালিদাসদা (মজুমদার), সুরেনদা (বিশ্বাস), নরেনদদা (মিত্র), হরিদাসদা (সিংহ), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—যতক্ষণ আত্মস্বার্থে এতটুকু লক্ষ্য আছে—ততক্ষণ প্রেম হবে না। প্রেম মানে প্রীণন-বুদ্ধি। প্রীত হওয়া নয়, অন্যকে প্রীত করা। প্রেম হ'লে পরাক্রম হয়।···লক্ষ্মী নারায়ণের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী হ'তে পারেন। কারণ, তিনি নারায়ণের সেবা করেন। লক্ষ্মীকে দেখা যায় নারায়ণের পদসেবা করছেন। মানে যেখানে নারায়ণ সেখানেই লক্ষ্মী। নারায়ণ মানে সত্তাসম্বর্দ্ধনী গণহিত যেখানে, সেখানেই লক্ষ্মী। সে তো একলা থাকে না ভাই।···নারায়ণী চলন-সেবা না হ'লে নারায়ণী চরণ-সেবা হয় না।

কালিদাসদা—অনুরাগের আবির্ভাব হ'য়ে আবার থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা ভাববিহ্বলতা। অনুরাগ হ'লে unrepelling (অচ্যুত) হয়, টলে না। চল্লিশ জন, চল্লিশ জন করি, তোমরা মানুষ হ'লে চল্লিশ জন লাগবে না। তোমরাই যথেষ্ট। তোমরাই সব পারতে, লোকগুরু হ'য়ে পড়তে।

সুরেনদা, কালিদাসদা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অসঙ্গতি, দোষদর্শন, পরের সমালোচনা ইত্যাদি প্রবৃত্তির বিষয়ে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিভাবে চলি, লোকের সঙ্গে ব্যবহার করি, কিভাবে কথা বলি, দেখতে হয়। প্রীতি থাকলে কথাও বেরোয় তেমনতর। তাতে মানুষ বোঝে, মঙ্গল হয়।

কালিদাসদা অন্নভোগ নিবেদন সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজন যখন নিবেদন করে, ধ'রে নেওয়া যায় যে সে ইষ্টার্থপরায়ণ ও সদাচারী হ'য়েই দেয়। অন্য বুদ্ধি সাধারণতঃ থাকে না। সেটা কল্পনার ব্যাপার। তাতে সদাচার-বিরোধী কিছু আসবে কি ক'রে? কিন্তু বাহ্যিকভাবে যখন সরাসরি

কাউকে কিছু নিবেদন কর, তখন খুঁটিনাটি সদাচারের নীতি মানা খুবই প্রয়োজন।

সুরেনদা—অন্নভোগ দিয়ে সেই ভোগ যদি একজন কেউ খেতে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ন্যাসীর বর্ণ-ধর্ম্ম মানা লাগে না। কিন্তু সে যদি সন্ন্যাসী হ'য়ে বিয়ে ক'রতে চায়, তাহ'লে বর্ণের প্রশ্ন এসে পড়ে। তবে রুহিদাসের নিবেদিত ভোগ কিন্তু খাওয়া যায়। সকলেরটা তা' চলে না।

সুরেনদা—মাঝে মাঝে মন বিষন্ন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক রকম হয় প্রবৃত্তি তাড়নায়। আর-এক রকম হয় ইষ্টের ইচ্ছা পূরণ ক'রতে পারছি না ব'লে। এর ভিতর-দিয়ে ভালই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর উঠে পায়খানায় গেলেন।

২৮শে আষাঢ়, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ১৩।৭ ১৯৫১)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। পূজনীয় খেপুদা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), স্পেন্সারদা, সুরেনদা (বিশ্বাস), কালিদাসদা (মজুমদার), নরেনদা (মিত্র), প্রফুল্ল, নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ অনেকে ছিলেন।

শরৎদা 'The challenge of Russia' বইখানা থেকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে লেনিনের আপত্তির বিষয় প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যাকে ধর্ম্ম বলেছে, তা' ধর্ম্ম নয়। ক্রাইস্ট যা বলেছেন, তাতে clumsy অস্পষ্ট কিছু নেই।

স্পেন্সারদা—Clumsy (অস্পষ্ট) না থাকতে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম আমাদের জীবনের অনেক বাস্তব প্রয়োজনকে পূরণ না ক'রে উপেক্ষা করে বা এড়িয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম বলে তুমি প্রবৃত্তিবশে অযথা জঞ্জাল বাড়াতে যেও না। সেগুলি avoid কর (এড়াও), তুমি true love and service-এর (প্রকৃত ভালবাসার এবং সেবার) পথে চল। তাতেই তোমার জীবনের সত্যিকার প্রয়োজন পূরণ হবে। নচেৎ তোমার জীবন haggard (হতচ্ছাড়া) হ'য়ে পড়বে। ধর্ম্ম ব'লে নিজেকে ভারাক্রান্ত ক'রো না অযথা জঞ্জাল দিয়ে, বরং তা' adjust (নিয়ন্ত্রণ) কর।

স্পেন্সারদা—ধর্ম্ম-জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার ক'রতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই ত্যাগ ক'রতে হয়, যা' আমার এবং অন্যের জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়)—যতি-অভিধর্ম্মে আছে—"তুমি ক্ষুধায় অন্ন পাবে না, রোগে ওষুধ পাবে না... ।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর জন্য মন প্রস্তুত না হ'লে দুঃখ-কষ্ট সহ্যই ক'রতে পারব না। Renunciation (ত্যাগ) না ক'রেও উপায় নেই।

জনার্দ্দনদা জিজ্ঞাসা করলেন—আদর্শ ছাড়া পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে মানুষ তো উন্নতির পথে চলতে পারে। তা' হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার ফলে আস্তে-আস্তে নিভে যাবে। যত বড়ই হোক, যত ভালই থাক, ভেঙে পড়বে। সত্তা নিয়ে বসবাস করি, তাই উপযুক্ত একটা জায়গায় যদি সুকেন্দ্রিক না হই, তবে এগুতে পারি না। স্রোতের মধ্যে প'ড়ে গুলিয়ে যাই। খণ্ডিত ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি।

কেষ্টদা—এ যে সুকেন্দ্রিক হওয়া, এও তো নিয়তি-সাপেক্ষ। মানুষ কালের অধীন, নিয়তি বলবান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিয়তির খেলাকে বাধ্য করে মানুষের সৌরত-সন্দীপনা। নিয়তির গহ্বরে মানুষ প'ড়ে যায়। নিয়তি খুব বলবান। কিন্তু মানুষ সুকেন্দ্রিক হ'লে সেইটেই নিয়তি হয় তখন। তাতে মানুষ বিবর্ত্তিত হ'য়েই চলে। কাল চলছেই। কালের চলনাটাকে যদি সংহিত ক'রে তুলি নিজেদের সুকেন্দ্রিক ক'রে, আমাদের ব্যক্তিত্বও এতখানি জমাট বেঁধে ওঠে।

কেষ্টদা—মানুষ যেখানে এতখানি অবস্থার অধীন, সেখানে 'জন্মমৃত্যু মোর পদতলে' ইত্যাদি কথার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'জন্মমৃত্যু মোর পদতলে'—এটা achieve (লাভ) করা লাগবে। তাই বলেছে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' গভীর ইষ্টানুরাগের ভিতর-দিয়ে কালের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে কালকে সংহিত করা লাগবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। কেষ্টদা ছিলেন এবং আরও অনেকে উপস্থিত হ'লেন।

প্রফুল্ল—মানুষ বেঁচে থাকার জন্যই তো কত পাপ করতে বাধ্য হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচার জন্য পাপ করে না। অবৈধ ভোগের প্রলোভনে পাপ করে। অবৈধ ভোগই হ'ল পাপ। অন্যকে বঞ্চিত ক'রে যে ভোগাকাঙ্ক্ষা, তাই পাপ।

প্রফুল্ল—অনেক সময় বাঁচার জন্য আরেক জনেরটা চুরি করতে বাধ্য হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গত্যন্তরবিহীন হ'য়ে প্রাণ ধারণের জন্য কোন সময় যদি কিছু অন্যায় করে, তাতে দোষ কম হয়।

কেষ্টদা—অনন্ত অদৃষ্ট সৃষ্টি হ'য়েছে, তা' এড়াতে যে অনন্ত পুরুষকার দরকার তা তো মানুষের সাধ্যে কুলায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষকারকে ব্যাহত ক'রেই এ অবস্থার আমদানী হয়েছে। মানুষের পুরুষকার আজ এমন ক্ষীণ হয়েছে যে খেটেপিটে অন্যে একমুঠি চাল দেবে, তাই খেয়ে তার বাঁচা লাগবে। এখন এটা জয় করতে গেলে আমাদের এই পুরুষকারকে ক্রমাগত বাড়াতে হবে। পুরুষোত্তমেই আমাদের পুরুষকারকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে। ইষ্টস্বার্থকে আমাদের স্বার্থ ক'রে নিতে হবে। ঐ ইষ্টানুগ অনুচর্য্যায় আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে। আর, পরিবেশকেও সেইভাবে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে। যার ফলে প্রত্যেকের অন্তরে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয়। আর, তারা আরো হতে আরোতর চলৎশীল হ'য়ে ওঠে। এইভাবে আমাদের প্রত্যেকটি সত্তা ব্রাহ্মী বিবর্ত্তনে বিবর্দ্ধিত হ'য়ে ষড়ৈশ্বর্য্যে উন্নত হ'য়ে উঠবে—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক যা-কিছুরই সার্থক সমঞ্জসা সুসঙ্গতি নিয়ে। এই হ'চ্ছে প্রাচীন পথ। অমৃতলাভ করতে হবে আমাদের এই পথে।

জনার্দ্দনদা—বুদ্ধদেবকে অনেকে নাস্তিক বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি ভগবান সম্বন্ধে হ্যাঁ, না, কিছু বলেননি। আমাদের করণীয় করতে বলেছেন। এর ভিতর-দিয়ে সব গজিয়ে ওঠে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঈশ্বর কাউকে শাস্তি দেন না। কিন্তু তাঁর বিধি, যার ভিতর-দিয়ে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, জগৎ চলেছে, তাকে উল্লঙ্ঘন করলে তদনুপাতিক ফল প্রসব করবেই। বিধি যে-মুহূর্ত্তে ব্যতিক্রান্ত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই নিজেকে পূর্ণ ক'রতে চায় অবিধিকে সরিয়ে দিয়ে। জলের থেকে পাতলা যদি কিছু জলের মধ্যে দেন, তবে সে ভাসায় দেবে, আত্মীকৃত ক'রে নেবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

স্পেন্সারদা religion (ধর্ম্ম) ও communism (সাম্যবাদ) সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্মের মধ্যে কোন ফাঁকিবাজী নেই, do this and have this (এই কর এবং এই পাও)। ধর্ম্মকে যে opium (আফিং) বলে, তার মানে আফিং-এর নেশা যেমন ত্যাগ করা যায় না, বাঁচতে গেলেও তেমনি ধর্ম্মকে বাদ দেওয়া যায় না।

স্পেন্সারদা—Communism (সাম্যবাদ) scientific way-তে (বৈজ্ঞানিকভাবে) চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Communism (সাম্যবাদ) যেমন বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে না,

ধর্ম্মও তেমনি বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে না। ধর্ম্মের মধ্যে আছে love of knowledge (জ্ঞানানুরাগ)। যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ওরা আপত্তি করেছে তা' বিকৃত ধর্ম্ম, christ-এর ধর্ম্ম নয়। Faith in God (ভগবানে বিশ্বাস) না থাকতে পারে, কিন্তু faith in good (ভালতে আস্থা) না থাকলে মানুষ communism (সাম্যবাদ) মানতে যাবে কেন? ধর্ম্মের মূল নষ্ট করাই যদি communism-এর (সাম্যবাদের) লক্ষ্য হয় তবে সব মানুষকে গুলি ক'রে মেরে ফেলাই তো ভাল। আমরা ধর্ম্ম নামটা বদলে conmunism (সাম্যবাদ) নামটা দিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মের মধ্যে যা' আছে, তা' বাদ দিয়ে চলতে পারি না। God (ভগবান)-কে যদি চাও, good (শুভ)-পরায়ণ হও। Good (ভাল)-কে যদি চাও Godcentric (ঈশ্বর-কেন্দ্রিক) হও। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা পাবে না।

এরপর একটি বাণী দিলেন (

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে যে-রকমের সাধনাই করুক না কেন, গুরুভক্তি, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কর্ম্মের কথা সবটার মধ্যেই আছে।

আমি দেখি যারা গিরিগুহায় গিয়ে তপস্যা করে তাদের এগুলি করা বরং তাত্ত্বিক হয়, সত্তাসঙ্গত হয় না। কিন্তু নিত্য জীবনের ভিতর-দিয়ে করতে-করতে চললে আপনা থেকে চরিত্রের মধ্যে এসে যায়। মনে-মনে রাজা হ'লাম, আর ঠিক রাজা হ'লাম, তফাত ঢের।

২৯শে আষাঢ়, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ১৪।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকে উপস্থিত আছেন।

শরৎদা (হালদার)—কম্যুনিষ্টরা বলে perfection-এর pattern (ধরন) হিসাবে কোন মানুষকে নেওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে perfection (পূর্ণতা)-এর pattern (ধরন) বলে তো গ্রহণ করছি না, perfection (পূর্ণতা)-এর message (বাণী) তিনি দিচ্ছেন, এই হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করছি।

শরৎদা—আপনি বলেন সব-কিছুরই জীবন্ত কেন্দ্র আছে—একটা গাছের জীবন্ত কেন্দ্র কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাছ যখন আকাশের দিকে ওঠে, তখন আকাশকেই তার জীবন্ত কেন্দ্র হিসাবে ধরা যেতে পারে।

শরৎদা—আকাশ কি জীবন্ত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আকাশ ফাঁকা নয়। আকাশে শব্দ আছে, ethereal waves (ইথার তরঙ্গ) আছে, তার মধ্যেও প্রাণ আছে।

স্পেন্সারদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় তাঁকে বললেন—আমরা যদি সন্তান চাই, স্ত্রীতে concentric (কেন্দ্রায়িত) হ'তে হবে। আবার একটা পুরুষ একই মুহূর্ত্তে বহু নারীতে concentric (কেন্দ্রায়িত) হ'য়ে তাদের গর্ভে বহু সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। এ একটা নিকৃষ্ট উদাহরণ যদিও, তেমনি ক্রাইস্টকে বাদ দিয়ে আমরা heaven (স্বর্গ)-এর স্পর্শ পেতে পারি না। মার্ক্স্-লেনিন বাদ দিয়ে কি communism (সাম্যবাদ)-এর কথা ভাবা যায় ?

৩০শে আষাঢ়, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১৫।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

যতিবৃন্দ, সুশীলদা (বসু), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য ও মিত্র), দিল্লীর রংবাহাদুরদা (মাথুর) প্রমুখ উপস্থিত।

সুশীলদা—মাথুরদা বলছেন, 'বাংলা জানি না, কথাবার্ত্তা বলা মুশকিল।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও তো সেই দশা, হিন্দী জানি না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি বলি, চাকরী-বাকরী ক'রে কী হবে, পরমপিতার কাজ নিয়ে প'ড়ে থাকলে হয়। আর, এই কাজ করা ছাড়া উপায়ও নেই। তা' না হ'লে দেশের দুঃখ, দৈন্য, পীড়ন ঘুচবে না। এ কাজে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গল। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে পরমপিতাকে সঞ্চারিত করা লাগবে। পরমপিতায় যদি অনুরাগ হয়, তবে পারস্পরিক সহানুভূতি বেড়ে যায়। মানুষের সম্পদ মানুষ, টাকা-পয়সা পরের কথা।

সুশীলদা—শান্তি হিন্দীতে এম-এ পাশ ক'রেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাপ-বেটী দুইজনে এই কাজে লেগে গেলে হয়।

মাথুরদা—সে আপনার দয়া ও আশীর্ব্বাদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ কি, আমার প্রাণের অদম্য-আকাঙ্ক্ষা। কষ্ট যদি করতে হয়, এই নিয়ে কষ্ট করা ভাল। আর, জীবনের সৌরত সন্দীপনা যদি অটুট থাকে তবে সব কষ্ট করা যায়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে। রাঘবনদা, পাত্রদা, মণীন্দ্রদা প্রমুখ এসেছেন।

রাঘবনদা বাংলা শিখ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর মুখে বাংলা কথা শুনে বললেন—খুব ভাল। মাদ্রাজী ভাষা ঐ coast (উপকূল) দিয়ে এসে ওড়িশায় ওড়িয়া হয়েছে, বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় পরিণত হয়েছে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে এসে বসলেন।

সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), বোনা-মা, কালীদাসী-মা প্রমুখ ছিলেন। বোনা-মার লিখিত কয়েকটি গল্প শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনান হচ্ছিল।

রাঘবনদা যাবার আগে প্রণাম ক'রতে এসে তামিল ভাষায় একটি গান করলেন। তার অর্থ, তিনি যুগে-যুগে আসেন, আবার এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি আসেন, সেই তো মানুষের consolation (সান্ত্বনা)। আমাদের হওয়া চাই actively well adhered (সক্রিয়ভাবে সুসংলগ্ন)। তা না হ'লে তিনি কিছু করতে পারবেন না। তার কারণ জগন্নাথের হাত নেই, পা আছে।

শরৎদা—জগন্নাথের রথের দড়ি ধরলে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগের দড়ি।

রাঘবনদার যাবার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মাঝে-মাঝে এস।

জয়লাভাই সম্প্রতি বিবাহ করেছেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—বর্ত্তমানে কিভাবে চলব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের প্রধান জিনিস ইষ্টার্থপরায়ণতা। ইষ্টার্থকেই স্বার্থ ক'রে তাঁকেই উপচয়ী ক'রে তোল, সত্তাপোষণী সদাচারকে অবলম্বন ক'রে চ'লো।

জয়লাভাই—নিজেকে ঠিকভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারি না সবসময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ঝোঁকই adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে দেবে।

শরৎদা—রাগের সময় যে যে-কথা বলে, বুঝতে হবে সেইটে তার ভিতরের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ ! ওটা তার মধ্যে আছে, একদিন সেটা করতে পারে।

৩১শে আষাঢ়, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১৬।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রমুখ আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে বললেন—উপভোগ কিন্তু ভক্তির মধ্যে। আর, যা-কিছু

গজায় ওর ভিতর-দিয়েই। এত কথা যে কইলাম, তাও এর উপর দাঁড়িয়ে। ভক্তি ছাড়া কোন-কিছুরই সার্থকতা নেই।

কেষ্টদা—কথা আছে বৈধী চলনে মুক্তি হ'তে পারে, ভক্তি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুক্তি না হ'লে আবার কৃষ্ণপ্রেম আসে না। যখন সমস্ত প্রবৃত্তি সার্থকতায় দাঁড়াল ইষ্টার্থপ্রাণ হ'য়ে,—তখন ভক্তি আসে, কিংবা ভক্তি আসলে এগুলি আসে। পুরুষকারের ভিতর-দিয়ে অগ্রসর হ'লেই ভক্তি আসে। নয়তো একঘটি কাঁদে, কিন্তু করার সময় করে না।

কালিদাসদা—মানুষের পক্ষে perfection (পূর্ণতা) বলে কি কোন কথা নেই ?

কেষ্টদা—Perfection (পূর্ণতা) জিনিসটা স্থিতিশীল নয়। মানুষ যখন ভক্তির ভিতর দিয়ে কোন আদর্শে যুক্ত হয়, এবং তারই পরিপূরণের জন্য পারিপার্শ্বিকের সেবা নিয়ে নিরন্তর এগিয়ে চলে, তখনই perfection-এর (পূর্ণতার) পথে চলে, এর শেষ নেই, আরো-আরো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যে কী বলতে পারি না। বলতে পারি না আমি ইহাই। যন্ত্র থাকে আর যন্ত্রী থাকে। যন্ত্র যে, সে বলতে পারে না সে কে। যন্ত্রী জানে যে তার যন্ত্র কিভাবে কখন বাজবে। যন্ত্রের নিজের উপরে নিজের কোন আধিপত্য নেই।

কালিদাসদা—যন্ত্রী কে ?

কেষ্টদা—ঠাকুর তো বলেন একান্ত।

কালিদাসদা—একান্ত'কাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি ছাড়া আমার কিছুই নেই, আমার সব-কিছু যা' থেকে। এ-সব ব্যাপারে নিৰ্ব্বাক থাকা ছাড়া কোন কথা বলা চলে না। বুদ্ধদেব কেন যে নীরব ছিলেন এখন বুঝতে পারি। আমার বালসুলভ স্বভাবের দরুন বলতে চেষ্টা করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কথায় বলা যায় না।

৩২শে আষাঢ়, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১৭।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

শরৎদা—জাতিস্মরতায় অদ্রোহের কথা বলেছেন। দ্রোহ থাকলে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্রোহবুদ্ধি থাকলে সেখানেই obsessed (অভিভূত) হ'য়ে পড়ে, stiff (অনমনীয়) হ'য়ে যায়। সেটাই পেয়ে ব'সে থাকে।

প্রফুল্ল—একজন এ জীবনে একবর্ণ, পর জীবনে আর এক বর্ণ হয়। এর সংগতি কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি যেমন আগের জীবনে বিপ্র ছিল। এ জীবনে ক্ষত্রিয়ের ঘরে এসেছে। তাতে বুঝতে হবে ক্ষত্রিয় complex (প্রবৃত্তি) নিয়ে মারা গিয়েছিল সে। তার মধ্যে-দিয়েও পূর্ব্বের ধারাটা জেগে ওঠে। নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণ করলেই যে খারাপ হবে, তার কোনও মানে নেই। রুহিদাস যেমন মুচির ঘরে জন্ম নিয়েও কত বড় ভক্ত হল। তবে উচ্চবর্ণে ভাল ঘরে জন্মালে সম্ভাব্যতা বেশী থাকে।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—মরার সময় নাম করে, তার ফল কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা যদি তার সত্তাকে স্পর্শ করে তবে ভাল হয়। সত্তাকে স্পর্শ না করলে পরজন্ম নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। অর্জ্জিত সংস্কার যেমন সত্তাসঙ্গত না হ'লে সন্তানে বর্ত্তায় না।

সুরেনদা—গাছপালা কি মানুষে বিবর্ত্তিত হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদেরও তো জীবন আছে। জীবনের পিছনে সাধারণতঃ সৌরত-সন্দীপনা থাকে। আর, সেই সৌরত-সন্দীপনা দিয়ে যদি কোন মানুষে আকৃষ্ট হয়, তবে মানুষে বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠা কঠিন কিছু না।

শরৎদা—অনেক সময় দেখা যায় বাবা হয়তো অনেকখানি সংযত, কিন্তু ছেলে অল্প বয়স থেকেই উচ্ছৃঙ্খল !

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে বাবা হয়তো সংযত, মা হয়তো উচ্ছৃঙ্খল। তবে অমনতর ক্ষেত্রে ছেলে উচ্ছৃঙ্খল হ'লেও তার মধ্যে একটা আপসোস-প্রবণতা থাকে। সে ওতে শান্তি পায় না। তবু ও-সব প্রবৃত্তিবশে করে।

মণীন্দ্রভাই (কর) আসলেন। তিনি বললেন—কর্ম্মক্ষেত্রে অন্য কর্ম্মী যদি আমার বিরুদ্ধে নিন্দা করে, সেখানে কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি কারো নিন্দা করবে না। মানুষের ভাল যাতে হয়, তাই করবে। ওতে যা' হবার হবে। আমি যে সময় ডাক্তারী করতাম, অন্য ডাক্তাররা আমার নিন্দা ক'রে বেড়াত। আমি তাদের ভাল ছাড়া মন্দ বলতাম না। আর, রোগীর আরামের জন্য প্রাণপণ করতাম। গাঁটের টাকা দিয়েও রোগীদের সাহায্য করতাম। এইরকম করি। এমন সময় একদিন একজন ডাক্তার এক জায়গায় ব'সে আমার বিরুদ্ধে যা-তা বলতে শুরু করল। তখন লোকে তাকে তাড়া করল। আর, সে সাইকেল নিয়ে দৌড় দিল।

২রা শ্রাবণ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ১৯। ৭। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা করলেন—কোন স্থান, অবস্থা, বিষয়, ঘটনা বা ব্যক্তি

সম্বন্ধে যদি কেউ ভাল বা মন্দ কিছু বলে, তা' আমরা কিভাবে নেব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল-মন্দ যাই হোক, আমাদের সবসময় বুদ্ধি থাকা উচিত যাতে অশুভকে এড়িয়ে, নিরোধ ক'রে ভালর পথে চলতে পারি। মন্দের নিরোধ, আর শুভের সঞ্চলন, এই হ'ল স্বাভাবিক প্রকৃতি।

শরৎদা—আপনি যে অনেক সময় একজনের নিজের অতিশয়োক্তির উপর দাঁড়িয়ে, সেইটাকে সত্য ধ'রে নিয়ে, তাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, তাতে কি তার ক্ষতি হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐভাবে বলি, তাতে ঐ standard-টা (মানটা) maintain (রক্ষা) করার জন্য সে সচেষ্ট থাকবে। মানুষের কাছে খাটো হ'তে চাইবে না। ওর মধ্যে তার খাঁকতি কোথায়, তাও বলি। যে ঐ প্রশংসায় আত্মহারা হয়ে যায়, বুঝতে হবে তার মধ্যে কপটতা আছে। আবার ঐভাবে বলি, তাতে মানুষের মনে যদি কখনও হতাশা বা নৈরাশ্য আসে, তখন সে ভাববে শ্রীশ্রীঠাকুর তো আমাকে কখনও নিরাশ করেন না। তিনি তো বরাবর আমাকে উৎসাহ দেন। ঐ চিন্তাটাও তাকে তুলে ধরার পক্ষে অনেকখানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। বিদ্যাপীঠ থেকে কয়েকজন সন্ন্যাসী বোধাত্মানন্দ, যতীশ্বরানন্দ, সুরেন মহারাজ প্রমুখ আসলেন। তাঁদের বাইরে বেঞ্চে বসতে দেওয়া হল। প্রথমে ওঁরা কুশল প্রশ্নাদি করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার শরীর ভাল নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামী যতীশ্বরানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ঠাকুরকে দেখেছেন ?

যতীশ্বরানন্দ—সে দেখব কি করে ? আমার জন্মই হয়েছে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। ঠাকুর দেহরক্ষা করেন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। আমি স্বামীজীকেও দেখিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি মাকে দেখেছেন ?

যতীশ্বরানন্দ—হ্যাঁ, মাকে দেখেছি। তিনি তো দেহরক্ষা করেছেন ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। ঠাকুর অল্প বয়সের মেয়েকে বিয়ে করে ভালই করেছিলেন। তাই মাকে আমরা ভালভাবে দেখবার, শুনবার সুযোগ পেয়েছি।

এর একটু পরেই ওঁরা বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের পাশের মাঠে। রমণদার (সাহা) মা অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুর করে গাইলেন—'লোকের কথা নিসনে কানে, ফিরিসনে আর হাজার টানে।'

রমণদার মা—আগে আড়ালে থেকে কত রক্ষা করেছেন, এখন সামনে থেকেও বাঁচান না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আড়ালে থেকেও সামনে হয়, আবার সামনে থেকেও আড়াল হয়। তুমি যে আমাকে কেবলই আড়াল ক'রে রাখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—রমণের মা আমাকে ভালবাসে, কিন্তু আমার মতে আমাকে ভালবাসে না, তার নিজের মতে আমাকে ভালবাসে। আমার মতে যদি আমাকে ভালবাসত, তাহলে লোকের কথায় কান দিত না। বিচলিত হত না। আগে কতজনে কত বলেছে, তাতে তো কান দেয়নি। রমণের মার স্বভাব আগে কিন্তু এমন ছিল না।

সুশীলদা—আগে ভাল ছিলেন, এখন এমন হ'ল কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী কোথায় কার হাতে খেয়েছে, কোথায় কিভাবে চলেছে…।

শরৎদা—রামকৃষ্ণদেব যে ষোড়শী পূজা করেছেন, তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাশীতে দেখেননি সধবা পূজা করে, কুমারী পূজা করে, এও সেই রকম।

রাত প্রায় দশটায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালবাংলোর প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট।

হেমদা (মুখোপাধ্যায়) রমণদার মার জন্য প্রচুর পরিমাণে সরভাজা ও লেডিকেনি নিয়ে আসলেন। হেমদা এসে দাঁড়ান মাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বললেন—'তোফা মাল, তোফা মাল।' তারপর বললেন—'পাগল করল ঐ মুরারি অঙ্গে নয়ন-বাণ মেরে।'

হেমদা তখন জিনিসগুলি খুলে দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখতে-দেখতে বললেন—এ যে দেখি একেবারে 'নারায়ণঃ পরাবেদাঃ।'

৫ই শ্রাবণ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২২।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন।

হেমদা (মুখোপাধ্যায়) জিজ্ঞাসা করলেন—মিষ্টি মানুষ হওয়া যায় কি করে? আপনার মতো মিষ্টি তো আমরা হ'তে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মিষ্টি তোমরা কম নও। আমার চেয়েও মিষ্টি হ'তে পার। তবে ডান-বাঁও কর ব'লে পোকামাকড় অর্থাৎ প্রবৃত্তিগুলি মিষ্টি খেয়ে ফেলে।

যোগেনদা (হালদার)—আমার মিষ্টি মানুষ হ'তে ইচ্ছে করে না, ইষ্টপ্রাণ হ'তে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টপ্রাণ হ'লে সে যদি ক্রোধীও হয়, তাও মিষ্টি হয়। কারণ, তার ক্রোধে হিতীবুদ্ধি থাকে।

হেমদা—তবে কি কঠোর হওয়ায় কোনও দোষ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থী হওয়া চাই। ইষ্টার্থী হ'লেই তার সঙ্গে হিতবুদ্ধি থাকে। তখন শাসনও যদি করে, তা প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হ'য়ে ক'রে না। হিতীবুদ্ধির প্রেরণায় করে। তাই তার সঙ্গে তোষণ-পোষণও থাকে।

মজঃফরপুরের জমিদার জীবনবাবু এসেছেন।

জীবনবাবু—আমাকে শাক্ত মার্গে চলতে হবে, না এই মার্গে চলতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাক্ত-মার্গও নেই, বৈষ্ণব মার্গও নেই, আমাদের চলতে হবে ইষ্ট মার্গে, সদ্গুরু মার্গে। সদ্গুরুর মার্গই আমাদের মার্গ।

রমণদার মা খাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি খাওয়া-খাওয়া করছ কেন? এতক্ষণ যদি ব'সে নাম করতে তাও তো হ'ত।

জীবনবাবু বলি দেওয়ার কথা বলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখানে দীক্ষা নিলে পশু বলি না দিয়ে ভোজ্য দিলে হয়। জান্তব কিছু বলি দিলে, তার এমন মৃত্যুযন্ত্রণা হয়, যে মায়ের পূজা হয় না। মা যেমন আমারও, তেমন তারও। ঐভাবে বলি দিয়ে বা মেরে খেলে মৃত্যু-অভিনিবেশ বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে। আজ হাউজারম্যানদা, বিশুভাই (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ 'হাডসন' গাড়ি নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশিমনে বললেন—তোরা successful (কৃতকার্য্য) হয়েছিস, এই আমার আনন্দের। Success follows success, failure follows failure (সাফল্য সাফল্যকে অনুসরণ করে, ব্যর্থতা ব্যর্থতাকে অনুসরণ করে)। এই কাজে successful (কৃতকার্য্য) হয়েছিস, এখন এর থেকে বড় কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া লাগে। একটা কাজে যদি successful (কৃতকার্য্য) হই, তা' তার চাইতে বড় success (সফলতা)-কে invite (আমন্ত্রণ) করে।

৬ই শ্রাবণ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ২৩। ৭। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা ন'টার পর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গত বললেন—কথার যদি বোধ না থাকে, তা'হলে হয় না। কোন্ কথা কোথায় কখন কেমন ফল প্রসব করে এবং কোন্ আচার কোথায় কখন কার ভিতর কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, এ সম্বন্ধে বোধ থাকা চাই। এই কথা, বোধ ও ব্যবহারের সঙ্গতি যার যেমন, কৃতকার্য্যও হয় সে তেমন।

কেষ্টদা জীবনবাবুকে দেখিয়ে বললেন—উনি জিজ্ঞাসা করছিলেন, সিদ্ধি খাওয়া যায় তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সিদ্ধি খাওয়া যায়, তবে বেশি খাওয়া ভাল না। পান্তাভাতের জল খুব ভাল, ওতে স্নায়ু সতেজ হয় ও আয়ু বাড়ে। ওষুধ হিসাবে সব খাওয়া যায়। 'ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুম্।'

কিছু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যা ভাল, তা করাই ভাল। করব কি করব না ক'রে সময় নষ্ট করা ভাল না। জীবনের যখন কোনও স্থিরতা নেই, আজ আছি, কাল নেই ; সে অবস্থায় সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীবড়মার কাছে একখানি চিঠি লেখালেন।

বড়বৌ!

তোমার তিনখানা চিঠি পেয়েছি। তুমি এখানকার খবর হামেশাই পাচ্ছ। তাছাড়া আমার শরীরটাও খুবই খারাপ ব'লে তোমায় চিঠি লিখিনি, তুমি ব্যস্ত হ'য়ে উঠবে ভেবে।

শুনলাম বড় খোকার একটু কাশি হ'য়েছে। দেজ মেডিক্যাল স্টোরে এখন নাকি টেরামাইসিন ট্রচেস পাওয়া যায়। দামও খুব বেশী নয়কো। তা' যদি ব্যবহার করে, মুখের মধ্যে রাখে, তবে সবদিক দিয়েই উপকার হ'তে পারে। বড় খোকাও হয়তো জানে, আর মন্মথ ব্যানার্জীকে বললে এনে দিতে পারে।

এখন চিন্তার কথা অশোকের ভর্ত্তি। পরমপিতার দয়ায় অশোক যদি মেডিক্যাল কলেজ, কারমাইকেল বা ন্যাশনাল মেডিক্যাল, যেখানেই হোক ভর্ত্তি হ'তে পারত, তবে অনেকটা সোয়াস্তি পেতাম। শুনলাম অশোকের শরীর নাকি একটু খারাপ। সে এখন কেমন আছে, জানতে পারলে সুখী হব। তোমরা সবাই সাবধানে থেকো, অসুখ-বিসুখ বা আপদ-বিপদে না পড়, এমনতরভাবে চ'লো।

তুমি, কল্যাণী আর ওরা সবাই কেমন আছ ? বীরেন, কিরণ, জনার্দ্দন, এরাই বা

কেমন আছে? স্মরজিৎ, রণজিৎ তোমাদের জন্য এত করছে শুনে বড়ই তৃপ্তি লাভ করেছি। প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে, ওরা কুশলে থাক্। রণজিতের আগ্রহ ও চেষ্টায় অশোক যদি ভর্ত্তি হ'তে পারে, আমার আরও আনন্দ হবে।

এখানে সবাই একরকম আছে। খেপু যেতে চেয়েছিল শুক্রবার, তা' যেতে দিইনি।

খুকী, শান্তু, কানু কেমন আছে, খবর নিতে পেরেছ কিনা জানতে পারলে সুখী হতাম।

একে তো শরীর অসুস্থ, তাই এমন ক'রে একলা প'ড়ে আছি অবলম্বনহীনের মতো, ভেবে বুকটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।

তুমি আসবার দিনের কথা লিখেছ। পরপর কয়েকটা দিনের কথা লিখে পাঠালাম। প্রথম দিনটা তোমার ও বড়খোকা উভয়ের পক্ষে ভাল। আবার শেষ যে দিনটা লেখা হ'ল তারপর অনেকদিন আর ভাল দিন নেই। অবস্থানুপাতিক যা' ভাল ও সুবিধা বিবেচনা কর, ক'রো।

নড়ালে বড়খোকার ওখানে ছেলেপিলে সহ ওরা ভালই আছে। মণি ছেলেপিলে সহ একপ্রকার ভালই আছে।

আমি একলা যদিও হাঁপিয়ে উঠেছি, তথাপি অশোক যদি ভর্ত্তি হ'তে পারত, তা'হলে খুশি হতাম।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো ও সবাইকে দিও। আমার প্রাণভরা শুভ আকাঙ্ক্ষা, পরমপিতার দয়ায় তোমাদিগকে যেন শুভতেই উন্নীত ক'রে তোলে—শুভে অচ্যুত গতিসম্পন্ন ক'রে।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'আমি'

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

শরৎদা—শুধু এই জীবন দিয়ে মানুষের সব-কিছু ব্যাখ্যা করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি prenatal impressions (জন্মের পূর্ব্বের ছাপ) থাকে। যে complex-এর (প্রবৃত্তির) উপর দাঁড়িয়ে জন্মেছি, সেগুলি অনুসরণ ক'রে পূর্ব্বেরটা জানা যায়, বোঝা যায়। কারও চেহারা দেখে প্রথম দর্শনে বাঁদরের

ছাপ আসে। আবার, কারও চেহারায় পাখির ছাপ আসে। তার মানে ঐ প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত হ'য়েছে। অনেকের পেটে কাছিম হয়, সাপ হয়। তার মানে, ঐ ভাবের tuning (সঙ্গতি) থাকে।

মণিবাবু (চট্টোপাধ্যায়), পার্ব্বতীবাবু (বিশ্বাস), দীনেশ্বরবাবু (সিং), রামলোচনবাবু (সিং), ছোটেজী (মিশ্র), ডাকুবাবু (পাণ্ডা) প্রমুখ আসলেন মিউনিসিপ্যালিটির ভোটের ব্যাপারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কাছে এখানে অনেকেই এসেছে, অনেকেই অনেক কথা বলেছে। আমি প্রত্যেককে বলেছি,—আমি কংগ্রেসও বুঝি না, কম্যুনিস্টও বুঝি না, সোস্যালিস্টও বুঝি না, পার্ব্বতীবাবুও বুঝি না। আমরা এখানে এসেছি ডাকুবাবুর কাছে। তিনি আমাদের তীর্থগুরু। তীর্থগুরুদের একটা মর্য্যাদা আছে। তাঁর বাড়ীতে আমার মায়ের হাতের লেখা আছে। আমার পূর্ব্বপুরুষ থেকে তাঁদের মেনে আসছে। এখানে তাঁর আশ্রয়ে আছি। আপদে-বিপদে, সব অবস্থায় তিনি আমাদের আছেন। রাতদুপুরে ডাকলেও তিনি ছুটে আসেন। যজমানদের জন্য যা' করার তা' তিনি করেনই। তাই এখানে ডাকুবাবু যা' বলেন তাই আমাকে শুনতে হবে। আপনারা ডাকুবাবুর সঙ্গে কথা ব'লে ঠিক করেন। তিনি যা' বলেন সৎসঙ্গীরা তাই করবে। আপনাদের সমবেত সিদ্ধান্ত ডাকুবাবু যেন আমাদের একটু আগে জানিয়ে দেন।

৭ই শ্রাবণ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ২৪।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে কিছুক্ষণ বসলেন। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা হ'ল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। অনেকে আছেন।

অজয়দা (গাঙ্গুলী)—জীবের life-span (আয়ু) নির্ভর করে কিসের উপর ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Life-span (আয়ু) আমার মনে হয় নির্ভর করে জৈবী-সংহতির উপর। সেইটা যার যত compact (সংহত) তার উপর life-span (আয়ু) তত নির্ভর করে।

Compactness-এর (সংহতির) উপর resistance power (প্রতিরোধ শক্তি) নির্ভর করে। Life-span (আয়ু) যে জীবের যত বেশী, তার intelligence (বুদ্ধি)-ও তত দেরীতে ফোটে। ধর শকুন বাঁচে ছয়শো বছর, মানুষ বাঁচে একশো বছর। মানুষের মতো ক'রে মানুষের intelligence (বুদ্ধি) কুড়ি বছরে যা' বাড়বে, শকুনের

মতো ক'রে শকুনের intelligence (বুদ্ধি) কুড়ি বছরে সে তুলনায় অনেক কম বাড়বে।

যতি-আশ্রমের বারান্দা পাকা করা হচ্ছিল। বিকেলে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে পাতা চৌকিতে এসে বসলেন।

আজ মিউনিসিপ্যালিটির ভোট হ'য়ে গেল। আমাদের সবাই একযোগে খুব শৃঙ্খলা সহকারে ছোটেভাই (মিশ্র)-কে ভোট দিয়েছে, শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত ডাকুবাবুর সিদ্ধান্ত অনুপাতিক।

সুধীরদা (বসু) ও হরেনদা (বসু) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বিস্তারিতভাবে জানালেন—কেমন সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে সৎসঙ্গের কাজ হয়েছে এবং তাতে স্থানীয় সবাই সৎসঙ্গের প্রতি কতখানি সশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইসব কথা শুনে বললেন—তোমরা প্রত্যেকটি কাজে যদি এভাবে একসুরে, একমন্ত্রে, একমননে চলতে পার, তবে তোমাদের অপারা কিছু থাকবে না।

৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২৫।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে।

রমণদার (সাহা) মা পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অভিযোগ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—সংসারকে কয় ভবসমুদ্র। নানান ঢেউ আছেই। সব ভাবের মধ্যে যদি একভাব ঠিক না রাখতে পার, তাহ'লে মরণের সময় কোন ভাব এসে টেনে নিয়ে যাবে, তার কি ঠিক আছে? কথায় বলে, জপ-তপ যতই কর, মরণে হুঁশিয়ার। তাই সব ওলটপালটের মধ্যে নিজের ভাব ঠিক রাখতে চেষ্টা ক'রো।

এরপর একজন দেশীয় খ্রীস্টান মিশনারী আসলেন। তিনি এসে আসন গ্রহণ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কুশল প্রশ্নাদি করলেন। তিনি পূর্ব্বে আর একবার এসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁর খবরাখবর নিলেন।

ভদ্রলোক বললেন—আজ মানুষ ঈশ্বরকে ত্যাগ ক'রে দুনিয়াকে ও নিজেদের অশেষ কষ্টের মধ্যে ফেলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বর-অনুরাগই হ'ল উন্নতির ও বিবর্ত্তনের একমাত্র পথ। প্রবৃত্তি ও শয়তানকে এড়িয়ে যতই আমরা ঈশ্বর-অনুরাগী হ'তে পারব, ততই ভাল। তাকেই বলে ধর্ম্ম। ধর্ম্মের কোন ভেদ নেই। এক-একটি স্কুল। প্রেরিতপুরুষরাও এক-বার্ত্তাবাহী। ধর্ম্মের গ্লানি যখন আসে, যেখানে, যে-অবস্থায়, যেভাবে আবির্ভাবের

প্রয়োজন হয়, সেইভাবে আসেন। বিশেষ জাতি, বর্ণ বা শ্রেণীর মধ্যেই তাঁর আগমন সীমাবদ্ধ নয় এবং বিশেষ শ্রেণীর জন্যই তিনি আসেন না। যেখানেই আসেন, ভাগবত নীতির সংস্থান করতে আসেন। তাই খ্রীস্টান, হিন্দু, মুসলমান, জৈন এদের মধ্যে ফারাক নেই। যদি কেউ ভাবে যীশু আমার নয়কো, শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়কো, বুদ্ধ আমার নয়কো, সে বঞ্চিত হবে। অবার, প্রত্যেকের দ্বারা পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাত ও পরিপূরিত হন। যীশু বলেছেন, I am come to fulfill, not to destroy (আমি পূরণ ক'রতে এসেছি, ধ্বংস ক'রতে নয়)। একজন খ্রীস্টান ধর্ম্মগুরু সবারই ধর্ম্মগুরু। তাঁকে আলাদা ভেবে নেওয়া মানে সেই ভাগবত উৎস যাঁতে সংহত হব, তাঁকেই অস্বীকার করা। তাঁরা বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠা করেন, ধ্বংস করেন না। সেগুলিই ধ্বংস করেন, যেগুলি শাতনী। জীবনকে যারা ভালবাসে, ব্যাধিকে তারা ভালবাসতে পারে না। ঈশ্বরকে যখন ভালবাসি, শয়তানকে তখন ভালবাসা যায় না। ভালকে যখন ভালবাসি, অসৎকে তখন ভালবাসি না। যেখানে অসতের প্রতি ভালবাসা, সেখানে ভালর প্রতি ভালবাসা নেই।

এরপর ভদ্রলোক প্রীত হ'য়ে বিদায় নিলেন।

হরিদা (গোস্বামী) কাব্যকলিকা বইটা এনে দিলেন। প্রফুল্ল সেইটা থেকে উপমন্যুর উপাখ্যান প'ড়ে শোনাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্যাপারটা কী হ'ল? যে-মুহূর্ত্তে সে সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠল, গুরুর প্রতি অতখানি সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠল, তার ভিতর-দিয়েই তার ভিতর চার বেদ ও সর্ব্বশাস্ত্রের জ্ঞান উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। আজ দিনটা মেঘলা। যতিবৃন্দ আছেন। ছোটেভাই (মিশ্র), বদিবাবু (মিশ্র), সোস্যালিস্ট দলের প্রেসিডেণ্ট, এরা সবাই আসলেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রতে নির্ব্বাচনে ছোটেভাই-এর সাফল্যের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি সব চাইতে ধন্যবাদ দিই পার্ব্বতীবাবুকে। তিনি বড় খুশি হ'য়েছেন ছোটের সাফল্যে। তাঁর ত্যাগ এবং ছোটের সাফল্যে আনন্দ সত্যিই ব্রাহ্মণের মতো। ছোটের সাফল্যের থেকেও পার্ব্বতীবাবুর ব্যাপারটা আমার কাছে বেশী তৃপ্তিদায়ক। আর, ডাকুবাবু করেছেন খুব সুন্দর। তিনি আমার তীর্থগুরু, তাঁর কৃতিত্বে আমিও গৌরব অনুভব করি।

ওঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এর নামই সোস্যালিজম। আমরা চাই ভারতীয় সমাজতন্ত্র,

বৈশিষ্ট্যসমন্বিত সমাজতন্ত্র, আমাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ঋষিমহাপুরুষ ও পিতৃপুরুষ যে-পথ অনুসরণ ক'রে চলেছেন, সেই পথে চললেই কৃতকার্য্য হব। আমাদের একদিন দেবজাতি বলত। আমরা আবার দুনিয়ার কাছে দেবজাতিই হ'য়ে উঠতে চাই। বৈশিষ্ট্যপালী গণসংহতি না হ'লে তথাকথিত সংহতিতে কাজ হবে না। কলাগাছে তাল ফলে না। কলাই ফলে। তাই কলাগাছ মেরে ফেললে কলা পাব না।

প্রসঙ্গতঃ, বর্ণাশ্রমের বৈশিষ্ট্যের কথাও শ্রীশ্রীঠাকুর বিস্তারিতভাবে বললেন। তারপর বললেন—খুব ভাল হ'য়েছে। আমার খুব তৃপ্তি হ'য়েছে। ছোটের উপরও তৃপ্তি আছে, পার্ব্বতীবাবুর উপরও তৃপ্তি আছে, ডাকুবাবুর উপরও আমার তৃপ্তি আছে।

এরপর ওঁরা খুশিমনে বিদায় নিলেন।

একটু পরে শরৎদা বললেন—ধরুন, একজন মানুষের সহজাত-সংস্কার ভাল, আর একজন মানুষের সহজাত-সংস্কার খারাপ, দুইজনেরই আদর্শ নেই—তাদের মধ্যে কি তফাৎ হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল সংস্কার হ'তে পারে, কিন্তু ইষ্টার্থ-আপূরণী সম্বেগ না থাকলে ভালগুলি adjust (নিয়ন্ত্রিত) হবে না। তাই সে ভাল ক'রতে চাইলেও সেই ভালগুলিই হয়তো খারাপের কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে। দুই রকম হয়। যারা স্থিতবুদ্ধি, চরিত্রবান অথচ আদর্শহীন, তাদের পতনও হয় তেমনি ঝিকমিকে। আবার, মন্দ যারা, তাদের পতন হয় ঘৃণ্য। একানুধ্যায়ী না হ'লে কোন্‌টার সঙ্গে কোন্‌টার সঙ্গতি ক'রবে ঠিক পায় না, সমাবেশী বুদ্ধিই গজায় না।

৯ই শ্রাবণ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ২৬।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা ক'রল—এক পিতার বিভিন্ন সন্তানের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদারকম দেখা যায় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Instinct (সহজাত সংস্কার)-টা যে-প্রবৃত্তি নিয়ে খেলা করে, মানুষের জন্ম হয় তার ভিতর-দিয়ে। এইভাবে তফাৎ হ'য়ে যায়। মা এবং বাবার প্রবৃত্তির যদি সঙ্গতি হয়, তবে সন্তান বলিষ্ঠ হয়। তা না হ'য়ে উপগতির সময় স্বামীর একরকম প্রবৃত্তি এবং স্ত্রীর আর একরকম প্রবৃত্তি থাকলে সন্তানের সংস্কার ও প্রকৃতিতে অসঙ্গতি থাকে। হঠাৎ প্রবৃত্তি-উম্মাদনায় যৌনমিলন সংঘটিত হ'লে শক্তিমান সন্তানের আবির্ভাবের পথ সুগম হয় না। হয়তো ভাল ইচ্ছা থাকে, কিন্তু শরীরে তা' রূপায়িত ক'রতে পারে না। উপগমন যত উন্নত ধরনের হয়, ততই ভাল।

শরৎদা—দুই ভাই-এর একজনের হয়তো পয়সার টান নেই, আর একজনের পয়সার খুব লোভ, এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক ছেলে জন্মেছে বৃত্তি-বৈরাগ্যের পর, আর একজন জন্মেছে ভোগ-বৃত্তির পর। এক-একটা প্রবৃত্তি এক-একটা জগৎ।

শরৎদা—Instinct (সহজাত সংস্কার) বলতে কি একটা, না কতকগুলির সমবায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ্যাটমের মধ্যে যেমন অনেকগুলি ইলেক্ট্রন ও প্রোটন থাকে। এক সংস্কারের মধ্যে তেমনি নানা বস্তু ও দিক থাকে।

প্রসঙ্গতঃ, শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নূতন প্রয়োজন ও সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে গিয়েই মানুষের জ্ঞান ও শক্তির পরিধি বিস্তৃত হ'য়ে ওঠে, সে বিবর্ত্তিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে হাতে ছবি এঁকে প্রজনন-সম্বন্ধে অনেকগুলি সূক্ষ্ম ব্যাপার বুঝিয়ে দিলেন।

১১ই শ্রাবণ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ২৮। ৭। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য), সম্বিতা প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই লোক চিনিস ?

সম্বিতা—লোক দেখে একটা মনে হয়, কোন-কোন সময় মেলে, কোন-কোন সময় মেলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ীর সকলকে লক্ষ্য করতে হয়। মা, বাবা, ভাই, বোন, দাদা কে কোন্ সময় কোন রকম ভঙ্গী করে, তার চোখ-মুখ-চেহারা কেমন হ'য়ে ওঠে, ভ্রূটা কিভাবে কুঞ্চিত করে, চলা-ফেরা, ওঠা-বসায় কী ভাব প্রকাশ পায়, কোনও চাহিদা, অভাব বা অসুবিধা থাকলে কখন কী করে, লক্ষ্য ক'রে বোঝা লাগে। বাড়ীর লোক, বাইরের লোক, সকলকে লক্ষ্য করতে হয়। অনুসন্ধিৎসু অনুধাবনে অনেকখানি বোঝা যায়।

প্রফুল্ল—এতে তো মানুষের সাময়িক চাহিদা ও প্রয়োজন বোঝা যায়, চরিত্র বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ তো কেবল ক, খ। একটা লোক এসে দাঁড়ালে পরেই তার আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত চোখে প'ড়ে যায়, গোপন করা লাগে ঢের।

একটি সৎসঙ্গী ছেলেকে কিসে কামড়িয়েছে। স্থানীয় ডি-এস-পি নিজের গাড়ীতে

ক'রে নিয়ে আসলেন।

পরিচয় ও কুশল প্রশ্নাদির পর ডি-এস-পি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার উদ্দেশ্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার উদ্দেশ্য যাতে মানুষ বাঁচে, বাড়ে, সংহত হয়। আমি যদি না বাঁচি, না বাড়ি, আমি যদি সংহত না হই, কারও কিছু করতে পারব না। আমার উন্নতি নির্ভর করে পরিবেশের উপর। তাই পরিবেশের উন্নতি না হ'লে আমার উন্নতি হ'তে পারে না। আর, **Common Ideal** (অভিন্ন আদর্শ) নাহ'লে মানুষ সংহত হ'তে পারে না। তাঁতে শ্রদ্ধা চাই, আদর্শে শ্রদ্ধাই উন্নতির একমাত্র আসন।

ডি-এস-পি—আমি পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে দেখা করি, জীবন ও তার রহস্য জানতে চেষ্টা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল, খুব ভাল। জীবন নিয়েই তো সব সমস্যা।

ডি-এস-পি—কালীপূজারী নাকি আপনি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী পূজারী নই আমি ভেবে পাই না। আমি তো দূরের কথা, সব মানুষই তাঁরই পূজারী, যাতে মানুষের ভাল হয়।

এরপর ডি-এস-পি বিদায় নিলেন।

কাশ্মীর-প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—কাশ্মীরে ধর্ম্মান্তরিত মুসলমানই বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা নাকি একসময় হিন্দু হ'তে চেয়েছিল, কিন্তু কাশ্মীর পণ্ডিতেরা নাকি বিধান দেননি। আমি যদি তখন জন্মাতাম···আর জন্মালি বা কি হ'ত, খতালে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

শরৎদা (হালদার) প্রশ্ন করলেন—ষড়ঋতুর মতো চার যুগের পুনঃ-পুনঃ আবর্ত্তন ঘটে কি ? দ্বাপরে পুরুষোত্তম এসেছিলেন, আবার দ্বাপরে তিনি কি আসবেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক বছরের শীত যেমন আর এক বছরের শীতের মতো নয়, তেমনি বিভিন্ন যুগের বার-বার আবর্ত্তন হ'লেও একটা সত্য বা দ্বাপর, আর একটা সত্য বা দ্বাপরের মতো নয়। তাই পূর্ব্ব দ্বাপরে পুরুষোত্তমের আবির্ভাব হয়েছিল ব'লে যে পরবর্ত্তী দ্বাপরে তাঁর আবির্ভাব হ'তে হবে, তার কোন মানে নেই। আবার, দ্বাপর ব'লে যে পুরুষোত্তম এসেছিলেন, তাও কথা নয়। যা হোক, যে-কারণে, যে-অবস্থায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল তেমনতর অবস্থা ও প্রয়োজনের সমাবেশ হ'লে আবার তদনুরূপ আবির্ভাব ঘটতে পারে, সে যখনই হোক।

১২ই শ্রাবণ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২৯।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—দুনিয়ায় বেশীর ভাগ বড় কাজ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কিন্তু তারাই আজ নিষ্পেষিত হ'য়ে যাচ্ছে। আমি কুলিদের মধ্যে কাজ ক'রে দেখেছি। তাদের আয়ের তুলনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় অনেক কম। কিন্তু তাদের খরচ কত বেশী। তারা ছেলেপিলে পড়াতে পারে না, মেয়ে বিয়ে দিতে পারে না, ভাল ক'রে খেতে-পরতে পারে না। অথচ এর মধ্যে দিয়ে ওরা কত লোকহিতী কর্ম্ম করে।

যতীনদা (দাস)—এরা এত ক'রেও নিঃশেষ হ'তে চলল কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কারণ এরা united (ঐক্যবদ্ধ) নয়।

সুশীলদা (বসু) শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুশ্চিন্তায়-দুশ্চিন্তায় আমি একেবারে শেষ হ'য়ে যাচ্ছি। অন্যের কষ্টে আমি একেবারে একাত্ম হ'য়ে পড়ি। ভাবি, কি দুষ্কর্ম্মই না করেছি, যার জন্য চারদিকের আজ এই অবস্থা।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

ভাটপাড়ার অসিতভাই (রায়)-এর সঙ্গে ধর্ম্ম, রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে কথা-বার্ত্তা হ'চ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্ম কথার মানেই সত্তাপোষণ। বাঁচাবাড়াই ধর্ম্মের মূলকথা। তার জন্য চাই সংহতি। সংহত হ'তে গেলেই একজন মানুষ চাই। আমরা আজ বৈশিষ্ট্য হারিয়েছি। তাই বাইরের যা'-কিছু দেখি, তাই ভাল লাগে।

অসিতভাই—আমরা বরাবর একটা নিয়েই যে আঁকড়ে ধ'রে থাকব, তার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' কিছু ধ'রব, তা সত্তাসঙ্গত ক'রে ধ'রব। সত্তার জন্যই পরিবেশ দরকার। মরে গেলে পরিবেশের প্রয়োজন কী ? পরিবেশ থেকে আহরণ ক'রতে হবে। তাই পরিবেশের কাছ থেকে যেমন নিতে হবে, তেমনি দিতে হবে।

অসিতভাই—একটা জিনিস আজ ভাল লাগল। কিন্তু পরে যদি ভাল না লাগে, তবে পরিবর্ত্তন করা যায় তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রধান জিনিস হ'চ্ছে সত্তা। দেখতে হবে মন সত্তার অনুকূলে চলছে কিনা। সত্তা পরিপোষিত হয় যাতে, সেই নীতি, বিধি, চলন ও শিক্ষাই ধর্ম্ম।

সত্তাসঙ্গত না ক'রে মনের খেয়ালমাফিক চ'ললে ঠ'কে যাব। মনকে সত্তার অনুকূল ক'রে চালনা করতে হবে। আর, সত্তার পথ আমরা পাই আদর্শে।

অসিতভাই—একটা জিনিস যে চিরকাল থাকবে, তার মানে নেই তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার খাওয়ার প্রয়োজন থাকবে চিরকাল। তা তুমি রুটিই খাও, ভাতই খাও, আর যাই খাও। জ্যান্ত মানুষের লক্ষণ হ'ল, সে নিজের দাঁড়ায় ঠিক থেকে পারিপার্শ্বিক যা'-কিছুকে নিজের অনুকূল ক'রে নেয়। আর, যাদের ব্যক্তিত্ব জীবন্ত নয়, তারা যা'-কিছুর সংস্পর্শে আসে, তাতেই ঢ'লে পড়ে।

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ৩০।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষ কল্পনা করে যেন তার পাখা আছে, তাই স্বপ্ন দেখে উড়ে যাচ্ছে। এ জিনিসটা ভেতরে না থাকলে কিন্তু অমনতর স্বপ্ন হ'ত না। হয়তো মানুষের দুই পাশ দিয়ে পাখা তুলে দিয়ে মানুষকে ওড়ান যায়। তাই মনে হয় কারণহীন ঘটনা ব'লে কোন জিনিস নেই। যদি একটা ভাল ল্যাবরেটরি পেতাম, তবে আপনাদের দিয়েই অনেক কিছু করতে পারতাম।

কেষ্টদা—মানুষ যে মায়ার অধীন হ'য়ে জন্মায়, এই তো এক বিরাট রহস্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর বন্ধন থেকেও মানুষ মুক্ত হ'তে পারে। যদি সে অচ্যুতভাবে ইষ্টকে ধরে। তাই মানুষ কখনও নিরুপায় নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। বেশ রোদ আছে। যতিবৃন্দ আছেন। তপোবনের হেমদা (রায়চৌধুরী) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে শিক্ষাপ্রসঙ্গে বললেন—ছেলেপেলেদের ঝোঁকটা দেখতে হবে। শুধু ঝোঁক দেখলে চলবে না। কী প্রকৃতির উপর দাঁড়িয়ে ঝোঁকটা, সেটাও দেখতে হবে। দেখতে হবে তার পিছনে লক্ষ্য কী, চাহিদা কী এবং কেমন ক'রে তা' সিদ্ধ করে? প্রকৃতির অনুসরণ না করলে ঝোঁকটার ইন্ধন দেওয়া যাবে না। যার যেমন ঝোঁক ও প্রকৃতি তার ভিতর-দিয়েই অগ্রসর হ'তে হবে।

প্রফুল্ল—ঝোঁক আর প্রকৃতির একটা উদাহরণ দিয়ে যদি বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, গাঁজা খাওয়ার ঝোঁক আছে। সেই গাঁজার ঝোঁক থাকলে, সে সব-কিছুর মধ্য-দিয়ে সেই গাঁজা সংগ্রহের তালে থাকে। যেভাবে সে সংগ্রহ করতে চায়, সেটা নির্ভর করে তার প্রকৃতির উপর। গাঁজার ঝোঁকওয়ালা বিভিন্ন লোক গাঁজার সন্ধান

করে নিজেদের প্রকৃতিমাফিক। কেউ হয়তো বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে করে, কেউ হয়তো বোকার মতো করে। নানা জন নানাভাবে করে এবং এই পার্থক্যটা হয় প্রকৃতির দরুন।

শরৎদা (হালদার)—ছেলেপেলেদের স্কুলে পড়ান ভাল, না প্রাইভেট পড়ান ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার রকম আছে। যারা সহজেই গুলিয়ে যায়, তাদের খানিকটা ঠিক ক'রে নিয়ে পরে স্কুলে দিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে রোহিণী রোডের পাশের মাঠে। সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), বনবিহারীদা (ঘোষ) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীবড়মা ও পূজনীয় বড়দা কোলকাতা থেকে এখন ফিরলেন।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ৩১।৭।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ আছেন।

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করল—সৌরত-সন্দীপনা যদি তরতরে থাকে, তাহ'লে মানুষ দেহ নিয়েও তো অনন্তকাল বাঁচতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'য়ো না ও-কথা, তা আর ব'লতে। ('সেদিন কবে হবে মা-তারা, তারা, তারা ব'লে দু'নয়নে ব'বে ধারা'—ব'লে গান ধ'রলেন।) একলহমার জন্যও যদি আসে, তাও কতদিন চলে মাতালের মতো। তখন আর দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোকের লেহাজ থাকে না।

শরৎদা—মহাপুরুষরা যে দেহ-রক্ষা করেন, তাদের কি সৌরত-সন্দীপনা ক'মে যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মনে করি, তাঁরা সচেতনভাবে আসেন, করেন, চলেন, থাকেন, চ'লে যান। সব নিয়ে তাঁরা চিরন্তন। কারণ, তাঁদের সব স্মৃতি জাগ্রত থাকে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'আমি জানি, তুমি জান না—প্রভেদ এই।' আমি প্রার্থনা করি তাঁদের দয়া আমাদের ভিতর এমনভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক, যাতে আমরা স্মৃতিবাহী চেতনালাভে অমর হ'য়ে উঠতে পারি। অমরত্ব মানে এই, তখন মৃত্যুটা যেন বেড়িয়ে আসা ! তা' না হ'লে যে যত বড়ই হোক, তার কোনও দাম নেই। ওই কিন্তু মস্ত সমস্যা।

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ১।৮।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা দশটার সময় গোলতাঁবুতে আসীন। আজ সকালে পূজনীয় কাজলভাইকে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ পড়িয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পড়াতে হয় এমন ক'রে যে চাপ লাগবে না, বোধ বাড়বে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—একবার ভাবলাম তোকে ডাকি, পরে মনে হ'ল যদি ওর ভাব ভেঙে যায়! তোর সুযোগ হ'ল না।

প্রফুল্ল—আমারও খুব যাবার আগ্রহ হ'চ্ছিল, কিন্তু অসুবিধে হবে ভেবে যাইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনি গেলে অসুবিধে হ'ত না। আমি ডাকলে ও হয়ত conscious (সচেতন) হয়ে পড়ত।

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ২।৮।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ ও কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ আছেন।

মৌলিকদের মধ্যে কুলিনের মেয়ে নেবার আগ্রহ সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুলিনের মেয়ে নিয়ে হয়তো কৃতার্থ হ'ল, কিন্তু সেই কৃতার্থতা যে তাদিগকে কৃতান্তের আহার ক'রে তোলে, সে খেয়াল নেই। বিয়ের গোলমাল থাকলে সন্তান অব্যবস্থ হবেই। তাই দেখেন আজ কত মানুষ অব্যবস্থ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে। পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), চুনীদা (রায়চৌধুরী), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), কালিদাসীমা প্রমুখ আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অর্থনীতি মানে জীবন ও জনন যাতে সার্থক হ'য়ে ওঠে, তাই করা। সত্তা বাদ দিয়ে অর্থের দাম নেই। যোগ্যতাও চাই, চরিত্রও চাই, সহযোগিতাও চাই। আর, তার জন্য আদর্শের দরকার। এই হ'ল আর্য্য-ভারতীয় সমাজতন্ত্র। Allround complete ideology (সর্ব্বতোমুখী পরিপূর্ণ ভাবধারা) চাই। আর, তার জন্য বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রসর হ'তে হবে।

হাউজারম্যানদা—সত্যানুসরণে আছে, 'তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে, কেউ তোমার ঠাকুরও নয়, কেন্দ্রও নয়।' তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার যদি ক্রাইস্টের ওপর তীব্র অনুরাগ থাকে; তোমার ভিতর তিনি জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবেন, তোমার চরিত্রের ভিতর-দিয়ে তিনি ফুটে বেরুবেন। তখন তোমার আগ্রহই হবে, তাঁকে পরিপূরণ করা, তাতে যত কষ্টই হোক, সেটা তোমার সুখের হবে। অমনতর অচ্যুত অনুসরণ যদি না থাকে; তবে বাইরে ভক্তির যত অভিব্যক্তিই থাকুক না কেন, তার মধ্যে বহু প্রবৃত্তির খেলা চলতে থাকবে। হয়তো তাঁর কথা বলতে গিয়ে প্রবৃত্তিমাফিক মনগড়া কথা বলতে থাকবে।

হাউজারম্যানদা—আজ আমাদের মধ্যে অনুসরণ ও অনুকরণ নিয়ে তর্ক হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু বাহ্যিক চাল-চলন অনুকরণ করলেই হবে না। তাঁকে অনুসরণ করা লাগবে। তাঁর উদ্দেশ্য পরিপূরণ করা লাগবে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে অনেকে লম্বা চুল রাখে, হাতের লেখা তেমনি করে। ওতে বেশী লাভ হয় না, যদি অনুসরণ না থাকে। অনুকরণ মাত্রই যে খারাপ তা নয়। তবে তার সঙ্গে প্রীতি থাকা চাই। তা' থাকলেই আসে অনুসরণ।

হাউজারম্যানদা—আমরা চাই মানুষকে নিরাশী করতে। কিন্তু যাজন ক'রতে গিয়ে অনেক সময় আশা জাগিয়ে তুলি। সে কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশার ভিতর-দিয়ে ঢুকে আশার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে হবে।

কেষ্টদা—এটা কি যুক্তি দিয়ে করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যুক্তি লাগে, চরিত্র লাগে, সেবা লাগে। নিজে যদি প্রত্যাশার ঊর্ধ্বে না থাকি, তবে মানুষকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব না।

হাউজারম্যানদা—যতক্ষণ প্রত্যাশা থাকে, ততক্ষণ একটা দেওয়ালের মতো থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—ঠিক বলেছ।

হাউজারম্যানদা—অনেকে বলেন, মহাপুরুষ শিষ্যদের ক্ষমতা দেন। প্রত্যাশা না থাকলে যখন যা প্রয়োজন এমনিই তো আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা না থাকলে, সুকেন্দ্রিক না হ'লে, দিলেও পাই না, রাখতেও পারি না। অঙ্কের ওপরে এবং অঙ্কশিক্ষকের ওপর অনুরাগ না থাকলে, শিক্ষক লাখ কায়দায় শেখালেও তুমি তা' আয়ত্ত ক'রতে পার না।

প্রফুল্ল—জন্মগত সম্ভাব্যতা যদি না থাকে, তবে সকলে কি সব কাজ পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও বেড়ে যায় সৌরত-সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে, তা' যদি ইষ্টে ন্যস্ত হয়।

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ৩। ৮। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—একজন কামারের কাজ করে, তার ফলে তার ডান হাতের পেশী পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। এই জিনিসটা কি সন্তানে সঞ্চারিত হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হ'তে পারে। ঐভাবে কাজ করতে-করতে স্নায়ু ও মস্তিষ্ক কোষে তার ছাপ পড়ে। তার শরীর বিন্যাসও কতকটা সেই ধরনের হয়। তার ফলে সন্তানের দেহকোষও অমনতর হয়। তাই জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে অমনতর একটা প্রবণতা

নিয়ে জন্মায়। সেই সন্তান ইঞ্জিনিয়ারীং পড়লে হয়তো ভাল ইঞ্জিনিয়ার হ'তে পারে।

সবার দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখ, একজন ঋত্বিক হ'তে গেলে কতখানি জানা লাগে! এমন বিষয় নেই যার জ্ঞান তোমার পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। সবরকম বিষয় যদি না জান এবং সবরকম বিষয়ে যদি মানুষকে উপদেশ দিতে না পার, তা হ'লে হবে না।

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ৪। ৮। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

শরৎদা—আপনি ইষ্টার্থপরায়ণতার কথা বলেন। আবার হয়তো আপনি নরেনদাকে বললেন, তার বাড়ির মার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। কিংবা আমাকে বললেন মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে। তাতে ব্যত্যয় আসে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি এই বুদ্ধি থেকে করেন যে আমি যদি না করি, ঠাকুরের ঘাড়ে প'ড়ে যাবে, তাহ'লে দোষ হয় না। কিন্তু নিজের তাগিদে বা বাড়ির তাগিদে যদি করেন, ঠাকুরের দিকটা বড় ক'রে না ভাবেন, তাহ'লে তাতে ব্যত্যয় হবে। কাজ যদিও একই। তবুও দৃষ্টিভঙ্গীর তফাতে ফল আলাদা হ'য়ে যায়। তবু রামকৃষ্ণদেব যা' বলেছেন, দাগ থেকেই যায়। মমতার অভিযান চলেই। যদি শুধু নিজের বেলায়ই সহানুভূতি সক্রিয় হয়, অন্যের বেলায় উদাসীন-নিষ্ক্রিয় থাকে, তা'হলে কিন্তু হবে না। সার্থসন্ধিৎসুতা আমাদের সৌরত-সন্দীপনা খেয়ে ফেলে।

বনবিহারীদা (ঘোষ) বংশানুক্রমিকতা সম্বন্ধে একটা বই এনে কয়েকটা জিনিস দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আমি যা' ভাবি প্রায়ই মেলে। পরমপিতাই যেন দেখিয়ে দেন।

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ৫। ৮। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে রোহিণী রোডের পাশে মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—একটা যান্ত্রিক যুগের যেন অবসান হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, রামচন্দ্রের সময়ও যান্ত্রিক যুগ ছিল। রসজলনিধির মধ্যে দূরশ্রবণ যন্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। হায়দ্রাবাদের কাছে একটা লাইব্রেরিতে পাণ্ডুলিপি ছিল।

তাতে এমন যন্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়, যা দিয়ে ভূগর্ভস্থ খনির সন্ধান পাওয়া যায়। আগে এ সব জিনিস ছিল অতি সরল ধরনের।

নিখিল (ঘোষ)—মহিরাবণের রাজ্য ছিল বলিভিয়ায়। লঙ্কাযুদ্ধের সময় রাবণ তাকে রেডিও সংবাদ পাঠিয়েছিল।

নাগার্জুন, চরক, শুশ্রুত, জীবকের কথা উঠল। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্র কত উন্নত ছিল, সে-কথাও হ'ল।

শরৎদা বললেন—কেমন ক'রে আমাদের অধঃপতন আসলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেনরাজা প্রতিলোমের বীজ সৃষ্টি ক'রে গেছেন, তা' আজও নির্মূল হয়নি। তারাই দিন-দিন বেড়ে গিয়ে ভারতের জীবনে বিপর্য্যয় এনে দিয়েছে।

২০শে শ্রাবণ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ৬। ৮। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা করলেন—ঝুলন বা হিন্দোল মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিন্দোল লীলারই একটা অঙ্গ। লীলায় যদি হিন্দোল না থাকে, স্থিতিশীল হয়, তাহ'লে উপভোগ্য হয় না। আর পশ্চিমে দোল খাওয়ার প্রথা এখনও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে মাঠে কেষ্টদা, শরৎদা প্রমুখের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—থাকা, না-থাকার মধ্যে থাকাটাকে কায়েম করা কিংবা অ-থাকাটা চিরন্তনের সেবায় লাগান হ'ল অনিত্যকে নিত্যে বিবর্ত্তিত ক'রে তোলা। নশ্বরের মধ্যে অবিনশ্বর সত্তাকে দেখাই ঠিক দেখা। নচেৎ দেখার মধ্যে ভ্রান্তি থাকে।

২১শে শ্রাবণ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ৭। ৮। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে শরৎদার (হালদার) সাথে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আজ যেমন উদ্বাস্তুদের ভিক্ষা দিচ্ছে, আমি তা' দিতাম না। আমি তাদের দিয়ে কুটিরশিল্প, কৃষি ইত্যাদি করিয়ে তাদের যোগ্যতার উপর দাঁড় করাবার চেষ্টা করতাম। আর, সর্ব্বপ্রথম পঁচাত্তর লাখ স্বস্তি সেবক সংগ্রহ করতাম। তাদের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রস্তুতির জোয়ার লাগিয়ে দিতাম। সরকারের উপর হাত থাকলে তাদের দিয়েই করাতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের পাশে মাঠে।

শরৎদা, রত্নেশ্বরদা (দাশ-শর্ম্মা), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ কাছে আছেন। রাখালরা একপাল পাঁঠা নিয়ে বাড়ী ফিরছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার যদি অর্থ থাকত এবং ক্ষমতা থাকত তেমন, তাহ'লে পাঁঠাগুলোকে কিনে নিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দিতাম। বলতাম, তোরা তোদের ভাগ্য অন্বেষণ ক'রে নে।

শরৎদা—ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব কিভাবে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা-সংরক্ষণী আকূতি থেকে ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব, এই আমার মনে হয়। ঝর্ণার মধ্যে একরকম মাছ আছে, যার নাকি চোখ নেই। প্যাঁচা নাকি আলোয় বেরোতে পারে না। অন্ধকারের আলোই তার পক্ষে যথেষ্ট। তাই রাত্রে দেখতে পায়। এও আমার মনে হয় ঐ সত্তা-সংরক্ষণী প্রয়োজন থেকে। কারণ, রাত্রে তার খাদ্য আহরণের পক্ষে সুবিধা।

পুষ্প-মা—আমি কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমকারুণিক যিনি, পরম-উৎস যিনি, তাঁরই উৎসৃষ্ট আমি। তাঁরই একটি কিরণ তুমি, একটি কিরণ আমি, একটি কিরণ এই ছায়াপথ, ঐ তারা, ঐ সব।

২৩শে শ্রাবণ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ৯। ৮। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), পুষ্পমা, মাধুরিমা-মা প্রমুখ অনেকে উপস্থিত। মাধুরি-মা বললেন—আমি দীক্ষা নেবার আগে আপনাকে স্বপ্ন দেখেছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল।

পুষ্পমা—আমার বাড়ীতে আপনার ফটো প্রথম দেখেই আমাকে বলেছিল, এঁকে আমি দেখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বুঝি আমারই ছিল বরাবর।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পুষ্পের কুষ্ঠি খুব জবর কুষ্ঠি।

পুষ্পমা—কিন্তু দুঃখকষ্ট তো যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা বড় হয়, তারা দুঃখ-ঝঞ্ঝা ইত্যাদি অতিক্রম ক'রেই বড় হয়। যারা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে-শুয়ে বড় হয় তারা সত্যিই বড় নয়। তাদের সে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা থাকে না। তাদের হ'ল ভোগ-দেহ। বড় হওয়াটা হ'ল পাহাড়ে ওঠার মতো। উঁচু পথে কষ্ট লাগেই। যারা বড়, তারা লোকপালী হয়। মেরী ম্যাক-

ডিলিনী, আম্রপালী কত হীন অবস্থার থেকে কোন্ উচ্চস্তরে উঠে গেল। শ্রীমতী দাসীর কথা শুনেছ তো! অজাতশত্রু তাকে মেরে ফেলল, তবু সে স্তূপে দীপ দেওয়া ছাড়েনি বা অন্যকে এই কাজে আমন্ত্রণ করতেও নিরস্ত হয়নি। ওর ভিতর-দিয়েই হয় 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।' ঐ অবস্থায় কষ্ট আর কষ্ট থাকে না। সব ক্লেশই সুখ হ'য়ে ফুটে ওঠে। কারণ, তা প্রিয়তমের জন্য।

মাধুরিমা-মা—নানারকম ঝঞ্ঝাট চলছে, কেমন ক'রে ঠিক হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই ঠিক হয়ে চল্, আপন পথে চল্, রাস্তায় উঁচু-নীচু-সোজা একটার পর একটা আছেই তো! পথ দেখে চলবি। নিজে ঠিকমতো চললে কিছুতেই আটকাতে পারবে না।

পুষ্পমা সীতার পরবর্ত্তী বনবাসের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজাকে কতখানি প্রজাস্বার্থী হ'তে হবে সেইটেই রামচন্দ্র দেখিয়েছেন। প্রজা প্রাণের চাইতেও বেশী না হ'লে রাজা হওয়া যায় না। আর, তোমরা যে সীতার দুঃখ মনে করছ, তা কিন্তু ব্যাপার নয়। তিনি রামচন্দ্রকে তাঁর আদর্শ থেকে একচুল বিচ্যুত হ'তে দেননি। আর, সেই তার পরম গৌরব। সীতাও ছিলেন রামচন্দ্রের আদর্শে উৎসর্গীকৃত। আর, এই ছিল আমাদের আর্য্যবিবাহের তাৎপর্য্য।

জনৈকা মা—সীতাও তো রামচন্দ্রের প্রজা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রজা, কিন্তু স্ত্রী।

আজ বিকেল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খুব খারাপ করেছে। জ্বর, কাশি, সর্দ্দিতে আক্রান্ত হয়েছেন।

১লা ভাদ্র, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ১৮। ৮। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট।

সুশীলদা (বসু), হাউজারম্যানদা, যোগেনদা (হালদার), অজয়দা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বললেন—ক্রাইস্টের কথাগুলি যেন পুরোপুরি Vaisnavism (বৈষ্ণববাদ)। তাঁর কথা কেমন সুন্দর। এমন শান্তি, সুখ ও ভ্রাতৃত্বের বাণী বড় কমই পাওয়া যায়। তবে কালের প্রভাবে সব-কিছুর মধ্যেই মন্দ ঢুকে যায়। ঐ মন্দ-গুলিকে আবার নিয়ন্ত্রণ করা লাগে এমনভাবে যাতে ভাল বই মন্দ না হয়।

হাউজারম্যানদা—কঠোর শাসনের ব্যবস্থা না থাকলে প্রয়োজনমতো মানুষ বিপথে যায়ই। বেশী ক'রে খারাপ করে। তাই, আদর্শ থেকে যারা বিচ্যুত হয়, তাদের প্রতি

সহনশীলতা মানে দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাজে খারাপ মানুষ থাকেই এবং তারা খারাপ করেই। তবে social administration (সমাজ-প্রশাসন) এমন হওয়া চাই যাতে খারাপটাও বেশী খারাপ করতে না পারে। ধর, একজন হয়তো বদমাইস। সে যদি অনুলোম বই প্রতিলোম ব্যাপারে কিছুতেই না যায়, তাহ'লে সেটা অন্ততঃ মন্দের ভাল। তাই এমন ব্যবস্থা করা লাগে, যাতে খারাপকেও ভাল ক'রে তোলা যায়। যা' ভালকে সমর্থন করে না, তা' ভগবানের পরিপন্থী। আর, ভাল মানেই তোমার ও তোমার পরিবেশের existence-এর (অস্তিত্বের) পক্ষে nurturing (পোষণী)।

হাউজারম্যানদা—ক্রাইস্ট বলেছেন, 'Those who are not with me, are against me (যারা আমার সঙ্গে নয়, তারা আমার বিরুদ্ধে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সক্রিয়ভাবে তৎপরিপোষণী রকমে না চললে, তৎপরিপন্থী প্রবৃত্তিরই পোষকতা করা হয়।

২রা ভাদ্র, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১৯। ৮। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালবেলায় বড়াল-বাংলোর ঘরে মংলিকে বললেন রমণদার (সাহা) মার জল তুলে দিতে।

তাতে রমণদার মা বললেন—ও কি বিনা পয়সায় করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে যদি মিষ্টি লাগে, তবে আমিই পয়সা হব। তার চাইতে বড় পয়সা আর কী আছে? আমি বিনে পয়সার চাকর হ'তে পারি, ও বিনে পয়সার চাকর হ'তে পারবে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), বনবিহারীদা (ঘোষ), রত্নেশ্বরদা (দাশ-শর্ম্মা), চুনীদা (রায়চৌধুরী), উমাদা (বাগচী), হরিপদদা (সাহা), প্যারীদা (নন্দী) এবং মায়া মাসিমা, কালিদাসীমা, হেমপ্রভামা প্রমুখ মায়েরা আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী বনবিহারীদা এবং সুধাদি গান গেয়ে শোনালেন।

রাত্রে ডাঃ অমিয় মুখার্জি আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে। শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তারবাবুকে বললেন—মার অসুখের সময় থেকে বড় উদ্বেগ হ'ত। মা মারা গেলেন। আরও কয়েকজন মারা গেল। সেই থেকে মনে আমার বড় কষ্ট। বুকের ভিতরটায় কেমন ব্যথা মনে হয়। ফেরিনজাইটিস ছিল বহুদিন থেকে। তবে বুকে সর্দ্দি'র

অবস্থা হ'ত না। তারপর ব্লাড প্রেসারেও ভুগতাম। ডাঃ গুপ্ত দেখছেন বহু বছর থেকে। অম্বল আছে। আগে পাইওরিয়া ছিল। টেরামাইসিন খেয়ে ভাল হয়েছে। মাঝে-মাঝে ক্ষিদে লাগে না। একটু বেশী খেলেই ঘুমের মধ্যে উদ্‌গার উঠে ঘুম ভেঙ্গে যায়। দুধ খেয়ে সহ্য হয় না।

ডাঃ মুখাজ্জী শ্রীশ্রীঠাকুরের সব কথা শুনলেন এবং ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন।

৭ই ভাদ্র, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ২৪।৮।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। আজও শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খুব ভাল নয়।

প্রফুল্ল—অপ্রতিগ্রহের ভিতর-দিয়ে যে জাতিস্মরতা আসে, তাকে তো দান গ্রহণ না করা হিসেবে বুঝতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর প্রধান কথা হ'ল সাক্ষীস্বরূপ দেখে যাওয়া। বাইরের সাড়ায় একীভূত না হওয়া। তবে এটা দান গ্রহণ না করা সম্বন্ধেও খাটে। অর্থাৎ, এ সম্বন্ধে তোমার কোনও আগ্রহ থাকবে না। কেউ দিয়ে গেল, তাতেও খুব উল্লসিত হ'লে না। না দিল, তাতেও ক্ষুব্ধ হ'লে না। পাওয়া না-পাওয়ায় কোন উদ্বেগ, প্রশ্ন বা সমস্যা নেই। যখন যে-অবস্থা আসছে নিরাসক্ত মনে দেখে যাচ্ছ। এতে অভিভূতির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। একাগ্রচিত্তে পূর্ব্বকৃতি, অতীত স্মৃতি, অনুধাবন ও অনুসন্ধান করা যায়।

৮ই ভাদ্র, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ২৫।৮।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ) এবং সুধীরদা (বসু) আসলেন বেনারস থেকে। তাঁদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর খবরাখবর নিলেন এবং বললেন—কী তোরা কোথায় থাকিস, খবর দিস না ?

তারপর ওরা কোথায় খাওয়াদাওয়া করবেন এসব ব্যাপারে খোঁজখবর নিলেন।

ওরা একটু ঘুরে পরে আবার আসলেন।

শৈলেশদা বৈকুণ্ঠদা সম্বন্ধে বললেন—উনি বলেন 'তোমাদের সঙ্গ ছাড়া আমি থাকতে পারি না।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মিক টান যত বাড়ে, তত ঐ-রকম হয়।

শৈলেশদা বললেন—বিষয়-আশয়, ব্যবসায়, ওকালতি ইত্যাদি নানাদিকে ওর অনেকগুলি করণীয় আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব্যসাচী হওয়া লাগে। দুই হাতে বান চালাতে হয়। সব দিক দেখা লাগে।

কাশীর একজন বিশিষ্ট লোকের সম্পর্কে সুধীরদা ও শৈলেশদা বলছিলেন—তাঁর ব্যবহার দেখেই তাঁর মহত্ত্ব বোঝা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Blood (রক্ত)-এর কয়টা লক্ষণ আছে। অর্থাৎ আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান—এইগুলির ভিতর-দিয়ে রক্তের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। এইগুলিই হ'ল কুলের correctness (শুদ্ধতা)-এর লক্ষণ।

শৈলেশদা হরিনন্দনদার (প্রসাদ) ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন। সেই প্রসঙ্গে বললেন—উনি বলেন 'আমার বহু দোষত্রুটি র'য়ে গেছে, আগে থেকে সুরু করতে পারলে ভাল হত।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার দোষ-ত্রুটির উপর প্রীতি নেই, যে দোষ-ত্রুটিকে চেনে, তার পক্ষে দোষ এড়ান সহজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে ঘুম থেকে উঠে বড়াল-বাংলোর ঘরে চৌকীতে ব'সে তামাক খাচ্ছিলেন। ঘরে মায়েরা আছেন। প্রফুল্ল বসে dictation (অনুলেখন) নিচ্ছিল। এমন সময় সুরেন মোদকদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—বৈকুণ্ঠদার সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?

সুরেনদা—হ্যাঁ !

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ নাকি আবার পাটনা থেকে একজন বিশিষ্ট লোক এসেছিল। 'এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে'—(এই বলে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন) স্ব-কে ধারণ করে যে, সেই স্বধা, তার মানে material aspect (বস্তুগত দিক)।

শৈলমা রমণদার মার কথা এসে বলতে লাগলেন। ব'লে চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কারও জন্য করলেই বোধহয় অমন টান হয়। এত বকে-ঝকে, ঝগড়া করে, কিন্তু ওকে আবার দেয়-থোয়। ওর জন্য করে। তাই সব সত্ত্বেও ওর প্রতি একটা টান আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে ব'সে কেষ্টদার সঙ্গে অনুভূতি, একাগ্রতা, অনুরাগ,

দর্শন, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছিলেন।

কথায়-কথায় বলছিলেন—কোকিলের চোখটা লাল হ'ল কেন? কাকের চোখ কালো হল কেন? সবই ধরা পড়ত, সাক্ষাৎকার যাকে বলে তাই-ই হ'ত। এইভাবে সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি কার্যকারণ ধরা পড়ত।

আজ রমণদার মার জন্য সাঁইত্রিশ টাকা দামের সেণ্ট, একুশ টাকা দামের একবাক্স সাবান এবং দামী লিপস্টিক প্রভৃতি আনা হয়েছে। রমণদার মা লিপস্টিক লাগিয়ে হাসি-খুশি হ'য়ে সকলকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—মানুষ বুড়ো বয়সে অনেক সময় নিজেকে বুড়ো বলে স্বীকার করতে চায় না। যৌবনের হাবভাব, চাল-চলন অনুকরণ ক'রে নিজেকে যুবা ব'লে পরিচয় দিতে চায়। জীবনের প্রতি গভীর মমতা বশেই মানুষ অমন করে।

৯ই ভাদ্র, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২৬।৮।১৯৫১)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

প্রফুল্ল—Pineal Gland-এর function (কাজ) কী? পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডকে concentrate (একাগ্র) করলে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড-এর function (কাজ) ভাল ক'রে এখনও জানা যায়নি। শোনা যায় ওটা Intelligence-এর (বুদ্ধির) centre (কেন্দ্র)। ঐ Region (স্থান)-এ সাতটা cortical layer (বহিস্থ স্তর) আছে। তার function (কাজ) নাকি Physiology (শরীরবিদ্যা) আজও জানতে পারেনি। আমার মনে হয়, ওকে বলে সপ্তস্বর্গ। ঐ peneal gland excited (উত্তেজিত) হ'লে মানুষের intelligence (বুদ্ধি) normally (স্বাভাবিকভাবে) বেড়ে যায়। আর, pineal gland-এ concentrate (একাগ্র) করলে pituitary-ও normally (স্বাভাবিকভাবে) excited (উত্তেজিত) হয়। শোনা যায় pineal gland-কে কোনও shock (আঘাত) দিয়েও যদি excited (উত্তেজিত) করা যায়, তাহ'লে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি খুব বিকশিত হ'য়ে ওঠে।

একটি মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন—আপনি ভাগ্যবান, অন্তর্য্যামী। আপনি সব জানেন। আপনার দয়ায় আমাদের সব দুঃখ যেন কেটে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভগবানও না, অন্তর্য্যামীও না। তবে এইটুকু জানি ভগবানকে যে ভালবাসে, তাঁর পথে যে চলে, তার উন্নতি হয়ই।

এরপর রমণদার (সাহা) মা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন এসেছ, এখন কিন্তু তোমার কাপড়ে-চোপড়ে তেমন গন্ধ নেই। তখন মনে হচ্ছিল একটা ফুলবাগিচা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। তিনি বললেন—রাশিয়ার উন্নত অবস্থা সম্বন্ধে বসুমতী কাগজে বেরিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' বলেছি, আপনারা যদি তা' করেন, তাহ'লে এদেশও কোনদিক দিয়ে কম থাকবে না।

কেষ্টদা—আমাদের দেশে আপনার কথাকে মূর্ত্ত করার মানুষ আছে কিনা কি জানি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ করতে গেলে খুব রাখালি করা লাগে।

কেষ্টদা—সেই লোকই তো মেলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা করবেন।

কেষ্টদা—আমরা তো এক-একজন এক-এক complex নিয়ে আছি, নচেৎ হতই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে নিজেদের ঠিক করা লাগে। আর, সেটা লহমাতেই হয়। Involuntary attention (স্বতঃস্ফূর্ত্ত মনোযোগ)-এর কথা যে বলেন, out of interest (আগ্রহ থেকে) ঐ involuntary will (স্বতঃস্ফূর্ত্ত ইচ্ছা) ও attention (মনোযোগ)-টা হ'লেই হ'ল।

১০ই ভাদ্র, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ২৭। ৮। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুতে। পূজনীয় বড়দা এবং কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ আছেন। বেনারসের বাবুসাহেব আসলেন। তাঁর শরীর অসুস্থ। সঙ্গে শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), সুধীরদা (চৌধুরী) প্রমুখ আসলেন।

বাবুসাহেবের সঙ্গে সদগুরু গ্রহণ, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যানুসরণ এবং ধর্ম্ম পরিপালন সম্বন্ধে বিস্তারিত কথা হ'ল।

১১ই ভাদ্র, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ২৮। ৮। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর সুস্থ নয়। প্যারীদা (নন্দী), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ব'সে আছেন।

প্যারীদার ছেলে করুণা প্যারীদার গায়ের উপর এসে বিরক্ত করছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওকে দেখে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। আমিও

ছেলেবেলায় অমনি করতাম। বাবা হয়তো কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। আমি হয়তো তাঁর ঘাড়ে ওঠার চেষ্টা করছি, বাবাকে বিরক্ত করছি। বাবা যে কথায় বা কাজে ব্যস্ত, সেদিকে আমার খেয়াল নেই। ওর রকম হয়েছে মার কাছে কোপ খেয়ে খেয়ে। ওর মনে হয় সবসময় তোর কাছে থাকতে পারলে সুস্থ থাকতে পারে। আমিও ঐ-রকম ছিলাম।

বিকাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বেশী খারাপ করল। শ্রীশ্রীবড়মাকে একবার কাছে ডাকলেন। শ্রীশ্রীবড়মা কাছে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বালকের মতো অসহায়ভাবে শ্রীশ্রীবড়মার হাত চেপে ধরলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় বড়দাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে যে কাজের কথা বলেছিলেন, তা' তিনি করেছেন কিনা।

বড়দা বললেন—হ্যাঁ, আপনি যখনই যা' বলেন, তখনই তা' করতে চেষ্টা করি।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীত হলেন।

সন্ধ্যার সময় রমণদার (সাহা) মাকে নিয়ে মায়েরা নানা রহস্যালাপ করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে ফোঁড়ন কাটছিলেন। তাতে রস যেন আরও জমে উঠছিল।

একফাঁকে চুনীদা (রায়চৌধুরী) ও নগেনভাই (দে)-কে ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মার ভোজনপর্বের ব্যবস্থা করলেন।

১৬ই ভাদ্র, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২। ৯। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল নয়। কাল অনেক রাত্রে ডাঃ গুপ্ত ও ভোরে ডাঃ অমিয় মুখোপাধ্যায় এসেছেন। সকালে ডাঃ গুপ্ত ও ডাঃ মুখোপাধ্যায় দুইজনেই একসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বড়াল-বাংলোর ঘরে দেখতে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাশি কম, অস্বস্তিবোধ খুব। বমি-বমি ভাব। মনে হয়, ভাল ক'রে হজম হয় না। পেটের মধ্যে অস্বস্তি। সন্ধ্যার দিকে জ্বর হয়। খুব দুর্বল লাগে, মুখ পানসে লাগে, মাথা ভার। দুই-এক সময় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। প্রস্রাব বারো থেকে ষোল আউন্স। বাঁ-হাতে ব্যথা আছে। একটা পোকা পড়েছিল, হাত ঝাড়া দিতে ব্যথা হ'ল কয়েকদিন আগে। আজও যায়নি। এত দুর্বল মনে হয়, ভাবি শেষ হয়ে আসলাম নাকি। শরীর পারে না, তাই নড়তে ইচ্ছা করলেও পারি না। খালি পেটে

অস্বস্তি বোধ হয়। খাওয়ার পর উপবাসের পরে খাওয়ার মত বোধ হয়।

ডাক্তারবাবুরা রক্তের রিপোর্ট এবং ব্লাডপ্রেসার দেখলেন। ডাঃ গুপ্ত ওজন নেওয়ার কথা বললেন। তিনি স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুকপিঠ পরীক্ষা করলেন। এরপর ডাঃ মুখোপাধ্যায় চোখের কোন, জিহ্বা, দাঁত দেখলেন। স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুকপিঠ দেখলেন। ডাঃ গুপ্ত গলা পরীক্ষা করলেন এবং কার্ডিওগ্রাফ করলেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় আঙ্গুলের মাথা, নখ ইত্যাদি টিপে-টিপে দেখলেন।

এমনিতে তো শ্রীশ্রীঠাকুর কম খেতেন, নুনহীন খাওয়ার দরুন খাওয়া আরও ক'মে গেছে। মাঝে-মাঝে গলা শুকিয়ে আসে, পিপাসা পায়, ক্ষুধা তেমন পায় না। ক্ষুধা পেলে খুব দুর্বল লাগে। তখন একটু ছানা-টানা খেলে ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার জ্বর-টর সারায়ে ঠিক ক'রে দেন। নয়তো এইভাবে ক'দিন ব'সে থাকব ?

ডাঃ গুপ্ত—কে চায় রোগী প'ড়ে থাক্ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু রোগী তো জানে যে ডাক্তার জানে, তার কাছে বললে প্রতিকার হবে।

ডাঃ গুপ্ত—আমি কিছু পারি ব'লে আমার বিশ্বাস নেই। সবটাই ভাগ্য বলে মনে হয়। কোথাও আমার সুনাম পাওয়ার আছে, সেখানে যোগাযোগে ভাল হ'য়ে গেল। আবার, হয়তো আমার দুর্নাম পাওয়ার আছে, সেখানে শত করা সত্ত্বেও ভাল হ'ল না।

এরপর ডাক্তারবাবুরা পরামর্শের জন্য বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ডাঃ গুপ্তকে দেবার জন্য একটি বাণী দিলেন—Chance is the chosen performance of acquisition (অধিগমনের পছন্দসই নিষ্পন্নতাই সুযোগ)।

ডাঃ গুপ্ত লেখাটা পেয়ে খুশি হলেন।

১৭ই ভাদ্র, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ৩।৯।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজও ভাল নয়। কাল বিকালে যে জ্বর হয়েছিল, আজ এখনও তা ছাড়েনি। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরেই আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার যেন এক একটা জিনিস পেয়ে বসে। দশ/এগারো বছর বয়সে একবার একটা বইতে দেখলাম, একটা মন্ত্র জপ করলে ব্যাঙ ডাকে। তখন রোজ বিকালে গিয়ে পদ্মার পারে বসে ঐ মন্ত্র জপ করতাম।

ব্যাঙ সব আমার কাছে জড় হয়ে ডাকতে শুরু করত। মা যে বলেছিলেন—

'অকূলে পড়িলে দীন হীন জনে
নুয়াইও শির, কহিও কথা।
কূল দিতে তারে সেধো প্রাণপণে,
লক্ষ্য করি তার নাশিও ব্যথা।'

—সেটা এখনও আমার মাথায় লেগে আছে। যত কুৎসিতই দেখি না কেন, কিছুতেই নিরাশ হই না। তার পিছনে লেগে যাই, কেমন ক'রে তাকে ভাল করা যায়। তার জন্য যত কষ্টই হোক, সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই, করতেই হবে। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে।' যাদের দেখি অতখানি ভয় নেই, মারা পড়বে না, বড়জোর কিছু কষ্ট পাবে, তাদের সম্বন্ধে এত ভাবনা হয় না।

সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে হঠাৎই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দুনিয়ায় অভাব নেই কারও, অভাব শুধু অন্তরে।

১৯শে ভাদ্র, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ৫।৯।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর এখনও অসুস্থ।

আজ থেকে ওয়েস্ট এণ্ড হাউসে কয়েক দিনের জন্য অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্ত্তন শুরু হ'লো। দুপুরের পর থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টির অভাবে চাষবাষ কিছুই হচ্ছিল না। তাছাড়া গরমও খুব পড়েছিল। ধরণী যেন শান্ত সুতৃপ্ত হল। আর কৃষকরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। স্থানীয় সবাই মনে করল, কীর্ত্তনের জন্যই বৃষ্টি শুরু হল।

২০শে ভাদ্র, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ৬।৯।১৯৫১)

আজ বিকালেও শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্বর হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ মতো বনবিহারীদা (ঘোষ) একখানি গান গাইলেন। পরে মুক্তি একখানি হিন্দি গান গাইল।

২১শে ভাদ্র, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ৭।৯।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুরের আজও সন্ধ্যায় অল্প জ্বর, মাথা ভার, গলায় অস্বস্তিবোধ ইত্যাদি উপসর্গ আছে। রাত্রে ঠাকুরঘরে অল্প কয়েকজন আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিমলকে (ঘোষ) একখানি গান গাইতে বললেন।

বিমল একটি রামভজন গাইল। গাইবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—ও গায় বেশ ভাল।

এরপর শচীনদা (গাঙ্গুলী) বললেন—রামাইত সাধুরা শুধু রামভজন গান করে। গতবার চিত্রকূট গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম অনেক রামাইত সাধু আছেন। তাঁরা শুধু রাম নাম গান করেন।

২৪শে ভাদ্র, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১০।৯।১৯৫১)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি। ভোরে জাগরণী ঊষাকীর্ত্তন হল। তারপর ভাগবত পাঠ ও নহবত বাদ্য হ'ল। তিথি-উৎসব-উপলক্ষে বাইরে থেকে বহু দাদা ও মায়েরা এসেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খারাপ। তাই লোকজন যাতে বেশী ভীড় না করতে পারে, তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাল রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। তাই লোকজনের খুব কষ্ট হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতৃপুরুষের নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি চলতে লাগল। আর ওয়েস্ট এণ্ড হাউসে কীর্ত্তন তো চলছেই।

সমস্তিপুরের হরিনন্দনদা (প্রসাদ) ও তাঁর কতিপয় ছাত্র এসেছেন। তাঁরা ঘরে এসে বসলেন।

আজ খুব বৃষ্টি হচ্ছে! সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার জন্মদিনে বৃষ্টি, বিয়ের দিনে বৃষ্টি, আর মৃত্যুদিনে কী হবে জানি না।

হরিনন্দনদা—শ্রীকৃষ্ণের জন্মও ঝড়ের রাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তাঁর সারা জীবনের ওপর দিয়ে ঝড় ব'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—সত্যপ্রকাশের ভ্রূটা তোর মত মোটা, তোর ভ্রূর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম, দেখে মনে হল, ও যদি চল্লিশ জনের একজন হতে পারে।

এরপর ভক্তবাহাদুরবাবুকে দেখে কাছে ডাকলেন।

তারপর বললেন—তুই এসেছিস, ভাল হয়েছে। তোর কথা অনেক সময় মনে হয়।

পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য) শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটা রূপোর কৌটা এনে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেটা শ্রীশ্রীবড়মাকে দিলেন এবং বললেন—হরিদাস এই কৌটোটা দিচ্ছে, তুমি খুব যত্নের সঙ্গে ব্যবহার ক'রো।

আজ কলকাতা থেকে সম্বিতীর তিনটি খণ্ড ছেপে আসল।

২৫শে ভাদ্র, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১১। ৯। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে বসেছিলেন। পূজনীয় বড়দা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—হরিনন্দনকে তপোবনের রেক্টর ক'রে দিলে হয়।

পরে বড়দা বললেন—আমার চাইতে বেশী বয়স্ক অনেকে দাঁড়িয়ে পায়ের আঙুল স্পর্শ করতে পারে, বা নাভিতে এক আঙুল রেখে, আর এক আঙুল দিয়ে নাক স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু আমার শরীর এত শক্ত হ'য়ে গিয়েছে যে তাতে কষ্ট হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নাভিতে এক আঙুল রেখে আর এক আঙুল দিয়ে নাক স্পর্শ করতে চেষ্টা ক'রলেন এবং প্রায় কৃতকার্য্য হলেন। তারপর একটু কাশি হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যদি একটু চলাফেরা করতে পারি, তাহ'লে বোধহয় অনেকটা ভাল থাকি। আর, আমার জন্য একটা ঘর ক'রে দে।

বড়দা—হ্যাঁ, চলাফেরা, স্ফূর্ত্তি, ইত্যাদির মধ্যে আপনি যদি থাকেন, তবে ভাল হ'য়ে যাবেন। আর, বৃষ্টিটা কমলেই আমি ঘরের ব্যবস্থা করছি। ভাল কন্ট্রাক্টার দিয়ে করাব। জাল দিয়ে দেব, গরমের সময় মাছি-টাছি ঢুকতে পারবে না। খুব তাড়াতাড়িই ক'রে ফেলব।

গোঁসাইদা ও বনবিহারীদা (ঘোষ) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের দুজনকে আগের দুটো প্রক্রিয়া ক'রে দেখাতে বললেন। গোঁসাইদা মোটামুটি পারলেন, বনবিহারীদা ক'রে দেখালেন।

হরিনন্দনদা সত্যপ্রকাশদাসহ আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যপ্রকাশদাকে দেখে বললেন—ওর কতকগুলি সুলক্ষণ আছে। Tenacity (লাগোয়া ভাব) কেমন আছে, কি জানি ?

হরিনন্দনদা—তা খুব আছে। ও নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যদি দুঃখ-কষ্টের ভিতর-দিয়ে সংগ্রাম ক'রে দাঁড়ায় এবং সে যদি সুকেন্দ্রিক হয়, তবে তার এমন শক্তি ও অভিজ্ঞতা জন্মায়, যা' দিয়ে সব অবস্থার নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলতে পারে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আরুণি-উপমন্যুর গল্পটা বললেন। পরে বললেন—ঐ শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়েই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান লাভ হয়। গুরু যত কঠোর নির্দ্দেশই দেন না কেন, তা পালন করলে আত্মসংরক্ষণ কেমন ক'রে করতে হবে, সে বুদ্ধি তার যোগায়। শিক্ষা এমন ক'রে দিতে হয়, যাতে ছাত্র আত্মনির্ভরশীল হয়।

২৬শে ভাদ্র, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ১২ । ৯ । ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে। বারিপদার নীরদদা (ঘোষ) ও মানুদাকে (ঘোষ) শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জাতিস্মর শান্তির বাবার জন্য বৈকুণ্ঠ একশো টাকা ক'রে দেয়, তোরা যদি প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে দিস, তবে খুব ভাল হয়। ওর মেয়ে যে জিনিসের সন্ধান যত বিশদভাবে দিয়েছে, তার তুলনা হয় না। আমি তো তোমাদের ভার আছিই। পরিবার তো তোমাদের ভার আছেই। পরিবেশ তো তোমাদের ভার আছেই। এরপর বোঝার ওপর শাকের আঁটি—এইটুকু পারবে না ?

নীরদদা ও মানুদা বললেন—আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর হরিনন্দনদা এবং আরও অনেকের সঙ্গে নাম, বর্ণাশ্রম, শিক্ষা, চরিত্র-গঠন, অসৎ-নিরোধ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করলেন।

২৭শে ভাদ্র, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ১৩ । ৯ । ১৯৫১)

কাল রাত্রে ডাঃ গুপ্ত এসেছেন। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখলেন। ওজন নিলেন, হাঁটিয়ে Pulse দেখলেন, কার্ডিওগ্রাফ করলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন—অবস্থা অনেক ভাল। তবে আপনি ক্রমাগত কথা বলতে পারবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা বললেও যাতে ক্ষতি না হয়, তাই ক'রে দেন। কথা বলতে না পারলে যে খুব ক্ষতি হয়।

ডাঃ গুপ্ত—আপনি লিখুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখা আর বলায় ঢের তফাৎ হয়।

ডাঃ গুপ্ত—সে বুঝি, কিন্তু কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার সঙ্গে গোড়া থেকেই তো কথা ছিল, আমি লোকের সঙ্গে কথা বলব, তাতে ক্ষতি যাতে না হয়, তাই ক'রে দিতে হবে।

ডাঃ গুপ্ত—কথা তো কতরকম থাকে, রোগীর সব কথায় কান দিলে তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোগীর কথাই তো কথা।

ডাঃ গুপ্ত—রোগী যদি এখন ক্ষীর খেতে চায়, তার পরদিন ধ্রুবলোকে, নক্ষত্রলোকে না কোন্ লোকে যেতে চাইবে তা ঠিক কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষীর খেতে যে চাইলো, ওর থেকেই তো ধরতে পারি, কেন চায়, এবং কিভাবে সেইটে পূরণ করতে পারি।

ডাঃ গুপ্ত—আমরা তো limitation-এর (সীমিতের) মধ্যে work (কাজ) করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তা মেনে লাভ কি ?

ডাঃ গুপ্ত বললেন—কিছুদিন সাবধানে থাকলে পরে, আপনি ইচ্ছেমতো কথা বলতে পারবেন আশা করি। তাই আপনি কিছুদিন সাবধানে থাকবেন।

ডাঃ গুপ্ত দুপুরে চ'লে যেতে চান। না গেলে বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়। সবাই তাঁকে বিকালটা থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। কারণ, বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খারাপ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি থাকলে আপনার সঙ্গটাই ভাল লাগে।

ডাঃ গুপ্ত—ভাল তো আমারও লাগে, তবে সবদিক রক্ষা ক'রে চলা লাগবে তো !

এরপর চিকিৎসা ব্যবসায় সম্বন্ধে কথা উঠল।

ডাঃ গুপ্ত—আমি গরীবদের বিনা পয়সায় যখন দেখতাম, তখন লোকে ভাবত, পসার হয় না, তাই দেখে। সমান-সমান নিলে ভাবে সাধারণ ডাক্তার। আমি ইচ্ছা করলে এখন চৌষট্টি টাকা ফী করতে পারি, কিন্তু সেবাটাই আমার লক্ষ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি Quack (পাশ না করা) ডাক্তার ছিলাম। লোকেই আমার ফী ক'রে দিয়েছিল ১৬ টাকা। আমি নিজে কোনদিন চাইনি, মানুষেই করত। টাকা কিন্তু মানুষের সম্পদ নয়, মানুষই সম্পদ।

ডাঃ গুপ্ত—সর্ব্বোত্তম যন্ত্রপাতি রেখে সর্ব্বোত্তম সেবা আমি দিতে চাই, কিন্তু তার দাম দেয় ক'জন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার ভালবাসা ও আন্তরিক সেবাই তার দাম দেবে। মানুষের জন্য করাটা ব্যর্থ যায় না। ঐটেই হয় মানুষের মূলধন ; এই করাটা গোলামী নয়। এইটেই বুদ্ধিমত্তা। এতেই পথ খুলে যায়।

এরপর ডাঃ গুপ্ত বললেন কেমন ক'রে তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বড় হয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়ালের বারান্দায়। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী) ও অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেবদেবীর মূর্ত্তি সম্বন্ধে গল্প করলেন এবং প্রসঙ্গত বললেন—এইসব দর্শনের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানও থাকে।

২৯শে ভাদ্র, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ১৫। ৯। ১৯৫১)

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ) আজ যাবেন। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা এসে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের কাছে সদাচারের কথা বিশেষ জোর দিয়ে বললেন। সদাচারের অভাবে কত রকমের রোগ-সংক্রমণ হয়, সেই সব কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিহারে একদিন সদাচারের চরম ছিল। কিন্তু আজ বাংলাও গেছে, বিহারও ঐদিক দিয়ে নেমে গেছে।

৩০শে ভাদ্র, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১৬। ৯। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বৈকুণ্ঠদার (সিংহ) সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বললেন—ভূঁইহার ব্রাহ্মণরা আমার মনে হয় মূর্দ্ধাবসিক্ত। সেইদিক দিয়ে তাদের কোন গোলমাল নেই। তবে ষটকর্ম্ম ত্যাগ করার দরুন পাতিত্য এসেছে। যাই হোক, ষটকর্ম্ম ঘরে-ঘরে প্রবর্ত্তন করা লাগে। আগে হিন্দুর প্রত্যেকটা বাড়িই ছিল এক-একটা প্রতিষ্ঠান। এখানে যেমন সবসময় কৃষ্টিতপ লেগেই আছে, বাড়ীতে-বাড়ীতে সেরকম চলত। এতে মানুষগুলি স্বতঃই উন্নতিমুখী হ'য়ে উঠত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বৈকুণ্ঠদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের মধ্যে প্রতিলোম ঢোকেনি তো?

বৈকুণ্ঠদা—পণপ্রথার জন্য কিছু-কিছু প্রতিলোম ঢুকে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-সম্বন্ধে জোর আন্দোলন করা লাগে।

এরপর জনৈক দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমার কোন ক্ষমতা নেই, আপনি দয়া না করলে নিরুপায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই চেষ্টা কর। পরমপিতার দয়া যাতে নিতে পারিস্ সেভাবে চল্।

৩১শে ভাদ্র, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১৭। ৯। ১৯৫১)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ওজন নেওয়া হলো। ওজন—১৮২ পাউন্ড।

১লা আশ্বিন, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১৮। ৯। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কালিদাসদা (মজুমদার), প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখ আছেন।

কালিদাসদা—দেবাসুরের কথা শুনি। অসুর হ'য়ে জন্মাবার দুর্ভাগ্য অসুরের হলো কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবতা যখন প্রবৃত্তির কবলে পড়ল, তখনই অসুর হ'য়ে দাঁড়াল। তোমার দেবত্ব যখন প্রবৃত্তিসেবী হ'য়ে উঠল, তখনই শয়তানসেবী হ'য়ে উঠল। প্রবৃত্তি হ'ল সত্তা পোষণের জন্য। সত্তার বিনিময়ে প্রবৃত্তি পোষণের জন্য নয়কো।

আজ বিকাল চারটায় একশো আট প্রহর নাম সংকীর্ত্তন শেষ হ'ল। একশো আট প্রহর যখন শেষ হ'য়ে আসে, তখন ওয়েস্ট-এন্ড হাউসের মণ্ডপে প্রাণ মাতান উদ্দাম নৃত্য ও কীর্ত্তন চলতে লাগল। যুবা, বৃদ্ধ, শিশু, সকলেই মাতোয়ারা হ'য়ে নেচে-নেচে কীর্ত্তন করতে লাগল। একটা প্রবল ভক্তিভাব যেন সকলের মধ্যে উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গায়িত হ'য়ে ঢেউ খেলে যেতে লাগল সকলের মর্ম্মকেন্দ্রে গভীর ভাবে দোলা দিয়ে। অনেকে পাশে দাঁড়িয়ে নাম জপ করছিলেন, মায়েরা মুহুর্মুহুঃ হুলুধ্বনি দিচ্ছিলেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, খোল, করতাল, ড্রাম, করতালি-সমন্বিত উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্ত্তন সকলকে যেন পাগল ক'রে ছেড়ে দিল। প্রত্যেকের অন্তরে এই ভক্তিরসের উদ্বোধন, আনন্দ-উৎসব-উৎসারণ, এর যে কতখানি মূল্য তা' ব'লে শেষ করা যায় না। এইটে সুনিয়মিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠামূলক কর্ম্ম ও চরিত্রচর্য্যার খাতে প্রবাহিত করতে পারলে সোনা ফলে যায়। আজ কীর্ত্তন শেষ হ'য়ে যাবে। তাই এত যে আনন্দ, এর মধ্যেও কেমন যেন একটা বিষাদের সুর ফুটে উঠল। কীর্ত্তন চলতে-চলতে বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটার সময় সকলে সদলবলে নগর-পরিক্রমায় বের হলেন। প্রথমে শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে তারপর রোহিণী রোড ধরে এগিয়ে চললেন। পরিক্রমা-অন্তে বড়াল-বাংলোয় এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে কীর্ত্তন শেষ হ'ল। সকলে তাঁদের ভক্তিনম্র প্রণাম নিবেদন করলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। সকলেরই উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তির স্পর্শে দয়ালও যেন বিগলিত হ'য়ে গেলেন।

৩রা আশ্বিন, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ২০। ৯। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ কেষ্টদা বললেন—আমরা দিনের পর দিন অতিবাহিত করি, কিন্তু আমাদের কোনও পরিকল্পনা থাকে না। কিভাবে কি করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোজ সকালে উঠে আমি চিন্তা করি—কী করব, কী করতে পারি, কোন্‌টা করব না। এটা একেবারে নিঃশ্বাসের মত সহজ হ'য়ে গেছে। ধরুন, এতখানি ভাবি, রাস্তায় কেউ যদি তাড়া করে, তবে কী করতে পারি। সম্মুখীন হব কিনা,

হলে কিভাবে। পিছাব কি না, তা' করলে কোন্ পথ দিয়ে, কেমনভাবে, সেটা ভেবে রাখি। যতগুলি, যা' এ পর্য্যন্ত বলেছি, সবই আমি করেছি। আর, সবই আসে ইষ্টার্থপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে।

রামকৃষ্ণ ঠাকুর ঠিক বলেছেন, তিন টান একত্র হ'লে তবে হয়। কীর্ত্তন খুব ভাল জিনিস। ওতে আবেগ খুব বাড়ে। কিন্তু ঐ টান না থাকলে আবার কাজ হয় না। আমার যখন সমাধি হ'ত, তখন যেন মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমার মনে হ'ত এটা আমার একটা deficiency (খাঁকতি) যে ঐ সময় আমি চেতন থাকতে পারি না, উপভোগ করতে পারি না। তাই চেষ্টা করতাম চেতনা বজায় রাখতে। কিন্তু তা' করতে গেলে আবার ও হ'ত না। বরাবর আমার মনে হয়, আমি যেন অসহায়। আমার ভিতর-দিয়ে কী হ'য়ে যায়, আমিই যেন ঠিক পাই না। তাই তেমন উপভোগ করতে পারি না।

আমার ঐ কীর্ত্তন-উন্মাদনার সময় বড়খোকা হয়েছে। তাই ওর মধ্যে ঐ রকম ভাব। ও একটা অসম্ভব মানুষ। কাজলও ভারি সুন্দর।

চৈতন্যদেব বলেছেন—

'এবার করিব লীলা অতি চমৎকার
আমি হেন না বুঝিব জীবে কোন ছার।'

আমি অবশ্য আমাকে গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে তুলনা করছি না। তবু আমার মনে হয় আমার মতো ক'রে আমার পক্ষে ওটা সত্য। যদিও সবার পক্ষে তাই। একবার দুধ-কুমড়োয় সমাধি হল। হঠাৎ আমি একজনের বিষয়ে বললাম তাকে কুমীরে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক দেখা গেল সত্যিই তাই। সকলে ছুটে গিয়ে তাকে বাঁচাল। কেন হ'ত কিছুই বুঝি না।

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ২১।৯।১৯৫১)

আজ সকালে খবর পাওয়া গেল রাত্রে হাউজারম্যানদা, অজয়দা (গাঙ্গুলী) ও সুধীরদা (চৌধুরী) আসাম যাবার পথে জসিডিতে অকারণে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার হয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব ভাবিত হ'য়ে আছেন।

৮ই আশ্বিন, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ২৫।৯।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। তখন টিপ-টিপ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে। হাউজারম্যানদা, অজয়দা ও সুধীরদা, তিনজনে জামিনে ছাড়া পেয়ে

ফিরে আসলেন হাসতে-হাসতে। ও'রা এসেই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীবড়মা ও পূজনীয় বড়দাকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খেয়েছিস্ ?

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এও এক উৎসব হ'য়ে গেল।

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ!

৯ই আশ্বিন, ১৩৫৮, বুধবার (২৬। ৯। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। রায়বাহাদুর শ্রীযুত অঘোর বন্দ্যোপাধ্যায় আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছে আমাদের এখানকার সুবিধা-অসুবিধার কথা বললেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন। প্যারীদা (নন্দী) কোনও একটা বিষয়ে উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—কেষ্টদা আমাকে বিশ্বাস করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, তাতে তোমার কী হল ? তুমি যদি জীবিত হও আর তোমাকে জীবিত ব'লে যদি কেউ বিশ্বাস না করে, তাহ'লেও তোমার প্রাণ তো তোমার কাছেই থাকে।

প্যারীদা—ও'র ঐভাবে বলা উচিত নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার উচিত তার কাছে, তোমার উচিত তোমার কাছে। অন্যের ঔচিত্য সে দেখবে। তোমার তা' দেখে লাভ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বালোর ঘরে উপবিষ্ট। ডাকুবাবু (পাণ্ডা) ও ছোটেজি আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনাদের কাছে এসে আপনাদের ভালবাসায় দেশের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে হ'ত নিজের লোকের কাছেই আছি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি যেমন দাঁড়িয়েছে, তাতে আর আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। মনে হয় অন্যত্র চ'লে যাই।

ডাকুবাবু—কোথায় যাবেন ? আপনারা বুক ফুলিয়ে চলবেন। আপনারা এখানেই থাকবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুক ফুলিয়েই তো চলেছি। বুকে বড় বল ছিল। কিন্তু আমরা

যদি আপনাদের কাছে আশ্রয় না পাই তাহ'লে কোথায় দাঁড়াব ?

ছোটেজি—আপনি ভাববেন না। এখন বাজার ঠাণ্ডা। আর আমরা তো আছিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এখানে চোর আসুক, বাটপাড় আসুক, ডাকাত আসুক, সাধু আসুক, রাজা-মহারাজা আসুক, কাউকে বাধা দিতে পারি না। সবার জন্যই এখানে দরজা খোলা। কোনও মানুষকে আমি তাড়াতে পারি না। আর, এও তো দেখা গেছে কত চোর-বদমাইস এখানে এসে সাধু হয়ে গেছে। তাই তাড়ান কি চলে ? কার কোন্ পথে পরিবর্তন হয় ঠিক কি ?

১৪ই আশ্বিন, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১। ১০। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর ঘরে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শচীনদা (গাঙ্গুলী), সুরজিৎদা (ঘোষ), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), হরিবল্লবভাই (নারায়ণ) প্রমুখ উপস্থিত।

হরিবল্লভভাই—আমি কোথাও গেলে তাদের উপর খুব ভালবাসা হয়। আসবার সময় কেবল কান্না পায়। এটা দুর্ব্বলতা, না মনুষ্যত্বের পরিচায়ক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল! আমারও ঐ-রকম হয়। তুমি কাল যাবে, আমার মনে এতে খুব কণ্ট লাগবে। যেন শোকের মতো হয়। আমার সব সময় মনে হয়, সবাইকে নিয়ে জড়িয়ে ধ'রে থাকি। আমার হাত-দুখানা যদি খুব বড় হ'ত, তবে দুহাত দিয়ে বেড়ে সবাইকে আগলে থাকতাম। তবে ব্যক্তিত্ব যদি গুলিয়ে যায়, তাহ'লে হবে না। আমি সকাম। আমি সব সময় পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি বড় হও, খুব বড় হও, আরও বড় হও, কেবল বড় হও, light of India (ভারতের আলো) হয়ে ওঠো। এই কামনা আমার যায় না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—State for the individual (ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র), এই হল বর্ণাশ্রম। আর, every individual for state (প্রত্যেকটি ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য), এই হল Communism (সাম্যবাদ)।

১৬ই আশ্বিন, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ৩। ১০। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

এক দাদা তার মস্তিষ্কশক্তির ক্ষীণতা, দুর্ঘটনা ও গ্রহবিপর্য্যয়ের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাত্ত্বিক, সহজপাচ্য আহার, পরমপিতার দিকে নিরন্তর শ্রদ্ধা রেখে

চলা, আর যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি নিয়মিত ক'রে যাওয়া—এর ভিতর-দিয়েই আস্তে-আস্তে সব ঠিক হয়ে আসবে। অল্পের উপর দিয়ে কেটে যাবে।

১৯শে আশ্বিন, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ৬।১০।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটি চেয়ারে বসেছেন। চারিদিকে আরও কতকগুলি চেয়ার সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। অঘোরবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়), প্রফুল্লদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), বেবী-মা, ভাস্কর, অঘোরবাবুর আর এক ছেলে ও পুত্রবধূ প্রমুখ এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

প্রসঙ্গক্রমে অঘোরবাবু বললেন—কোরাণের মতো আপনাদের এখানেও বাস্তব জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্ম্মের প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাপোষণী যা', তাই ধর্ম্ম। আপনি যাতে ঠিক থাকেন আপনার পারিপার্শ্বিককে নিয়ে, আপনার সন্তান-সন্ততি যাতে ঠিক থাকে এবং সকলেই যাতে বিবর্ত্তনমুখী হ'য়ে চলে, তাই করাই ধর্ম্ম। সত্তা-সংঘাতী যা', তা' ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম ব'লে আলাদা কিছু নেই। সত্তাপোষণী যা'-কিছুই ধর্ম্ম। এর জন্য সুকেন্দ্রিক হ'তে হয়। আর, আভিজাত্যের দিকে নজর দেওয়া লাগে। আমি একটা চুনোপুটী হ'তে পারি। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের গৌরব করব না কেন? আমাদের গোত্রগৌরব যদি না মানি, তবে আমরা বড় হব কি ক'রে? পথকুক্কুরের মতো হ'য়ে পড়ব। সে-জীবনের মূল্য কী? ঋষি-তর্পণ, পিতৃ-তর্পণ যদি করি, আমাদের স্মৃতির ভিতর-দিয়ে অজানা পথেও তাঁরা অনেকটা জেগে ওঠেন। ওর ভিতর-দিয়ে আভিজাত্যবোধ প্রবল হ'য়ে ওঠে।

অঘোরবাবু—বংশানুক্রম, সহজাত-সংস্কার, অবচেতন মন—তিনটে মিলিয়েই অজানা পথ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় সেই রকম।

অঘোরবাবু—আপনার ভিতর কী আছে জানি না, তবে সামনে আসলে অভিভূত হ'য়ে পড়তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় মানুষ বাড়তেই চায়, বাঁচতেই চায়। ছোটবেলা থেকে এই নিয়েই নাড়াচাড়া করি।

প্রফুল্লদা—এই চাওয়াও তো চাওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই চাওয়াকে পরিত্যাগ করতে পারি না। আর, আমার বাঁচার জন্য চাই আমার পরিবেশ। ইষ্ট, ব্যষ্টি ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গতি নিয়ে চলতে হয়।

তিনিও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, আমরাও তাই। এই চাওয়া না থাকলে বিবর্ত্তনের কোনও প্রয়োজন থাকে না। আমি জাজিয়তি করতে যাব কেন?

প্রফুল্লদা—বাঁচার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় ভালবাসি আমাদের বাঁচাটাকে। সেইটেই sublimated (ভূমায়িত) হ'য়ে যায়। তখন বলি, 'সর্ব্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম কথার মানে বৃদ্ধি।

অঘোরবাবু—শুধু physically (দেহগতভাবে) নয়।

কেষ্টদা—Physically, mentally, spiritually (দেহগতভাবে, মনোগতভাবে, আত্মিকভাবে)।

এরপর প্রফুল্ল ঋতায়নী নামক একটি বড় বাণী প'ড়ে শোনাল।

বাণী পড়া শেষ হ'য়ে যাবার পর অঘোরবাবু বললেন—এর ভিতর বলা হয়েছে নিজে বাঁচব, অন্যকে বাঁচাব। এর জন্য আদর্শ চাই। আদর্শ না থাকলে নিয়ন্ত্রিত হব না, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ব।

এরপর ওঁরা বিদায় নিলেন। যাবার সময় বেবী মা কাঁদতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাঁদিস্ না মা!

বেবীমার ছেলে ভাস্কর শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করার সময়, তার মুখের দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কতকটা মুকুলের মতো দেখতে, তাই না?

কয়েকজন বললেন—হ্যাঁ!

২০শে আশ্বিন, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ৭।১০।১৯৫১)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমতলায় এসে বসলেন।

পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), বড়দা, ছোড়দা, শচীনদা (গঙ্গোপাধ্যায়), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর মেয়েদের অনুসন্ধিৎসু সেবার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন এবং বললেন —অভ্যাস করলে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অনেক জিনিস ধরা পড়ে।

প্রফুল্ল—আপনি যে ছেলেবেলায় একজনের বিষ্ঠা মাড়িয়ে ঠিক পেলেন যে এটা ভাসার বিষ্ঠা। সে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গু মাড়িয়ে মনে হ'লো, ভাসার যেমন চেহারা, সে যেমন খাদ্য-খানা খায়, ঐ গু ঠিক ওরই হবে।

প্রফুল্ল—শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটা লাঠি দেখেও ঠিক পেতেন, সেই লাঠি যার সে-মানুষটা কেমন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও সহজেই হয়, যদি mental blindness, mental deafness (মানসিক অন্ধতা, মানসিক বধিরতা) না থাকে। বড়খোকাও অনেক পারে। এ-সব জিনিস কঠিন কিছু নয়।

রত্নেশ্বরদা (দাশ-শর্ম্মা)—অনেকের স্বাভাবিক বোধ-শক্তিই কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানসিক বধিরতা যদি না থাকে এবং শ্রেয়ার্থপরায়ণতা যদি থাকে তবে বোধশক্তি স্বতঃই তীব্র হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিয়ে বললেন—মানুষের জীবনে ভালবাসা ছাড়া কিছু লাভ আছে ব'লে দেখা যায় না। একমাত্র সার্থকতা শ্রেয়প্রীতির মধ্যে। কামেও উপভোগ হবার সাধ্য নেই। প্রেম ছাড়া উপভোগ বা তৃপ্তি হয় না।

জনৈক ভাই বললেন—আমার যেন সংসার-চিন্তা করতে না হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংসার-চিন্তা কী, তাঁর চিন্তা করবি, তাঁর জন্য সংসার করবি। আর, শুধু নিজের সংসার নিয়ে থাকবি না। দশজনের সংসারের উন্নতি যাতে হয়, সেই চিন্তাই করবি। তাদের সেবা করবি। এমনভাবে চলবি, যাতে তোর শত্রুও তোকে ভালবাসে। আর, যেখানে যেভাবেই থাকিস সর্ব্বত্র সবার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করবি।

২২শে আশ্বিন, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ৯।১০।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

কাল রাত্রে দিল্লী থেকে রংবাহাদুর মাথুর, শান্তি-মা ও তাঁর মা এসেছেন সুশীলদার সঙ্গে। তাঁরা এবং আরও অনেকে উপস্থিত আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শান্তি-মা বললেন—আপনার কৃপায় সব হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃপা মানে, ক'রে পাওয়া। তাঁর কৃপা-স্রোত তো বইছে। যেমন করাব তেমনি পাব। যেমন কুড়িয়ে নিতে পারব তেমনি পাব।

শান্তি-মা—আমি এখন কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুঁড়ির দোকানে গেলে সে বলে মদ খাও। আমি বলি খুব নাম কর, তাঁকে খুব ভালবাস। এই ভালবাসাই সম্পদ। আর, তাঁর প্রতিষ্ঠা যাতে হ'য়, তাই কর। এই করতে যা' করা লাগে কর।

শান্তি-মা—এই টান হয় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন ছেলে হয়, তখন বাপ-মা ছেলের কত যত্ন নেয়, তার জন্য কত করে, তার বিষয়ে ভাবে, তার কথা বলে। এই করতে-করতে টান বেড়ে যায়। ইষ্টের জন্যও অমনি যত করা যায়, তত হয়। যে-মুহূর্ত্তে দীক্ষা নিলাম, সেই

মুহূর্ত্তেই মনে করতে হয়, আমার নূতন জন্ম হ'ল।

শান্তি-মা—আমার ধ্যান করতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আসুক, তাতে ক্ষতি নেই।

শান্তি-মা—দুই-তিনটে নাম আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই এক নাম করতে হয়।

শান্তি-মা—সাধনা করতে গেলে, আবহাওয়া শুদ্ধ করতে হবে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যাকে ভালবাসি, তাকে সবাই যাতে ভালবাসে, তাই করতে চাই। আমি এমন ক'রে চলব, যাতে আমার পরিস্থিতি আমাতে সশ্রদ্ধ হ'য়ে আমার ইষ্টে আগ্রহশীল হ'য়ে ওঠে। যাতে সবাই concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে ওঠে। আবার সবাই-এর সবাই হ'য়ে ওঠে, তাই আমাদের প্রধান করণীয়। বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আমাদের ভাব যত ঠিক থাকে, তত বুঝতে হবে আমাদের ভাব পাকা হয়েছে।

শান্তি-মা—এই কর্ম্মের শক্তি তো আপনি দেবেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত করবে, তত শক্তি এসে যাবে। 'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।'

সুশীলদা—অনেকে আছে, সাধু-সন্ত দেখলেই সেখানে যায়, শ্রদ্ধা নিবেদন করে, সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাওয়ায় দোষ নেই। কিন্তু ভক্তি ব্যভিচারী হ'লে ভাল হয় না।

শান্তি-মা—সাংসারিক সমস্যার কথা যখন মনে হয়, তখন মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত চঞ্চল হোক, লাখো চঞ্চলতার মধ্য-দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য ও ইষ্টানুগ গতি যদি ঠিক থাকে, তাহ'লে আর ভাবনা নেই। নদী তো আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে এগিয়ে চলে, কিন্তু তার গতি সাগরের দিকে।

শান্তি-মার মা—গত দু'বছর ধ'রে আমাদের বহু বিপত্তি যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিপত্তিই থাক, সুপত্তিই থাক, আমার কাজ আমি ক'রে চলব। আমার অনুরাগ যদি অব্যাহত থাকে, সবকিছুই আমাকে লক্ষ্যে পেঁছে দিতে সাহায্য করবে।

পরে সুশীলদা জিজ্ঞাসা করলেন—জাতিস্মরতা থাকে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথার কর্টেক্সের ভিতরে ঐ ছাপ হয়তো থাকতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুতে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শচীনদা (গাঙ্গুলী), শান্তি-মা প্রমুখ অনেকে উপস্থিত আছেন।

শান্তি-মা পড়াশুনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড়াশুনা যতদূর করা যায়, ততই ভাল। কিন্তু লক্ষ্য রাখা লাগবে, সবকিছুতেই যাতে ইষ্টার্থপূরণ হয়।

শান্তি-মা—সহনশীলতা বাড়ে কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাস করতে-করতে হয়। মানুষ যদি কেউ কোন দুর্ব্ব্যবহার করে, তখন ভাবা উচিত, সে প্রবৃত্তি-অভিভূতির দরুন অমন করছে, তাই মনে যেন কোন ব্যথা না নিই। তার অবস্থাটা যেন বুঝি। মানুষ তো প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে চলেই। কিন্তু আমার একমাত্র প্রবৃত্তিই হন যেন ভগবান। তাঁকে নিয়ে এবং তাঁর জন্যই যেন সব-কিছু হয়। এইটে হ'লো simplest complex (সরলতম প্রবৃত্তি)। তাঁকে ভালবাসব এবং তাঁর জন্যই দুনিয়াকে ভালবাসব। এতে অন্য সব প্রবৃত্তি সরল হ'য়ে ওঠে।

সুশীলদা—যে তাঁকে ভালবাসে না, তাকে ভালবাসব কেমন ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের তেমনভাবে manipulate (পরিচালনা) করব, যাতে তারা ভালবাসে।

শান্তি-মা—যারা খারাপ পথে চলছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যে-পথে চলুক, রামদাস-স্বামী যেমন বলেছেন, তাদের সঙ্গে আপনজনের মতো ব্যবহার করতে হয়, তাদের সুখ-দুঃখের খোঁজ-খবর নিতে হয় এবং সময় বুঝে সাধনার পথ ধরিয়ে দিতে হয়। আমাদের ঠিকমত সাধনা করা চাই, সদাচার-পরায়ণ ও কৃষ্টি-কুশল হওয়া চাই।

সুশীলদা—দেশাচার কতকগুলি আছে। যেমন, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী প্রভৃতি যায়গায় এঁঠোর বিচার কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এঁঠো-কাটার বিচার ওদিকে খুব ছিল। ওরা খুবই নৈষ্ঠিক। কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে ওঠা-বসা করার দরুন অভ্যাস নষ্ট হ'য়ে গেছে। তোমরা যদি এঁঠো-কাটার বিচার ক'রে চল, তোমরা বুঝিয়ে দিলে অপরেও সজাগ হবে এবং তারাও সেটা গ্রহণ করবে। আর, ভাল emotion (আবেগ) workout করতে হয় (কাজে পরিণত করতে হয়)। না হ'লে বোধও বাড়ে না। এ না করলে আমাদের স্নায়ু দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। বিপন্নকে সাহায্য না করলে আমরা নিজেরাই বঞ্চিত হই। আমরা চিন্তা করি অথচ কাজে করি না, এটা ঠিক না।

কেষ্টদা—অনেকে ধর্ম্মের মানে বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুকুরটা ডাকল অমন ক'রে। আমার যদি সহানুভূতি থাকে, আমি

যদি একটা লাঠি হাতে ক'রে বেরোই, সেটা অনেক বেশী ধর্ম্ম হবে আমার দার্শনিক আলোচনার থেকে।

শান্তি-মা বললেন—আপনি তো জ্ঞানদাতা !

শ্রীশ্রীঠাকুর– আমি জানি না। বলি, যা' তিনি বলান। আমার ওগুলি খোদার বাণীর মতো। Direct Voice of Khoda (খোদার সরাসরি কথা)। ঝম ক'রে আসে, তার মধ্যে বুদ্ধি থাকে না।

২৩শে আশ্বিন, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ১০।১০।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে রোহিণী রোডের পাশে আমতলায় একটি চেয়ারে বসেছেন।

জনৈক দাদা বললেন—দিন চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেবল ভাবি চ'লে না, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে। মানুষ সাইকেলে চড়ে। দুই-তিনজনও একসাথে চড়ে। কিন্তু সাইকেল নিজে দাঁড়াতে পারে না। তাই, মানুষ যদি চলার ওপর থাকে ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে পরমপিতার দিকে এবং তার balance (ভারসাম্য) যদি ঠিক থাকে সমন্বয়ী সামঞ্জস্য নিয়ে, পরমপিতার দয়ায় চলৎশীলতাও অক্ষুণ্ণ থাকে, আটকায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ কয়েকদিন ধ'রে কেবল কাপড় আনাচ্ছেন আর দুঃস্থ অনেককেই দিচ্ছেন। যাদের সামর্থ্য আছে এমন অনেককেও ভালবেসে দিচ্ছেন। বিশেষতঃ বড়াল-বাংলোর মধ্যে যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই দিচ্ছেন। ঈষদাদা (বিশ্বাস) আজ বাড়ীতে নেই, পুলিশের সন্দেহে জেলে আটক। তাঁর বাড়ীর সকলে বিমনা ও বিষণ্ণ। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিপ্রত্যেকের জন্য জামা-কাপড় আনিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মাঠে চৌকিতে উপবিষ্ট। চারিদিকে মায়েরা ও দাদারা জড়ো হয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—বাণী কত নম্বর হ'ল ?

প্রফুল্ল—আজকের শেষ নম্বর ৩৭০৪। আমি হিসাব ক'রে দেখলাম আপনার অসুস্থতার মধ্যেও বাণী গড়পড়তায় কম হয়নি। গড়ে মাসে একশো করে বাণী গত তিন মাসে দিয়েছেন। মনে হয় পরমপিতার মাপ ঠিক আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও তো কত ধরা হয়নি। তিনি টরে-টক্কা, টরে-টক্কা করেছেন, আমরা সাড়া দিইনি। মনে হয়, এ জিনিসগুলি আমার নয়, তাঁরই। আমার এর উপর কোনও control (নিয়ন্ত্রণ) নেই।

এরপর রাজেনদা (মজুমদার) 'শাশ্বতী' তিন খণ্ড কলকাতা থেকে ছাপিয়ে নিয়ে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চশমা এনে দেওয়া হ'ল ও টর্চ ধরা হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর নিবিষ্ট মনে বই দেখতে লাগলেন।

আজ বিজয়া-দশমী। রাত্রি আটটার সময় খবর আসল যে, প্রতিমা বিসর্জন হ'য়ে গেছে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে মা, বাবা, হুজুর মহারাজ ও সরকার সাহেবের ফটোর সামনে প্রণাম করলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম শুরু হল।

একটু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। তাঁর সঙ্গে জেম্‌সের লেখা সম্বন্ধে কথা শুরু হল।

২৪শে আশ্বিন, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ১১। ১০। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। সুশীলদা (বসু), সুরেনদা (বিশ্বাস), হাউজারম্যানদা প্রমুখ আছেন।

হাউজারম্যানদা বললেন—শুডার জানতে চেয়েছেন—পাবনা সৎসঙ্গের সঙ্গে দয়ালবাগের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—This is an independent wild growth sprouting in a jungle (এ স্বাধীন আপন ছন্দে জঙ্গলে গড়ে উঠেছে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর শান্তি-মাকে বিশেষভাবে বললেন যাজনকার্য্য করবার জন্য। এই প্রসঙ্গে বললেন—এ পথে অনেক দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিঘ্ন আসতে পারে। যতই যা' আসুক সব অতিক্রম করার মতো আগ্রহ থাকা চাই। আর, ইষ্টানুরাগ থাকলে মানুষের ক্লেশসুখপ্রিয়তা থাকবেই।

শান্তি-মা—কতদিন struggle (সংগ্রাম) করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যদি পরমপিতাকে চাই, তবে তাঁর চাওয়া আমাদের ক'রে নিতে হবে। তিনি চান দুনিয়াকে mould নিয়ন্ত্রণ) করতে। এই করতে যা' যতদিন করা লাগে করতে হবে। জীবনের পরম আশীর্ব্বাদ হ'ল তাঁকে চাওয়া। তাঁকে চাওয়ারও শেষ নেই, পাওয়ারও শেষ নেই। অফুরন্ত তাঁকে অফুরানভাবে চাইতে গিয়ে আমিও অফুরান হ'য়ে উঠব।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। শান্তি-মার মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে কয়েকটা স্তোত্র পাঠ ক'রে শোনাতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আচ্ছা !

তিনি খুব ভক্তিভরে স্তোত্রগুলি পাঠ ক'রে শোনালেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখশ্রী কেমন

যেন ললিত মধুর হ'য়ে উঠল।

স্তোত্র পাঠ ক'রে মা বললেন—গানে উক্ত বর আপনি আমাকে দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও খুব ভাল কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়।

শান্তি-মা, সুশীলদা (বসু) প্রমুখ অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের দেশে যদি শতকরা কুড়ি/পঁচিশ জন জাতিস্মর হয়, তবে দেশের আইন অন্যরকম হ'য়ে যাবে।

সুশীলদা—কি রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাতিস্মর হ'লে মনে হয়, একই জীবন। দু-বছর আগের মানুষ আর দু-বছর পরের মানুষ।

সুশীলদা শান্তি-মাকে প্রশ্ন করলেন—এতে মৃত্যুভয় কি কম হয় ?

শান্তি-মা—বহুত কম। সমস্ত কাজেই একটা নির্ভীকতা বোধ করা যায়।

সুশীলদা—দু-জন্মের আত্মীয়স্বজন নিয়ে তো একটা আবেগের দ্বন্দ্ব হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারাও যদি অমনতর জানে বা বোঝে, তখন দুটো পরিবারেই আত্মীয়ের মতো হ'য়ে ওঠে।

সুশীলদা—এখন কি তোমার পূর্ব্বজন্মের ছেলেমেয়েদের জন্য টান বোধ কর ?

শান্তি-মা—টান নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগাযোগ না থাকলে টান ক'মে যায়।

সুশীলদা—কোনদিনই ঐ টানের দরুন কষ্ট বোধ করনি ?

শান্তি-মা—প্রথম দর্শনে একটা টান বোধ করেছিলাম। কিন্তু মেলামেশার পরে তেমন বোধ করিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা যদি তেমন করত, তাহ'লে হয়তো হ'ত।

শান্তি-মা—আমার কি আবার আসতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবন্মুক্ত হ'য়ে গেলে তো আসা না-আসার প্রশ্ন থাকে না। তিনি যদি আসেন তাঁর সঙ্গে আসবে, তাঁর কাজ করবে, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে। অনেক কথাই আমার বলা আছে। পরমপিতার জিনিসগুলি যাতে অবিকৃতভাবে দিতে পারি, সেইজন্য আমাকে বোধ হয় এমন মূর্খ ক'রে পাঠিয়েছেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিণী রোডের আমতলায় একটি চেয়ারে উপবিষ্ট।

ডি এস পি মদনজিৎবাবু আসলেন। তিনি শান্তি-মার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

মদনজিৎবাবু—আপনি কোথায় ছিলেন আগের জন্মে?

শান্তি-মা—মথুরায় আমার বাবা-মা-স্বামীর ঘর ছিল।

আরও দুই-একটা কথার পর মদনজিৎবাবু বিদায় নিলেন।

২৭শে আশ্বিন, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১৪।১০।১৯৫১)

আজ রঙ্গনভিলায় রাত্রে 'রাজসিংহ' নাটক হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখতে এসেছেন।

মাঝখানে এক সময় শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে (ভট্টাচার্য্য) বললেন—নাটক দেখতে-দেখতে আমার চোখের সামনে সারা ভারতের ইতিহাসটা পর-পর ভেসে ওঠে। কেন কী হল, এক-একজনের সদগুণ থাকা সত্ত্বেও কিসে অকৃতকার্য্য হল, ত্রুটি কোথায় এবং কেমন ক'রে তারা ভারতের ইতিহাস বদলে দিতে পারত, সবই মনে হ'তে লাগে।

২৮শে আশ্বিন, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১৫।১০।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ আছেন। হাওড়ার একজন হেডমাস্টার এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকেই বললেন—আমাদের দেশে পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তীকে মানার একটা ঐতিহ্য ছিল। সেই ঐতিহ্য নষ্ট হওয়ায় পরে নানা দলের সৃষ্টি হতে লাগল। আমরা যদি পূরয়মাণ বর্ত্তমানকে না মানি, তাহ'লে বঞ্চিত হই। আগে আমাদের দেশে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন ছিল। তাতে বিভিন্ন বর্ণ ঐক্যবদ্ধ থাকত।

উক্ত ভদ্রলোক (হেডমাস্টার)—ধর্ম্ম কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানে যা সত্তাকে ধারণ করে সেই নীতি-বিধি।

হেডমাস্টার—সত্তা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা।

হেডমাস্টার—আমার জীবনটা কীভাবে শান্তিতে কাটাতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপূরয়মাণ কোনও আদর্শে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে তাঁরই অনুবর্ত্তনে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলুন। কেন্দ্রায়িত প্রীতিই হ'ল আমাদের সম্বল।

আর এক দাদা এসে মামলা-মোকদ্দমা ও বিপদ-আপদের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মামলা-মোকদ্দমা করার জন্য যা' করার ঠিকমত করবে। আর যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি নিয়মিত করবে। ও বড় জবর জিনিস। আমাদের বিপদ-আপদের মধ্যেও রক্ষা করতে পারে ঐ যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি।

২৯শে আশ্বিন, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১৬। ১০। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট।

বেলা এগারোটার সময় সিয়ারসোলের কুমারবাহাদুর ও কলকাতা পুলিশের আই জি হীরেন সরকার আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পর হীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—এত লোক এখানে থাকে, তারা কী করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসে, গল্প করে, শোনে, নিজেদের adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে চেষ্টা করে। আমাদের লাখের উপর আছে। এর মধ্যে সব সৎ লোক নয়। তবু লোক-গুলি integrated (সংহত)। দানা বাঁধতে লাগে একাদর্শ।

কেষ্টদা ওঁনাদের কয়েকখানি বই দিলেন।

হাউজারম্যানদা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হীরেনবাবুর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আশ্রমের জন্য জমির কথা উঠল।

কুমারবাহাদুর ও হীরেনবাবু শান্তি-মার কথা শুনে তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলেন।

এরপর ওঁরা বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে জনার্দ্দনদার (মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে বললেন—আমাদের মন যদি সুকেন্দ্রিক না হয়, তাহ'লে অতীতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্ত্তমানে সংস্থ হয়ে ভবিষ্যের দিকে চলতে পারব না। এমনতর না হ'লে পারি-পার্শ্বিককেও adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারব না। অতীতটাই বর্ত্তমানে পর্য্যবসিত হয়। আবার, বর্ত্তমানই ভবিষ্যতে পরিণতি লাভ করে। যার সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি যতখানি এগোয়, সে ততখানি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হয়। ক্রমে-ক্রমে মানুষ ত্রিকালজ্ঞ হ'য়ে ওঠে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিনটেকেই অচ্ছেদ্য সঙ্গতিতে জানতে পারে। আমি কোন ism (বাদ) বড় জানতে চাই না, পাছে তার দ্বারা coloured (রঙ্গিল) হই। আমি খোলা চোখে যা' দেখছি, তা' কুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা এই দেখে ঠিক করে নিও।

৩১শে আশ্বিন, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ১৮। ১০। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। টেম্পারেচার মুখে ৯৯ ডিগ্রি।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বড়াল-বাংলোর মাঠের ভিতর-দিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে আসতে দেখে বললেন—কেষ্টদাকে দেখলে মনে হয় যেন golden man (সোনার মানুষ)।

এরপর নরেনদা (মিত্র) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বললেন কুমারবাহাদুর ও হীরেন সরকারের সঙ্গে তাঁর কী কী কথা হয়েছিল।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয়া পিসিমা ও ভাইপো-ভাইঝিদের কাছে দুটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

খুকি !

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। তুমি আমার ৺বিজয়ার স্নেহাভিনন্দন গ্রহণ ক'রো।

তোমার শরীর এখন কেমন জানিও। শরীরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে চ'লো। কানু এখন কেমন আছে ? কানুর চেঞ্জে যাবার কী হল ? আর-আর সবার কুশল পেলে সুখী হব।

আমার শরীর আদৌ ভাল নয়। কিছুতেই আর খাড়া হ'য়ে উঠতে পারছি না। একটার পর একটা লেগেই আছে। কাল থেকে আমার জ্বর, কাশি, গা ব্যথা, মাথা-ব্যথা ইত্যাদিতে কষ্ট পাচ্ছি। খেপু ভাল আছে। হরিদাস ও বাদলের বাড়ীর সব মোটামুটি একপ্রকার।

চিঠি দিও।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

স্নেহের শান্তু, কানু, কল্পনা, অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু !

তোমাদের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। তোমরা আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি অভিনন্দন গ্রহণ ক'রো।

প্রার্থনা তাঁর চরণে, তোমরা সুখে, শান্তিতে, সুস্থ দেহে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে

থাক সকলকে নিয়ে, ভিতরে-বাইরে সবদিক দিয়ে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে, তাঁতেই সার্থকতা লাভ ক'রে।

মাঝে-মাঝে তোমাদের কুশল পেলে সুখী হব।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমাদেরই
দীন
'জ্যাঠামহাশয়'

যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), সুধীরদা (চৌধুরী), হরিনন্দনদা (প্রসাদ) এসে বসলেন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুখবীর এসেছিল, ও নাকি বাড়ী থেকে তিন/চার টাকা নিয়ে এসেছিল। তা' থেকে কত বড় merchant (ব্যবসায়ী) হয়েছে। আবার, কতজনের যা' থাকে, তাও নষ্ট করে। আমাদের ঋত্বিকদের কাজ হ'ল মানুষের যোগ্যতা বাড়িয়ে তোলা। আমার মনে হয়, ঋত্বিকদের দায়িত্ব বাপ-মায়ের থেকেও বেশী। সত্যি-কার ঋত্বিক যত বেশী হয় ততই ভাল। ঋত্বিকের যে কত বড় দায়িত্ব ব'লে শেষ করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর আরও কয়েকটি ৺বিজয়ার চিঠি লেখালেন।

কল্যাণবরেষু

সুধাংশু !

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। তোমরা আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশিস গ্রহণ করো এবং তোমার বাবাকে আমার সশ্রদ্ধ আনতি জানিও।

তোমার বাবা বর্ত্তমানে ভাল আছেন তো ? বাড়ীর আর-আর সকলের কুশল জানিও।

তোমার এখানে আসবার কথা ছিল। রোজ ভাবি কখন তোমাকে পাব। ফাঁক পেলে সত্বরই একবার আসতে চেষ্টা করো—সম্ভব হলে সেই বইগুলি নিয়ে।

তোমার শরীর এখন কেমন জানলে সুখী হব।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'আমি'

কল্যাণবরেষু

মণ্টু !

তোমরা আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশিস গ্রহণ ক'রো এবং তোমার বাবাকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিও।

তোমাদের কুশল পেলে সুখী হব। অনেকদিন তোমাদের দেখি না, একবার আসলে দেখা হ'ত।

তোমরা সু-পটু স্বাস্থ্য নিয়ে সুখে শান্তিতে সুদীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক—পরমপিতার চরণে এই-ই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'আমি'

কল্যাণীয়াসু

সানু !

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। তোমরা আমার ৺বিজয়ার স্নেহাভিনন্দন গ্রহণ ক'রো এবং তোমার শ্বশুরমহাশয়কে আমার শ্রদ্ধাবনত নমস্কার জানিও।

নোটন এখন কেমন আছে লিখো, দিদিমণিকে আমার ৺বিজয়ার স্নেহচুম্বন দিও।

তোমরা কতদিন আস না। মনে হয় একযুগ তোমাদের দেখি না। পরমপিতা যদি সকাল-সকাল তোমাদের এখানে মিলিয়ে দিতেন, এই রোগজর্জ্জরিত জীবনে তোমাদের সান্নিধ্যে হয়তো একটু আরাম পেতাম।

আমার শরীর ভাল নয়। আর সবাই এক প্রকার আছে।

পরমপিতার দয়ায় সুখে-স্বস্তিতে সুস্থদেহে সুদীর্ঘজীবন লাভ কর। তাঁতেই সার্থক হয়ে উঠুক তোমাদের জীবন।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'বাবা'

কৃষ্ণা !

লক্ষ্মী দিদি আমার !

তুমি আমার ৺বিজয়ার গভীর স্নেহালিঙ্গন গ্রহণ কর।

তোমরা কেমন আছ জানিও। পার তো তুমি তোমার বাবার সঙ্গে এসো।

আমার শরীর ভাল নয়। এই অবস্থায় তোমাদের কাছে যেতে ইচ্ছা হয়।

পরমপিতা তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন।

ইতি

আশীর্ব্বাদক

তোমারই

দীন

'দাদু

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর বারান্দায় কেষ্টদার সাথে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—এক যদি জানেন, সে জানায় যদি বহু না থাকে, আর বহুকে যদি জানেন অথচ এককে না জানেন, সে জানা জানা নয়। দুটোকে নিয়ে absolute (অখণ্ড)। Absolute is an eternal process, it is dynamic (অখণ্ড একটা চিরন্তন পদ্ধতি, এটা গতিশীল)। আজ যৌথ absolute one (অখণ্ড এক) কাল সেটা ভেঙে গিয়ে আরও সূক্ষ্মতর কিছু absolute (অখণ্ড) হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, এর কোথাও পূর্ণচ্ছেদ নেই।

১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ১৯।১০।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

পঞ্চাননদা (সরকার) বললেন—আমাদের যে সমস্ত বিশিষ্ট কর্ম্মী বিগত হয়েছেন, তাঁদের কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি। তাঁদের স্মৃতিরক্ষা করার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁদের ভোলেননি, তাঁরা আপনাদের মধ্যে সবসময় আছেন। তবে তাঁদের সম্বন্ধে একটা রেকর্ড রাখা খুব ভাল—আপনি করলে পারেন।

পঞ্চাননদা—সুশীলদার অনেক কিছু জানা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুশীলদার জানা থাকলেও সব খুঁটে নিয়ে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে লিখতে আপনার সুবিধে হবে বেশী।

২রা কার্ত্তিক, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ২০।১০।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন।

অখিলদার (গাঙ্গুলী) সঙ্গে পূর্ণিয়ার ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার অফিসার কামেশ্বর প্রসাদ আসলেন। তিনি বললেন—আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানের মধ্যে-দিয়ে যদি কোনও প্রচার হয় সেটা আমার ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটার মধ্যে বিজ্ঞান আছে। আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলেই তা' দেখতে পাই। আমাদের একটা দোষ আছে, আমরা ভাল ব'লে কিছু বুঝেও তা' গ্রহণ করতে পারি না। না করায় অভ্যস্ত হওয়ায় যে ক্ষতি হয়েছে, তার প্রতিকার করতে হ'লে খুব লাগতে হবে। নচেৎ হবে না। আমাদের Common Ideal (একাদর্শ) নেই আর আমরা united (ঐক্যবদ্ধ) নই।

কামেশ্বরবাবু—আমাদের আত্মীকরণ কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের একসময় অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ ছিল। তাতে অনেকে আমাদের সমাজের অঙ্গীভূত হ'য়ে গেছে। আর, যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি প্রত্যেকের করণীয়।

যোগেন মিশ্রদা—যদি আমার অনুভূতি না থাকে, তাহ'লে যাজন করা কি ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল কথা বলতে পার। কিসে ভাল হয়, তুমি কী চাও, এসব জ্ঞান তোমার আছেই। সেইগুলি দিয়ে আরম্ভ কর।

যোগেনদা সুশীলদাকে বলছিলেন—গ্রামে-গ্রামে গিয়ে বুঝিয়ে মানুষকে সৎপথে আনা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ন্যাসী ধরনের মানুষ চাই। বর্তমানে যদি কোনও পুরুষোত্তম থাকেন তাঁকে মানা উচিত এবং পূর্ব্বতনদেরও মানা দরকার।

কথাপ্রসঙ্গে সুশীলদা বললেন—গান্ধী আমাদের রাষ্ট্রগুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাষ্ট্রগুরু হওয়া চাই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। তাই বলে বশিষ্ঠ। বৈশিষ্ট্যকে মানলে বর্ণ মানা লাগে, বিবাহ-বিজ্ঞান মানা লাগে। উন্নতি চাইলে সুজনন চাই। আমাদের খামখেয়ালির ভিতর-দিয়ে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় কেষ্টদা, কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), অখিলদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মস্তিষ্কে আমাদের এত রকম বোধিপথ সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, কিন্তু সেগুলি যদি সুকেন্দ্রিক না হয়, তবে আমরা পাগলের মত হই। একটার সঙ্গে আর একটার কোনও সঙ্গতি থাকে না। সবটা

মিলে একটা বিশৃঙ্খল রকম হয়। অবশ্য, বোধিপথ যত বেশী হয়, ততই ভাল। ঐগুলিই আমাদের সমৃদ্ধতর সুসংহত অভিজ্ঞতার মাল-মশলা।

৩রা কার্ত্তিক, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২১। ১০। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। তিনি পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি সম্বন্ধে যে-সব কথা পূর্ব্বে বলেছেন কেষ্টদার সঙ্গে সেসব কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

কেষ্টদা—শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দুধওয়ালার সঙ্গে আপনার দেখা হ'ল। তাকে যে কথা বললেন, পরে যে সে কথা মিলল। এটা তো একটা প্রমাণ যে, মানুষ দেহ ছেড়ে গেলেও সূক্ষ্মরূপে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তা' থাকে।

দুমকার মহেশ্বরবাবু আসলেন। তাঁর সঙ্গে কিছু সময় ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ইষ্ট, বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, বিবাহ, আভিজাত্য, ভাগ্যবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা হ'ল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকার কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

অনুকা !

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হ'লাম। তুমি আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশিস গ্রহণ ক'রো, এবং ওখানকার আর আর সকলকে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিও।

তুমি দার্জ্জিলিং গিয়েছিলে শুনে খুশি হলাম।

তুমি কেমন আছ জানিও। অন্যান্য সবার কুশল পেলে সুখী হব।

আমার শরীর ভাল নয়, অসুখ লেগেই আছে।

পরমপিতা তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন ছেলে
'আমি'।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ২২। ১০। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। অনেকেই উপস্থিত আছেন। কেষ্টদা আসলেন।

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ব'লে একটি দাদাকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নগেনভাই কাজের লোক আছে। আমার যে চাহিদাগুলি আছে, মিটিয়ে দাও—efficient (দক্ষ) মানুষগুলির কাছে এই প্রার্থনা করতে ইচ্ছা করে।

এরপরে নগেনদা এবং যতীনদা নামক আর একটি দাদার বিষয়ে কেষ্টদা বললেন—তারা কেমন ক'রে নিজেদের চেষ্টায় নূতন স্কুল গ'ড়ে তুলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের activity (কাজ) দিয়ে যারা কোন জিনিস দাঁড় করায়, তাদের ভিতর policy, diplomacy, brain, sharp acting (নীতি, কূটনীতি, মস্তিষ্ক, তীক্ষ্ণ সক্রিয়তা) ইত্যাদি জিনিসগুলি গজিয়ে ওঠে, তারা সাধারণতঃ বোঝে কোন্ মানুষ দিয়ে কী হবে। ঐ ধরনের মানুষ পেলে তারা হয়তো আমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। একটা স্কুল তৈরীর মধ্য-দিয়ে বোঝা যায়—তার লোক পরিচালন ক্ষমতা ও সংগঠন প্রতিভা কেমনতর। যারা নগদ টাকায় কাজ করেছে—তাদের দিয়ে অতোখানি বোঝা যায় না। যারা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর-দিয়ে কোন-কিছু গড়ে তোলে, তাদের অনেকখানি অভিজ্ঞতা হয়।

দুনিয়ার majority (সংখ্যাগরিষ্ঠ)-র দিকে চাইলেই hopeless (নিরাশ) মনে হয়।

কেষ্টদা—অন্য দেশের কথা তো জানি না, আমরা যা দেখি সে-সম্বন্ধে একটা বলা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের দুনিয়ার কথাই বলছি।...দ্যাখেন, মানুষ যদি complex (প্রবৃত্তি)-কে Ideal (আদর্শ) ক'রে নিয়ে চলে, সে complex (প্রবৃত্তি) যত উচ্চাঙ্গেরই হোক না কেন, তার মধ্যে inferiority (হীনম্মন্যতা) ও গর্ব্বেপ্সা আসবেই। হিটলারের কথাই ধরুন না কেন! লোকহিত বা লোককল্যাণের মহান উদ্দেশ্য থাকলেও ambitious inferiority (হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সা)-তে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন enchanting personality (আকর্ষণী ব্যক্তিত্ব) থাকে না। আর, যখন মানুষকে enchant (আকর্ষণ) করতে পারে না, তখন ক্রমাগত command (আদেশ) করতে থাকে। এই অবস্থায় মানুষ তাকে আর সত্তাপোষণী ব'লে মনে করে না। সেও তখন নিজের interest (স্বার্থ)-এর জন্য মানুষকে utilise (ব্যবহার) করতে চায়। অথচ তার complex (প্রবৃত্তি) roll করে (গড়িয়ে চলে) লোককল্যাণের pose (ভঙ্গী) নিয়ে। তাই efficiency (দক্ষতা) থাকা সত্ত্বেও unsuccessful হয়। কিন্তু মানুষ যদি ইষ্টার্থপরায়ণ হয়, তখন 'লাভস্তেষাং, জয়স্তেষাং, কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ। যেষাম্ ইন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ।'

কেষ্টদা—হিটলারের তো মাতৃভক্তি ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ছিল। কিন্তু শ্রেয়ার্থপরায়ণতা ছিল না। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি যদি ইষ্টানুগ না হয়, তবে দোষ-সম্পন্ন হয়। শাস্ত্রে আছে, জনকজননী বা যে-কোন গুরুজন ইষ্টের কাছে কেউ কিছু নয়। তবে শুধু মাতৃভক্তি থাকলেও মানুষ অনেকখানি ভাল হয়। যেমন দেখা যায় বিদ্যাসাগর, আশুতোষ, গুরুদাসবাবু ইত্যাদির জীবনে।

কেষ্টদা—ইষ্টকে ধ'রে না দাঁড়ালে মানুষ সত্যিকার কৃতী হতে পারে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ'তে পারে, কিন্তু ভেঙে যায়। দক্ষ যেমন শিবকে অস্বীকার করায় তা' ছাগমুণ্ড হয়ে গেল। ইষ্টহীন দক্ষতার দশা এই হয়।

কেষ্টদা—সদ্‌গুরুকে পেয়েও যে অনেকের জীবন তেমন ফোটে না—সেখানে কি বুঝতে হবে, সে ঠিকমত ধরেনি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে সে পায়নি, সদ্‌গুরু তার আপ্ত হ'য়ে ওঠেনি। আপ্ত হ'য়ে না উঠলে সে ইষ্টার্থপরায়ণও হ'য়ে ওঠে না।

কেষ্টদা—অনুরাগ ছাড়া কি তিনি অন্যভাবে আপ্ত হন না ? কেউ যদি আর্ত্ত হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ক'রে আপ্ত হয়, তেমনি না ক'রে কি আপ্ত হয় ? আর্ত্ত হ'য়ে আপ্ত মনে করলে দুপয়সা পেয়েই খুশি হ'য়ে যায়। তাঁর জন্য করার নেশা হয় না। অনুরাগ ছাড়া কি হয় ? কারও অনুরাগ যদি গজায়, আর সে যদি একটা বিরাট মানুষও হয়, এবং তিন বেলা যদি সে জুতোও খায় তবু তার মন টলে না, সে নড়ে না। বিভীষণ যে অতবড় মানুষ, সে যখন রামচন্দ্রের কাছে ছিল, কতজনে তাকে কত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান করেছে। কত সন্দেহ করেছে, কিন্তু সে তার ইষ্টার্থপরায়ণ উদ্দেশ্য হতে একচুলও নড়েনি। একেই বলে আপ্ত হওয়া। একেই বলে অনুরাগ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানের জন্য গাত্রোত্থান করলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

দেবেনবাবু (মুখার্জি, কোলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র) আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সাথে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—পুরুষোত্তমই জাতির জীবন। তাঁর অনুসরণই আমাদের প্রধান করণীয়। ঋষিকে বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা chaos-এর (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি করে।

দেবেনবাবু—আজকাল তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে আস্তিক্যবুদ্ধি ক'মে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের বোধি-সঙ্গতি নেই।

দেবেনবাবু রাষ্ট্রশক্তি সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যষ্টিশক্তি দিয়েই তো রাষ্ট্রশক্তি। চাই কতকগুলি fresh (তাজা) leader (নেতা)।

এরপর দেশবিভাগের কুফল সম্বন্ধে কথা উঠল।

দেবেনবাবু—হরেন মুখার্জি ভারতীয় খ্রীষ্টান, কিন্তু তিনি এখনও ব্রাহ্মণ ব'লে গর্ব্ববোধ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্টি সম্বন্ধে গোঁড়ামি থাকা ভাল। ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে জাতি দাঁড়াতে পারে না। পঞ্চবর্হি যদি ঠিক থাকে, তাহ'লে তার উপর দাঁড়িয়ে সব সম্প্রদায়ই ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে। সমস্ত মহাপুরুষদের বাণীই এক।

কেষ্টদা—হজরত রসুলের কথা কেউ বিকৃত করলে আমাদের তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যে কথাই কইতে জানি না।

কেষ্টদা—আক্রাম খাঁর মুস্তাফা চরিতে আছে যে, রসুলের বালিসের ওয়াড়ে ছবি আঁকা থাকত।

দেবেনবাবু—ওরা হিন্দুদের পৌত্তলিক বলে।

কেষ্টদা—এ-সব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর 'ইসলাম প্রসঙ্গে' বইয়ে বলেছেন।

দেবেনবাবু—ভারত আধ্যাত্মিক দেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিকতা কিন্তু জাগতিকতা বাদ দিয়ে নয়। যদি matter (বস্তু) বলেন সবই matter, আর যদি spirit (আত্মিক শক্তি) বলেন, সবই spirit (আত্মিক শক্তি)।

সুশীলদা—আজ আমাদের উপযুক্ত পরিবেশন চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়া লাগবে আমাদের। পিতাকে বাদ দিয়ে আমরা পিতৃত্ব বুঝতে পারি না।

আরও কিছু সময় কথা বলার পর দেবেনবাবু বললেন—আপনার শরীর খারাপ, আমি আপনাকে কষ্ট দিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার হ'ল আনন্দ, আপনি বলেন কষ্ট। মাঝে-মাঝে এইরকম কষ্ট দিলে তো খুশি হই। যদি মাঝে-মাঝে আসেন, গুলিখোরের মত আড্ডা মারা যায়।

ওঁরা উঠে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বেলয় কিছু বলিনি তো?

কেষ্টদা—না, সুন্দর আলোচনা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রফুল্ল গোড়ার দিকে না থাকায় অনেক কথা লিখতে পারেনি।

৬ই কার্ত্তিক, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২৪। ১০। ১৯৫১)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মাঠে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট।

জনৈক মা কয়েকজন মানুষের দুর্ব্ব্যবহার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন।

প্রফুল্ল—পাবনার থেকে এখানে যেন ক্রমাগত খুঁটিনাটি নালিশ খুব বেড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে সব গাদা হয়েছে কিনা এক জায়গায়! নিজেকে সংশুদ্ধ করার তাল খুব কম লোকেরই আছে। বেশীর ভাগই চায়—গর্ব্বে'সু হীনম্মন্যতা নিয়ে ক্ষমতা দেখাতে, আমাকে ভালবাসে খুব কম লোকই। কেউ যদি অযথা উৎপীড়িত হয়, তাতে আমার বড় বিশ্রী লাগে। আবার কেউ যদি অন্যায় ক'রে ফেলে তার নিরোধটা যদি বান্ধবতাপূর্ণ না হয়, তাতেও ভাল লাগে না। আমি যদি কোন দোষও ক'রে ফেলি তবু মানুষের কাছে কী ব্যবহার প্রত্যাশা করি, সেটা তো আমি বুঝি! কেউ তো আমার পর নয়, সকলের জন্যই আমার লাগে। কেউ যদি আমার কাছে কারও সুখ্যাতি করে, আমি সেইটে তার কাছে বলি, সে যেমন ক'রে বলে তার চাইতেও অনেক ভাল ক'রে। মৈত্রী-কৌটিল্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। খারাপ যদি কারও সম্বন্ধে বলে, তাও বলি তেমন ক'রে যাতে সংশোধন হয় অথচ ঝগড়া না বাঁধে।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে ছিলেন।

যতীনদা (দাস) এসে বললেন তপোবনে একটা ঘরে কে পায়খানা করে রেখেছে, ছাত্ররা একটা মেথর ডেকে না দেওয়ায় সেটা পরিষ্কার হচ্ছে না, তাই সেখানে ক্লাশও হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাস্টাররাও তো ডেকে পরিস্কার করতে পারে।

যতীনদা—হেমদা বলেছেন, তিনি মেথর পাননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি নিজে পরিষ্কার করেন না কেন? কাল যান, নিজে গিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেন।

যতীনদা—হ্যাঁ! কাল যাব।

পরে যতীনদা বললেন—মাস্টাররা ছেলেদের পিছনে এত খাটে, কিন্তু ছেলেদের অনুযোগ যায় না। কোচিংয়ের টাকাও দিতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা ও-সব কথায় কান না দিয়ে, ভাল ক'রে নিয়ম-কানুন করে

দেন, আর সেই নিয়ম-অনুবর্ত্তিতায় চলুন। যারা সেটা মেনে চলতে পারবে, থাকবে। যারা পারবে না, থাকবে না।

১০ই কার্ত্তিক, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২৮। ১০। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে আছেন। তিনি হরেনদার (বসু) জন্য খুবই চিন্তিত। তাই মুহুর্মুহু হরেনদার খবর নিতে লাগলেন। ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শও করতে লাগলেন।

বেলা ৪টে ২০ মিনিটে সবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে হরেনদা চিরবিদায় নিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মাঠের মধ্যে চেয়ারে এসে বসলেন। তখন সংবাদ পেলেন যে হরেনদা নেই।

সুশীলদা বললেন—হরেন যাবার আগে বলেছে, ঘুরে আসি। আবার শীঘ্র আসব। এবার এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ ভাল ক'রে করব।

কিভাবে মৃত্যু হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

কালিদাসদা (মজুমদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ সব বিস্তারিত ভাবে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। দয়াল-দয়াল করতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে বলতে লাগলেন, আমি কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর এর মধ্যেই সব খোঁজখবর নিতে লাগলেন ওদের বাড়ীর সব ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, কাপড়-চোপড় আনান হয়েছে কিনা। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কিশোরীদাকে (চৌধুরী) পাঠালেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— এখানে বড়াল-বাংলোয় পরিবার থেকে আলাদা যদি থাকত, তাহ'লে কী হ'ত বলা যায় না। (শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে সেই নির্দ্দেশই দিয়েছিলেন)।

সুশীলদা—আপনি সহজভাবে বলেন, অনেকে খেয়াল করে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে গিয়ে বসলেন। সেখানেও ঐ হরেনদার কথাই বলতে লাগলেন।

বনবিহারীদা (ঘোষ) বললেন—অসহ্য রোগযন্ত্রণার মধ্যেও হরেন সর্ব্বক্ষণ হাসিমুখে ইষ্টনাম, ইষ্টচিন্তা ও ইষ্টকথাই স্মরণ করেছে। আমি কতবার জিজ্ঞাসা করেছি, ঠাকুরের কাছে তোমার কিছু বলার আছে? তার জবাব হলো, 'আমার বরাবর

এক কথা, ঠাকুর সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন, তিনি অনন্ত কাল বেঁচে থাকুন।'

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন। প্রফুল্লকে বললেন—আমার বুকটা যেন বন্ধ হ'য়ে আসছে। ও বীরের মত মরেছে।

স্পেনসারদা এসে দুঃখ করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় ওখানে থেকে আবার বড়াল-বাংলোর মাঠে এসে চেয়ারে বসলেন। যতীনদাকে কাছে ডাকলেন।

যতীনদা বললেন—শান্তিতে চ'লে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তো শান্তিতে গেল, আমি যে নিঃস্ব হ'য়ে গেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর থেকে থেকে বলছিলেন—ওর কথাগুলি ছিল sweet, concentric loving, commanding (মিষ্টি, প্রীতিপূর্ণ সুকেন্দ্রিক, ওজস্বী)। অথচ intelligent (বুদ্ধিদীপ্ত)। মানুষের সঙ্গে রুখে কথা বলত ও যখন, তখনও তার মধ্যে একটা sweetness (মিষ্টত্ব) থাকত, রাগত না। মানুষের সাথে ভাব ক'রে নিতে পারত তাড়াতাড়ি। সর্ব্বস্তরের লোকের সঙ্গেই সমানভাবে মিশতে পারত। কেমন swift (ক্ষিপ্র) ছিল। কোথায় কোন্ কথা বলবে, তা' আটকাত না। আদর্শ ও উদ্দেশ্য বজায় রেখে বলতে পারত। ও যেভাবে মরল তার ভিতর দিয়েও দেখিয়ে গেল, ও কেমন zeal (উৎসাহ) নিয়ে বসবাস করত।

যতীনদা—ও আবার শীঘ্র আসবে। শান্তি-মা যখন গিছল, তখন বলল—মা আশীর্ব্বাদ কর যেন জাতিস্মর হ'য়ে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাতিস্মর হয়ে আসার field (ক্ষেত্র) কম।

যতীনদা—আমাদের অনেকের সঙ্গে তো সঙ্গতি আছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ রকম মনের জোরওয়ালা লোক থাকলে তো?

১১ই কার্ত্তিক, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ২৯। ১০। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে হরেনদার (বসু) চারিত্রিক রূপরেখা বর্ণনা ক'রে একটি বড় বাণী দিলেন।

শচীনদা (গঙ্গোপাধ্যায়), পঞ্চাননদা (সরকার), যোগেনদা (হালদার), গিরিজাদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রমুখ অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এখন আমতলায়। তিনি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা সাধন ও সেবায় মানুষকে বড় ক'রে তোলার কথা বললেন।

জনৈক দাদা বললেন—ডাকাতি ক'রে আত্মরক্ষা যদি করি তবে দোষ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি হয়তো অন্যের উপর ডাকাতি ক'রে খেতে চাই, কিন্তু অন্যে যদি আমারটা ডাকাতি করে তবে কেমন লাগে ? নিজের উপর ফেলে দেখতে হয়।

১২ই কার্ত্তিক, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ৩০।১০।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট। অনেকে উপস্থিত আছেন।

শান্তি-মার কাছে মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রশ্ন করছিলেন, আর তিনি জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন।

হরেনদার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সে খুব ঊর্ধ্বলোকে চ'লে গেছে।

প্রসঙ্গতঃ সুশীলদা (বসু) বললেন—শান্তি-মার বড়বোনের যেখানে বিয়ে হয়েছে, তারা একান্নে চারশ' লোক খুব সম্প্রীতির সঙ্গে আছেন। আর-এক বোনের বিয়ে হয়েছে, তাদের প্রত্যেকে যে যা আয় করে, বড় ভাইয়ের কাছে দেয় এবং তিনি যাকে যেমন প্রয়োজন, তাকে তাই দেন এবং সকলেই তাতে খুশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ খুব ভাল। অনেকে মনে করে, এ-সব প্রাচীন ধারণা। কিন্তু সংহতি যত বাড়ে, ততই ভাল।

সতীত্ব সম্পর্কে বললেন—সতী মায়ের গর্ভেই উন্নত আত্মার আবির্ভাব হয়। অবশ্য পুরুষেরও চাই অটুট ইষ্টনিষ্ঠা।

সুশীলদার সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বামীর যদি পাঁচটি স্ত্রী থাকে এবং প্রত্যেকেই যদি স্বামীতে স্বার্থান্বিত হয়, তবে পাঁচজনে মিলে একজন হয়। সতীন মানে সমসত্তাবতী।

সুশীলদা—দুনিয়াটা তো পিছনের দিকে চলেছে, এর কি পরিবর্ত্তন হবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পতনের দিকে যেতে-যেতে যখন আবার মোড় ফেরে তখন উন্নতির দিকে যায়। হিন্দুদের অধোগতি সেইদিন থেকে শুরু হয়েছে, যেদিন থেকে এদের মধ্যে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি চাপা পড়েছে। আর, Common Ideal (একাদর্শ) না থাকায় জাতটা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিণী রোড়ের পাশে মাঠে এসে বসেছেন। পূজনীয় বড়দা আছেন। সুশীলদা (বসু), কিশোরীদা (চৌধুরী) প্রমুখ উপস্থিত।

এখানকার গোশালার বার্ষিক উৎসব সম্বন্ধে মাইকে বলতে-বলতে যাচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—আমাদের দেশে আগে এত গরুর অভাব ছিল না।

বাড়িতে গরু না থাকলে তাকে গৃহস্থই বলত না। আজ আর গরুর তেমন আদর নেই। ভাল ঘি আজ পাওয়া যায় না। ডালডায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে। গরুর অভাব বেশি হয়েছে গত যুদ্ধের পর থেকে।

পূজনীয়া ছোটমা বেড়াতে-বেড়াতে ওখানে আসলেন। তিনি খালি পায়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এদেশে খুব হুকওয়ার্ম। খালি পায়ে বেড়ালে পায়ের তলা দিয়ে হুকওয়ার্ম ঢুকে গিয়ে তা' আবার অন্ত্রে বাসা বাঁধে। তাই এসব জায়গায় খালি পায়ে বেড়ান ভাল না।

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ৩১। ১০। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে।

প্রফুল্লদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও বেবী-মা আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে। নানা কথা হ'তে লাগল। গোপালদার কথা, হরেনদার কথা ইত্যাদি।

প্রফুল্লদা বললেন—অনেকদিন আগে আমি আপনাকে ঠিক এভাবে স্বপ্নে দেখেছিলাম। আপনি চৌকির ওপর বিছানায় ব'সে আছেন, চারিদিকে ঘিরে সবাই মাটিতে বসে রয়েছে। তখন মনে হয়েছিল অবচেতন মনের ধারণা থাকায় অমন হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটাও হয়, আবার tune (ভাবসঙ্গতি)-ও হয়। পাঁচজনে একই স্বপ্ন দেখে, এমনও দেখেছি। ছোটবেলায় একদিন নাম করতে-করতে দেখলাম আমি শরীর থেকে বেরিয়ে গেছি, রাস্তায় একজন দুধওয়ালার সঙ্গে দেখা হল, তাকে কয়েকটা কথা বললাম। পরদিন সেও সেই কথা বলল।

সন্ধ্যার পর গোলতাঁবুতে শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে বললেন—সব branch-এর (শাখার) selected authentic (বাছাই প্রামাণ্য) বই নিয়ে বড়খোকার বাড়িতে একটা লাইব্রেরি করবি, আর নিজেদের আদর্শের সমর্থনে যে-সব কথা প্রয়োজন, তা' বের করবি।

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ১। ১১। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। নরেনদা (মিত্র), যতীনদা (দাস), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রমুখ আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের বললেন হরেনদার শ্রাদ্ধ সম্পর্কে যাবতীয় ব্যবস্থা করতে। এই কথা ব'লে বললেন—আমি বলব না ভেবেছিলাম, তোমরা নিজে থেকে কর, তাই ঠিক। তার মধ্যে একটা enjoyment (আনন্দ) আছে। ক'য়ে করানতে সে সুখ নেই।

প্রফুল্ল—ও'রা সেই কথাই বলবার জন্য আপনার কাছে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই কথাটা যে তোমাদের মুখ দিয়ে শুনব, সে ভাগ্য আমার নেই। তাই আগে ব'লে ফেললাম। যাই হোক, এই রকম চাই। মানুষের সুখেদুঃখে সব অবস্থাতেই এ-রকম করবে। দেখো যেন হরেনের বউ-ছেলেপেলের কোনও কষ্ট না হয়।

এরপর শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশ্বাসের স্ত্রী শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভাইফোঁটা দিতে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে প্রণাম ক'রে সাগ্রহে ফোঁটা নিলেন। ফোঁটা নেবার পর উক্ত মায়ের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বার-বার প্রণাম করলেন এবং দশটি টাকা প্রণামী দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান ক'রে এসে বড়াল-বাংলোর ঘরে আসনের উপর দাঁড়িয়ে পুরনো পৈতে গলা থেকে খুলে গোঁসাইদার হাতে দিলেন। গোঁসাইদা তখন প্রথমটা একটা সাদা পৈতে এবং পরে একটা সোনার পৈতে পরিয়ে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। এরপর গোঁসাইদা মন্ত্র পড়াতে লাগলেন এবং পিসীমা ভাইফোঁটা দিলেন। ফোঁটা দেওয়া ও মন্ত্রপাঠের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবগম্ভীর চিত্তে মুদ্রিত নেত্রে ব'সে রইলেন। ফোঁটা দেবার পর পিসিমা শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে একখানা নতুন কাপড় দিলেন। এরপর সকলে হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করলেন। পিসিমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন। পিসীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে মধুপর্ক দিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সেটা খেলেন। তারপর খাবার দিয়ে পিসীমা আবার প্রণাম করলেন।

১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ৩। ১১। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় পূজনীয় সুধাংশুদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলেন।

কথায়-কথায় সুধাংশুদা বললেন—ভাবছি ভাল দেখে একটা বই লিখি যাতে পেট চলার জন্য চাকরি-বাকরি করতে না হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেট চলার জন্য যদি বই লেখ তবে সেই বই চলবে না। শ্রেয়ার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি লেখ, তবে চলবে।

সুধাংশুদা—Indirectly (পরোক্ষভাবে) সেটা তো আছেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Indirectly (পরোক্ষভাবে) হ'লে হবে না, directly (প্রত্যক্ষ-ভাবে)-ই লক্ষ্য হওয়া চাই শ্রেয়ার্থ প্রতিষ্ঠা।

সুধাংশুদা—কাজ করতে গিয়ে আবার পিছনদিকে অসুবিধা থাকলে মুশকিল হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাঁতার শিখতে গেলেই জলে নামতে হবে। প্রথমে দু-চার ঢোক জল খাওয়াই লাগবে। Suffer (কষ্ট) করাই লাগবে। তারপর ঠিক হ'য়ে যায়।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে একজন অধ্যাপক এসেছেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিবাহনীতি, ঘটকপ্রথা, ধর্ম্মান্তরগ্রহণ, সতীত্ব, উপযুক্ত পুরুষের বহু-বিবাহ, অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ, প্রতিলোমের কুফল, হরিজন আন্দোলন, ধর্ম্ম, আহার-বিহার, সদাচার, নিরামিষ আহার, আমিষ আহার, ভারতীয় কৃষ্টি, যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি, মাতৃভৃতি, পিতৃভৃতি, পারিবারিক যাজন, শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হ'ল।

১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ৪। ১১। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। বনবিহারীদা (ঘোষ), হরিপদদা (সাহা) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—Conception (গর্ভাধান)-এর থেকে কয়েকমাস পর্য্যন্ত প্রসূতি নারকেলের দুধ খেলে ছেলেপিলে নাকি ফুটফুটে ফর্সা হয়।

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ৫। ১১। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়।

শান্তি-মার মা বললেন—এমন আশীর্ব্বাদ করুন যাতে আপনার কথা যার কাছে বলি, সেই আকৃষ্ট হ'য়ে আপনার আদর্শ গ্রহণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতাকে যত ভালবাসব এবং তাঁর গুণপনা যত আমাদের মধ্যে ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে, ততই লোকে আমাদের কথা গ্রহণ করবে।

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ৬। ১১। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে। গোড়ার আমলের ভক্তদের অনেকের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সত্যিকার টান ছিল কিশোরীর, নফরের, কোকনের।

২০শে কার্ত্তিক, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ৭। ১১। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে রোহিণী রোডের উপর আমতলার নিচে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

প্রফুল্ল—আপনি বলেছেন একানুধ্যায়িতা দীর্ঘায়ুলাভের একটা প্রধান উপায়। কিন্তু দীর্ঘায়ু লোকদের তো সব সময় একানুধ্যায়ী হ'তে দেখা যায় না। ওটা বংশানুক্রমিকতার উপরই তো অনেকাংশে নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে সমস্ত বংশ দীর্ঘায়ু হয়েছে, তার পিছনে দেখা যাবে গোড়ায় তার পূর্ব্বপুরুষেরা হয়তো একানুধ্যায়ী ছিল। আবার, দীর্ঘায়ু বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেও যদি একানুধ্যায়ী না হয় তবে ওটা থেকে খোয়া যায়।

সুশীলদা (বসু)—ভিজা পায়ে খেলে এবং শুকনা পায়ে শুলে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিজা পায়ে খেলে upperblood circulation (উপরদিকের রক্ত সঞ্চালন) বাড়ে, তাতে হজমক্রিয়ার সুবিধা হয় এবং শুকনা পায়ে শুলে মাথার রক্ত সঞ্চালন কমে, তাতে ঘুম ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গত বললেন—আয়ু নষ্ট হওয়ার একটা প্রধান কারণ, পরদার গমন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে। অনেকেই কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমরা অর্থনীতি-অর্থনীতি ক'রে চিৎকার পাড়লে অর্থনীতি হয় না। যা' দিয়ে সেটা সার্থক হয়, তা হ'ল মানুষের জীবন, যোগ্যতা, সম্বর্দ্ধনা, সংহতি, উৎপাদনক্ষমতা। জীবনের সমস্ত দিকের যদি একটা সমঞ্জসা অভ্যুত্থান না হয় তবে কি অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব ? আমাদের চারিত্রিক সামঞ্জস্যের উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। নয়তো নির্বোধ হ'য়ে পড়ি, অবসন্ন হ'য়ে পড়ি। তদ্বিরই করতে পারি না, জোগাড়ই করতে পারি না, খাটতেও পারি না। আবার, হয়তো খুব খাটি কিন্তু গোছগাছ ক'রে কৃতকার্য্যতায় সমাবেশ ক'রে তুলতে পারি না। আমার পাশ দিয়ে হয়তো কত কী ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু আমার সেদিকে খেয়ালই থাকে না।

২১শে কার্ত্তিক, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ৮। ১১। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের মাঠে এসে বসেছেন। পূজনীয় সুধাংশুদা (মৈত্র), সুশীলদা (বসু), রমেনদা (মন্ডল), প্যারীদা (নন্দী), হাউজারম্যানদা প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বামনদাকে নবশায়কদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাল ক'রে খোঁজখবর নিতে বললেন এবং যোগেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)-কে পৌরোহিত্য শিখতে বললেন।

যোগেনদা—আমি অনেক জায়গায় পাঠ-টাঠ করি। একজায়গায় আমাকে পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার অন্য কিছুর ওপরে লোভ নেই, তবে দক্ষিণার ওপর লোভ আছে। দক্ষিণার মধ্যে দক্ষতা আছে। ওর মধ্যে অতখানি প্রেরণা অনুস্যূত আছে। আমি অনেককে বলেছি, ভাল ক'রে কান দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে হেমদা (মুখোপাধ্যায়)-কেও এ বিষয়ে বললেন। প্রসঙ্গতঃ বললেন—গৃহ্যসূত্রের মধ্যে নাকি এ-সব ভালভাবে আছে। সেগুলি দেখে ঠিক করতে হয়। আজকাল বহু অবান্তর জিনিস ঢুকে গেছে। যত পূজাই করেন, আগে গুরুপূজা করতে হয়। তারপর গণপতির পূজা করতে হয়। ঐগুলির মধ্য-দিয়ে 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ' তত্ত্বটা আরও প্রকট হ'য়ে উঠবে।

পূজনীয় বড়দা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরেনকে দেখিস না?

বড়দা—গতপরশু তাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী বলল?

বড়দা—আমি বেশ ভাল আছি। বৌ-ছেলে-পেলের জন্য কোন চিন্তা নেই, আনন্দে আছি। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করার আমার খুব স্পৃহা। আবার আসতে চাই। আমাকে একটু স্থান দাও। আমার সাইকেলটা ঠাকুরের দেওয়া, ওটা যেন ঠাকুরের কাজে লাগে।

পরে সুধাংশুদার সঙ্গে বিবর্ত্তন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হ'লো।

২২শে কার্ত্তিক, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ৯।১১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। সুশীলদা (বসু), নরেনদা (মিত্র), কালিদাসদা (মজুমদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ কাছে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় কানুভাইয়ের কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণবরেষু

কানু! তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। তোমার শরীর আজকাল কেমন, তা তো বিস্তারিত কিছু জানাওনি। সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত বিহিত চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়। তোমার Change-এ যাবার কথা শুনেছিলাম। সে বিষয়ে কী হ'ল? প্রয়োজন থাকলে যাওয়াই ভাল। আর সুবিধা বিবেচনা করলে এখানেও আসতে পার। এই সময় এখানকার স্বাস্থ্য ভাল।

আমার শরীরের অবস্থার উন্নতি কিছু দেখছি না। আজকাল আবার Blood Pressure (রক্ত চাপ)-টা বেগ দিচ্ছে।

তোমার পিসীমার এখনও জ্বর হয়। প্যারী চিকিৎসা করছে। আশা করা যায় শীঘ্রই ভাল হ'য়ে উঠবে।

তোমার বাবা কেমন আছেন ? শান্তু, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা, কল্পনা, শরদিন্দু প্রভৃতির কুশল জানলে সুখী হব।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'জ্যেঠামহাশয়'

পৌরোহিত্য সম্বন্ধে কথা উঠল। কালিদাসদা ও ননীদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমরা যদি না ধর, পৌরোহিত্য জিনিসটা উন্নত হবে না, পুনর্জীবিত হবে না। বহু অবান্তব জিনিস ঢুকে গেছে। শুনেছি, গৃহ্যসূত্রে মূল জিনিসটা আছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আদেশের সুরে আমি কথা বলতে পারি না। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, বাস্তব তথ্যটা বিবৃত করে সিদ্ধান্তের ভার তোমাদের উপর দেবার। তা' থেকে তোমরা বুঝে-শুনে আগ্রহভরে যদি কর ভাল। নচেৎ মুশকিলে প'ড়ে যেতে হয়।

অজয়দা (গাঙ্গুলী) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দাকে বললেন—পৌরোহিত্য সম্বন্ধে প্রামাণ্য ক্রিয়াগুলি ভাল ক'রে শেখ। বাস্তবে না করলে কিছু হয় না। সেই হিসাবে ঘটস্থাপনা, আবাহন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, এ-সব শিখতে হয়। আগে গুরু ও গণেশ অর্থাৎ গণনেতার পূজা করতে হয়। মুদ্রা, প্রকরণ, দেবতা, ছন্দ, ঋষি ইত্যাদির তাৎপর্য্য বের করা লাগবে। এর যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা শিখতে হবে। এতে গবেষণার প্রয়োজন আছে। সব দেবতা পূজা করতে গুরুদেবতা পূজা করা লাগে। ওর ভিতর-দিয়ে উপলব্ধি করা যায় 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'। তাতে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলে।

কৃতান্তদার (বিশ্বাস) সঙ্গে একজন আসলেন। তিনি নির্ব্বাচনে দাঁড়াবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—দাঁড়িয়ে করব কী, সেটা ঠিক থাকা চাই। তবে দাঁড়ালে

কৃতকার্য্য হওয়া চাই। আমরা রাজনৈতিক কোন ব্যাপারে যাব না অনিবার্য্য প্রয়োজন না হ'লে। তবে দীক্ষা বাড়িয়ে দেশের বেশীর ভাগ লোককে সৎসঙ্গী ক'রে তোলা লাগবে। সে আমরা রাজনীতির ব্যাপারে যাই বা না যাই। তাতে সব দিক দিয়ে সুবিধা হবে।

ভোলানাথদা (সরকার)—আমি প্রায় কুড়ি বছর আগে স্বপ্ন দেখেছিলাম মা কালীর মূর্ত্তি তিনখণ্ডে ভাঙ্গা। আমি জোড়া লাগিয়ে দিলাম। এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বপ্নের মানে যাই হোক, আমার তো খুব ভাল লাগে। মা আমার তিনভাগে ভাগ হ'য়ে গেছেন দুটো পাকিস্তান, আর একটা ভারতবর্ষ। আমাদের সংহতির অভাব। আমরা ইষ্টপরায়ণ, কৃষ্টিপরায়ণ নই। তাই আজ এই দুরবস্থা। তাই বলি, পারেন তো জোড়া লাগান, সকলের মঙ্গলের জন্য। আত্মজিৎ না হ'লে নেতা হয় না। প্রবৃত্তি নিয়ে চললে চলবে না। আমরা যেমন করি, ভগবানের আশীর্ব্বাদ তেমন পাই। আমাদের কর্ম্মই জগন্নাথের হাত। ধর্ম্মের অশিষ্ট পরিবেশনেই দুনিয়ার আজ এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

নির্ব্বাচনের প্রচার-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর ভোলানাথদাকে বললেন—নিজে সবার কাছে গিয়ে-গিয়ে কথাবার্ত্তা বলে, তাদিগকে ধর্ম্ম-কৃষ্টির সমর্থক ক'রে তোলা লাগে। কারও বিরুদ্ধে নিন্দা করতে নেই। এমন কতকগুলি বোল ধরতে হয় যা সব পার্টির কাছে, সব ধরনের লোকের কাছেই মনোজ্ঞ হ'য়ে ওঠে। হিন্দুকোড বিলে দেশের কী অবস্থা হ'তে পারে তা ভাল ক'রে তুলে ধরা লাগে। মোট কথা দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে। বহিরাগত দুই দাদা জানালেন তাঁদের দুজনের মধ্যে টাকার জন্য বিদ্বেষের সঞ্চার হওয়ায় ইষ্টস্বার্থের ক্ষতি হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকার জন্য বান্ধবতা খারিজ করবি কেন? টাকার চেয়ে মানুষের দাম অনেক বেশী। টাকা গেছে, গেছে। তোরা পারস্পরিক সহযোগিতায় আবার কত টাকা করতে পারবি। উভয়ে উভয়ের পক্ষে profitable (উপচয়ী) হ'। তাতেই তো সুখ। অযথা loser হোস্ (লোকসানে যাস) কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে। সুশীলদা (বসু), শচীনদা (গাঙ্গুলী), সত্যেনদা (চট্টোপাধ্যায়), মণিদা (ভাদুড়ী) প্রমুখ কাছে আছেন। শিবপুরের একজন লাইব্রেরিয়ান আসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রাহ্মণদের তো সাবিত্রী দীক্ষা নিতে

হয়। তারপর আবার দীক্ষার প্রয়োজন কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা নিতে হয় আচার্য্যের কাছ থেকে। তিনি আচরণ ক'রে জানেন। বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বেত্তাপুরুষই গুরু হবার উপযুক্ত।

লাইব্রেরিয়ান—মানুষ সুকেন্দ্রিক হ'তে গিয়েও তো ভেঙে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাধাবিঘ্ন তো থাকেই। কিন্তু আগ্রহ থাকলে সব অন্তরায় অতিক্রম করতে পারে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তার ভিতর দিয়ে আবার experience-এর (অভিজ্ঞতার) অধিকারী হয়।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পুরুষোত্তম হলেন world teacher (বিশ্ব শিক্ষক)। তাঁতে integrated (সংহত) হ'য়ে সকলে যদি চলে, সব সাধুমহা-পুরুষরাও যদি তাঁর অনুবর্ত্তী হ'য়ে চলে, তবে দেশ-দশ-দুনিয়া বেঁচে যায়, উন্নত হয়।

লাইব্রেরিয়ান—মহাপুরুষরা তো বহু দিন পর-পর আসেন। তাঁরা যখন না থাকেন, তখন উপায় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি চ'লে গেলেও, তাঁর গড়া মানুষ থাকে। তারা ধরে রাখে। সেটা যখন নষ্ট হয়, আবার আসেন। পুরুষোত্তম তো সদ্‌গুরু বটেই। কিন্তু তিনি সর্ব্বতোমুখী পথ বাতলে যান। যে-কোনও সদ্‌গুরু বা পাবকপুরুষই হোন না কেন, পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষোত্তমের সঙ্গে তাঁর সঙ্গতি থাকা চাই-ই। তাই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণের কথা অত ক'রে বলা আছে। পুরুষোত্তমকে পূরণ ও ব্যাখ্যা করে না যে-বাদ তাতে তিনি বাদ প'ড়ে যান।

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১২।১১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে বড়াল-বাংলোর ঘরে মতিদার (চ্যাটার্জ্জী) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—একটা common factor (উপাদান সামান্য) বিভিন্ন পরিস্থিতির ভিতর-দিয়ে, বিভিন্ন সাড়ার ভিতর-দিয়ে যা'-কিছু হ'য়ে উঠছে। যদি আত্মা বল সবই আত্মা, যদি বস্তু বল তবে সবই বস্তু। সাকারটা যা' আকার ছিল না তারই পরিণাম। ঈশ্বরের জীয়ন্ত বেদী হ'লেন ইষ্ট। বেদী মানে যার উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত। আবার, যার ভিতর-দিয়ে তাঁকে জানা যায়। গুরু বলতেই সদ্‌গুরু।

২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১৩।১১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এবং আরও অনেকে আছেন।

শীলভদ্র যাজী, ভুবনেশ্বর পাণ্ডা, ব্যোমশঙ্করদা আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে।

শীলভদ্র যাজী ভুবনেশ্বরবাবুকে নির্ব্বাচনে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের অবস্থা তো বুঝতে পারছেন। টাকা বলতে আমাদের কিছু নেই। আমরা বিশ্বাস করি মানুষ সম্পদে।

কেষ্টদা—আমরা সম্পূর্ণ non-political (অ-রাজনৈতিক)। আমরা পার্টি হিসাবে কোন পার্টিকে বুঝি না। Best man (শ্রেষ্ঠ মানুষ) যে, তাকেই আমরা সমর্থন করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা একটু সেকেলে ধরনের আছি, ভোটের ব্যাপারে আমরা নিজেরা কিছু করতে চাই না। ডাকুবাবু আমাদের পাণ্ডা, তিনি যেমন বলেন তেমনিই করব ব'লে ভেবেছি।

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১৮।১১।১৯৫১)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে সমাসীন। সুশীলদা (বসু) শচীনদা (গাঙ্গুলী), রত্নেশ্বরদা (দাশ-শর্ম্মা) প্রমুখ কাছে আছেন।

জনৈক দাদা বললেন—আজ ক'বছর ধ'রে নানাভাবে অভাব-অভিযোগে বিধ্বস্ত হচ্ছি। শুনলাম দীক্ষা নিলে ভাল হবে। আমি কি দীক্ষা নেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভাবের জন্য দীক্ষা নিও না। দীক্ষার জন্য দীক্ষা নিও।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেয়েদের তো চাকরী-বাকরী করাই উচিত নয়। বিশেষ ক'রে অনূঢ়া বা স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়েদের চাকরি করা কখনও উচিত নয়। যদি একান্ত করে, তবে বিবাহিতা মেয়েরা করতে পারে।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—টাকা থাকলে আমি ঘটকদের কলেজ করতাম।

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ২৪।১১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে আছেন। বাসুদেবদা (গোস্বামী), আলো, সুধীরদা (চৌধুরী), ব্রজেনদা (দে) প্রমুখ উপস্থিত।

Justice (বিচারক) জে এন মজুমদার আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। কথায়-কথায় তিনি জানালেন তাঁর বাড়ী পাবনা এবং তিনি পাবনা ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এক ক্লাস উপরে পড়তেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনাদের দেখলে বয়েস ক'মে যায়।

শ্রীযুত মজুমদার—তা' বটে, ঠিক বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে সমস্ত দিনের উপর মন চ'লে যায় কিনা।

শ্রীযুত মজুমদার—কালও আমি একবার এসেছিলাম, দেখা হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার একটা দিন লোকসান হ'য়ে গেল।

শ্রীযুত মজুমদার—অনেক সময় মনে হয়, বয়স তো হ'ল, এখনও টাকাপয়সা, ক্ষমতা, মান-যশ, এ-সবের মধ্যে ডুবে থেকে লাভ কী? আবার মোহও যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যে-কোনও অবস্থায়ই থাকি, ছোটই থাকি, বড়ই থাকি, ক্ষমতার আসনে থাকি আর দুর্ব্বলই হই, হ'য়ে পড়ি জেলের পুরনো কয়েদীর মতো। বুঝলে পরেও সে মোহ ছাড়তে চায় না।

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২৫। ১১। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

মহেশ্বরবাবু (ঝা), উমাপতিবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়), শিবনন্দনবাবু (ঝা), ডাকুবাবু প্রমুখ আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে, সৎসঙ্গীরা যাতে বিনোদানন্দবাবু (ঝা)-কে ভোট দেন সেই কথা বলার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কথা তো ডাকুবাবু যা' বলবেন তাই করতে হবে। আপনাদের কাছে এসেছি, আপনাদের আশ্রয়ে আছি, ডাকুবাবু আমাদের পাণ্ডা, তিনি যা' বলেন তাই হবে। আমরা আবার ওসব একটু মানি।

মহেশ্বরবাবু—আমরাই বরং আপনার আশ্রয়ে আছি, আপনি আবার কার আশ্রয়ে থাকতে যাবেন? যাহোক, ডাকুবাবু তো আমাদেরই লোক। আর, বিনোদানন্দবাবুও একবার আসবেন।

ওঁরা চলে গেলেন।

এরপর পাবনার গোপাল লাহিড়ী মশাই-এর ভাগনে আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছে পাবনার বহু খোঁজ-খবর খুঁটে-খুঁটে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ২৭। ১১। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আশ্রমে এসে বসেছেন। কাশীদা (রায়চৌধুরী), রবিদা (রায়), হরিদাসদা (সিংহ), সত্যদা (শর্ম্মা) প্রমুখ আছেন।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ গুরুভক্তির উপর জোর দিলেন, যাতে প্রবৃত্তিগুলিকে অতিক্রম ক'রে ভাল থাকা যায়।

হাউজারম্যানদা আসলেন। তিনি ইষ্টকর্ম্মের সুবিধার জন্য অধিক অর্থ উপার্জ্জনের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা-পয়সা মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু মানুষ টাকা-পয়সা সৃষ্টি করতে পারে।

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২৮।১১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। পূজনীয় বড়দা, হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য) সহ ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ঠাকুরদা ছিলেন বিরাট পণ্ডিত, তিনি নাকি অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলতেন, এ যদি না হয়, তবে সব গোলমাল হ'য়ে যাবে। তিনি আমার ঠাকুরমার গয়নাপত্র নিয়ে তাই বিক্রী ক'রে মানুষকে ভজিয়ে কয়েকটা অনুলোম বিয়ে দিয়েছিলেন। একবার পণ্ডিতদের এক সভা বসে, সকলে সেখানে তাঁর কাছে আলোচনায় পরাস্ত হন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একগুঁয়েমিবশতঃ কেউ তাঁর কথা স্বীকার করেন না, বরং তাঁকে একঘরে করেন। তাতে তিনি রহস্য করে বলতেন—আমি সকলকে একঘরে করেছি। আমাদের আগে পদবী ছিল 'লাহিড়ী', কিন্তু আমার ঠাকুরদা তাঁর মামার বাড়ীতে ছিলেন, তাঁরা ছিলেন 'চক্রবর্ত্তী', সেই থেকে 'চক্রবর্ত্তী' পদবী আমাদের ঘাড়ে চেপেছে।

একটি বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি অনেক সময় বিনা প্রয়োজনে চেয়েও হয়তো যেমন-তেমন ক'রে খরচ করে ফেলি, সেটা এই জন্য যে ঐ-ভাবে না চাইলে তাদের চরিত্র শম্বুক-বৃত্তিবৎ হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নাম করার সময় কখনও-কখনও সূর্য্য জেগে ওঠে। এই যে সূর্য্য, এমন চল্লিশ, পঞ্চাশ কিংবা একশটা সূর্য্যের মিলিত তেজ যেমন হয়, তেমনি হয়। আবার, তারার মালা দেখা যায়। নাম করতে বসেছি, চাঁদের আলো ভিতরে-বাইরে সবখানটা প্লাবিত করে দিচ্ছে, সে অতি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। নাম করা অবস্থায় একজনকে স্পর্শ করতেই হয়তো তার রোগ সেরে যায়। শব্দের কত যে ভঙ্গী হয়, তার কূল-কিনারা নেই। খোলের বাজনা, তবলার বোল, বহু রকমের শোনা যায়। আর মানুষকে এটা অক্লান্ত ক'রে তোলে। অনেক রকম শক্তি হয়। সে-শক্তি

ইষ্টের স্বার্থে লাগাতে হয়। নিজের স্বার্থ দেখতে গেলে স্রোত কেটে যায়। সাধনশীল অবস্থার মানুষের গায়ে একটু হাত দিলেই সে মনে করবে আমার কয় পুরুষ ধন্য হ'য়ে গেল। যতরকমই অনুভূতি হোক না কেন এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ সব-কিছুই দেখা যাক না কেন, তা'তে তত সুখ নেই, কিন্তু সুখই বৃন্দাবনচন্দ্রকে নিয়ে।

কেষ্টদা—তাঁর ভিতর-দিয়ে ছাড়া এ জানাও যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এসব কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি।

কেষ্টদা—উপনিষদে এত বিস্তৃত এ-সব জিনিস পাবার জো নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেমন ক'রে বলছি, তেমনভাবে বলার সময় বোধহয় এর আগে আসেনি। আমার মনে হয় আইনস্টাইন যেমন বলেছিলেন $E=MC^2$ তেমনিভাবে এসে যাবে। আমি আগে বলতাম আলোটাও matter (বস্তু)।

কেষ্টদা—আপনি বলতেন, হয়তো এমন দিন হবে যে আলোর রেলের উপর দিয়ে গাড়িগুলি ঝুলে-ঝুলে চাঁদে পেঁছিবে।

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ৩০।১১।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

বেলা এগারোটার সময় বিনোদানন্দবাবু (ঝা) আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। সেই সঙ্গে ডাকুবাবু, সুরেনবাবু (বর্ম্মন), উমাপতিবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ আসলেন।

বিনোদানন্দবাবু বললেন—আমার আগেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু আসতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আপনার কথা এত শুনেছি, দেখা হয়ে কৃতার্থ হলাম।

এরপর দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—বুকের মাংস যে খায়, তাকেও বাঁচায় এমনতর লোকও আছে আমাদের সমাজে। যে-ধর্ম্ম ও কৃষ্টির বুকে এখনও এমনতর চরিত্র গ'ড়ে ওঠে, তাকে জীইয়ে রাখবার জন্য আমরা কিছু করি না। এই ধর্ম্ম, কৃষ্টিকে সম্পুষ্ট করার জন্য যা' করণীয়, তা' আমরা করা ছেড়ে দিয়েছি। ভুলে গিয়েছি বহুদিন। Religious Work (ধর্ম্মীয় কাজ) ছাড়া কিছুতেই কিছু হবে না।

অন্যপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নির্দ্দোষীকে দোষী ব'লে ধরা মানে দোষীকে

পরাক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। পুলিশ যদি বান্ধব না হ'য়ে শুধু শাসক ও শোষকই হয়, তবে সে শাসক ঠিকমত হ'তে পারবে না। সৎলোক যাতে কষ্ট না পায় সেদিকে সরকারের নজর থাকা দরকার।

এরপর terrorist movement (সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন) সম্বন্ধে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের জীবনের একটি কাহিনী বললেন কেমন ক'রে তিনি ভালবেসে চোরকে সংশোধন করেছেন। একটু পরে কেষ্টদা আসলে শ্রীশ্রীঠাকুর বিনোদবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এরপর ওঁরা বিদায় নিলেন।

১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ৫।১২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), রত্নেশ্বরদা (দাশ-শর্ম্মা) প্রমুখ আছেন।

আশ্রমের জন্য ভাল জমি সংগ্রহ না করতে পারার ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের এখানে ব্যষ্টি-স্বার্থ আছে, গণস্বার্থ নেই, তাই আমরা successful (কৃতকার্য্য) হ'তে পারি কমই।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কারও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখে ঈর্ষ্যান্বিত হবার মত হীন প্রবৃত্তি আর কিছুই নেই। ওতে নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারা হয়। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দুধ ভাত খায়, সে তোমারই সুখের কথা। কারণ, পাঁচজন যদি দুধভাত খায়, তাহ'লে তাদের উপর দাঁড়িয়ে তুমিও হয়তো একদিন দুধভাত খেতে পারবে। সকলেই দুধ-ভাত খেতে পারে, সেই তো আমরা চাই। তাই কেউ যদি দুধভাত খায়, তাতে আমার আর আক্রোশ করার কিছু নেই। কারও সুখ দেখে আমি যদি সুখী না হতে পারি, সে আমারই অন্তরের দৈন্যের পরিচয়। অপরের সুখ-দুঃখকে যদি আমার নিজের সুখ-দুঃখ ব'লে বোধ করতে না পারি, তবে আমার নিজের সুখ-দুঃখকেও কেউ নিজের সুখ-দুঃখ ব'লে বোধ করতে পারবে না।

আরাধ্যদর্শন সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর একটা গভীর তাৎপর্য্য আছে, তা মানুষের সমগ্র সত্তাকে অনুরঞ্জিত ক'রে তোলে—সুকেন্দ্রিক, সংহত, অন্বিত জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে, কর্ম্মে, সংসৃজনী সৌকর্য্যে। এর মধ্যে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দুই-ই থাকে। এর মূল হ'ল ইষ্টে সুকেন্দ্রিক টান।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল প্রমুখ ছিলেন।

কলকাতা থেকে আগত সঞ্জীব ঘোষচৌধুরী নামক একটি ভাই-এর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বৈশিষ্ট্যকে যে না জানে সে ব্রহ্মদর্শী নয়। বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন ক'রেই সবকিছুর অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি। আবার, ব্রহ্মের মধ্যেও আছে বৃদ্ধি। তাই বৃদ্ধির জ্ঞান আহরণ করব, অথচ বৈশিষ্ট্যকে জানব না, মানব না—তা হয় না। গাছের দুটো পাতা একরকম নয়। সব পাতাকে যদি একরকম করতে যাই, তবে সত্য থেকে বঞ্চিত হব। সত্য সেখানে, যেখানে আমরা প্রাচীনের সুসঙ্গতি নিয়ে নবীনে উদ্ভিন্ন ক'রে ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করে চলি।

সঞ্জীবভাই—মনটা adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারি না, নানা বিক্ষিপ্ত চিন্তা আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ চেতন জীব। নানা ভাবের তরঙ্গ তো আসবেই। মস্তিষ্কে চিন্তার ছাপ পড়তে থাকে। আর তেমনতর বোধি-প্রণালীর সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ এইগুলি বিচ্ছিন্ন থাকে, তাই সংহত প্রজ্ঞার উদয় হয় না। কিন্তু সুকেন্দ্রিক হ'লে সবগুলি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে প্রজ্ঞার অভ্যুদয় ক'রে তোলে। অমনি ক'রে চলতে-চলতে মহাচেতন সমুত্থান পর্য্যন্ত হ'তে পারে।

২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ৬। ১১। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

মোহনভাইকে (বন্দ্যোপাধ্যায়) বললেন—মানুষের সঙ্গে এমন হৃদ্য ব্যবহার করবি যাতে মানুষ তোকে রাজভোগের মত মনে করে। সত্যকথাও যদি প্রিয় না হয়, তবে মিথ্যাধর্ম্মী হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। লালমোহন মুখোপাধ্যায় ব'লে ভবানীপুরের একজন ভদ্রলোক আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে।

মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি এবং গুরুভক্তির ভিতর-দিয়ে কেমন ক'রে মানুষকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে হয় শ্রীশ্রীঠাকুর সে-সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, মাতৃভৃতি ও পিতৃভৃতি পরিপালনের কথা বললেন।

লালমোহনবাবু—আবার কি আমরা ঠিক হব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতির একটা রকম আছে, মানুষ নাস্তানাবুদ হলেও আবার জমাট বাঁধতে চায়। বোধি দিয়ে প্রাচীনের সঙ্গতি নিয়ে বর্ত্তমানকে দেখে ভবিষ্যৎকে যদি

সৃষ্টি করি, সেইটে সহজ হয়। তবে শুধু আওড়ালে হয় না। আমাদের নিষ্ঠার সঙ্গে করে দাঁড়ান লাগবে। আপনি যদি না করেন, তবে আপনাকে যারা ভালবাসে, তারাও করবে না। আমাদের বুদ্ধি থাকা উচিত, আমরা নষ্ট পেয়েছি, পেয়েছি; কিন্তু আমাদের জন্য দশজনে যেন নষ্ট না পায়।

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ৭।১২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন। যোগেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), চুনীদা (রায়চৌধুরী), প্রফুল্লদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), রত্নেশ্বরদা (দাশ-শর্ম্মা) প্রমুখ আছেন।

ত্রৈমাসিক ঋত্বিক পত্রিকা সম্বন্ধে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর যোগেনদাকে একটা লেখা দিতে বললেন। সেই প্রসঙ্গে বললেন—যারা প্রবীণ, দশজনের শ্রদ্ধার পাত্র, তাদের লেখার একটা দাম হয়। আর এই পত্রিকাটাকে ভাল করে দাঁড় করান লাগে। এইভাবে কর্ম্মীদের educated (শিক্ষিত) না করতে পারলেই নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি আশ্রমে আছেন। কেষ্টদা আসতেই বললেন দুনিয়ার যত নগ্নতা, তার মূলে থাকে কিন্তু যৌন-বিকার। সেইটা পাল্টায় যদি মানুষ ইষ্টার্থ-পরায়ণ হয়। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন কামিনী-কাঞ্চনের কথা। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের প্রয়োজন হয়। ইষ্টার্থপরায়ণতার চাইতে যার কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি প্রবল হয়, তারা কলুর চোখবাঁধা বলদের মতো ঘোরে। অনেকেরই রকম এই। এর থেকে রেহাই মেলে ঐ ইষ্টার্থপরায়ণতায়। তাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে বলেছে—'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলে কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম।'

এরপর ঈষদাদা (বিশ্বাস) জামিনে খালাস পেয়ে আসলেন। এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসলেন? খামাকা কি প্যাঁচে প'ড়ে গেলেন। বিদেশ, বিভূঁই—লোক নেই, জন নেই, কী করি?

এরপর কেষ্টদা তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

ঈষদাদা বললেন—আমাকে হসপিটাল ডায়েটের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল, মোটামুটি একরকম ছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা হোক, বাড়ী গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা-টেখা করেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা, চুনীদা, প্রফুল্লদা-সহ বেড়াতে বেরলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে-বেড়াতে বলছিলেন—মানুষের self-protecting, self-preserving ও self pro-creating (আত্মরক্ষণী, অস্তিত্বপোষণী, আত্মা-প্রসারণী) এই তিনটে factor (ব্যাপার) যতদিন equilibrium (ভারসাম্য)-এ থাকে, ততদিন তার জীবন সুস্থ থাকে। অবশ্য, এগুলি সহজ রকমে থাকাই ভাল। অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল রকমও ভাল না, আবার নির্ব্বীর্য্য রকমও ভাল না।

বেড়িয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বসলেন।

প্রকাশদার (বসু) মেয়ের বিয়ের জন্য ভগীরথদা বাসনপত্র দিলেন। কেনার সময় প্রকাশদা সঙ্গে ছিলেন। প্রকাশদা ও ভগীরথদা উভয়েই এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকাশদাকে জিজ্ঞাস করলেন—কি রে প্রকাশ! তোর পছন্দ হয়েছে তো? তুই নিজে দেখে-শুনে এনেছিস তো?

প্রকাশদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখিস! কেউ যেন নিন্দা না করে।

প্রকাশদা—নিন্দা করবে কি?

শুধু বাসনপত্র নয়, solid ছয় গাছা চুড়ি, দুই ভরির হার, আংটি, বোতাম, বিছানা-পত্রাদি এক-একজনকে ব'লে জোগাড় ক'রে দিয়েছেন। প্রত্যেকটা জিনিস পছন্দসই যাতে হয়, সে-বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কী গভীর আগ্রহ!

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ৮।১২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিদাসদা (সিংহ) প্রমুখ আছেন।

সৎসঙ্গীদের কাছ থেকে সংগ্রহ-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সৎসঙ্গীরা যে-অবস্থার মধ্যে দিয়ে দেয়, সে তাদের খুব দেবার নেশা আছে ব'লে। এই দেবার মধ্যে-দিয়েও আবার নেশা বাড়ে। তবে ঋত্বিকদের গিয়ে মানুষের সঙ্গে বসা লাগে, মেশা লাগে, প্রত্যেকের আয় যাতে বাড়ে সে বিষয়ে বুদ্ধি-পরামর্শ, খোঁজখবর দিয়ে যোগাযোগ ক'রে দেওয়া লাগে। প্রত্যেকটি যজমানের সর্ব্বতোমুখী যোগ্যতা যাতে বাড়ে, সেই তো ঋত্বিকের কাজ। যজমানই তো তাদের জীবন। এইভাবে যদি তাদের যোগ্যতা বাড়ানো যায়, তখন দেওয়াটাই হবে তাদের তৃপ্তি। কারও গায়ে লাগবে না। বরাবর সমানে দিতে পারবে।

স্মরজিতদা (ঘোষ) আসলেন। আমাদের কতিপয় কর্ম্মীর আচরণ-সম্বন্ধে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অসাধুতার প্রতি মানুষের কেমন একটা

লোভ আছে। কিন্তু মানুষ বোঝে না যে, অসাধুতা তার স্বার্থের পক্ষে ঘোর অন্তরায়। মানুষকে উপচয়ী ক'রে তুলে উপচয়ী হ'তে হয়। শোষণ করতে চাইলে কতদিন করা চলে। একজনকে যদি দুটো শাক ও কুলও যদি জোগাড় ক'রে না দিস্ তবে তোকে কে পুষবে? তুই এমনতরভাবে এতটুকু কর্ যাতে সে বরাবর তোকে টানতে পারে, পুষতে পারে। অকৃতজ্ঞ যে তারও প্রাণের মমতা জিনিসটা আছে। প্রাণের চাইতে প্রিয় কিছু নেই মানুষের। সেই প্রাণের পোষণ যদি কিছুটা পায়, তার খানিকটা স্মৃতি থাকে সাধারণতঃ। মানুষ যদি সৎপথে না চ'লে দাঁ মেরে চলতে চায়, সে কোপ খাবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে ব'সে বলছিলেন—প্রতিলোম হ'লে যত গুণপনাই থাক না কেন, সে জাতক unbalanced (সাম্যহারা) হবেই, কিছুতেই balanced (সাম্যসিদ্ধ) হ'তে পারে না।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ৯।১২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

চিকিৎসা-সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কী কারণে কোন্ রোগ হয় সেটা নির্ণয় করা দরকার। ওষুধের জ্ঞান যেমন চাই, তেমনি মাত্রার জ্ঞানও চাই। ঘৃণা সহকারে যদি কেউ কিছু খায়, তাতেও রোগের উৎপত্তি হ'তে পারে।

পাত্রদা ও রাধারমণদা (মুখোপাধ্যায়) আসলেন চিত্তরঞ্জন থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের লেদ মেসিন জোগাড় করতে বললেন। বললেন—লেদ মেসিন থাকলে অনেকগুলি মানুষ তাতে engaged (নিযুক্ত) থাকে। লেদ মেসিন জোগাড় হ'লে পরে মিলিং মেসিন জোগাড় করা লাগে।

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১১।১২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। হাউজারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন—অপরের বা নিজের বিপদ সম্বন্ধে আগে যে টের পাওয়া যায়, তা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা হ'ল অবচেতন মনের সাবধান বাণী। Tuning (সঙ্গতি) থাকলে হয়, প্রবৃত্তিতে আচ্ছন্ন থাকলে আবার হয় না।

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ১২। ১২। ১৯৫১)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে বেরোলেন। আজ শরীর তত ভাল নয়। কল্যাণ কুটীরের গেটের সামনা-সামনি এসে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মনে-মনে যা' আমি ভাবি, তা' না ক'রেই পারি না। খানিকটা আগেই মনে হচ্ছিল ফিরে যাই, কিন্তু গোড়ায় অন্যরকম ভেবেছি ব'লে পারলাম না। পা যেন আপনিই চ'লে আসল। যা' ভাবি, তা' না করলে যেন কিছুতেই স্বস্তি পাই না।

এই বলে কেষ্টদার দিকে চেয়ে বললেন—আপনাদের এমন হয় না ?

কেষ্টদা—ছেলেবেলায় এই রকমটা খুব ছিল। যদি ভাবতাম অমুক জায়গা পর্য্যন্ত গিয়ে গাছটা ছুঁয়ে আসব, তা না ক'রেই পারতাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—এখন শিক্ষিত হয়েছেন কিনা তাই সেই জিনিসটা ভেঙ্গে গেছে।

উপস্থিত সকলেই হেসে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পেটের অসুখের জন্য একটা ওষুধ বললেন—অনন্তমূল, নিমগুলঞ্চ, কালোমেঘ, রেওয়া চিনি, ক্যারিকা-পেপ্যাটন (হোমিওপ্যাথিক মাদার টিঞ্চার)-এর সংমিশ্রণ ক'রে খেলে পায়খানা পরিষ্কার হবে, হজম ভাল হবে, লিভার ঠিক হবে। অনন্তমূল থাকার দরুন রসায়ন মতো খানিকটা হবে।

৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১৬। ১২। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। কলকাতা থেকে এক দাদা এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বলছিলেন—আমরা লক্ষ্মীকে চাই নারায়ণকে বাদ দিয়ে। কিন্তু তাতে লক্ষ্মীর মন পাওয়া যায় না। নারায়ণকে চাইলে লক্ষ্মী আপনিই আসেন। নারায়ণ মানে মানুষের বৃদ্ধির পথ। তাঁরই মূর্ত্ত প্রতীক যিনি তাঁকে এবং যাতে মানুষের বৃদ্ধি হয় তেমনতর পথকে অবলম্বন করা চাই। তাকেই বলে নারায়ণপূজো। ব্যাপারটা আমরা বুঝি না। আমরা লোক উপায় না ক'রে টাকা উপায় করতে চাই। কিন্তু টাকা আসে লোকের ভিতর-দিয়ে। তা' আমরা বুঝি না। ঠকবাজ যত হই, নিজেদেরও তত ঠকাই।

২রা পৌষ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১৮ । ১২ । ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে কিছু সময় ছিলেন। তারপর পূজনীয়া ভূষণীমার ঘরে এসে বসলেন। সেখানে হাউজারম্যানদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—ক্রাইস্টই King (রাজা)। আর, President (রাষ্ট্রপতি) হলো representative of people to serve Christ (জনতার প্রতিনিধি যীশুকে সেবা করবার জন্য)। President-এর (রাষ্ট্রপতির) যদি ক্রাইস্টে allegiance (আনুগত্য) না থাকে তাহ'লে তিনি শয়তানের সেবক হয়ে দাঁড়াবেন।

হাউজারম্যানদা—মাথায় ঠিক কথা প্রয়োজনের সময় জোগায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথা এমনভাবে concentric (সুকেন্দ্রিক) করা লাগে যাতে যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেইটেই এসে পড়ে। ইষ্টার্থপরায়ণ যত হই কথায় এবং কাজে, ততই brain channel (মস্তিষ্ক স্রোত)-গুলি centred (কেন্দ্রায়িত) হয় এবং যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেইভাবে বুদ্ধি ও চলন হয় ইষ্টার্থ-উপচয়ী হ'য়ে।

৫ই পৌষ, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ২১ । ১২ । ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), নিখিল (ঘোষ), রত্নেশ্বরদা (দাশ-শর্ম্মা), মণিদা (ভাদুড়ি), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

একটি নবাগত দাদার সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—তোমার আভিজাত্যকে ত্যাগ ক'রো না। সেগুলি সম্বন্ধে শোন। তাহ'লে তোমার instinctive traits (স্বাভাবিক গুণ) যেগুলির atrophy (ক্ষয়রোগ) হয়েছিল, সেগুলি পুষ্ট হয়ে উঠবে। তাহ'লে বোধ বাড়বে। বোধ বাড়লে আবার অন্তর্নিহিত কর্ম্মশক্তিও বেড়ে উঠবে। তুমি কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠবে। আবার, তোমার বোধে এতখানি তুখোড় হয়ে ওঠা চাই যাতে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে তা পালন-পোষণ করে। তুমি যদি অন্যের বৈশিষ্ট্যকে সম্মান কর, তবেই তো তোমার বৈশিষ্ট্য আদৃত হবে অন্যের কাছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Control তুলে দিলে প্রথমটা হয়তো কিছু গোলমাল হবে, অসুবিধা হবে। কিন্তু পরে মানুষ স্বাভাবিভাবে উৎপাদন বাড়াবার দিকে নজর দেবে।

যাজন-সম্বন্ধীয় কথায় উক্ত দাদা বললেন—এমন কতকগুলি কাজ আছে, সেখানে এমন মানুষ নিয়ে deal (কাজ) করতে হয় যেখানে যাজন চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত বড় ডাকাতই হোক আর যত নিস্থি মানুষই হোক, প্রত্যেকে বাঁচতে

চায়, প্রাণ নিয়ে বসবাস করতে চায়, খেয়ে পরে সুখে থাকতে চায়, দশজনের ভালবাসা পেতে চায়, বড় হতে চায়। এ চায় না এমন বড় কমই আছে। তাই তোমার field (ক্ষেত্র) আছেই। অবশ্য, প্রতিলোম হ'লে তাদের মাথায় ধরতে চায় না। প্রতিলোমে সঙ্কর সংমিশ্রণের দরুন মানুষের সহজাত সংস্কার বিকৃত ও বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তবে মানুষ যত উপভোগই চা'ক—বেঁচে থেকে উপভোগ করতে হয়। আমরা হাসি, কিন্তু এমনভাবে হাসতে চাই না, যাতে দম আটকে যায়। আমরা সত্তার বিনিময়ে কিছু উপভোগ করতে চাই না। যেখানে চাই, সেটা due to ignorance (অজ্ঞতার জন্য)।

উক্ত দাদা—এই ignorance (অজ্ঞতা)-টা না থাকলেই তো ভাল হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ignorance-এর (অজ্ঞতার) ভিতর-দিয়েই তো আমাদের জন্ম। তবে আলো যত বেড়ে যাবে, অন্ধকার ততখানি পিছু হটবে। কত factors (ব্যাপার) আছে যা মেরে ফেলতে চায়। সেইজন্য তাকে অসৎ কয়। অসৎ-নিরোধী প্রবৃত্তি একটা পোকারও আছে। একটা পোকার কাছে হাত নিলে হয় কামড়াবে, নয় ছুটে পালাবে। একটা কেন্নোকে ছুঁলে কুঁচকে যাবে। একটা পাখির দিকে কোনও অভিসন্ধি নিয়ে চাইলে, সে উড়ে পালাবে। এমনকি মশা গায়ে পড়লে আপনিই হাতটা সেখানে যায়।

খগেনদা (তপাদার)—মানুষ যে ignorance (অজ্ঞতা)-কেই বেশি ভালবাসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তি ভালবাসে ignorance (অজ্ঞতা), সত্তা ভালবাসে light (আলো)। সত্তা ignorance (অজ্ঞতা) ভালবাসে বুঝতাম যদি বিপন্ন অবস্থায়ও তার সাময়িক হুঁসও না হ'ত। রসগোল্লা বেশি খেয়ে যখন মারা যাবার দশা হয়, তখন চীৎকার পাড়ে 'ডাক্তারবাবু, এবার বাঁচায়ে দেন, আর এমন খাব না।'

৭ই পৌষ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২৩।১২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। অজয়দা (গাঙ্গুলী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), খগেনদা (তপাদার) প্রমুখ কাছে আছেন।

তাদের সাথে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কামিনীকেন্দ্রিক মানুষের বরং পরিবর্ত্তন হ'তে দেখা যায়, কিন্তু অর্থকেন্দ্রিক মানুষের বড় একটা পরিবর্ত্তন হ'তে দেখা যায় না। ক্রাইস্টের কথাই ঠিক—'It is easier for a camel to pass through the head of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of heaven'. (একটা ধনী লোকের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার চাইতে একটা উটের সূঁচের ছিদ্রের ভিতর-দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অনেক সহজ)। কিন্তু

ইষ্টার্থে অর্থ যাদের, তেমনতর ধনীদের কথা বলছি না। ধন তা'দের কাছে বড় নয়, সুকেন্দ্রিক চরিত্রই তাদের কাছে প্রধান সম্পদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। বেলা এগারটার সময় যশোরের শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ মহাশয় আসলেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন কয়েকজনকে নিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন।

৮ই পৌষ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ২৪। ১২। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে শরৎদার (হালদার) সাথে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমরা বিবর্ত্তনের মধ্যে যে-সব অবস্থার ভিতর-দিয়ে এসেছি, তার দ্বারা আমাদের জিন প্রভাবিত হয়েছে। তাই, মানুষের অনেক-কিছু সম্ভাব্যতা আছে। যার ভিতর যত ধরনের সম্ভাব্যতা আছে তার বিকাশের ব্যবস্থা শিক্ষার মধ্যে রাখা দরকার। মানুষের তুলনায় অন্যান্য জীবজন্তুর পারগতার সীমা অনেক গণ্ডীবদ্ধ।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে। শরৎদা (হালদার), প্যারীদা (নন্দী), খগেনদা (তপাদার), খগেন (মণ্ডল), হরিদাসদা (সিংহ), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে বললেন—আপনাদের জন্য যা' করি, তা' দয়া হিসাবে করি না, interested (স্বার্থান্বিত) হ'য়েই করি। আপনারা কতসময় চিৎ হ'য়ে পড়েন, তখন আমার যে কী অবস্থা হয়, সে আমিই জানি। আর কেউ বুঝবে না সে কী anxiety (উদ্বেগ)।

৯ই পৌষ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ২৫। ১২। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ আছেন।

শরৎদা—আপনি কি কোনদিন পায়খানা পরিষ্কার করেছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বহুদিন।

শরৎদা—পায়খানা পরিষ্কার করতেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন লোকজন অনেক আসত। খাটা পায়খানা ছিল, মেথর ছিল না। অপরিষ্কার অবস্থায় মানুষের পায়খানায় যেতে কষ্ট হবে, তাই ভেবে খুব ভোরে উঠে কেউ দেখতে না পায় এমনভাবে পরিষ্কার করে স্নান ক'রে আসতাম। যখন

পায়খানা পরিষ্কার করতাম, তখন পোকাগুলি উঠিয়ে ফেলতাম যেন সেগুলি মারা না পড়ে। পরে মানুষ টের পেয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের যোগ্যতা বাড়াতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে, তবেই মুদ্রা-মূল্য বাড়বে। মুদ্রাস্ফীতি মানেই বুঝতে হবে মানুষের যোগ্যতা কম।

কেষ্টদা রসুলপুরের জমি দেখে এসেছেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় বড়দা ও সুশীলদাকে (বসু) বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা, সুশীলদা সহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বেড়াতে-বেড়াতে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলেছিলেন।

মানুষের চুরি কেন হয় সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের মানসিক অন্ধতা ও বধিরতা থাকে, তার দরুনই চোর তাদের উপর সুযোগ নিতে সুবিধা পায়। কারও যদি চুরি-বুদ্ধি থাকে কিংবা সে যদি ঐধরনের কিছু ক'রে, তা যদি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) না হয়, তবে তার ঐ বুদ্ধিই তাকে এমনতরভাবে চালিত করে যে, সে চোরের পাল্লায় গিয়ে পড়ে। সে এমন অসাবধান হ'য়ে চলে বা জিনিসপত্র রাখে যাতে সহজেই তা চুরি হ'য়ে যেতে পারে।

১০ই পৌষ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২৬। ১২। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট।

আজ পি. এস. ভাণ্ডারীদা এসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), সুরেনদা (বিশ্বাস), ত্রৈলোক্যদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ আছেন।

শরৎদা—সবই তো বিশিষ্ট, এর মধ্যে নির্ব্বিশেষ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশেষের উৎস যেটা, সেইটাই হ'লো নির্ব্বিশেষ। বিশেষত্ব সেখানে যেন নির্ব্বিশেষ।

কেষ্টদা—ইষ্টার্থপরায়ণ না হ'লে চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সত্যিকার বোধ কি আসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থপরায়ণ হ'লে সেই দর্শন আসে এবং তার প্রকাশ হ'ল তাত্ত্বিকতা।

কেষ্টদা—সংখ্যাজ্ঞান থাকলেই কি তা' দিয়ে সবরকম অঙ্ক কষা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন একটা বোধ আছে একের, তাই দিয়ে digit (সংখ্যা)-গুলি ফেলে অঙ্ক কষতে পারি। ঐ জন্যই আমি প্রশ্ন করেছিলাম এক-আর-এক দুই হয় কি ক'রে?

কেষ্টদা—দুই বাদ দিয়ে কি একের ধারণা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপেক্ষিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে। অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শব্দ, জ্যোতি, চিদ্-অণু, চিৎ-কণা ইত্যাদি অনুভূতি সম্বন্ধে কথা হ'ল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা, ভাণ্ডারীদা প্রমুখ-সহ বেড়াতে বেরিয়ে বড়দার বাড়ীতে আসলেন। সেখানে ভাণ্ডারীদা আগ্রা ও বেয়াস সৎসঙ্গ সম্বন্ধে অনেক কথা গল্পচ্ছলে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ-সহকারে সেগুলি শুনলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বতঃসন্ত যখন আসেন, তখন একজনই আসেন। পরে যাঁরা আসেন তাঁরা 'বানায়ে হুয়ে সন্ত',—তাঁদের পাবকপুরুষ বলা যায়। তাঁরা স্বতঃসন্তদের অনুপ্রেরণা-অভিদীপ্ত সাধক।

১১ই পৌষ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ২৭।১২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। শরৎদা (হালদার), ত্রৈলোক্যদা (হালদার), ভাণ্ডারীদা, সুরেনদা (বিশ্বাস), নিখিল (ঘোষ), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বতঃসন্ত যিনি তিনিই প্রেরিত,
তিনিই পুরুষোত্তম,
তিনিই তথাগত।

বেলা গোটা দশেকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে আসলেন।

সমস্তিপুরের কতিপয় ছাত্র জিজ্ঞাসা করলেন—প্রেম বড় না কর্তব্য বড়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেমই কর্তব্যের নিয়ন্তা।

প্রশ্ন—কেমন করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার যার প্রতি ভালবাসা থাকে, তাকে খুশি করতে চাও।

প্রশ্ন—ভাগ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যেমন কর্ম্ম করি, তেমন বোধি সৃষ্টি হয়। সেই বোধি তেমনতর কর্ম্মে নিয়োজিত করে। ওর থেকে ভাগ্য হয়। তাই ভজন যেমন, ভাগ্যও তেমন।

জনৈক ভাই বললেন—আমার অনেক সময় কিছু করতে গেলে মনে হয়, আমার ভাগ্য খারাপ, আমি কৃতকার্য্য হ'তে পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা আমাদের misconception (ভুল ধারণা)। ভাগ্য আমরাই সৃষ্টি করি আমাদের ভজনা দিয়ে। ভজনার মধ্যে আছে অনুরাগ, সেবা, দান।

প্রশ্ন—ভজনের সাহায্যে কি ভাগ্য বদল হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যেমন রামের প্রতি
রামও তোমার তাই-ই
ডাইনে যাও তো ডাইনে থাকেন
বামে যাও তো বাঁয়-ই।

এরপর হিন্দি ভাষা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুলসীদাসী রামায়ণের মতো বই হয় না। কবীর প্রমুখ মহাপুরুষের কত দোঁহা আছে।

প্রশ্ন—অন্তর্নিহিত শক্তি থেকে সাধু হয়, না সাধনা থেকে সাধু হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্তর্নিহিত শক্তি সবারই আছে, ফুটিয়ে তুলতে হয় সাধনা দিয়ে। সাধু কথার অর্থ নিষ্পন্নকারী। অসাধু যারা, তারাও চেষ্টা ক'রে সাধু হ'তে পারে।

জনৈক ভাই—অসাধু যে তার চেষ্টা করতেই ইচ্ছা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলেই হয়। সত্তা যখন আছে, আর সত্তার প্রতি ভালবাসা যখন আছে, তখন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে। কলকাতা থেকে মণীন্দ্র ঘোষ ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় এলেন। ভারত বিভাগের কুফল সম্বন্ধে কথা উঠল।

শরৎদা—অনেকে মনে করে এই জীবন ক'দিনের জন্য, এর মধ্যে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই যদি হয়, তাহলে সারা ভারত পাকিস্তান হয়ে গেলেই বা কী ক্ষতি ছিল ? আমাদের বাপ, বড়বাপকে এখনও ভুলতে পারিনি। এখনও বাঁচার বুদ্ধি আছে। শক্তিশালী হই, এ বুদ্ধি আছে। এগুলি যদি বিসর্জ্জন দিই, তবে তো কোনও বালাই থাকে না।

হরিদাসবাবু—ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ আছে ব'লেই, সেটা রক্ষা করার জন্য দেশ ছেড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম আমরা যদি ভালবাসতাম, তাহলে সংহতি বলে জিনিস থাকত। পরস্পর-বিরোধী এত দল হত না। আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হবে, সুকেন্দ্রিক হ'তে হবে, ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে।

হরিদাসবাবু—সত্য কখনও লুপ্ত হবার নয়, সত্য টিকে থাকবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্য কথার ভিতরেই আছে সত্তা। যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ সত্তাকে বাদ দিতে পারি না। আর, সত্তাকে অবলম্বন করেই ধর্ম্ম, কৃষ্টি যা-কিছু। প্রবৃত্তি-মুখী হ'লেই আমাদের সত্তা বিধ্বস্ত হয়। সপরিবেশ বাঁচা-বাড়াই ধর্ম্ম। আমাদের চলা লাগবে ধর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে।

কথাপ্রসঙ্গে হরিদাসবাবু মণীন্দ্রবাবুর বিষয়ে বললেন—ওঁর প্র্যাকটিস খুব ভাল। তবে বোধ হয় বেশিদিন প্র্যাকটিস করবেন না। শীঘ্রই জজ হয়ে যাবেন।

মণীন্দ্রবাবু—সেটা হবে কিনা ঠিক নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পৌঁছে যাওয়াটাই তো ভাল।

এরপর মণীন্দ্রবাবু বললেন—আমি কতকগুলি সরল নীতির পথে চলি, তাই আমার দুঃখ বা প্রয়োজনবোধ কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আমার কিছু প্রয়োজন নেই, তবু করি। কারণ, আমার করা দিয়ে অনেকে উদ্বুদ্ধ হবে। তাই বলছি, আপনার হয়তো প্রয়োজন-বোধ নেই। কিন্তু আপনার তাই বলা ভাল, তাই করা ভাল, যাতে লোকহিত হয়। শ্রেষ্ঠরা যা' করেন, অন্য সবাইও তাই করে। তাই তাদের সক্রিয়ভাবে সদনুচর্য্যাপরায়ণ হওয়া ভাল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর, যাতে বিবাহ ও বর্ণাশ্রমের সুপালনে দেশে বহু মনীষীর আবির্ভাব হয়, সেই প্রসঙ্গে বিশেষ করে বললেন।

১২ই পৌষ, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ২৮। ১২। ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), বনবিহারীদা (ঘোষ), যোগেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), সুরেনদা (বিশ্বাস), প্রবোধদা (মিত্র), মণিদা (ভাদুড়ি), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত।

Acquired traits (অর্জ্জিত গুণ)-গুলি কিভাবে transmitted (সঞ্চারিত)

হয় সেই সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Acquired traits (অর্জ্জিত গুণ)-গুলি যে-মুহূর্ত্তে সত্তায় সঙ্গত হ'য়ে উঠবে, তখন তা জীনেতে পরিণত হবে।

বনবিহারীদা—সত্তায় সঙ্গত কোন্‌টা হ'ল তা' বোঝা যাবে কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' naturalised (স্বভাবগত) যত হ'য়ে যাবে। ধর, তুমি রাস্তায় থুথু ফেল না, সেটা automatic (স্বতঃ) হ'য়ে গেছে।

শরৎদা—কীর্ত্তনের সময় তো অন্য গান করতেন, নাম করতেন না। তাতেও ঐরকম ফল হ'ত কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের মন যত সুকেন্দ্রিক হ'য়ে আসে, সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত হ'য়ে আসে, পরিবেশের মধ্যেও তা' তেমনি ইথার তরঙ্গ ও বিকিরণ সৃষ্টি করে।

শরৎদা—কীর্ত্তন জমলেই কেমন একটা ভাব হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কীর্ত্তনের কথা বলছি, তাতে আর জমাজমি নেই, যেন একটা পাক সৃষ্টি হ'ত। মহারাজের বাড়ী থেকে আসছি, মহারাজসহ 'নারায়ণঃ পরাবেদা, নারায়ণঃ পরাক্ষরা, নারায়ণঃ পরামুক্তি, নারায়ণঃ পরাগতি'—এই গান সুর করে গাইতে-গাইতে। মাঠে প্রায় দু'শ গরু চরছিল। তারা লাফিয়ে নেচে ছুটে এসে আমাদের ঘিরে ধ'রে লাফাতে লাগল। নিজেরা পরস্পর গা'র উপর উঠতে লাগল। কোনটা হেগে ফেলল, কোনটা মুততে লাগল। পরস্পর গা চাটাচাটি করতে লাগল। কীর্ত্তন করতে-করতে আমার রক্ত সঞ্চালন এত বেড়ে যেত যে, শরীরে চাপ দিলে রোমকূপ দিয়ে রক্ত বেরুত। অনেকেই এটা দেখেছে।

কেষ্টদা রঘুবংশ, শকুন্তলা থেকে শ্লোক উদ্ধার ক'রে বলছিলেন আর্য্যকৃষ্টি ও গৌরবকে কালিদাস তাঁর সাহিত্যে কেমন প্রাঞ্জলভাবে রূপ দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব কথা বললে আমার শরীরের মধ্যে মনে হয় যেন গঙ্গাস্নান ক'রে উঠলাম। মনে হয়, আমি তখন ছিলাম। সেগুলি আবার নূতন ক'রে অনুভব করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে। অনেকেই আছেন। শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) অখিলদা (গাঙ্গুলী) সম্বন্ধে বললেন—অখিলদা খুব যাজন করে, ওর প্রাণে আগুন আছে। এ আগুন ছড়িয়ে দিতে হবে সবখানে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বনবিহারীদাকে রবীন্দ্রনাথের 'তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে, সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে'—এ গানটি গাইতে বললেন।

বনবিহারীদা পুরো গানটি গাইলেন।

১৩ই পৌষ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ২৯ । ১২ । ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), সুরেনদা (বিশ্বাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), নিখিল (ঘোষ), বিষ্ণুদা (ঘোষ, নাট্যকার) প্রমুখ অনেকে কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর tragedy (বিয়োগান্ত) নাটক না লেখার জন্য বিষ্ণুদাকে বলছিলেন। নাটকের মাধ্যমে আদর্শপ্রাণতা সঞ্চারণের উপর জোর দেবার কথাও বললেন।

এরপর সুপ্রজনন-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দশবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করা দরকার। ভাল সন্তান পেতে পুরুষের ঐকান্তিক ইষ্টপ্রাণতা চাই। আর, মায়ের চাই স্বামী-অনুচর্য্যী পাতিব্রত—বাক্যে, ব্যবহারে, চালে, চলনে। একে বাইবেলে বলে গভীরভাবে সংলগ্ন হওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

জনৈক দাদা প্রশ্ন করলেন—স্মরণ-শক্তি বাড়বে কিসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হব, আর যত সক্রিয়ভাবে অনুভব ক'রে চলব, তত স্মরণশক্তি বাড়বে।

উক্ত দাদা—বিশ্বাস আসে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ আসলেই বিশ্বাস আপনা-আপনি আসে। বিশ্বাস তখন হ'ল যখন প্রশ্নশূন্য হ'য়ে গেলাম। All solved (সব সমস্যা সমাহিত)।

উক্ত দাদা—সমাধি কেমন ক'রে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ বাড়তে বাড়তে আপনিই সমাধি আসে। সমাধিকে ডেকে আনা লাগে না।

১৪ই পৌষ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ৩০ । ১২ । ১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট।

আজ ঋত্বিক কনফারেন্স শুরু। পরপর লোকজন আসছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের কাছে খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

চিত্তরঞ্জনের দাদাদের সঙ্গে যোগেশদা (হালদার) এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথা বলবার জন্য কয়েকজন মাদ্রাজীভাইও এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনুরাগীরা ধন্য। কারণ, তারা অন্যের ভিতরে অনুরাগ সঞ্চারিত করতে পারে। আর, এই অনুরাগই শান্তির পাথেয়।

জনৈক দাদা প্রশ্ন করলেন—সংগ্রামের মধ্য-দিয়ে কি শান্তি আসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি মানে সাম্যহারা অবস্থায় না পড়া। শান্তি নিনড় অবস্থা নয়। পরিবর্ত্তনের মধ্যেও সমতা থাকবে, তবেই শান্তি। অটুট ভক্তি ও অনুরাগ আমাদের শান্তি দিতে পারে।

উক্ত দাদা—জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান কি রকম থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবধান মৃত আত্মার সঙ্গে কোন স্বামী-স্ত্রীর মিলনকালীন ভাবসঙ্গতি পাওয়ার উপর নির্ভর করে।

উক্ত দাদা—শবাসন কি মৃত্যুর ধরন অভ্যাস করা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা শরীর-বিধানকে নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা দেয়। এটা দ্বারা হার্ট ফেল ইত্যাদি আকস্মিক ব্যাপার এড়ান যায়।

জনৈক দাদা—আমি দীক্ষা এখনও নিইনি, দুঃখকষ্ট ইত্যাদি লেগেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোগ-শোক-দুঃখ কিছুই আমাদের রেহাই দেবে না। সেইজন্য দীক্ষা নিয়ে সুকেন্দ্রিক অনুরাগ দিয়ে নিজের মাজায় দড়ি বেঁধে ফেলতে হয় যাতে ঝড়-ঝঞ্ঝায়, বাত্যায় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে না পারে। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাই হওয়া চাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠা করতে গেলেই নিজের প্রতিষ্ঠা হয়।

পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—শ্রীকৃষ্ণের যুগ চলে পরবর্তী পুরুষোত্তমের আবির্ভাব পর্য্যন্ত। ইষ্টপ্রাণ গণসংহতির আদর্শই আমরা দেখতে পাই মহাভারতে।

১৫ই পৌষ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ৩১।১২।১৯৫১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে রোদপিঠ ক'রে বসেছেন।

বেশ কয়েকটি বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সহজাত সংস্কারের সদ্ব্যবহার, মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ, গার্হস্থ্যযন্ত্রের প্রবর্ত্তন, পারিবারিক শ্রমশিল্প, বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক জীবিকা, অর্জ্জিত গুণকে বংশানুক্রমিকতায় সঞ্চারিত করা, স্ব-স্ব বর্ণোচিত কর্ম্ম-নির্ব্বাচন, ঋষি-তান্ত্রিকতা, একত্ব ও বহুত্বের সমন্বয় সম্বন্ধে নানা কথা বললেন।

১৬ই পৌষ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১। ১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে উপবিষ্ট। যতি-আশ্রমের বেড়ায় তিন পাশ ঘিরে শত-শত দাদা ও মায়েরা সমবেত হয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী শ্রবণের জন্য।

৫৫তম ঋত্বিক-অধিবেশনোপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত আশীর্ব্বাণীটি পড়া হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) United Aryan Congress-এর কাজ সম্বন্ধে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Diversion (ব্যতিক্রম) সৃষ্টি যাতে না হয়, তাই কর। আমাদের মূল লক্ষ্য ও চলন যেন ঠিক থাকে। সেটা থেকে এতটুকু বিচ্যুতি হ'লে মুশকিল হয়ে পড়বে।

জনার্দ্দনদা—অনেকে অনেক কুৎসা রটনা করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করুক না। কোন diversion (ব্যতিক্রম) সৃষ্টি না হ'লেই হয়। কর, সকলের বুক চওড়া হয়ে উঠুক, অর্থাৎ সম্বেগ বেড়ে যাক। প্রত্যেকের ego (অহং) sublimated (ভূমায়িত) হ'য়ে উঠুক। ক'রলে এমনভাবে কর যাতে প্রত্যেকটা সৎসঙ্গী মনে করতে পারে এ আমারই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে কর্ম্মী-সম্মেলন সন্ধ্যা ৭ টায় সুরু হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুব জোরে যদি কাজ কর, তবে অদৃষ্ট ফিরল। নয়তো ছাকড়া গাড়ির মত চলা লাগবে। রেলগাড়ির মত চললে আর ভাবনা নেই।

পূর্বের কর্ম্মফল আর বর্ত্তমানের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয় সুকেন্দ্রিক অনুরাগে।

অনেক জায়গায় উৎসব হ'লে propganda (প্রচার) তো ভাল হয়, কিন্তু তাল দিয়ে পারা যায় না।

মধুসূদনদা (সান্যাল)—উৎসব একই জায়গায় হওয়া ভাল, ওর মধ্যে sentiment (ভাবানুকম্পিতা) জড়ানো আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-কথা মন্দ নয়।

পরমপিতার দয়ায় আপনারা এতটুকু করেছেন যাতে মানুষ ধর্ম্মটা বোঝে। আপনাদের দ্বারা ধর্ম্মটা যেভাবে explained (ব্যাখ্যাত) হয়েছে, এমন আর হয়নি। আপনারা কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ নন, তাই কেউ বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে না বেশি।

কনফারেন্সে বহু লোক নিয়ে আসতে বলি। যত বেশি লোক হবে, তত family life (পারিবারিক বন্ধন) বেড়ে যাবে, সংহতিটা শক্ত হ'য়ে উঠবে। বছরে চারবার যদি আসে, সোজা কথা নয়। কর্ম্মী ছাড়া সৎসঙ্গীরা যে আসে, তার মানে পরস্পরের পরস্পরকে দেখতে ইচ্ছা করে। তার মানে সম্পর্ক বাড়ছে। অনেকে আছে না এসেই পারে না। সকলকে অমন ক'রে মাতাল ক'রে তুলতে পারেন তো ভাল হয়। অনেকের আছে না আসলে মন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। বহুর মধ্যে এমন কাণ্ড হ'লে কী হয়, কওয়া যায় না।

আমার মনে হয় ভাল ক'রে কাজ করতে পারলে দেশকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন।

যারা আছি সকলে যদি কোমর বেঁধে লেগে যাই দীক্ষা-সংখ্যা বাড়াতে, তা'হলে অল্পদিনেই সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারব।

Diciplinary action (শাস্তিমূলক ব্যবস্থা) আমি চাই না। এতে সুবিধে হয় না। আমি কাউকে বাদ দিতে চাই না। আমাদের অন্তঃকরণ এমন হওয়া চাই যাতে না ক'রেই পারি না। আমরা যেন নিজেরাই নিজেদের শাসন করি।

অধ্বর্য্যু, যাজক সৃষ্টি করা লাগবে। আমরা সংখ্যায় বেড়ে গেছি, কিন্তু push (প্রেরণা) কম, তাই ৪০ জন leader-এর (নেতার) কথা বলি।

আমরা যদি তেমনভাবে চলি, তবে সব সম্প্রদায়ের লোকেই এখানে সমবেত হবে। তন্ত্রের মধ্যে বিধান আছে, কেমন ক'রে শিবত্ব লাভ হয়। যতখানি সক্রিয়ভাবে ইষ্টার্থ-পরায়ণ হব, ততই শিবত্ব লাভ করব। মূর্ত্ত শম্ভু হ'য়ে পড়ব।

কৃষ্টিবান্ধব আমরা নিজেরা করব এবং সবাইকে করাব।

লাখ সম্প্রদায় হলেও কিছু আসবে না, যাবে না, যদি প্রত্যেকের পরিপূরণী হয়।

লক্ষ্য রাখা লাগবে কেউ যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অযথাভাবে শোষিত না হয়।

সাধারণ দীক্ষা এবং বিশিষ্ট দেড়লাখের দিকে নজর রেখে চলতে হবে।

১৭ই পৌষ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২।১।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের আঙিনায় চাঁদোয়ার তলে চৌকীতে উপবিষ্ট।

ইছাপুর থেকে জনৈক কাশ্মীরী দাদা, এবং টিটাগড় থেকে জনৈক পাঞ্জাবী ডাক্তার (নির্বাচনপ্রার্থী) এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে।

প্রাদেশিকতা সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর আন্তঃপ্রাদেশিক বিহিত সবর্ণ ও অনু-লোম অসবর্ণ বিবাহের প্রচলনের কথা বললেন।

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন—জ্ঞান হ'লে কর্ম্ম নাশ হয়, কর্ম্ম নাশ হ'লে শরীর থাকে না, তবে জনকাদির শরীর ছিল কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মের নাশ হয় মানে, বিচ্ছিন্ন কর্ম্মের নাশ হয়। ঐ ধরনের কর্ম্মের নাশ হ'লেই জীবনের নাশ হয় না, বরং আমাদের সত্তা অনন্তকাল বয়ে চলে। আমরা অমৃতের সন্তান। আমরা চাই আমাদের স্মৃতি নিয়ে চলতে। সে এই শরীর নিয়েই হোক বা অন্য শরীরেই হোক।

জ্ঞান সম্পর্কে কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জ্ঞান চাই এই জন্য যাতে বেঘোরে না পড়ি, ভাল-মন্দ স্থির ক'রে সেইভাবে চলতে পারি। নিজে বাঁচতে গেলে পরিবেশকেও বাঁচাতে হয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে পোষণ নিয়ে এবং তাকে পোষণ দিয়ে আমাদের বাঁচাটা অব্যাহত হয়।

অজিতদা (চক্রবর্ত্তী) পাঞ্জাবী ডাক্তারবাবু সম্বন্ধে বললেন—উনি খুব জনসেবা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মদান শ্রেষ্ঠ দান। তা বাদ দিয়ে কোনও সেবায় কিছু হয় না। মানুষকে মানুষ ক'রে তোলাই সবচেয়ে বড় সেবা এবং তার জন্য চাই সদ্‌গুরু গ্রহণ। তার ভিতর দিয়ে মানুষের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যোগ্যতা বাড়ে। মানুষের চরিত্র গঠন না হ'লে কোনও সেবায় কাজ দেয় না।

যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত)—হনুমান শ্রীকৃষ্ণের ভিতর দিয়ে রামকে পেলেন।

পাঞ্জাবী ডাক্তারবাবু—একই জ্যোতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একই জ্যোতি মানে জ্ঞানের জ্যোতি, প্রেমের জ্যোতি। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ। হজরত রসুল, গুরু নানক, কবীর সাহেব এঁরা হয়ত লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু তাঁদের বোধে সব প্রকট।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়)—বর্ত্তমান সদ্‌গুরুকে চেনবার উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সঙ্গ করলেই চেনে, তাঁর ভিতর পূর্ব্ববর্ত্তীকে দেখা যায়।

লালমোহনদা (দাস)—মানুষের মধ্যে downward tendency (অধোমুখি প্রবৃত্তি) কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের মধ্যে সব প্রবৃত্তি বিকশিত। তাকে উন্নত ক'রে তোলার ভিত্তিই হ'ল তাকে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রতি সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলা।

লালমোহনদা—বোধহয় এই জন্যই পাথরপূজা, গুরুবাদ ইত্যাদি গ্রহণ করেছে ভারতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাথরপূজা মানে একটা প্রতীক ধ'রে মানুষকে সুকেন্দ্রিক করা। তার

পিছনেও আছে গুরু, মানুষ। গুরুবাদ সবার মধ্যেই কোন-না-কোনভাবে আছে। খ্রীষ্টান-মুসলমানদের মধ্যে কি কোন-না-কোনভাবে গুরুবাদ নেই? ধূলিকণা থেকে শুরু ক'রে এতদূর যে হ'য়েছ, সবখানিই আছে তোমাদের ভিতর। তোমরা downward (অধোমুখী)-ও যেমন যেতে পার upward (ঊর্ধ্বমুখী)-ও তেমন যেতে পার!

সুশীলদা (বসু) স্ট্যালিনের কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ট্যালিনের অনুরাগ ছিল লেনিনের প্রতি। তবে অনুরাগের পাত্রের মধ্যে খাঁকতি থাকলে, জিনিসটা আবার ভেঙ্গেও যায় তেমনি।

জনার্দ্দনদা—গুরুর প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে লেনিন লাগে কেন?

জনার্দ্দনদা—এত উন্নতির মধ্যেও মানুষের আতঙ্ক যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগ্যতা যদি ক'মে যায়, বোধি যদি নষ্ট হ'য়ে যায়, তবে মানুষের আতঙ্ক বেড়ে যায়। সত্তার বালাই যদি বহন করা না লাগে, তবে ভয়ও থাকে না, আনন্দও থাকে না।

পাঞ্জাবী ডাক্তারবাবু—মানুষের লক্ষ্য কি মুক্তি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈষ্ণবরা বলে 'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।' মানুষের উদ্দেশ্য হ'ল তাঁর লীলা উপভোগ করা। মুক্তি এর অনেক নিচে। স্মৃতিবাহী চেতনা যদি থাকে এবং ইষ্টার্থপরায়ণতা যদি প্রধান হয়, তবে লাখবার জন্মালেও কিছু এসে যায় না। প্রবৃত্তি তখন আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারে না। আমি সব অবস্থার মধ্যে থেকেও তার ঊর্ধ্বে থাকি।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী)—Gland (গ্রন্থি) পরিবর্ত্তন ক'রে নাকি মনের পরিবর্ত্তন করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি হয়, তাহ'লে তো ভালই হয়।

যামিনীদা—হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়েও তো মনের পরিবর্ত্তন করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করেছি তো! কিন্তু কিছু হয় বলে তো বোধ করতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আছেন। যতিবৃন্দ, কাশ্মীরী দাদা, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ কাছে আছেন। কাশ্মীরী দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে শক্তি প্রার্থনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগই তো শক্তি দেয়। অচ্যুত অনুরাগ চাই।

উক্ত দাদা—আমি কাজ করতে চাই।

জনার্দ্দনদা—ওর কোন পারিবারিক ঝামেলা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার জৈবী-সংস্থিতি তেমন, সে ঝামেলা থাকলেও পারে, না থাকলেও পারে। আবার, যার জৈবী-সংস্থিতি অন্যরকম, সে ঝামেলা থাক বা না থাক, কিছুতেই পারে না।

১৮ই পৌষ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ৩। ১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ অনেকেই ছিলেন। শ্রীযুত বিনোদানন্দ ঝা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে দেশের অর্থনীতি, চোরাবাজারী, সুপ্রজনন, প্রতিলোম বিবাহের কুফল, বিবাহ নীতি, পণপ্রথা, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রচার, শিক্ষা, তীর্থ-সংস্কার, জমিদারি প্রথা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, অহিংসা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে নানা কথা আলোচনা করলেন।

১৯শে পৌষ, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ৪। ১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। হিরন্ময়দা (মুন্সী), অতীন মালাকার প্রমুখ নূতন পাঞ্জা পেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের বললেন—মনে ক'রো, তোমাদের জীবনই মানুষের সহায়। এমনতরভাবে চলবে যাতে তোমাদের দেখে, শ্রদ্ধায় তোমাদের অনুসরণ ক'রে মানুষ পথ পায়।

পরে জনার্দ্দনদার (মুখোপাধ্যায়) সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে যা' কিছু করে সত্তাই হ'লো তার ভিত্তি। কিন্তু মানুষ complex-এর (প্রবৃত্তির) আওতায় পড়লে তখন পুরো সত্তার উপযোগী জিনিস নিয়ে চলতে পারে না। তখন আদর্শকে ভাঙে, বৈশিষ্ট্যকে ভাঙে, কৃষ্টিকে ভাঙে। কিন্তু তোমাদের গড়া ছাড়া ভাঙবার কিছুই নেই, যদি তা সত্তাপোষণী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে উপস্থিত। জনার্দ্দনদা, জগদীশদা (শ্রীবাস্তব) প্রমুখের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা সৎসঙ্গের নামে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি না, তাই United Aryan Congress-এর নামে করতে হয়, এটা একটা দুর্ব্বলতা। আবার, তথাকথিত রাজনৈতিক ধুয়ো ছাড়া কাজের সুবিধা পাই না। তুমি কম্যুনিষ্ট হিসেবে দাঁড়াতে পার, জগদীশ কংগ্রেসের হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু সৎসঙ্গী হিসাবে stand করতে (দাঁড়াতে) পার না, এটা ঠিক নয়। তবে এইটে জেনো কংগ্রেস যে আজ এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এর পিছনেও প্রেরণা দেওয়া লেগেছে।

তবে পট ক'রে এ কাজ বন্ধ করা ভাল না। তাতে হয়তো জগদীশ, জনার্দ্দন, অনিল, লালু, এদের মন খারাপ হ'য়ে যাবে। ওরা করুক, sincere (নিষ্ঠাবান) হ'লে নিজেরাই নিজেদের কাজের ভিতর-দিয়ে বুঝবে।

আমি হ'লে ঋত্বিক organisation (সংগঠন)-এর part and parcel (অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ) হিসাবেই যা করার করতাম।

Diversion (ব্যতিক্রম) যেন না হয় ও ভেদ যেন সৃষ্টি না হয়।

আজকাল অনেকে movement-mongers (আন্দোলন বাজ) আছে। তারা ধর্ম্মের কথায় কান দেবে না বা সৎসঙ্গের কথায়ও হয়তো আকৃষ্ট হবে না। কিন্তু political fringe (রাজনৈতিক রং)-ওয়ালা কথায় (আকৃষ্ট) হয়। ঐভাবে আকৃষ্ট হ'লে, পরে তাদের Aryan minded (আর্য্য-মনোভাবাপন্ন) ক'রে আনা যায়। আবার, সৎসঙ্গের সঙ্গে কোন connection (যোগ) না থাকলে অন্যান্য দিক দিয়ে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সুবিধা হ'তে পারে।

আমার এ Ideology (ভাবধারা) কেউই না ধ'রে পারে না, আমাদের পরিবেষণ যদি ঠিক হয়।

২০শে পৌষ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ৫।১।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

একটি দাদা বলেছিলেন—আমার আগে ঈশ্বরীয় বিষয়ে খুব অনুরাগ ছিল, কিন্তু পরে সেটা ক'মে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান ছাড়া অন্য-কিছুর প্রয়োজন যখন প্রবল হয়, তখন আমাদের অনুরাগ ক'মে যায়। আবার, আমার যা-কিছু যখন সব ভগবানের জন্য হয়, তখন অনুরাগ ঠিক থাকে। অকাট্য অনুরাগ না হওয়া পর্য্যন্ত তা ঢেউয়ের মতো ওঠানামার মধ্য দিয়ে চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমসীন। জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), জগদীশদা (শ্রীবাস্তব), অনিলদা (সরকার), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

জনার্দ্দনদা—অন্যান্য গ্রহেও কি মানুষ আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পৃথিবীর gravity (মাধ্যাকর্ষণ) আছে, অন্য গ্রহের magnetic (চুম্বকীয়) টান আছে, এই দুটোর সমবায়ে জীবের form (গঠন) হয়। এই গ্রহের সংস্থান-অনুপাতিক জীবের আকার এক-এক গ্রহে এক-এক রকম হয়।

Ovum (ডিম্বাণু) হ'ল উদ্গময়ক কেন্দ্র। আর sperm (শুক্র) হ'ল উদ্গমী। অস্তি যেখানে নেই environment (পরিবেশ) সেখানে নেই। অস্তি বাদ দিয়ে কি environment (পরিবেশ) ভাবা যায় ?

অস্তি না থাকলে কি পরিবেশের কোন মানে আছে ? environment (পরিবেশ) মানে অনেকগুলি অস্তি। যার অস্তি যতখানি শক্ত, environment (পরিবেশ) তাকে ততখানি বড় ক'রে তোলে। Protoplasm (জীবনের মূলীভূত উপাদান) থেকে যে মানুষ হ'ল protoplasm-ই তো evolve করল (বিবর্ত্তিত হ'ল)।

সুকেন্দ্রিক যা' তাকে বলা যায় শক্ত। যার কেন্দ্র নেই, নিউক্লিয়াস ব'লে কিছু নেই সে তো disintegrate করবেই (অসংহত হবেই)।

শূন্যের নানা স্তর আছে। অন্ধকার জমাট বাঁধতে-বাঁধতে আর একটা sprout করে (গজিয়ে) ওঠে।

অন্য যে কোন নাম করা এবং আমাদের নাম করায় অনেক difference (পার্থক্য) আছে। এই নামে cellular thrill (কৌষিক স্পন্দন) বাড়ে। নাম যত তাড়াতাড়ি করা যায়, ততই ভাল, নচেৎ টান হয় না। তাড়াতাড়ি করতে-করতে জোর বাড়ে। নাম করতে-করতে চিন্তাধারা ছুটে বেরোয় অবচেতন এবং অচেতন স্তর থেকে। এগুলি আবার বোধির সৃষ্টি করে। অজানার মধ্যে বিরাট বিস্তার আছে।

২১শে পৌষ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ৬। ১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা দশটার পর গোলতাঁবুতে। অনেকে কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নানা কথার মাঝখানে বললেন—সাধনা করতে-করতে নানা রকমের সূর্য্য দেখা যায়। হয়তো আকারে ছোট, আলো বেরোয় অসাধারণ। তিনটে, চারটে, পাঁচটা পর্য্যন্ত সূর্য্য দেখা যায়। কত তারা দেখা যায়। প্রত্যেকটা তারা যেন গোনা যায়। এ দেখার একটা আনন্দ আছে। তবে আদত মাল হলো ভক্তি, অনুরাগ। ওছাড়া কিছুর কোন মূল্য নেই। সুসংগত বোধি-তাৎপর্য্য ভক্তির সহজ সম্পদ। সে যেন এমনিই আসে। যাদের ভিতর সহজ ভক্তি আছে, তাদের বর্ত্তমান মহাপুরুষকে ধরতে কোন অসুবিধা হয় না।

২২শে পৌষ ১৩৫৮, সোমবার (ইং ৭। ১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে।

বিবেকানন্দ মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী অসিতানন্দ আসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য),

কালিদাসদা (মজ্মদার) প্রমুখ অনেকে উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বললেন—আমাদের বিবেকানন্দ মিশন খুব গরীব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান রামকৃষ্ণদেবের প্রতি যাদের অনুরাগ আছে, তারা গরীব কিসের? তাঁকে ভাঙিয়ে যদি কেউ নিজের স্বার্থ পূরণ ক'রতে চায়, তার শত থাকলেও সে গরীব।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, বিবেকানন্দ মিশন, যোগোদ্যান, আদ্যাপীঠ ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠান হ'চ্ছে, সে সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণ ঠিক থাকলে ক্ষতি নেই। তা যদি না থাকে, তবে ওসবের কোন মূল্য নেই। বেদান্ত ব'লে যদি কিছু থাকে সে রামকৃষ্ণেরই বেদান্ত। তাছাড়া অন্য বেদান্ত যদি কিছু থাকে, তবে সে বেদান্তের কোন মানে নেই।

স্বামীজী লোকের আদর-অনাদর সম্বন্ধে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর যেখানে, সেখানে প্রীতি থাকে সবারই। অনাদরেও যে প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই প্রীতিই সত্যিকার প্রীতি।

স্বামীজী—আশীর্ব্বাদ করুন, যিনি বুকে আছেন, তাঁকে যেন পাই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার একান্ত প্রার্থনা, তাই তো চাই। আমারও লোভ আছে।

এরপর স্বামীজী বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার সঙ্গে ভক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে নানা কথা বললেন।

কেষ্টদা—আপনি ভক্তির কথাই তো বলেছেন। কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র, সবকিছুর উন্নতির সঙ্গে ভক্তির সঙ্গতিটা দেখানো আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাজ, রাষ্ট্র যা-কিছু, তার দাঁড়া যদি না হয় ভক্তি, তবে তার সুবিন্যাসও হয় না, গড়েও ওঠে না, টেকেও না। রাধার ধারণাটা যেভাবে পরিবেশন করা হয়েছে, তাতে অনেক গোল করেছে। ভক্তির নিখুঁত আদর্শ হ'লেন হনুমান।

২৮শে পৌষ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১৩।১।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে যতিবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—আমার কোথাও-কোথাও এমনতর হ'ত, নিজেই নিজেকে দেখতাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব-কিছুই যেন একটা জমাট দেহ। আমিই আমাকে দেখছি আমারই মতো ক'রে, আপনাকে যেমন দেখছি তেমনি। তার মধ্যেই দেখছি আমার আরাধ্য মূর্ত্তি। সাধারণত আমাকে আমি দেখি না, আপনাকে যেমন ক'রে দেখছি। কিন্তু ঐ সময় ঐ রকম হয়। আমি

যে আমাকে দেখি, তার মধ্যেও আবার ইষ্ট আছেন, অথচ আমি আলাদা আছি। আমিই দ্রষ্টা, আমিই দৃশ্য। আবার তার মধ্যেই ইষ্ট আছেন।

শরৎদা—(হালদার)—মানুষ যদি জিজ্ঞাসা করে, আপনারা কোন্ মন্ত্রী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি শ্রেণী হিসেবে ভাবি না। আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো বলতাম, সর্বার্থ-সংসিদ্ধি মন্ত্রী। মানে কোনটার সঙ্গেই contradiction (বিরোধ) নেই, সবটাকেই fulfil (পূরণ) করে।

২৯শে পৌষ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১৪।১।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। বেলা দশটার পরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ আসলেন তাঁর সঙ্গীগণসহ। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। শ্রীযুক্ত সিংহ তাঁর সঙ্গীগণ-সহ ফরাসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি খুব ধন্য হলাম, আপনি এসেছেন। আপনাকে দেখার ইচ্ছে ছিল, দেখা হ'য়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণবাবু—আপনার নাম বহুদিন থেকে শুনছি, আমারও দেখা হ'য়ে গেল।

প্রফুল্ল—আপনি বাংলা জানেন ?

শ্রীকৃষ্ণবাবু—বুঝি, বলতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণবাবু—আপনাদের এখানে কত লোক আছে ?

প্রফুল্ল—দু'হাজারের উপরে।

এরপর পাবনা আশ্রম সম্বন্ধে কথা উঠল। কেষ্টদা বললেন আশ্রমে কী কী প্রতিষ্ঠান ছিল।

ওঁদের একজন বললেন এখানে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়বার কথা।

কেষ্টদা—আমরা বহু জিনিসের পারমিট পাইনি।

ওঁরা বললেন—তাতে আটকাবে না, সে হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম সব লোক আসার পর আমরা চেষ্টা করেছিলাম একটা বাজার বসাতে, তাতে স্থানীয় ও বহিরাগত সকলেই উপকৃত হ'ত। কিন্তু বাঁশ, টিন ইত্যাদি পেলাম না। অনেক পরে সিমেন্ট পেলাম। কিন্তু অন্য জিনিস না পাওয়ায় তা' দিয়ে ঘর তুলতে পারল না। পরে প্রত্যেকের হাতে যা' পয়সা ছিল, নষ্ট হ'য়ে গেল। কিছুই করা সম্ভব হল না।

আরও কিছু কথাবার্তার পর শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও তাঁর সঙ্গীরা বিদায় নিলেন।

১লা মাঘ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১৫। ১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে আছেন।

সমস্তিপুর থেকে জনৈক নূতন দাদা এসেছেন। তিনি বললেন—আপনি তো অন্তর্য্যামী, সবই জানেন। আমার কী করণীয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবথেকে গোড়ায় চাই ইষ্টার্থপরায়ণতা। ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি পালন করা।

উক্ত দাদা—এক সময় আমার এমন শক্তি ছিল, নিজের মনে সব বাণী পেতাম। এখন সব লুপ্ত হ'য়ে গেছে। আপনি দয়া ক'রে তা' ফিরিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শক্তির আকাঙ্ক্ষা করতে নেই। আকাঙ্ক্ষা করতে হয় তাঁকে ভালবাসার। ঐ কর, করতে-করতে যা এসে যায়, তাঁর দয়ায় আসুক। মনে রেখো, যখনই আমরা কেন্দ্রচ্যুত হই, তখনই হই শক্তিহারা।

উক্ত দাদা—আমার হয়তো কোন অপরাধ হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল কথা ঐ। অপরাধও বুঝি না, কিছুই বুঝি না। বুঝি তাঁকে, জানি তাঁকে। তাঁর পথে চলব, তাতে যা' আসে আসুক।

৪ঠা মাঘ, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ১৮। ১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিতভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই ব'লে আবার কলেজ কামাই করতে শুরু করেছিস ?

পণ্ডিতভাই—ইচ্ছা করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের মনকে না বেতালে কি হয় ? তখন যে প্রবৃত্তি এসে পড়ে, মানুষ চোরাবালির মত সেইটাতেই ডুবে যায়। বিরক্তি আসে, ভয় আসে, পালাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু জোর ক'রে অভ্যাস করতে-করতে interest (আগ্রহ) এসে গেলে, তখন আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না। ভাল জিনিসে অনিচ্ছা আসলে, তার উল্টোটা ক'রে-ক'রে ঐ অনিচ্ছাটাকে জয় ক'রে ফেলতে হয়। এমন অবস্থার সৃষ্টি ক'রে ফেলতে হয়, যাতে অনিচ্ছাটাই অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

৫ই মাঘ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ১৯। ১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। পঞ্চাননদা (সরকার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রবোধদা (মিত্র), প্রফুল্ল, নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

প্রবোধদা জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা অনেক সময় বৈঠকখানায় ইষ্টের ছবি রাখি, কিন্তু সেখানে বিড়ি-সিগারেট খাওয়া ইত্যাদি চলে,—সে অবস্থায় ফটো রাখা কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যেমন ভাব, তার পক্ষে সেইরকম। কোন-কোন বড় বাড়ির গেটে হয়তো ও'কারের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি ক'রে রাখে। আমার তেমন ভাল লাগে না। মনে হয় ওতে যেন দেবতাকে gatekeeper (দারোয়ান) ক'রে রাখা হ'ল। আমি হ'লে গেটের ভিতরে সুবিধামত একটা জায়গায় একটা মন্দির বা বেদী ক'রে মূর্ত্তিস্থাপনা করতাম যাতে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বা বাড়িতে ঢুকবার সময় সেখানটায় প্রণাম ক'রে যেতে পারি। আরাধ্যকে আরাধ্যের মতো ক'রে রাখাই সঙ্গত—যথোচিত মর্য্যাদায়। ও বিষয়ে শৈথিল্য ধীরে-ধীরে মানুষের উন্নতি-নিয়ামক চলনকেই খোঁড়া ক'রে দেয়।

প্রবোধদা—Publicity (প্রচার)-এর জন্য অনেক সময় কাগজেপত্রে ইষ্টের ফটো দেবার ব্যবস্থা করা হয়। কত জায়গায় কত ভাবে যে সে-ফটোর অবহেলা হ'তে পারে, তার ঠিক কি ? এমন অবস্থায় খবরের কাগজে ইষ্টের ফটো দেওয়া কি উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও তা খুব পছন্দ হয় না। তবে যতখানি mildly resist করতে পারি, তা করি। ভাবি যাতে কারও ভাবে ব্যাঘাত না হয় এবং এর প্রতিক্রিয়ায় ঈশ্বরের প্রেরিত বা ব্যক্ত প্রতীককে বাদ দিয়ে মানুষ অব্যক্তের অনুসরণে ঝুঁকে না পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে আসীন। চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ), পরেশ (ভোরা) প্রমুখ অনেকে কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বললেন—শিবসুন্দর নিদ্রিত হয়ে আছেন তোমার ভিতর যোগ-নিদ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে। যতই তপশ্চর্য্যার ভিতর তাঁকে স্তুতি করবে, ততই তোমার অন্তরস্থ শিব জাগ্রত হবেন। অর্থাৎ, তাঁর traits (গুণ)-গুলি তোমাতে materialised (বাস্তবায়িত) ও জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে। তার ভিতর-দিয়ে তোমার intelligence (বুদ্ধি) ও ability (সামর্থ্য) তদনুপাতিক বেড়ে যাবে। স্তবের ভিতর-দিয়ে তাঁর গুণগুলি তোমার ভিতর function (কাজ) ক'রে প্রথমে তোমার ভিতর বিস্তার লাভ করবে। পরে সেটা অন্যের ভিতরও সঞ্চারিত হবে।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দ্বারা নারায়ণের বক্ষ অঙ্কিত। আর, সেইই হ'লো তাঁর বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতীক হ'ল ব্রাহ্মণ। আর, ব্রাহ্মণের চরণ অর্থাৎ চলনচিহ্ন নারায়ণের বুকে।

পরেশভাইকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Suffer (কষ্ট) না করলে মানুষ শেখেও না, পারেও না।

হেমলালভাইকে ব্যবসা-সম্পর্কিত ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজের sincerity (নিষ্ঠা)-কে নষ্ট ক'রো না, সে টাকার জন্যই হোক বা অন্য যেজন্যই হোক। আর, সেই sincere চরিত্রই হ'ল মানুষের সম্পদ। আর, শুধু চরিত্র থাকলেই হয় না, সুবিবেচনাপরায়ণ হওয়া চাই।

৬ই মাঘ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২০।১।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা ন'টার পর গোলতাঁবুতে কেষ্ট সাহাদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—সকলের থেকে কঠিন কাজ balance (ভারসাম্য) ঠিক রাখা। কত প্রকৃতির লোক থাকে, তাদের নিয়ে চলতে গিয়ে balance ঠিক রাখা একটা শক্ত কাজ। ইঞ্জিনের পিছনে গভর্নর থাকে, তার অন্য কোন function (কাজ) নেই। গভর্নরটাই ইঞ্জিনের তাল ঠিক রাখে। গভর্নরটা সরিয়ে নাও, তখন দেখবে ইঞ্জিনটা বেসামাল হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে বসলেন। তপোবনের নতুন হেডমাস্টারমশাই যোগেনদা, হেমদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ আসলেন।

স্কুল-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা উদ্বাস্তু, স্কুলও উদ্বাস্তু। এর ভিতর-থেকে যতখানি সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা যায়, ক'রে নিতে হবে। আর, নিজেদের এগুলি ক'রে নেওয়া লাগবে। নিজের জিনিস নিজে গ'ড়ে নিতে হবে। সৎসঙ্গ আশ্রম মানে ভিক্ষুকের দল—আমরাই আমাদের মধ্যে ভিক্ষা করি—এইভাবে জোগাড় করে নিতে হবে। আমরা নেংটে, তবু এইভাবে চলছি। এখানে একটা normal tendency (স্বাভাবিক ভাব) আছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আপনার মনে করে। তাই চলে। তবে aristrocratic (অভিজাত) ভাবে চলার সাধ্য নেই। মানুষের কৃষাণ আমরা। কৃষাণ যেমন চাষবাস করে, আমাদেরও মানুষ নিয়ে তেমনি করতে হবে।

প্রথম জিনিস হ'ল ছেলেদের এমন করা চাই, যাতে ছেলেরা সমীহ করে, অথচ চুরি ক'রে এসেও স্বীকার যেতে পারে। বেতের থেকেও মাস্টারের একটা করুণ দৃষ্টি অনেক ব্যথিত ক'রে তোলা চাই ছাত্রকে। তবেই শিক্ষার সূত্রপাত হ'ল। বেতের শাসন অনেক সময় ছেলেদের আরও অপরাধপ্রবণ ক'রে তোলে। এমন হবে ছাত্র মনে করবে যে,

শিক্ষকের অনুগ্রহ না পেলে জীবনই বৃথা। ছাত্ররা যেন শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে। মাস্টারদের প্রতি ভয় থাকবে না, অথচ তাঁদের কাছে আসবার জন্য, একটু হাসি মুখ দেখবার জন্য দুর্ব্বার লোভ হবে তাদের।

যোগেনদা—আমরা অর্থের দাসত্ব করছি, এই আমাদের প্রধান দোষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থ-অর্থ যত করব, অর্থ তত ধিক্কার দেবে। কিন্তু পোষণ-তৎপর হ'লে অর্থ সেবা করবে।

যোগেনদা—রোজ আপনাকে বিরক্ত করব, আমাকে একটু সহ্য ক'রে নেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি খুশিই হব, তবে আমাকেও সহ্য ক'রে নেবেন।

যোগেনদা—আমি একটা calm and quiet (ধীর এবং শান্ত) retired life (অবসর জীবন) lead (যাপন) করতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে তা' হবে কিনা সন্দেহ।

যোগেনদা— আমি কর্ম্ম বাদ দিতে চাচ্ছি না। অর্থ লোভে এখানে আসিনি। নিজের জীবনটাকে তৈরী করার জন্য এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি অর্থলোভী থেকে লোকলোভীই বেশী। দলপুষ্টি যত হয়, লেজকাটার দল ততই বাড়ে। আমরা খুশি যে আপনি এখানে এসেছেন।

১০ই মাঘ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ২৪।১।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় সমাসীন।

বৈদ্যনাথদার (শীল) সঙ্গে সিউড়ি থেকে কতিপয় ছাত্র এসেছেন।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—ইষ্ট ও ধর্ম্ম বিষয়ে আমাদের একটা সহজ ভাব আসছে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে মানুষ করে, তারপর হয়। কর, করতে-করতে হবে।

উক্ত ছাত্র—করতে হবে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ নিজে যদি নীত হয়, তবে কাউকে নিতে পারে। তুমি ইষ্টার্থ-পরায়ণ হ'য়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করবে। তোমার বাক্য-ব্যবহার দিয়ে মানুষকে সম্বুদ্ধ ক'রে ইষ্টে সংহত ক'রে তুলবে। তোমার শ্রদ্ধা-অভিষিক্ত চরিত্র মানুষের ভিতর সেই ভাব সঞ্চারিত করবে। এইভাবে একটা মানুষ বহুতে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। দুটো জিনিস, ইষ্টস্বার্থ এবং ইষ্টপ্রতিষ্ঠা। আর, এটা করতে হবে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী।

আর একজন ছাত্র—আমার ভিতরের শক্তিকে জাগ্রত করতে পারি কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শক্তিকে জাগ্রত করতে concentric (সুকেন্দ্রিক) ও interested (স্বার্থান্বিত) হ'তে হয়। শক্তি জাগ্রত হওয়া মানেই সুকেন্দ্রিক হওয়া, অন্তরাসী হওয়া।

ছাত্ররা নিজেদের অসুবিধার কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুবিধা অতিক্রম ক'রে কৃতকার্য্য হতে হয়। এমনিভাবেই মানুষ বড় হয়। চাই নিজেদের গ'ড়ে তোলবার দৃঢ় সঙ্কল্প।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে।

বিনোদাবাবু (ঝা), ডাকুবাবু এবং রামরাজাবাবু (জজওয়াড়ে) আসলেন।

সুবিবাহ, সুজনন, সুশিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর মানুষ গঠনের উপরে জোর দিতে বললেন। এরপর স্বস্তিসেবক গঠন ক'রে দেশের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করতে বললেন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বিনোদাবাবুকে বললেন—ভিক্ষুকের তো ভিক্ষার অন্ত নেই। জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা থেকে অনেক লোক আসতে উদগ্রীব। তাদের আসবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

বিনোদাবাবু আগ্রহভরে শুনছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর সংলগ্ন অনেকখানি জমি সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করতে বললেন। তারপর বহুবিবাহ নিরোধ ও ডিভোর্সের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি জানালেন।

রামরাজাবাবু—পরিস্থিতিতে বহুবিবাহ বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিন্দুদের শাস্ত্রে যেমন ছিল, তেমনভাবে বহুবিবাহ করতে হয়।

প্রসঙ্গতঃ তিনি লোকশিক্ষা ও যাজনের উপর জোর দিলেন। বললেন—যাজন চাই, শিক্ষা চাই, সৎপ্রবর্ত্তনা চাই। দরদ দিয়ে, চরিত্র দিয়ে, জীবন দিয়ে লোককে বোঝাতে হয়। আইন ক'রেই কি কেবল হয়? লোকশিক্ষার সেই ব্যবস্থা কোথায়? সেই ঋত্বিক কোথায়? সেই পুরোহিত কোথায়? মেষপাল যদি থাকে, রাখাল যদি না হয়, মুশকিল। আজকাল রাখাল মেলাও ভার।

বিনোদাবাবু—তা তো দিনদিনই দুষ্কর হচ্ছে।

কেষ্টদা—এর জন্যই চাই বিবাহ-সংস্কার। সেইজন্যই ঠাকুর বলেছিলেন দেশবন্ধুকে, marriage bill ক'রে যদি বিবাহটা ঠিকভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারেন, তবে বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যেই মানুষের অভাব ঘুচে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিল নয় মিশন।

এরপর বিনোদাবাবু, রামরাজাবাবু বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন ডাকুবাবুকে কয়েক খণ্ড জমি দেখাতে। সুশীলদা টর্চ নিয়ে ডাকুবাবু-সহ উঠে গেলেন।

১৭ই মাঘ, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ৩১। ১। ১৯৫২)

আজ সরস্বতী পূজা।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে রমণদার (সাহা) মা, রূপু ও সাধনামার নিত্য ভোজের ব্যবস্থা তো হয়ই। আজ তাঁর ইঙ্গিতে সেই আয়োজন বিশেষ সমারোহ-সহকারে করা হচ্ছে। ১০১ পদ অন্ন-ব্যঞ্জন, তরি-তরকারি, ফল-ফুলারি, মিষ্টি ইত্যাদি আজ তাদের খাওয়ানো হবে। কিছুদিন ধ'রেই এর তোড়জোড় চলছে। পূজনীয় বড়দার উপর ভার পড়েছে। গতকাল রাত থেকেই রান্না-বান্না শুরু হয়ে গিয়েছে যতি-আশ্রমে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মা সব সময়েই খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। মায়েরা ও দাদারা মিলে প্রায় ৮/১০ জন এই ব্যাপারে নিয়ত পরিশ্রম ক'রে চলেছেন। সকালে পদের তালিকা প্রেসে ছাপাতে দেওয়া হ'ল। তার শিরোনাম শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং লিখে দিলেন—রমণের মা, রূপুরাণী, সাধনা-সুন্দরীদিগের প্রীতি-পুরশ্চরণ শতেক ভোজ্য। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দাকে বললেন—তিনটে খুব উঁচু দরের পানের খিলি, তিন শিশি ভাল তেল ও তিনখানা ভাল কাপড় ঠিক ক'রে রাখতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে স্নানের পর শ্রীশ্রীবড়মাকে ডেকে নিয়ে অঞ্জলি দিতে গেলেন। গিরীশদা (ভট্টাচার্য্য) যখন মন্ত্র পড়ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর তখন নিবিষ্ট চিত্তে সেগুলি শুনে মানস উচ্চারণ ক'রে অঞ্জলি দিচ্ছিলেন।

বেলা সাড়ে তিনটের পর রমণদার মা প্রভৃতির জন্য শতেক পদ তৈরি হ'ল। গোল-তাঁবুর পিছন দিকে কালিষষ্ঠীমার ঘরে ওদের খাবার জায়গা করা হ'ল।

খাওয়া শুরু হবার বহু পূর্ব্বে হ'তেই দলে-দলে নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবা, ভোজনপর্ব্ব দেখবার জন্য সমবেত হলেন।

খাবার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মাকে বললেন—আজ এইরকম দিনে রুজ, সুর্ম্মা-টুর্ম্মা প'রে একটু সেজেগুজে না আস, তাহ'লে কি মানায় ?

রমণদার মা তাতে খুব খুশি হ'য়ে সাজতে গেলেন। সেজেগুজে ভাল কাপড়-চোপড় পরে রুজ, পাউডার, সুর্ম্মা মেখে, চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বিয়ের কনেটির মতো রমণদার মা এসে হাজির হলেন। তিনি আসার পর চারিদিক থেকে হাসির রোল উঠল।

পরক্ষণে একদল মেয়ে হুলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

ওরা তিনজনে আসবার পর প্রত্যেকের পাতের সামনে ১০১টি মাটির পাত্রে ১০১ পদ গোল করে সারিতে-সারিতে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। সব সাজিয়ে দিয়ে প্রত্যেকের পাতের পাশে একখানা ভাল শাড়ি, এক শিশি ভাল তেল ও পানের খিলি দেওয়া হ'ল।

সোয়া চারটের সময় সব সাজিয়ে দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মা বললেন—আরম্ভ কর।

মায়েদের মধ্যে থেকে খুব হুলুধ্বনি হতে লাগল। তারপর ওরা খাওয়া শুরু করলেন। খাবার সময় রমণদার মা একমনে মুখ গুঁজে খাচ্ছিলেন। তাই মায়া মাসিমা বললেন—রমণের মা, তুমি মাঝে-মাঝে একটু মুখ তুলে চেও।

তারপর থেকে তিনি খাবার সময় মাঝে-মাঝে নাটকীয় ভঙ্গিতে চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলেন যাতে তাঁর মুখখানা সবাই দেখতে পায়।

এরপর বিভিন্ন কোণ থেকে ওদের ফটো নেবার ব্যবস্থা করা হ'ল। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে ওঁরা খেলেন। আর, উৎসুক জনতা সেই দৃশ্য উপভোগ করলেন।

১৯শে মাঘ, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ২। ২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে গোলতাঁবুতে ব'সে পূজনীয় হরিদাসদাকে (ভট্টাচার্য্য) বলছিলেন—দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করলে begging bowl (ভিক্ষাপাত্র) হাতে থাকাই লাগবে। সে আমি ডাক্তারই হই, ব্যবসাদারই হই, উকিলই হই, এম এল এ-ই হই, আর যাই হই। নয়তো অজগরবৃত্তি অবলম্বন ক'রে চলা লাগবে। তাও প্রকৃতি বা পরিস্থিতি থেকে কিছু-না-কিছু গ্রহণ করাই লাগবে। সে জল, বাতাস, মাটি, মানুষ যে-কোনও দিক দিয়েই হোক না কেন। শোষণ করা সেখানেই হয়, যেখানে আমি যার কাছ থেকে নিচ্ছি, তাকে কোনও-না-কোনওভাবে পোষণ না দিই। সে শারীরিক, মানসিক, যে-দিক দিয়েই হোক না কেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে। পূজনীয়া ছোটমা, সত্যভাই, প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যাত্রার সময় চন্দ্রশুদ্ধি দ্যাখে। চন্দ্রশুদ্ধি মানে মন শুদ্ধি। অর্থাৎ, মনের concentric (সুকেন্দ্রিক) ভাব। চন্দ্র শুদ্ধ আছে মানে তোমার মন একমুখী আছে। যে-কাজে যাচ্ছ, মন সেইমুখী আছে, deviating mood (বিক্ষিপ্ত মনোভাব) নেই।

২২শে মাঘ, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ৫। ২। ১৯৫২)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়িয়ে এসে গোলতাঁবুতে বসেছেন।

এমন সময় মাণিকতলার ত্রৈলঙ্গ মঠের একজন সাধু আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বললেন, তাঁদের কলকাতার আশ্রমটি ভাল ক'রে গ'ড়ে তুলবার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাল ক'রে করুন। এ কাজ খুব ভাল। আর, তাঁর বাণী ও নির্দ্দেশগুলি সবার মধ্যে চারিয়ে দিতে হয়, যাতে মানুষ সেই পথে চলে।

এরপর সাধু বিদায় নিলেন। বিদায় নেবার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আবার কখনও যদি সুবিধা পান, আসবেন।

সাধু বললেন—যদি যোগাযোগ হয়, সে তো খুব ভাল।

২৩শে মাঘ, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ৬। ২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল দশটা নাগাদ গোলতাঁবুতে এসে বসেছেন। ত্রৈলোক্যদা (হালদার), পঞ্চাননদা (সরকার), চুনীদা (রায়চৌধুরী), যোগেনদা (হালদার), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ অনেকে উপস্থিত।

কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন বাড়ির অনেককে সঙ্গে নিয়ে। তিনি বলছিলেন—সাধনের মূল সূত্র কী ?

প্রফুল্ল—শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন ইষ্টের প্রতি অনুরাগই মূল জিনিস।

উক্ত ভদ্রলোক—অনুরাগ হ'লে তো হ'য়ে গেল। সেটা হয় কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ দেওয়াই আছে। কিন্তু আমরা অনুরাগের বাজে খরচ ক'রে ফেলি। প্রথম অনুরাগের অনুশীলন করতে হয় পিতামাতাকে কেন্দ্র ক'রে। তাঁদের দিতে হয়, তাঁদের জন্য করতে হয়। পিতামাতার প্রতি যার সক্রিয় অনুরাগ থাকে, সদ্‌-গুরুর প্রতিও তাদের ঝোঁক হয়।

করার ভিতর-দিয়েই মানুষের অনুরাগ দৃঢ় হয়। যার জন্য যত করা যায়, তাঁকে মনে হয়, সে যেন আমার একান্ত জীয়ন্ত অঙ্গ। তার সুখেই সুখ মনে হয়। বৌয়ের সঙ্গে রক্তের সংস্রব থাকে না। কিন্তু তার জন্য করা থাকে। এইভাবে মমতা গজিয়ে ওঠে। স্ত্রীর কাছে স্বামীও তো মায়ের পেটের ভাই নয়। তবু তার জন্য করার ভিতর-দিয়ে স্বামীগতপ্রাণ হ'য়ে ওঠে। উভয়ে মিলে যেন একটা সত্তা হ'য়ে ওঠে। তথাকথিত স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্যের নামে অনেক সময় মেয়েরা বিকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। তাদের কোনটার সঙ্গে কোনটার সঙ্গতি থাকে না, meaningful adjustment (সার্থক

বিন্যাস) হয় না। ইষ্ট হলেন আমাদের পরম মঙ্গল। তাঁকে ভালবাসব সক্রিয়ভাবে সব প্রাণ দিয়ে। এই হ'ল আসল কথা। আর যা-কিছু—সাবান ঘষা। যত ঘষা যায়, তত ফেনা বেরোবে।

এরপর ব্রহ্মজ্ঞান, আরাধ্য দর্শন, নির্ব্বাচন ইত্যাদি বিষয়েও পূর্ব্ববৎ অনেক কথা হল।

২৭শে মাঘ, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১০।২।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে সমাসীন।

বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ দেওঘর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায় ও তাঁর কাকা প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত বলদেব সহায় আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে Science Class (বিজ্ঞান বিভাগ) খোলা হবে তো ?

প্রিন্সিপাল—চেষ্টা হচ্ছে। Science (বিজ্ঞান) তো খোলাই লাগবে। আজকাল science (বিজ্ঞান)-এর যুগ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Science (বিজ্ঞান)-এর যুগ চিরকালই, বিশেষতঃ আর্য্য-আপনাদের। আলেকজাণ্ডার যখন এ দেশ আক্রমণ করেছিল, তখন এ দেশের ব্রাহ্মণগণ বজ্র ও অগ্নির ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টি ক'রে নাকি ওদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। ও-দেশের ঐতিহাসিকরাই এ কথা লিখে গেছেন। এ-সব আমাদের ছিল। কিন্তু মাঝখানে বহুদিন চাপা পড়েছিল।

প্রিন্সিপাল—Educational reforms (শিক্ষা-সংস্কার) কিভাবে করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Education-এর (শিক্ষার) প্রথম জিনিস শ্রদ্ধা। Education-এর (শিক্ষা) শুরু হয় মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা থেকে। মা-বাবার পরে শ্রদ্ধা থাকলে শিক্ষকে শ্রদ্ধা হয়। শিক্ষাকে জীবনের পক্ষে meaningful (অর্থপূর্ণ) ক'রে তোলা লাগবে, homely (ঘরোয়া) ক'রে তোলা লাগবে। কত অল্পে, কত সুষ্ঠুভাবে জীবন চলে তা শেখাতে হবে। কী আমাদের উপাদেয় বা নয়, তা বুঝতে হবে। যা-কিছুতে captive (বন্দী) হ'লে চলবে না। ভাল-মন্দ ঠিক করার মত ব্যক্তিত্ব যদি না গড়ে, তবে হবে না। তাতে becoming (বিবর্দ্ধন)-এর পক্ষে অনুকূল, প্রতিকূল কী বুঝতে পারব না।

Education-এর (শিক্ষার) শুরু হবে বাড়িতে। যেমন, মেয়েদের বিয়ের আগে

শিক্ষা হওয়া উচিত বাপের বাড়িতে। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, অথচ সে ছেলে পারে না, এ দেখা যায় কম। তার merit (মেধা) কম থাকলেও grow করে (বাড়ে)। পাখী কথা বলতে জানে না। কিন্তু মানুষের atmosphere-এ (পরিবেশে) মানুষের প্রতি অনুরাগে শিখে ফেলে। আমার becoming (বিবর্দ্ধন)-এর জন্য education (শিক্ষা) দরকার, আমার নষ্ট পাবার জন্য নয়কো।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে।

পঞ্চাননদা (সরকার) জিজ্ঞাসা করলেন—Heredity (বংশানুক্রম)-তেই সব নিহিত থাকে। Environment (পরিবেশ) মানুষের করবে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ভিতর inherited (উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত) হয় বহু জিনিস—ভাল এবং মন্দ দু'রকম গুণই আমাদের ভিতর আসে। আবার, আমাদের চৈতন্য ও বোধি আছে। ভাল environment (পরিবেশ)-এ থাকলে ভাল গুণগুলি impulse (সাড়া) পেয়ে পুষ্ট হয়। আর খারাপ গুণগুলি impulse (সাড়া) না পেয়ে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়ে। ভাল environment (পরিবেশ)-এর nurture (পোষণ)-এ ভালর সম্ভাব্যতা যেটা আছে, সেইটে ফুটে বেরুবে।

২৮শে মাঘ, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১১। ২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট। অনেকে আছেন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেক মানুষের জীবনে একজন এমনতর সুহৃদ লাগে যার সঙ্গে প্রীতিকথা, বোধিকথা, কর্ম্মকথা, কামকথা, পারিবেশিক কথা, পরিবার-পরিস্থিতি-পরিবেশে সৌহার্দ্য স্থাপিত হয় যাতে তেমনতর কথা—এইসব রকমের কথা যার সঙ্গে চলে। নচেৎ balance (ভারসাম্য) ঠিক থাকে না।

১লা ফাল্গুন, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ১৪। ২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা দশটায় যতি-আশ্রম থেকে এসে গোলতাঁবুতে বসেছেন।

হাউজারম্যানদা একজন মেমসাহেবকে নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—কাল রাত্রে খেয়েছিলে?

মেমসাহেব—চা খেয়েছিলাম।

এরপর হাউজারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন—অনেকে হামাগুড়ি দিয়ে মন্দিরের ভিতর ঢোকে, এর কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা বোধহয় মনে করে যে দেবতার উদ্দেশ্যে তারা অমনতরভাবে কষ্ট করে, সেই কষ্টের ফলে তাঁর দয়া পাবে।

হাউজারম্যানদা—এটা কি penance (প্রায়শ্চিত্ত)-এর মত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা মনে করে। কিন্তু penance (প্রায়শ্চিত্ত) মানে নিজের মনকে study (অনুধ্যান) ক'রে যে complex-এর (প্রবৃত্তির) obsession-এর (অভিভূতির) দরুন মানুষ অন্যায় করে, তা adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা। Physical deficiency (শারীরিক ক্ষতি) যদি হয়ে থাকে, food (খাদ্য) ও medicine (ওষুধ)-এর manipulation (প্রয়োগ)-এ তা recoup করা (ক্ষতিপূরণ করা)।

২রা ফাল্গুন, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ১৫। ২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে ব'সে মেমসাহেবের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—Christ is a big begger of love. He says love me and love every one, because everyone is mine. (ক্রাইস্ট ভালবাসার ভিক্ষুক ! তিনি বলেছেন, আমাকে ভালবাস এবং প্রত্যেককে ভালবাস। কারণ, সকলেই আমার)। আমরা তাঁর কাছে কম যেতে পারি। কিন্তু তিনি বহুবার আমাদের কাছে begger (ভিক্ষুক) হ'য়ে আসেন। যারা ক্রাইস্টকে অনুসরণ করতে যা' প্রয়োজন তা' করে না, তারা Councillor of Satan (শয়তানের প্রতিনিধি)। ক্রাইস্টের প্রতি ভালবাসা না থাকলে সে যতই ভাল হোক না কেন, যে-কোনও মুহূর্ত্তে complex-এর (প্রবৃত্তির) victim (শিকার) হ'তে পারে। ক্রাইস্টকে যতই নির্ব্বাসিত করবে, ততই disintegration (অসংহতি) আসবে।

হয়তো এই দুর্দিনে তিনি কোথাও এসেছেন। তাঁর বাণী তিনি দিয়ে যাচ্ছেন, যাতে লোকে বাঁচে। তিনি এক নিভৃত কোণে ব'সে অজ্ঞাত, অখ্যাত অবস্থায় তাঁর যা' করার ক'রে যাচ্ছেন। লোকে হয়তো তা' জানে না। কতজনে হয়তো তাঁর কাছে আছে। আবার, অগণিত লোক তাঁকে হয়তো বুঝতে পারছে না। প্রবৃত্তির আচরণে তাদের চোখ ঢাকা। যারা তাঁর কাছে আছে, তারাও হয়তো বুঝতে পারছে না তিনি কী করছেন, কী জন্য এসেছেন। যেমন ক্রাইস্টের কাছে থেকেও ত্রিশ টাকার জন্য ক্রাইস্টকে bitray (বিশ্বাসঘাতকতা) করেছিল। সব সত্ত্বেও তিনি সকলকে জীবনের পথ

দেখাচ্ছেন, স্বস্তির পথ বাতলে দিচ্ছেন। দিচ্ছেন সেই message (বাণী), যার ভিতর আছে communism (সাম্যবাদ), socialism (সমাজতন্ত্রবাদ), democracy (গণতন্ত্র) ইত্যাদি সব ism (বাদ), সব তন্ত্রের fulfilment (পরিপূরণ)।

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১৭। ২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা গোটা দশেকের সময় প্রসঙ্গতঃ পঞ্চাননদা (সরকার) ও ভবীমাকে (পঞ্চাননদার স্ত্রী) বলছিলেন—যে নিজের উৎসকে অগ্রাহ্য করে, তার পরিবেশ তাকে গ্রাহ্য করবে, এমনতর কখনও দেখা যায় না।

শ্রদ্ধাবনত অনুবর্ত্তিতাই
সহজ বুদ্ধির উদ্গাতা।

মেয়েরা যদি সংসারে একটা লক্ষ্মীর কৌটা ক'রে রাখে, তার শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামীর জন্য নিত্য কিছু কিছু উঠিয়ে রাখে, আর তা যদি বিপদ-আপদ বা প্রয়োজনের সময় দেয়, তবে তাতে ইষ্টভৃতির effect (ফল)-এর মতো হয়। ওতে শ্রদ্ধাটাও দিন-দিন বেড়ে ওঠে। সংসার আপনিই শান্তি ও স্বচ্ছলতায় ভ'রে ওঠে। ওই কর্ম্মঠ শ্রদ্ধা বাদ দিয়ে মানুষ টাকার বাণ্ডিলের উপরও যদি ব'সে থাকে, তাতেও সংসারে প্রকৃত ঐশ্বর্য্য ও শান্তি ফুটে ওঠে না। মাকে যদি ওইভাবে করতে দেখে ছেলেপেলেরাও মা-বাপের জন্য ঐরকম করতে শেখে। আর, বাপের বলতে হয় ছেলেকে, 'তুমি তোমার মাকে কিছু দিয়েছ ?' আবার, মার বলতে হয় 'বাবাকে কিছু দিয়েছ ?'—এইভাবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেবার আবেগ গজিয়ে তুলতে হবে।

স্বামীকে শ্রদ্ধাবনত অন্তঃকরণে অনুসরণ করবে। আর, তিনি যদি কখনও বকুনিও দেন, সে ক্ষেত্রেও ছেলেপেলেদের কাছে স্বামীর বকুনির যৌক্তিকতার কথা ব'লে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আর, ছেলেপেলেদের বকাঝকা না ক'রে, তাদের দোষ না ধ'রে তাদের মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে দিও স্বল্প কথায়। এইভাবে ছেলেপেলেদের শ্রদ্ধা গজায়। ছেলেপেলের যদি মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা না থেকে যদি বাপের প্রতি শ্রদ্ধা হয় তাতে তারা খুব হয়তো intelligent (বুদ্ধিমান) ও indomitable (অদম্য) হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তাদের অন্তর তেমন ফুটতে পারে না।

মেমসাহেব এসেছেন। তাঁর সঙ্গে tower of babel সম্বন্ধে কথা উঠল।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবান জীবনস্বরূপ, শুভস্বরূপ। তিনি

মঙ্গলময়, শিবসুন্দর। শয়তান হ'ল তাই যা' ভগবানের সাথে ছেদ ঘটায়। আমার অস্তি যে তিনি। তিনি ছাড়া যে আমার অস্তিত্ব নেই, তা ভুলে যাই। Complex-এ (প্রবৃত্তিতে) obsessed (অভিভূত) থাকি। তাই বিচ্যুত হ'য়ে পড়ি। আমার পিছনে আছে আমার সত্তা। তখন আমার complex-এর (প্রবৃত্তির) পূজা হয়, সত্তার পূজা হয় না। Complex (প্রবৃত্তি) এমনভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হবে যাতে সত্তা-পরিপোষক হয়, শুভসন্দীপী হয়। Complex-এর (প্রবৃত্তির) অধীন হ'লে শয়তানের অধীন হওয়া হয়। শয়তান আমাদের সত্তাকে বধ করতে চায়, দীর্ণ করতে চায়। শয়তানমুখী হ'লে তখন ভগবানকে আর ভালবাসা যায় না। আর, ভালও লাগে না।

৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১৮।২।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। অনেকে কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাদের মাঝে-মাঝে শরীর খারাপ হয়, তারা যদি মাসে একটা ক'রে শিশু প্রাজাপত্য করে, তা'হলে ভাল হয়। Readjusted (পুনর্নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে যায়।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। এসে প্রসঙ্গতঃ বললেন—যেখানে interest (অনুরাগ), সেখানেই will (ইচ্ছা)। Will-এর (ইচ্ছার) ভিতর-দিয়ে activity (কর্ম্ম) আসে। Activity-র (কর্ম্মের) ভিতর-দিয়ে অনুচর্য্যা। অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে বোধের উদয় হয়। তাতে অন্তরের ফাঁকা ভ'রে যায়।

Interest-এর (অনুরাগের) সঙ্গে reality-র (বাস্তবতার) সম্পর্ক। যা' real (বাস্তব) নয়, তাতে interest (অনুরাগ) হয় না। Interest (অনুরাগ) মানে অন্তরে থাকা। যা' conception (বোধ)-এর মধ্যে আসে না, তাতে interest (অনুরাগ) হয় না।

মানুষকে গরু ব'লে ধারণা করতে পারি না। কারণ, মানুষটাকে দেখছি মানুষ ব'লে। যে-মানুষের সঙ্গে আমার সত্তার সঙ্গতি যত বেশি, সে-মানুষের প্রতি interest (অনুরাগ) হয় তত। Complex (প্রবৃত্তি)-দ্বারা guided (পরিচালিত) হ'য়েও সত্তা-উপভোগী ধারণার দ্বারাও অনেক সময় interest (অনুরাগ) হয়। তাই করাই অন্যায় বা পাপ, যা' সত্তা সংরক্ষণের বিরোধী। সত্তাবিরোধী আসক্তি ত্যাজ্য।

সদ্‌গুরুর প্রতি depth of interest (অনুরাগের গভীরতা) যতখানি, আমার ভালমন্দ সবখানি readjusted (পুনর্নিয়ন্ত্রিত) হবে ততখানি। তাঁতে concen-

tric (সুকেন্দ্রিক) ও adhered (শ্রদ্ধান্বিত) হ'লে তাঁকে খুশি করাই আমার একমাত্র খুশির ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। গুরুকে ভালবাসি, তাঁর দৈবশক্তির দ্বারা আমার প্রত্যাশাসিদ্ধ হবে ব'লে—তা'তে কিন্তু concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া হয় না, চরিত্রও বদলায় না। সেখানে প্রত্যাশাটাই কামনার বস্তু।

বিকেলে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন। তাঁরা কৃপা প্রার্থনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃপা মানে ক'রে পাওয়া। না করলে পাই না, সে-পাওয়াটাও পাওয়া হয় না।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক—কে আমি ? ত্রিতাপে কষ্ট পাচ্ছি কেন ? সাধ্যবস্তুই বা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিছু বুঝি না, মূর্খ মানুষ। এইটুকু বুঝি, যদি চাই, চাওয়ামাফিক করতে হবে। আমাদের হওয়া চাই ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠাপরায়ণ। তখন প্রবৃত্তিগুলি ছিনিয়ে নিতে পারে না। সবগুলি অন্বিত হয়ে ওঠে। আমরা তদুপচয়ী চলনে চলি। তখন তৃপ্তি থাকে। দুনিয়ার মধ্যে থেকেও কচুর পাতার মত গায় জল ভরে না।

উক্ত ভদ্রলোক—যত্র জীব, তত্র শিব—এই নীতি প্রতিপালন তো সেবা। তা'তে কি কিছুই হ'চ্ছে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবা মানে পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণ, পরিরক্ষণ। এইগুলির ভিতর-দিয়ে—সেবা সার্থক হয়। সেবার ভিতর-দিয়ে চাই ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠা। নচেৎ সেবা সার্থক হয় না। 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'। যা সত্তাপোষণী, তাই-ই শুভ, তাই-ই সুন্দর। যিনি সত্য, তিনিই শিব, তিনিই সুন্দর।

উক্ত ভদ্রলোক—মুহূর্তমাত্র সাধুসঙ্গে মানুষ প্রাণ পায়, মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধু মানে যিনি successful (সফল)। তাঁর সঙ্গ করা মানে তাতে অনুপ্রাণিত হওয়া। তা হ'লে যা' হওয়ার তা' আপনা আপনিই হবে।

৭ই ফাল্গুন, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২০।২।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট। চুনীদা (রায়চৌধুরী), পঞ্চাননদা (সরকার), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হরিদা (গোস্বামী), নিখিল (ঘোষ), বিমলদা (ঘোষ), মেণ্টু ভাই (বসু) প্রমুখ উপস্থিত।

রেঙ্গুনের একটি দাদা এসে প্রশ্নাদি করছিলেন। তিনি শান্তি-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি মানে যে বাধা-বিপত্তি, ব্যথা-আঘাত আসবে না তা' নয়। কিন্তু তার দ্বারা unbalanced (সাম্যহারা) না হওয়া।

উক্ত দাদা—নামধ্যানের কি প্রয়োজন আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! আমরা শুধু বাঁচতে চাই না, becoming (বিবর্দ্ধন)-ও চাই। তার জন্য এও-সব লাগে। Evolve (বিবর্ত্তন) করতে গেলেই concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া লাগে এবং যাতে balanced (স্থিতধী) থাকা যায়, তারই চেষ্টা করতে হয়। জপ-ধ্যানে ঐগুলির সাহায্য হয়।

উক্ত দাদা—সংসারে কিভাবে চলতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংসারের সব কাজ-কর্ম্ম-আচার-ব্যবহার, জপ-তপ, সবটার ভিতর-দিয়েই ইষ্টকে উপচয়ী ক'রে তুলতে হবে। আর, আমার যা' কিছু meaningful (সার্থক) ক'রে তুলতে হবে তাঁতে।

উক্ত দাদা—এইভাবে চললে কি মানুষ শান্তি পাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নির্ঘাত।

উক্ত দাদা—তা' হলে মূল কথাই তো ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা—এই হ'লেই সব হ'য়ে যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই হ'লে সবই আসে, এর মধ্যে অনেক কিছু আছে।

উক্ত দাদা—মন্ত্র মানে কী ? মন্ত্রের প্রয়োজন কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্ত্র মানে যা' মনকে complex (প্রবৃত্তি) থেকে ত্রাণ করে। আর, মন্ত্র মানে clue of life (জীবনের সঙ্কেত)! সবটার মধ্য দিয়ে সেটা workout (কার্য্যে পরিণত) করতে চাই। প্রবৃত্তিচলনের দরুন নানা বিচ্ছিন্ন বোধিপ্রণালী, যা' সৃষ্টি হ'য়ে আছে আমাদের ভিতর, মন্ত্রের প্রতীক যিনি তাঁতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে সেগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। আনন্দমুখর অর্থভাবনা-সমন্বিত মন্ত্র জপের ভিতর-দিয়ে মানুষের অবচেতন মনের অনিয়ন্ত্রিত বহু কিছুই উদ্ভাসিত হ'য়ে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠতে পারে।

উক্ত দাদা—বীজ জপ করার সাথে-সাথে কি তার শক্তি টের পাওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে করলেই হয়। আমরা অনেক সময় ফাঁকা-ফাঁকা করি, তাতে বোঝা যায় না। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে করলেই flash (আলো) আসে। সেটা কারও inner vision-এর (অন্তর্দৃষ্টির) ভিতর-দিয়ে বেরোয়, কারও endowment-এর (বিশেষ শক্তির) ভিতর-দিয়ে বেরোয়। একটাকে বলে অনুভূতি। আর একটাকে বলা যায় বিভূতি। কারও দুটোই একসঙ্গে

হয়। আবার এমনতর হয়, আমি হয়তো কথা কইতে জানি না, এমন কথা বলছি, কি ক'রে বলছি জানি না। যারা শোনে তারা spell bound (মন্ত্রমুগ্ধ) হ'য়ে যায়।

উক্ত দাদা—অনুভূতিটাই তো দরকার, বিভূতির তো দরকার নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোনটাই ফেলনা নয়। আবার, আমার কোনটারই দরকার নেই। দরকার তাঁকে। তিনি ছাড়া যা' দরকার মনে করব, আমার মনও যাবে সেইদিকে।

উক্ত দাদা—আমাদের করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করণীয় যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। যজন মানে নিজে করা, যাজন মানে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা। আর ইষ্টভৃতি করা মানে নিজে কিছু খাবার আগে রোজ তাঁকে নিবেদন করা। তাঁর জন্য করার মধ্য দিয়েই অনুরাগ বাড়ে। ছেলেপেলেকে দিয়ে ঐভাবে মা-বাবাকে দেবার অভ্যাস করতে হয়। আপনি আবার যখন ইষ্টভৃতি করেন তাই দেখে ছেলে হয়তো জিজ্ঞাসা করল, কাকে দাও। তখন বুঝিয়ে বললেন, তুমি যেমন আমাকে দাও, আমারও তেমনি একজন আছেন, যাঁকে আমার দিতে ইচ্ছে করে। তখন ঐ বীজ তার মধ্যেও বেড়ে যাবে। সে তখন আর unbalanced (সাম্যহারা) হবে না। ঐ মাতৃভৃতি, পিতৃভৃতি, ইষ্টভৃতির ধান্দা তার মগজে ঢুকলে, তা তাকে বড় ক'রে তুলবেই। ওইটে মাথায়, character-এ (চরিত্রে) set (প্রতিষ্ঠা) করলে, আপনি লাখ মূর্খ হন, শত পণ্ডিতও আপনার সঙ্গে পারবে না। কারণ, আপনি তখন দুনিয়ারূপ, জীবনরূপ এই বই প'ড়ে শিক্ষিত হয়েছেন।

৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ২১। ২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। চক্রপাণিদা (দাস), রবিদা (রায়), হরিদাসদা (সিংহ) প্রমুখ উপস্থিত।

রবিদা প্রশ্ন করলেন—কোনও ভ্রষ্টচরিত্রা মেয়েকে কি নাম দেওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান অস্তিত্বের অধিকারী ক'রে রেখেছেন যাকে, সে যদি তাঁর পথে চলতে চায়, তা হ'লে সে কি সেই অধিকার পাবে না ? তাই কেউ যদি নাম চায় sincierly (আন্তরিকভাবে), সে যেমনই হোক, তাকে নাম দেওয়াই ভাল।

হরিদাসদা—ঐরকম ভাবের লোককে নাম দিলে সমাজে সঙ্ঘ সম্বন্ধে অন্য লোকের ধারণা খারাপ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা বলতে জানি না, তাই খারাপ হয়। বলতে হয়, তিনি পতিত-পাবন—তাঁর নাম থেকে এরা যদি বঞ্চিত হয়, তবে এদের উপায় হবে কী ? বলতে

জানলে ঐ opposition (বিরোধ) utilise (ব্যবহার) ক'রে কাজের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত ক'রে তোলা যায়।

চক্রপাণিদা—দীক্ষার আগে কোনও প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নেওয়া দরকার তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামই তো মহাপ্রায়শ্চিত্ত। যা' দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত হবে, তা' যদি না দাও, তবে প্রায়শ্চিত্ত হবে কি ক'রে ?

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। চক্রপাণিদা (দাস), অজয়দা (গাঙ্গুলী), সুধীরদা (চৌধুরী), রবিদা (রায়) প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমাদের দেশের ধর্ম্মীয় mission (উদ্দেশ্য) এ পর্য্যন্ত যেভাবে চ'লে এসেছে, তা একপেশে হ'য়ে গেছে। সবদিকটা নিয়ে হয়নি। আর, তাও গেছে সন্ন্যাসের দিকে। সেও প্রকৃত সন্ন্যাস নয়। গৃহস্থদের মধ্যে যথাযথভাবে জিনিসগুলি সঞ্চারিত হয়নি। তাই, গৃহীরাও তৈরি হয়নি। ফল কথা, গৃহস্থরা deprived (বঞ্চিত) হয়েছে। তাই সমাজ উপকৃত হয়নি। কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও সন্ন্যাসীরা গৃহীদের ঘৃণা করত। এখন আমাদের আমলে সেটা বরং কম। দেখছি। সন্ন্যাসীরা গৃহীদের protector (পালক), defender (প্রতিরক্ষক) ও educator (শিক্ষক) হয়নি। সেইটে করলে অন্য রকম অবস্থা হ'ত, দেশের চেহারা বদলে যেত।

৯ই ফাল্গুন, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ২২। ২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। কাল রাত্রি থেকে একটু-একটু বৃষ্টি হ'চ্ছে। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিদাসদা (সিংহ), বিশুভাই (মুখোপাধ্যায়), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), গৌরদা (মণ্ডল), নিখিল (ঘোষ), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

কেষ্টদা একটা ডাক্তারী বই এনে পড়ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও এই বই পড়তাম। যা করেছি বরাবর thoroughly (সম্পূর্ণভাবে) করেছি। কোন কাজে ফাঁক রাখা আমার কাছে insulting (অপমানকর) লাগে। এমনভাবে চিকিৎসা করতাম যে, আমার হাতে directly (প্রত্যক্ষভাবে) একটা রোগীও মারা যায়নি। অন্য ডাক্তাররা আমার সম্বন্ধে বলতো, ওর মা কোথার থেকে মন্ত্র শিখে এসে ওকে শিখিয়েছে, তাই ঐভাবে রোগী সারায়। ও সারা সারা নয়। নিজে আমি কোনদিন কিছু চাইনি, কিন্তু আমার মতো quack

(হাতুড়ে ডাক্তার)-এরও একশো এক টাকা ভিজিট হ'য়েছিল। যেখানে যা' পেতাম, সেখানকার স্থানীয় ডাক্তারদের ও প্রয়োজনমতো রোগীদের তার অনেকখানি দিয়ে দিতাম। নিজে সামান্য কিছু রাখতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে গোলতাঁবুতে কেষ্টদার সাথে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—বিজ্ঞানের যে artistic exposition (কলাসুন্দর অভিব্যক্তি), তাকেই বলে কবিত্ব। যার scientific insight (বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি) না থাকে, সে ভাল কবি হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আছেন। সুশীলদা (বসু), পঞ্চাননদা (সরকার) প্রমুখ কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Void-এর (শূন্যের) মধ্যে দুটো point (বিন্দু) সৃষ্টি হয়, positive (ঋজী), negative (রিচী)। এদের মধ্যে attraction-repulsion (আকর্ষণ-বিকর্ষণ)-এ কম্পন সৃষ্টি হয়। কম্পনের মধ্যে আবার অনুস্যূত থাকে বোধি। কম্পিত হচ্ছি, এ বোধটা থাকে। এই কম্পনের মধ্যে আবার থাকে ছন্দ। এই ছন্দের নানা উপসৃষ্টি হয়। এই variety (বৈচিত্র্য) নিয়ে বর্ণ। নানা সংঘাত যে ক্রমাগত চলতে থাকে পারস্পরিকতায়, তার থেকে আবার আসে চেতনা। বোধি যেন সত্তাময়। সত্তার ভিতর আছে সৎ, চিৎ, আনন্দ।

১০ই ফাল্গুন, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ২৩। ২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রসিকদা (রায়) প্রমুখ কাছে আছেন।

কেষ্টদা বললেন—মানুষের কতকগুলি জানার আকাঙ্ক্ষাও তো একটা complex (প্রবৃত্তি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানার আকাঙ্ক্ষা সত্তারই characteristics (বৈশিষ্ট্য)। Ego (অহং)-টা যার দ্বারা obsessed (অভিভূত) হ'য়ে থাকে, জানাটার ঝোঁক যায় সেই দিকে। যখন যেভাবে obsessed (অভিভূত) থাকে তখন সেই রকম। জানার আকাঙ্ক্ষায় আসে বাঁচা-বাড়ার আকাঙ্ক্ষা।

কেষ্টদা—তা'হলে কাম-ক্রোধও তো সত্তার characteristic (বৈশিষ্ট্য)। কিন্তু ওগুলিকে তো (বৈশিষ্ট্য) বলা যায় না। বলা যায় complex (প্রবৃত্তি)।